ভারতীয় বনৌষধি

ডক্টর কালীপদ বিশ্বাস
এম. এ., ডি. এস্‌-সি., (এডিন), এফ. আর. এস্. ই. এফ. এন্. এ.
ভূতপূর্ব সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট, রয়েল বোটানিক গার্ডেন, কলিকাতা এবং উদ্ভিদ্ বিজ্ঞানের
অনারারী অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
ও
শ্রীএককড়ি ঘোষ
রয়েল বোটানিক গার্ডেন পুস্তকাগারের ভূতপূর্ব কর্মচারী

দ্বিতীয় সংস্করণ

দ্বিতীয় খণ্ড

সম্পূর্ণ নূতন ধারায় পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ

মুখ্য সম্পাদিকা
অধ্যাপিকা ডঃ অসীমা চট্টোপাধ্যায়
ডি. এস্‌-সি., এফ. এন্. এ., ডীন্ অফ দি ফ্যাকাল্টি অফ সায়েন্স,
ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ্ সায়েন্স, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
যুগ্ম সম্পাদক
আয়ুর্বেদ-বৃহস্পতি কবিরাজ বিজয়কালী ভট্টাচার্য্য,
আয়ুর্বেদাচার্য্য কবিরাজ শ্রীশিবকালী ভট্টাচার্য্য,
আয়ুর্বেদশাস্ত্রী কবিরাজ শ্রীতেজেন্দ্রকুমার সরকার

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
২০০২

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY
CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

READING HALL
Biranjan
19.7.04.

মূল্য — ১০০.০০ টাকা

RE...HALL

615.53
B545
ed.2
v.2

BCU 2819

© Calcutta University

G 16950

PRINTED IN INDIA

Printed & Published by Sri Pradip Kumar Ghosh
Superintendent, Calcutta University Press
48, Hazra Road, Kolkata — 700 019

পূর্বভাষ

ভারতবর্ষ প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ। তার মধ্যে হিমশিখর হিমালয় পর্বত থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত ব্যাপক ভাবে বিস্তৃত রয়েছে নানা বনৌষধি। এই বনৌষধি প্রাচীনকাল থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে জীবের মঙ্গলার্থে—বিশেষ করে রোগ যন্ত্রণার উপশমের জন্য। বিশ্ববাসীর হিতার্থে ভারতবর্ষ এই অতিমূল্যবান সম্পদ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু পাশ্চাত্য ঔষধির প্রভাবে ভারতবাসী তাদের নিজের দেশের বনৌষধির মূল্য দিতে পারেনি এবং তার ফলে বনৌষধির যথার্থ প্রয়োগ দ্বারা ভারতীয় আয়ুর্বেদ চিকিৎসা পদ্ধতি সারা বিশ্বে যে সুনাম অর্জন করেছিলো তা প্রায় লুপ্ত হতে বসেছে।

স্বর্গগত ডাঃ কালিপদ বিশ্বাস মহাশয় ভারতের বিশাল বনৌষধির ইতিহাস, তার ঐতিহ্য ও তাকে জনসেবার প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা নূতন করে ভারতবাসী ও বিশ্ববাসীদের পরিচয় করার জন্য "ভারতীয় বনৌষধি" নামক পুস্তকটিকে (তিন খণ্ডে) সুন্দরভাবে বিবৃত করেছেন। স্বর্গগত ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই বইটির প্রথম সংস্করণে পূর্বাভাষ লিখেছিলেন। তাঁর এই পূর্বাভাষে আয়ুর্বেদের উপর তাঁর গভীর বিশ্বাস ও বিদেশে ভারতীয় বনৌষধির সাফল্য সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ বক্তব্য লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

এই পুস্তকটির দ্বিতীয় সংস্করণে পূর্বভাষ লেখার ভার আমার উপর ন্যস্ত হয়েছে। প্রখ্যাত আয়ুর্বেদ-বৃহস্পতি শ্রীবিজয়কালী ভট্টাচার্য, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী শ্রীদেবেন্দ্র কুমার সরকার এবং আয়ুর্বেদাচার্য শ্রীশিবকালী ভট্টাচার্য মহোদয়গণের সহযোগিতায় দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা সম্ভবপর হয়েছে। স্বর্গগত ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভারতীয় বনৌষধি সম্বন্ধে অভিমত জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে এই সংস্করণে পুনর্লিপিবদ্ধ করা হলো। ভারতীয় ভেষজ ও বনৌষধি সম্বন্ধে এই সংস্করণে আমার অভিমত প্রকাশ করলাম।

সুপ্রাচীন কাল থেকে ভারতের লোকজ পণ্ডিত ভারতীয় ভৈষজ্যের গুণাগুণ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ছিলেন। আয়ুর্বেদে এক শ্রেণীর আয়ুর্বেদ বিশেষজ্ঞের সন্ধান পাওয়া যায় যাঁরা সন্ন্যাসী বেশে দেশ বিদেশে ভ্রমণকালে জনসাধারণের মধ্যে ভেষজের প্রয়োগ করতেন। প্রাক্ বৌদ্ধযুগের বা তৎপরবর্তীকালের আয়ুর্বেদগ্রন্থে ও সংহিতাগ্রন্থে নানা প্রকার বনৌষধির উল্লেখ আছে। এ ছাড়া চরক, সুশ্রুত ও অষ্টাঙ্গহৃদয় সংহিতাতেও বনৌষধির সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা হয়েছে।

পরবর্তীকালে চক্রপাণিদত্ত ও শার্ঙ্গধর সংহিতাতে বিভিন্ন প্রকার বনৌষধির ব্যবহারের উল্লেখ করা হয়েছে। ষোড়শ শতকে ভাবমিশ্র তাঁর গ্রন্থে চরকদের তুলনায় দেশবিদেশের বহু ভেষজের ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। চক্রদত্ত রচিত "দ্রব্যগুণ" নামক পুস্তকে ও ভাবমিশ্র রচিত "ভাবপ্রকাশ" নামক পুস্তকে পৃথক পৃথক দ্রব্যের গুণের বর্ণনা আছে।

সপ্তদশ শতকে ধন্বন্তরি নিঘণ্টু, রাজনিঘণ্টু প্রভৃতি নিঘণ্টুকারগণ ধারাবাহিকভাবে বনৌষধির সংজ্ঞা ও গুণাগুণ সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। তার ফলে বনৌষধির ব্যবহার ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ে। এদেশের ইউনানি, হেকিমি চিকিৎসক সম্প্রদায় ও বৈদ্যক সম্প্রদায় পরে ঐ জ্ঞানের সদ্ব্যবহার করেছেন। এইভাবে রোগচিকিৎসার্থে ও রোগের মূলীভূত কারণ শোধনার্থে বনৌষধির ব্যবহার প্রচলিত হয়েছে। স্বর্গগত বিশ্বাস মহাশয় এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণে তা বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন।

ভারতীয় বনৌষধি

আয়ুর্বেদ সম্প্রদায়ের চিকিৎসকগণ রোগবিপরীত, দোষবিপরীত বা উভয়বিপরীত গুণবিশেষে বনৌষধি প্রয়োগ করে থাকেন। এ বিষয়ে নতুন বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সঙ্গে আয়ুর্বেদীয় চিন্তাধারার মৌলিক পার্থক্য আছে। এজন্য নিঘণ্টু ও আয়ুর্বেদগ্রন্থের বর্ণনার নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে এবং সেই বৈশিষ্ট্য নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রও প্রচুর রয়েছে।

অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকে উইলিয়াম রক্স., আর. এন্. চোপ্রা ও বহু পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্য মনীষী ভারতীয় বনৌষধি সম্বন্ধে বহু তথ্য সম্বলিত পুস্তক রচনা করেন। তাঁদের কথা বিশ্বাস মহাশয় এই পুস্তকের ভূমিকাতে উল্লেখ করেছেন।

যে সকল পাশ্চাত্ত্য মনীষী ভারতীয় বনৌষধি নিয়ে গবেষণা করেছেন তাঁদের মধ্যে মহাত্মা Watt-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি আসমুদ্র হিমাচল ঘুরে যে অপূর্বগ্রন্থ সংকলন করেন তাকে একটা Folklore medicine-এর Encyclopaedia বলা চলে। পরবর্তীকালে Watt মহোদয়ের অনুকরণে Kirtikar & Basu মহোদয় বনৌষধির একটা সচিত্র গ্রন্থ রচনা করেন।

অসাধারণ উদ্যম ও পরিশ্রমে ভেষজ গুণবিদ্ শ্রীকালিপদ বিশ্বাস মহাশয় বাংলাভাষাতে "ভারতীয় বনৌষধি" গ্রন্থে দ্রব্যগুণ অনুবর্তন ও নিজস্ব জ্ঞান সন্নিবেশ করেছেন। বর্তমান সংস্করণে আয়ুর্বেদের আলোচনা, সর্বভারতীয় পণ্ডিতগণের মত ও Glossary-এর আধুনিকতম বিচার বিবেচনা সংক্ষিপ্ত অথচ নিপুণভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

ভারতবর্ষের বহুশতাব্দীর সঞ্চিত সম্পদে যে চিকিৎসা-বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে তার একটা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি আছে এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা ও গবেষণার ক্ষেত্রও প্রচুর রয়েছে; সেজন্য নিঘণ্টুকারগণের চিন্তাধারার সঙ্গে বর্তমান বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সংযোজনা বইটিকে ভারতীয় আয়ুর্বেদের ধারাবাহিক গবেষণার ক্ষেত্রে মূল্যবান করে তুলেছে। এই সংযোজনার কাজে সহায়তা করেছেন তিনজন বিশিষ্ট আয়ুর্বেদসেবী ভিষক কবিরাজ (১) আয়ুর্বেদ—বৃহস্পতি শ্রীবিজয়কালী ভট্টাচার্য (২) আয়ুর্বেদাচার্য শ্রীশিবকালী ভট্টাচার্য ও (৩) আয়ুর্বেদশাস্ত্রী শ্রী[illegible]কুমার সরকার। আয়ুর্বেদের দৃষ্টিভঙ্গিকে গবেষণার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে আনবার জন্য "ভারতীয় বনৌষধির" ভূমিকাসহ "আয়ুর্বেদে বনৌষধি প্রসঙ্গ", নামে এই পৃথক ভূমিকা সংযোজিত হলো।

পরিশেষে বিশেষ দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, এই পুস্তকমুদ্রণের অব্যবহিত পূর্বে আয়ুর্বেদ-বৃহস্পতি বিজয়কালী ভট্টাচার্য মহাশয় পরলোক গমন করেছেন।

পুস্তকমুদ্রণ কালে বিশেষ ভুল ত্রুটী সংশোধনের ভার আয়ুর্বেদাচার্য শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ঠাকুর শাস্ত্রতীর্থ মহাশয়ের উপর দেওয়া হয়েছে। বনৌষধির পাশ্চাত্ত্য নামকরণে ডক্টর এস্. আর. দাস আমাদের সহযোগিতা করেছেন।

অসীমা চট্টোপাধ্যায়

ভারতীয় বনৌষধি

[শিল্প ও সরবরাহ-সচিব মাননীয়
ডক্টর শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
এম. এ., বি. এল., ডি. লিট., এল-এল. ডি., ব্যারিষ্টার-এট-ল
মহোদয়-লিখিত ভূমিকা-সম্বলিত]

ডক্টর শ্রীকালীপদ বিশ্বাস

এম. এ. ডি. এস-সি. (এডিন.) এফ. আর. এস. ই., এফ. এন. এ.
সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, রয়েল বোটানিক গার্ডেন, কলিকাতা এবং উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানের
অনারারী অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ও

শ্রীএককড়ি ঘোষ

রয়েল বোটানিক গার্ডেন পুস্তকাগারের ভূতপূর্ব কর্মচারী

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৫০

ভূমিকা

"ভারতীয় বনৌষধি" প্রায় ১৩ বৎসর পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইল। অনিবার্য্য কারণে এই পুস্তক ছাপিতে বিলম্ব হইয়াছে; যুদ্ধের সময়ে ও তাহার পর বহু অসুবিধার ভিতর দিয়া এই বৃহৎ পুস্তকখানির কষ্টসাধ্য ছাপানর কাজ যে এতদিনে শেষ হইল ইহা আনন্দের বিষয়। উদ্ভিদের বর্ণনা এই পুস্তকে যথাসাধ্য আধুনিক বৈজ্ঞানিক পরিভাষা-অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে। তবে উদ্ভিদ্‌বেত্তাদের জন্য প্রত্যেক গাছের সর্ব্বসম্মত বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক ল্যাটিন নাম দেওয়া হইয়াছে এবং জনসাধারণের সুবিধার জন্য ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের পরিচয়ের জন্য বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত নামও উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং ঔষধের গাছ চেনা কোনরূপ কষ্টসাধ্য হইবে না।

আমাদের দেশে অনেক সময়ে চিকিৎসকেরা ঠিক গাছের সন্ধান পান না অথবা গাছের সঠিক পরিচয় আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে জানা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। সরল বাংলায় যথাযথভাবে বর্ণনা ও গুণাগুণ লিখিত হইলে সাধারণ লোকেরাও গাছের ও ঔষধির সম্যক্ পরিচয় পাইতে পারেন। প্রত্যেক গাছের অবস্থান উল্লেখ করায় যে কোন গাছ দরকারের সময়ে অনায়াসেই পাওয়া যাইতে পারে। ছবির সাহায্যে গাছ চিনিবারও কোন অসুবিধা হইবে না। এই সকল কারণে ও আমাদের এই লুপ্ত সম্পদ পুনরুদ্ধার করিবার কার্য্যে সাহায্য করিতে বহুদিন পূর্ব্বে আমার বন্ধু শ্রীকালীপদ বিশ্বাসকে বাংলা ভাষায় এই পুস্তক লিখিতে অনুরোধ করি।

হিমালয়ে বহু ঔষধের গাছের চাষ করা খুবই সম্ভবপর। কালীপদবাবুর হিসাবে প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ বিদেশীয় ঔষধের গাছের—যেমন ডিজিটালিস, কুইনাইন, ইপিকাকুয়ানা, বেলেডোনা, হায়োসিয়ামাস্‌, লোবেলিয়া প্রভৃতির—চাষ সহজেই করা যাইতে পারে এবং এই সকল গাছ হইতে কলকারখানায় ঔষধ প্রস্তুত হইতে পারে। আশা করা যায় যে যাবতীয় দেশীয় ও বিদেশীয় গাছের পদার্থ ও উপযোগিতা বিশদভাবে গবেষণা করিয়া ও এই সব উদ্ভিদ্ হইতে ঔষধ তৈয়ারী করিয়া স্বাধীন ভারত দেশের ও দশের সমগ্র স্বাস্থ্যব্যাধির মঙ্গলবিধানে অচিরে সমর্থ হইবে। আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি এই পুস্তক এই মহৎ উদ্দেশ্য-সাধনে যথেষ্ট সাহায্য করিবে।

৩, কিং এডওয়ার্ড রোড,
নিউ দিল্লী
১০ই জুলাই, ১৯৫০

শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

পূর্বভাষ

অতি প্রাচীন কাল হইতে বেদজ্ঞ ঋষিগণ ভারতবর্ষের ভৈষজ্যের গুণাগুণ-সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। অথর্ববেদ উহার একটী জাজ্বল্যমান প্রমাণ। এই অথর্ববেদ হইতেই ধন্বন্তরি-লিখিত আয়ুর্বেদের উদ্ভব। পরবর্তী সময়ে মহর্ষি আত্রেয়, ভরদ্বাজ ও অগ্নিবেশ প্রভৃতি ঋষিগণ আয়ুর্বেদীয় অধ্যাপকরূপে কয়েকখানি চিকিৎসা-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁহাদের গ্রন্থসমূহ হইতে মহর্ষি চরক ব্যাধিপীড়িত জনগণের হিতার্থে চরক-সংহিতা নামক অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেন।

কথিত আছে যে দেববৈদ্য ধন্বন্তরি কাশীরাজ-গৃহে দিবোদাস নামে জন্মগ্রহণ করায় মহর্ষি বিশ্বামিত্র স্বীয়তনয় সুশ্রুতকে তাঁহার নিকট আয়ুর্বেদ-শিক্ষার জন্য প্রেরণ করেন। মহর্ষি সুশ্রুত শিক্ষালাভের পর যে গ্রন্থ রচনা করেন তাহারই নাম সুশ্রুত-সংহিতা। চরক ও সুশ্রুত লিখিত চরক-সংহিতা ও সুশ্রুত-সংহিতা অতি প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসা-গ্রন্থ। এই দুইখানি পুস্তকে শস্ত্রচিকিৎসা, দেহতত্ত্ব, ঔষধ-নির্বাচন ও ঔষধ-প্রয়োগ প্রভৃতি অতি বিস্তারিত ভাবে লিখিত আছে। পুস্তক দুইখানি লোকাতীত জ্ঞানের পরিচায়ক ও অলৌকিকের বলিয়া কথিত।

প্রাচীন চিকিৎসা-গ্রন্থের মধ্যে বাগ্ভটের অষ্টাঙ্গহৃদয়-সংহিতা, চক্রদত্ত-সংগ্রহ, শার্ঙ্গধর-সংগ্রহ, ভাবমিশ্রের ভাবপ্রকাশ, মদন পালের রাজনির্ঘণ্টু, মাধবকরের নিদান এবং আরও কতিপয় চিকিৎসা-পুস্তকে দ্রব্যগুণ ও চিকিৎসা-বিধি আলোচিত হইয়াছে।

মুসলমান রাজত্বকালেও রাজকীয় সাহায্যে মুসলমান হাকিমগণ, আরবী, পারসী ও উর্দ্দু ভাষায় এদেশীয় ভেষজ-সম্বন্ধে কয়েকখানি অমূল্য পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে তালিফ শেরিফ (Taleep Sheriff) এবং মখজন-উল-আদ্বিয়া (Makhazan-ul-Adwiya) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

খৃষ্টীয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে পোর্তুগীজ ও অন্যান্য উদ্ভিদ্-বিদ্যাবিৎ চিকিৎসকগণ ভারতীয় ভৈষজ্যের গুণাগুণ-সম্বন্ধে ধারাবাহিক ইতিহাস প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। দক্ষিণ-ভারতের প্রচলিত গ্রন্থাদির মধ্যে Van Rheede লিখিত Hortus Indicus Malabaricus নামক পুস্তকখানি ১২ খণ্ডে বিভক্ত। এতদ্ব্যতীত Thomas Rivevs, O. Kerbosa. L. De Costa, Wight, Beddome প্রভৃতি মনীষিগণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের উদ্ভিদের গুণাগুণ-সম্বন্ধে বহু পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন।

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে উদ্ভিদ্‌বিদ্যা-বিশারদ চিকিৎসকগণ ভারতীয় চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন ও প্রণয়ন করিয়া আধুনিক গবেষণার পথ অতি সুগম করিয়া গিয়াছেন। এই সকল মনীষির মধ্যে Dr. Roxburgh এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য, তাঁহাকে ভারতীয় আধুনিক উদ্ভিদ্‌-পরিচয়-গবেষণার পিতৃতুল্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। Dr. Roxburgh লিখিত Flora Indica নামক পুস্তকে বিভিন্ন ভারতীয় উদ্ভিদের দেশীয় ও বৈজ্ঞানিক নাম, তাহাদের বর্ণনা, ব্যবহার ও গুণাগুণ বিস্তারিত ভাবে লিখিত আছে।

পরবর্তী সময়ে ১৮১০ খ্রীঃ Dr. John Flemming ভারতীয় ভৈষজ্যের হিন্দুস্থানী ও সংস্কৃত নাম Asiatic Research নামক সাময়িক পত্রে অতি বিশদভাবে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। Dr. N. Wallich এবং Dr. Wilson প্রমুখ উদ্ভিদ্‌বেত্তারা দেশীয় ঔষধের গুণাগুণ-সম্বন্ধে অনেক তথ্য আবিষ্কার করিয়া জনগণের প্রভূত উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। Dr. Ainslie, Moodeen Sheriff, Dr Wight, Dr. Dymock প্রভৃতি মহোদয়গণের দ্রব্যগুণ-পুস্তকগুলি (Materia Medica) অতি উৎকৃষ্ট চিকিৎসা-গ্রন্থ। Sir William O'Shaughnessy এবং Dr. Wallich এর 'Pharmacopoeia Bengal'ও অতি সারগর্ভ পুস্তক। Dr. Birdwood লিখিত বোম্বাই প্রদেশস্থ ভেষজ এবং Dr. Drury লিখিত মাদ্রাজ-দেশীয় ভেষজ, এবং Dr. Baden Powell লিখিত Punjab Products এবং রায়বাহাদুর কানাইলাল দে লিখিত Indigenous Drugs অতি উৎকৃষ্ট চিকিৎসা-পুস্তক।

Dr. Voigt লিখিত Hortus Subarbanus Calcuttensis, Sir J. D, Hooker লিখিত Flora of British India এবং Sir George Watt সাহেব লিখিত Dictionary of Economic Products যথাক্রমে ১৮৪৫, ১৮৯৭ ও ১৯০৪ খৃঃ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়া দেশীয় চিকিৎসা-বিষয়ক উদ্ভিদ্ ও আকর উদ্ভিদের পরিচয়-ও ব্যবহার সম্বন্ধে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে।

Sri George King লিখিত বঙ্গদেশের দেশীয় ভেষজ উদ্ভিদের পরিচায়ক পুস্তক, ভারতের কুইনাইন চাষ সম্বন্ধীয় পুস্তক এবং ডাঃ উদয়চাঁদ দত্ত লিখিত Hindu Materia Medica নামক পুস্তকের Glossary বা ভেষজ উদ্ভিদের সুন্দর পরিচয় অতি মহৎ করিয়াছে। Sri David Prain সাহেব লিখিত Bengal Plants, হুগলী, হাওড়া ও ২৪-পরগণার গাছ ও সুন্দরবনের গাছ নামক পুস্তকগুলিতে অনেক ভৈষজ্যের নির্দেশ ও পরিচয় পাওয়া যায়।

আধুনিক চিকিৎসা-গ্রন্থের মধ্যে Dr. Kirtikar ও Major B. D. Basu লিখিত Indian Medicinal Plants, Dr. R. N. Chopra লিখিত Indigenous Drugs, Dr. Nadkarni লিখিত The Indian Materia Medica এবং কবিরাজ বিরজাচরণ গুপ্ত, কাব্যতীর্থ লিখিত বনৌষধি-দর্পণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বৈদিক যুগ হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত যে সকল চিকিৎসা-গ্রন্থের বিষয় উল্লেখ করা হইল, ইহার সকলগুলিই সংস্কৃত, ইংরাজী ও লাটিন ভাষায় লিখিত। এই সমস্ত পুস্তক যদিও

করিয়া অধ্যয়ন করা অতি ব্যয়-সাপেক্ষ। তদ্ব্যতীত ইংরাজী ও ল্যাটিন ভাষায় অনভিজ্ঞ ভিষক্‌দিগের অনুপযোগী। বনৌষধি-দর্পণ নামক পুস্তকখানি যদিও বঙ্গভাষায় লিখিত তথাপি উহাতে অল্পসংখ্যক ভেষজের উল্লেখ আছে মাত্র এবং উহাতে তরুলতাদির চিত্র-পরিচয় না থাকায় ইহা সাধারণের পক্ষে সহজে বোধগম্য নহে।

ভৈষজ্য তরুলতাদির প্রকৃত নাম ও পরিচয়, উহাদের বৈজ্ঞানিক, দেশীয় ও সংস্কৃত নাম-সম্বন্ধে বহুসংখ্যক অনুসন্ধান-পত্র আমার নিকট সময়ে সময়ে প্রেরিত হওয়ায় সেগুলির যথাযথ উত্তর-প্রদানকালীন আমার মনে হইয়াছে যে, তরুলতাদির চিত্র ও বর্ণনাসহ একখানি ভৈষজ্য-পুস্তক লিখিত হওয়া বিশেষ আবশ্যক। বহু পসারাল চিকিৎসক এরূপ একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিবার জন্য অনুরোধ করায় আমার পূর্ব্ব ইচ্ছা আরও বলবতী হইয়া উঠে ও এই পুস্তকখানি প্রকাশ করিতে উৎসাহিত হই। Sir David Prain, C., M. G. C. I. E., M. A, I. M. S., D. Sc., LL. D., F, R. S., F. R. S. E., F. L. S., ভূতপূর্ব্ব সুপারিন্টেণ্ডেন্ট, রয়েল বোটানিক্ গার্ডেন, কলিকাতা, ও ডাইরেক্টর, রয়েল বোটানিক গার্ডেন, Kew, এ বিষয়ে আমাকে বিশেষ উৎসাহী করেন এবং এই ভূমিকার ইংরাজী অনুবাদ তাঁহার জীবদ্দশায় সংশোধন করিয়া দিয়াছেন, এজন্য তাঁহার নিকট আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। এই পুস্তক ইংরাজি ভাষায় লেখা স্থির করিয়াছিলাম। পরে আমার বন্ধু মাননীয় শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ইহা বঙ্গদেশের আবাল-বৃদ্ধবনিতার পাঠোপযোগী ও উপকারের জন্য বঙ্গভাষায় লিখিতে অনুরোধ করেন। তাঁহার উপদেশমত এককড়িবাবুর একান্ত পরিশ্রম এবং আমার উদ্ভিদ-গবেষণায় তাঁহার নিষ্ঠা ও আপ্রাণ চেষ্টার ফলে এই বিস্তীর্ণ পুস্তক বঙ্গভাষায় লেখা সম্ভবপর হইয়াছে। এই পুস্তক-প্রণয়নে মাননীয় শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়কে পরামর্শ ও উৎসাহ দিবার জন্য এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা এই পুস্তক ছাপাইবার বন্দোবস্ত করার জন্য আমার কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য যথাক্রমে প্রত্যেক উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম, কোন্ কোন্ ইংরাজী পুস্তকে উহার চিত্র-পরিচয় ও বর্ণনা আছে, কোন্ কোন্ স্থানে গাছগুলি পাওয়া যায়, ঔষধপ্রস্তুত-কার্য্যে উদ্ভিদের কোন্ কোন্ অংশ ব্যবহৃত হয় এবং উহার ভৈষজ্য গুণ কি কি আছে ও কোন্ কোন্ রোগে প্রযুক্ত হইতে পারে তাহা এই পুস্তকে লিখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। তদ্ব্যতীত সাধারণ পরিভাষা অনুযায়ী সরল ভাষায় বর্ণনার সহিত ফুলাদির চিত্র ও চিত্র-পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। পুস্তকখানিতে প্রায় ৭০০ (সাত শত) উদ্ভিদের বিষয় লিখিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে কুইনাইন, ডিজিটালিস্, ইপিকাকুয়ানা, হায়োসিয়ামাস্ প্রভৃতি যে সকল গাছের চাষ ভারতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে সেগুলিও বিশেষভাবে ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

এরূপ পুস্তকখানি যদি আয়ুর্ব্বেদীয় ও অন্যান্য চিকিৎসকগণের ও উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব অনুসন্ধিৎসু ছাত্রগণের উপকারে আইসে তাহা হইলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে হইবে। এই পুস্তক-প্রণয়ন কার্য্যে আমি প্রায় শতাধিক চিকিৎসা-গ্রন্থ ও উদ্ভিদ

চিকিৎসা-বিষয়ক পুস্তকের সাহায্যে গ্রহণ করিয়াছি ; তজ্জন্য এই সকল গ্রন্থকারের নিকট চিরঋণে আবদ্ধ রহিলাম। প্রুফ-সংশোধন কার্য্যে শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় সাহায্য করায় তাঁহাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এরূপ পুস্তক-প্রণয়নে ভ্রম-প্রমাদ থাকা সম্ভবপর। সহৃদয় পাঠকগণ সেগুলি নির্দ্দেশ করিয়া দিলে আমি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব ও পরবর্তী সংস্করণে অতি যত্নের সহিত সংশোধন করিয়া দিব।

হার্বেরিয়াম,
রয়েল বোটানিক্ গার্ডেন, কলিকাতা। শ্রীকালীপদ বিশ্বাস
১লা আষাঢ়, ১৩৫৭।

উদ্ভিদের শ্রেণী-বিভাগ

হিন্দু আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বহু প্রাচীনকাল হইতে বৃক্ষলতাদির আকৃতি, গুণ, আস্বাদন ও ব্যবহার অনুযায়ী শ্রেণী-বিভাগ অতি বিশদ ভাবে লিখিত আছে, যথা—শাকবর্গ, পুষ্পবর্গ, হরীতক্যাদিবর্গ, কর্পূরাদিবর্গ, গুড়ূচ্যাদিবর্গ, তৈলবর্গ ইত্যাদি। এই সকল বিভাগ প্রধানতঃ উদ্ভিদের গুণাগুণের উপর নির্ভর করিয়াই লিখিত হইয়াছে, কিন্তু কালক্রমে এই সকল জ্ঞান-সম্বন্ধে অনুশীলন না থাকায় এবং উক্ত প্রথা অনুযায়ী কোন উদ্ভিদাগার রক্ষিত না থাকায় বৃক্ষাদির পরিচয় বিষয়ে বিশেষ অসুবিধা হইয়াছে।

বর্তমান যুগে পাশ্চাত্য দেশে উদ্ভিদ্-বিদ্যার অধিক পরিমাণে উৎকর্ষ সাধিত হওয়ায় পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ উদ্ভিদের ফল, ফুল ও আকৃতিকে আশ্রয় লইয়া উদ্ভিদ্গুলিকে নানা ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এই শ্রেণী-বিভাগ পৃথিবীর যাবতীয় সভ্য দেশে চলিত থাকায় ও এই বিভাগ অনুযায়ী আধুনিক উদ্ভিদাগারগুলি সংরক্ষিত হওয়ায় বৃক্ষলতাদির পরিচয়-সম্বন্ধে অনেকাংশে বাধাবিঘ্ন দূর হইয়াছে। আমরা সর্বসাধারণের সুবিধার জন্য পুস্তক-লিখিত গাছগুলিকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথানুযায়ী সজ্জিত করিয়াছি। পাশ্চাত্য প্রথা অনুযায়ী গাছগুলির শ্রেণী-বিভাগ থাকায় উদ্ভিদাগারে একস্থানে সেইগুলি দেখিয়া লইবার পথ সুগম হইবে এই আশায় আয়ুর্বেদোক্ত সাবেক প্রথা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে খ্রীঃ পূঃ ৩৭০-২৮৫ অব্দে Theophrastus নামক একজন গ্রীসদেশীয় দার্শনিক প্রথম উদ্ভিদের শ্রেণী-বিভাগ করেন। ইহার পর ১৭০৭-১৭৭৮ খ্রীঃ অব্দে সুইডেন-দেশীয় প্রসিদ্ধ দার্শনিক Linnaeus ইহার বহু পরিমাণ উন্নতি সাধন করেন। বর্তমান যুগে এই শ্রেণী-বিভাগের দুইটী প্রণালী সর্বাপেক্ষা গৃহীত হইয়াছে। একটী Bentham & Hooker সাহেবের লিখিত বিভাগ, অপরটী Engler এবং Prantl সাহেবের লিখিত বিভাগ। Bentham ও Hooker সাহেবের লিখিত বিভাগ ভারতে, ইংলণ্ডে এবং ইংরাজ অধিকৃত দেশে চলিত আছে; আর Engler ও Prantl সাহেবের লিখিত বিভাগ জার্মানীতে এবং ইউরোপের দুই একটী উদ্ভিদাগারে প্রচলিত আছে। অধুনা Rendle এবং Hutchinson সাহেবের লিখিত শ্রেণী-বিভাগ দ্বারা বৃক্ষলতাদির স্বাভাবিক অবস্থা আরও বিশদ ভাবে বুঝাইবার চেষ্টা হইয়াছে।

Engler এবং Prantl সাহেব সাধারণতঃ উদ্ভিদ্গুলিকে ১০ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। পূর্বে বলিয়াছি যে Bentham ও Hooker সাহেবের লিখিত শ্রেণী-বিভাগ ভারতের উদ্ভিদাগারে গৃহীত ও চলিত আছে, অতএব আমরা এই পুস্তকে-লিখিত উদ্ভিদ্গুলিকে তাঁহাদের

মতানুযায়ী বিভাগ করিয়াছি। Hooker সাহেব তাঁহার লিখিত Genera Plantarum নামক পুস্তকে উদ্ভিদগুলিকে ২০০ (দুই শত) Natural Order বা বর্গে (Family) বিভক্ত করিয়াছেন। ইঁহার শ্রেণী-বিভাগ অতি সংক্ষেপে নিম্নে প্রদত্ত হইল

Plant Kingdom (উদ্ভিদ্ রাজ্য)

A. Cryptogams (অপুষ্পক উদ্ভিদ্)
- 1. Thallophyta
  - (a) Bacteria & Fungi (b) Algae (c) Lichens
- 2. Bryophyta
- 3. Pteridophyta

B. Phanerogams (সপুষ্পক উদ্ভিদ্)
- 1. Angiosperms (গুপ্তবীজ উদ্ভিদ্)
  - (a) Dicotyledon (দ্বিবীজ-পত্র উদ্ভিদ্) (b) Monocotyledon (একবীজ-পত্র উদ্ভিদ্)
- 2. Gymnosperms (মুক্তবীজ উদ্ভিদ্)

2. Bryophyta
- (a) Hepatics (Liverworts) (b) Mosses

3. Pteridophyta
- Fern & Fern allies

উপরোক্ত তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে Bentham ও Hooker সাহেব উদ্ভিদ্-রাজ্যকে প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; যথা, Cryptogams (অপুষ্পক উদ্ভিদ্) এবং Phanerogams (সপুষ্পক উদ্ভিদ্)।

Cryptogams আবার Thalophyta, Bryophyta এবং Pteridophyta এই তিন ভাগে বিভক্ত। ইহাদের মধ্যে Bacteria (রোগোৎপাদক উদ্ভিজ্জাণু) Fungi (ছত্রক উদ্ভিদ্), Algae (জলজ শৈবালাদি উদ্ভিদ্) এবং Mosses মসজাতীয় উদ্ভিদ্ প্রধান।

উপরোক্ত তালিকায় দেখা যাইতেছে যে Phanerogams (সপুষ্পক উদ্ভিদ্) প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত; যথা, Angiosperms (গুপ্ত বা আবরবীজ উদ্ভিদ্) এবং Gymnosperms (মুক্তবীজ উদ্ভিদ্)। Angiosperms আবার দুইভাগে বিভক্ত; যথা, Dicotyledon (দ্বিবীজ-পত্র) ও Monocotyledon (একবীজ-পত্র) উদ্ভিদ্।

Gymnosperms (মুক্তবীজ) উদ্ভিদের মধ্যে Cedrus deodara (হিমালয়জাত দেবদারু), Pinus longifolia (সরল কাষ্ঠ), Abis, Juniperus, Thuya ও Cupressus ইত্যাদি প্রধান।

যে সকল উদ্ভিদের অঙ্কুর বাহির হইবার সময়ে দুইটী বীজ-পত্র বাহির হয় সেইগুলিকে Dicotyledon উদ্ভিদ্ বলে; যেমন চাল্তা, আম, জাম, কৈতুল, বেল, কার্পাস, কলাই প্রভৃতি। যে সকল উদ্ভিদের অঙ্কুর বাহির হইবার সময়ে একটী বীজ-পত্র বাহির হয় সেইগুলিকে Monocotyledon উদ্ভিদ্ বলে, যেমন কদলী, ধান, খেজুর, নারিকেল, হরিদ্রা, দূর্বা, তালমূলী, শিয়াল, কেতকী ইত্যাদি।

এই পুস্তকে লিখিত যাবতীয় উদ্ভিদের প্রত্যেকটির পৃথক্ বর্ণনা আছে; ইহাদের বর্ণনাবলীর সকল পরিচয় দিতে হইলে পুস্তকের কলেবর অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইবে এই আশঙ্কায়

এস্থলে উহা পরিত্যক্ত হইল। বিভাগগুলি আরও বিশদ বুঝাইবার জন্য নিম্নে আর একটী তালিকা দেওয়া হইল।

Class I.—Dicotyledons (দ্বিবীজ-পত্রী)

Division 1. Polypetalae (বা বিযুক্ত-দল)

Sub-Division (*a*) Thalamiflorae (বিযুক্ত-স্তবক)

(Family—Ranunculaceae—Tiliacea)

Sub-Division (*b*) Disciflorae (চক্র-স্তবক)

(Family—Linaceae—Moringaceae)

Sub-Division (*c*) Calyciflorae (বৃতিস্তবকী)

(Family—Leguminoseae—Cornaceae)

Division 2. Gamopetalae (বা সংযুক্ত-দল)

(Family—Rubiaceae—Plantaginaceae)

Division 3. (Incompletae) Monochlamydeae (একচ্ছদী)

(Family—Nyctaginaceae—Ceratophyllacea)

Class II.—Gymnosperms (মুক্তবীজ-পত্রী) অনাবৃতবীজ

(Family—Gnetaceae-Cycadaceae)

Class III.—Monocotyledons (একবীজ-পত্রী)

Division 1. Petaloideae (দলাকৃতি-দল)

(Family—Hydrocharideaceae—Naiadaceae)

Division 2. Glumiferae (তুষবাহী)

(Family—Eriocaulaceae—Gramineae).

প্রত্যেক গাছের নাম বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে বর্ণিত। উহা গাছের বিশেষ নাম ও বর্ণনাকারীর নামের সহিত প্রদত্ত থাকে। সর্বপ্রথমে গাছের পর্য্যায়ভুক্ত বা গণীয় (Generic) নাম দেওয়া হইয়া থাকে; যেমন Terminalia belerica Roxb. এস্থলে Roxburgh সাহেব উক্ত গাছের বর্ণনা করিয়াছেন, এইজন্য তাঁহার নাম সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে; belerica নামটী বিশেষজাতীয় (Specific) নাম। কোন লোকের নাম যদি দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ হয় তবে দেবেন্দ্রনাথ belerica জাতীয় (Specific) নামের এবং ঘোষ নামটী Terminalia-গণীয় (Generic) নামের তুল্য। দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ ঘোষ ও মণীন্দ্রনাথ ঘোষ এই তিনটী নাম ঘোষ বংশীয় তিনটী ব্যক্তিকে বুঝাইতেছে। [illegible] ও সেইরূপ T. belerica, T. catappa, T. chebula প্রভৃতি নাম Terminalia গণভুক্ত। পূর্বোক্ত গাছগুলি সমস্ত Combretaceae Family বা বর্গের অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেক গাছের একটী করিয়া গণ—genus ও জাতি—specie থাকে। Specific নামটী generic নামের বিশেষণরূপে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে; যেমন Pinus longifolia বলিলে longifolia

অর্থাৎ লম্বা পাতাযুক্ত Pinus গাছ বুঝায় ; অতএব longifolia শব্দটী Pinus-এর বিশেষণ-রূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। কখন কখন Specific নামটী উদ্ভিদের আবিষ্কার-কর্ত্তা অথবা একজন বিখ্যাত উদ্ভিদ্-তত্ত্বজ্ঞের নামানুসারে দেওয়া হইয়া থাকে, যেমন Meconopsis Wallichii Hook. এ গাছের Wallich সাহেবের নামে Hooker সাহেব নাম দিয়াছেন। এই নিয়মানুযায়ী দুই-শব্দবিশিষ্ট নামকরণ-প্রণালীকে Binominal nomenclature (নামকরণ) প্রণালী বলে।

এই প্রকার নামকরণ-প্রণালী Linnaeus সাহেবের সময় হইতে এখন পর্য্যন্ত প্রচলিত আছে এবং ইহার নিয়মাদি International Botanical Conference হইতে স্থির হইয়া থাকে। এই Conference সর্ব্বপ্রথমে অষ্টীয়ার ভিয়েনা নগরে আরম্ভ হয়, তৎপরে ইংলণ্ডে আর একবার বসিয়া থাকে। সম্প্রতি কয়েকটী বিশেষ বিষয়ের মীমাংসার জন্য হল্যাণ্ডের আমষ্টার্ডাম নগরে হইয়া গিয়াছে এবং ১৯৫০ সালে Stockholm-এ এই সভার পুনরায় অধিবেশন হইবে।

এই পুস্তকে উদ্ভিদের নামগুলি যতদূর সম্ভব বর্ত্তমান International nomenclature অনুযায়ী দিবার চেষ্টা হইয়াছে।

Fern ও Fern শ্রেণীর উদ্ভিদ্ যেমন Lycopodium, এই সবার রেণুর (Spores), সামুদ্রিক বড় বড় শেওলা-বিশেষ, যাহা হইতে মূল্যবান আগর আগার (Agar Agar), আয়োডিন (Iodine, Vitamin) প্রভৃতি পাওয়া যায়, ছত্রক-বর্গ (Fungi) যেমন Penicillium জাতীয় প্রধান ক্ষুদ্র উদ্ভিদ্, অতি মূল্যবান্ ঔষধ। অমূল্য ঔষধ Penicillin, এবং সম্প্রতি ডাক্তার সহায়রাম বসু-আবিষ্কৃত ব্যাঙের ছাতা-বর্গভুক্ত Polystrictus sanguinius জাতীয় উদ্ভিদ্ হইতে 'Polydorin' আজ চিকিৎসা-শাস্ত্রে এক যুগ-পরিবর্ত্তন আনিয়াছে।

আজিও এই বিশাল ভারতের বহু উদ্ভিদের বিষয় আমাদের অজানা রহিয়াছে। আজ আমাদের স্বাধীন ভারতে এই সব উদ্ভিদের ও ঔষধের যথাযথ বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধান করিয়া তাহাদের গুণ যথাযথ-রূপে উদ্ঘাটন করা বিজ্ঞান ও মানবতার দিক দিয়া বিশেষ প্রয়োজন।

বৈজ্ঞানিক বিভাগ অনুযায়ী বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদের সূচিপত্র

XXXIX. Fabaceae.

158. Crotolaria juncea Linn. (শণ)
159. ,, Verrucosa Linn. (বনশণ)
160. Arbus precatorius Linn. (কুঁচ)
161. Adenanthera pavonina Linn. (রক্তকম্বল)
162. Acacia arabca Willd. (বাবলা)
163. ,, catechu Willd (খদির)
164. ,, farnesiana Willd. (গুয়ে বাবলা)
165. ,, suma Ham. (খয়ী. (খাঁইকাটা)
166. ,, tomentosa Willd. (সাদা খাঁইবাবলা)
167. Albizzia lebbek Benth. (শিরীষ)
168. ,, amara Borv. (কৃষ্ণশিরীষ)
169. Albagi maurorum Desv. (যবাস, দুরালভা)
170. Arachis hypogaea Linn. (চিনেবাদাম)
171. Butea monospema (Lamk) Taub. (পলাশ)
172. ,, Superba Roxb. (লতাপলাশ)
173. Baubinia Variegata Linn. (রক্তকাঞ্চন)
174. ,, purpurea Linn. (দেবকাঞ্চন, রক্তকাঞ্চন)
175. ,, racemosa Lamk. (শ্বেতকাঞ্চন)
176. Bauhinia Vahlii W & A. (চেহুর)
177. ,, tomentosa Linn (কাঞ্চনার)
178. Cajanus Cajan (Linn) Millsp. C. indicus Spring (অড়হর)
179. Cassia fistula Linn. (সোঁদাল)
180. ,, occidentalis Linn. (বড় কাল কেসেন্দা)
181. C. sophera Linn. (ছোট কালকেসেন্দা)
182. C. tora Linn. (চাকুন্দে)
183. C. alata Linn. (দাদমর্দন)
184. C. angustifolia Vahl. (সোনামুখী)
185. Cicer arietinum Linn. (ছোলা)
186. Clitoria ternatea Linn. (অপরাজিতা)
187. Dalbergia Sissoo Roxb ex DC (শিশু)
188. Derris uliginosa Benth. (পানলতা)
189. Desmodium gangaticum DC (শালপানি)
190. Dolichos biflorus Linn. (কুর্তিকলাই)
191. ,, lablab Linn. (শিম)
192. Glycine soja Sieb & Zucc. (গাড়ীকলাই)
193. Entada scandens Benth. (গিলাগাছ)

194. Lens Gren & Godr.
esculenta Moehch. (মসুরি)
195. Erythrina indica Lamk.
(পালতেমাদার)
196. Indigofera linifolia Retz.
(ভাকাড়া)
197. ,, tinctoria Linn. (নীল)
198. Lathyrus Sativus Linn.
(খেসারী)
199. Melilotus indica All.
(বনমেথি)
200. Ougeinia—dalbergiodes Benth.
(তিনিশ)
201. Mimosa pudica Linn.
(লজ্জাবতী)
202. ,, rubicaulis Lam.
(কুঁচিকাটা)
203. Mucuna prurita Hook.
pruriens DC. (আলকুশী)
204. Phaseolus trilobus Ait.
(মুগানী)
205. ,, mungo Linn. (মুগ)
206. ,, ,, ,,
Var. Roxburghii author.
(মাষকলাই)
207. Pisum sativum Linn.
(কাবুলি মটর)
208. Pongamia glabra Vent.
(ডহরকরঞ্জা)
209. Prosopis specigera Linn.
(শমী)
210. Psoralea corylifolia Linn.
(হাকুচ, বকুচি)
211. Pterocarpus santalinus Linn
(রক্তচন্দন)
212. ,, marsupium Roxb.
(পীতশাল)
213. Saraca indica Linn. (অশোক)
214. Sesbania aegyptiaca Pers.
(জয়ন্তী)
215. Sesbania grandiflora Pers.
(বাসনা, বক)
216. Tephrosia purpurea Linn.
Pers. (বননীল)
217. ,, Villosa Pers.
(শ্বেত বননীল)
218. Teramnus Sw. labialis Spr.
(মাষাণী)
219. Trigonella foenum graecum
Linn. (বড় মেথি)
220. Tamarindus indicas Linn
(তেঁতুল)
221. Glycyrrhiza Tourn ex. glabra
Linn. (যষ্টিমধু)
222. Caesalpinia bonducella Linn.
Crispa Linn. (নাটা)
223. ,, sappan Linn.
(বক্কম্)
224. ,, pulcherrima
Swartz. (কৃষ্ণচূড়া)
225. ,, digyna Rottl.
(অযমকুঁচি)
226. ,, coriaria Willd.
(চৌরী)
227. Uraria lagopoides DC.
(চাকুলিয়া)
228. ,, picta Jacq. Desv.
(শঙ্খজটা)
229. Astragalus Tourn, ex Linn.
gummifer Labill. (কতিরা)

XL. Rosaceae.

230. Prunus Communis Huds
Var. insititia Hookf.
(আলুবোখরা)
231. ,, puddum Roxb. (পদ্মক)
232. Rosa damascena Mill.
(গোলাপ)
233. Cydonia Vulgaris Pers.
(বিহিদানা)

XLI. Crasulaceae.

234. Broyphyllum calycinum salisb
B. pinnatum (Lamk) Oken.
(পাথরকুচি)

235. Kalanchoe laciniata DC.
(হিমসাগর)

XLII Droseraceae.

236. Drosera burmanni Vahl.
(মুখজালি)

XLIII. Rhizophoraceae.

237. Rhizophora mucronata Lamk.
(খামো)

239. Kandelia rheedii W. & A.
K. candel (Linn) Druce.
(গোরিয়া)

XLIV. Combretaceae.

239. Terminalia arjuna Bedd.
(অর্জুন)

240. ,, belerica Retz. (বহেড়া)
241. ,, catappa Linn. (বাদাম)
242. ,, chebula Retz.
(হরীতকী)

243. ,, tomentosa Bedd.
(আসন)

244. Anogeissus latifolia Wall.
(ধাওয়া)

245. Quisqualis indica Linn.
(রঙ্গন বেল)

XLV. Myrtaceae.

246. Barringtonia acutangula gaertn. (হিজল)

247. ,, racemosa Bl. (সমুদ্রফল)
248. Careya arborea Roxb. (কুম্বী)
249. Eugenia jambolana Linn.
(কালজাম)

250. ,, jambos Linn.
(গোলাপজাম)

251. ,, caryophyllata Thunberg. (লবঙ্গ)

252. Myrtus Communis Linn.
(বিলাতী মেন্দী)

253. Melaleuca leucodendron Linn. (কাজুপাটি)

254 Psidium guyava linn. (পেয়ারা)

XLVI. Melastomaceae.

255. Memecylon edule Roxb.
(অঞ্জন)

XLVII. Lythraceae.

256. Ammannia baccifera Linn.
(দাদমারি)

257. Lawsonia alba Lamk.
(মেহেদী)

258 Woodfordia floribunda salisb.
W. fruticosa (Linn) Kurz.
(ধাইফুল)

259. Lagerstroemia flos-reginae Retz. Speciosa (Linn) Pers.
(জারুল)

260. Punica granatum Linn.
(দাড়িম্ব)

XLVIII. Onagraceae.

261. Jussiaea suffruticosa Linn.
(বন লবঙ্গ)

262. ,, repens Linn.
(কেশরদাম)

263 Trapa bispinosa Roxb.
(পানিফল)

XLIX. Samydaceae.

264. Casearia tomentosa Roxb.
C. elliptica Willd (চিলা)

L. Passifloraceae.

265. Carica papaya Linn. (পেঁপে)

LI. Cucurbitaceae.

266. Trichosanthes palmata Roxb.
T. bracteata (Lamk) Voigt
(মাকাল)

267. ,, Cordata Roxb.
(ধুঁইহুবড়া)

268. Trichosanthes dioica Roxb. (পটোল)
269. ,, anguina Linn. (চিচিঙ্গা)
270. ,, Cucumerina Linn. (বনচিচিঙ্গা)
271. Lagenaria vulgaris Seringe. (লাউ)
272. Luffa acutangula Roxb. (ঝিঙা)
273. ,, amara Roxb. (ঘোষালতা)
274. ,, aegyptiaca Mill. (ধুন্দুল)
275. Benincasa cerifera Savi. (চালকুমড়া)
276. Bryonopsis Bryonia laciniosa (Linn) Naud. (মালা)
277. Cephalandra indica Naud. C. Cordifolia (Linn) Cogn (তেলাকুচা)
278 Citrullus colocynthis Schrad. (ইন্দ্রবারুণী, রাখালশশা)
279. ,, vulgaris Schrad. (তরমুজ)
280. Cucumis melo Linn. (কাঁকুড়, ফুটী)
281. ,, sativa Linn. (শশা)
282. Cucurbita maxima Duch. (মিঠাকুমড়া)
283. ,, pepo DC. (কুমড়া, দেশকুমড়া)
284 Momordica cochinchinensis Spreng. (কাঁকরোল)
285. ,, charantia Linn. (করলা)
286. ,, dioica Roxb. (খারকরলা)
287. Mukia scabrela Arn. (আগমুনী)
288. Zehneria umbellata Thw (কুনারী)

LII. Cacteae.

289. Opuntia Tourn, ex Mill dillenii Hav. (ফণিমনসা)

LIII. Ficoideae.

290 Trianthema monogyna Linn. T. portulacastrum Linn (শাবুনী)
291. Mollugo spergula Linn. (গীমাশাক)

LIV. Umbelliferae.

292. Hydrocotyle (Tourn) Linn. asiatica Linn (থুলকুড়ি) C. asiatica (Linn) Urban.
293. Cuminum (Tourn) Linn. C. Linn. (জীরা)
294. Carum Rupp. ex Linn. copticum Benth. (জোয়ান)
295. ,, roxburghianum Benth. (রাঁধুনি)
296 Coriandrum (Tourn) sativum Linn. (ধনে)
297. Daucus (Tourn) carota Linn. (গাজর)
298 Ferula Tourn. ex Linn foetida Regil. (হিং)
299. Foeniculum vulgare Gaertn. (মৌরী)
300. Seseli indicum W. & A. (বন জোয়ান)
301. Peucedanum sowa Kurz. (শলুফা)

LV. Cornaceae.

302. Alangium lamarckii Thw. (বাঘ আঁকড়, আঁকোড়)

LVI. Rubiaceae.

303. Anthocephalus A. RICH. cadamba Miq. (কদম)
304. Cinchona officinalis Linn. (কুইনাইন)
305. Adina Salisb cordifolia Hook. (খুদিকদম, কেলিকদম)
306. Ixora parviflora Vahl. (শাখালরঙ্গন)
307. ,, coccinea Linn. (রঙ্গন)
308. oldenlandia corymbosa Linn. (ক্ষেতপাপড়া)
309. Psychotria ipecacuanha Stokes (ইপিকাক)
310. Ophiorrhiza mungos Linn. (গন্ধ নাকুলি)

XXXIX. FABACEAE

Genus—CROTALARIA Linn.

158. C. juncea. Linn. (শণ)

ভাষানুসারী নাম :—শণ—সংস্কৃত, শণ—বাংলা, সন—হিন্দি, সনমনুবেল, শণ নার, সেন-পনার—তামিল, জনুমু—তেলেগু, টাকো না—মারাঠী, সন—গুজরাটী, শণবু—কর্ণাট; জনবকনহ্—ফার্সী। শণ—পেটু

> শণঃ মাল্যপুষ্পঃ স্যাদ্বমনঃ কটুতিক্তকঃ
> নিশাবরো দীর্ঘশাখস্ত্বক্সারো দীর্ঘপল্লবঃ॥
> শণস্তু কষায়োঽম্লো মলগর্ভাস্রপাতনঃ।
> বান্তিকৃদ্ বাতকফনুৎ-তীব্রগাত্রার্তিজিৎ॥
>
> রাজনিঘণ্টুঃ। শতাহ্বাদির্বর্গঃ।

নামপর্যায় :—শণ, মাল্যপুষ্প, বমন, কটুতিক্তক, নিশাবর, দীর্ঘশাখ, ত্বক্সারী, দীর্ঘপল্লব—এইগুলি নাম।

গুণপর্যায় :—শণ অম্লকষায় রস, বিরেচক, এবং রক্তপাতক, বমনকারক, বায়ু ও কফনাশক এবং তীব্র গাত্রবেদনানাশক।

জন্মস্থান :—সমগ্র ভারতবর্ষ, বঙ্গদেশ, বিহার, কর্ণাট, ও এটা ২৪-পরগণা। বর্তমানে চাষ হয়।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী উদ্ভিদ। পত্র সাধারণতঃ ১½-৩ ইঞ্চি লম্বা, উজ্জ্বল, ধূসরবর্ণ, পত্রের তল রোমযুক্ত। পুষ্পদণ্ড ফাঁক ফাঁক। ১০-২০টি ফুল শাখা পর্যন্ত থাকে। বহির্বাস ½-¾ ইঞ্চি লম্বা, বল্লমাকৃতি, রোমযুক্ত। ফুল পীতবর্ণ, শুঁটি ১½ ইঞ্চি লম্বা, পত্রের ন্যায় রোমযুক্ত। একটি শুঁটিতে ১০-১৫ টি বীজ হয়। ইহার আঁশ হইতে দড়ি প্রস্তুত হয়। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়

ব্যবহার্য অংশ :—বীজ।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—শণবীজের রক্তপরিষ্কার করিবার শক্তি আছে।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

বীজ—রক্ত পরিষ্কারক, কৃমি এবং চক্ষুরোগনাশক, ঋতুস্রাব কারক, গর্ভাবস্থায় পক্ষে বিপজ্জনক।

Fig —Bot. Mag., t. 490, Rheede, Hort, Mal., ix. t. 26, Roxb., Cor, Pl., t. 193

Ref.—F. B. I., ii, 79; Roxb. F. I, iii, 259; B. P., i, 374; Watt, ii, Pt. ii, 596; Prain, H. H., 193.

158. Crotalaria juncea Linn. (শণ)

159. C. verrucosa Linn. (বনশণ)

ভাষানুসারী নাম :—শণপুষ্পী—সংস্কৃত ; বনশণ—বাংলা ; বনশন-ই, ঝানঝী, ঝুনঝুনিয়া, শণহলী—হিন্দি ; খিলখিলা—মরাঠী ; কাকীল—কর্ণাটী ; কেলিকিকিন্‌ট্টা—তামিল ; বনশণ—লোক।

শণপুষ্পী বৃহৎপুষ্পী শণিকা শণঘণ্টিকা।
পীতপুষ্পী ঘণ্টরবা ঘোষণা বাল্যপুষ্পিকা॥
শণপুষ্পী রসে তিক্তা কষায়া কফবাতজিৎ।
অজীর্ণজ্বরদোষঘ্নী বমনী রক্তদোষনুৎ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। শতাহ্বাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—শণপুষ্পী, বৃহৎপুষ্পী, শণিকা, শণঘণ্টিকা, পীতপুষ্পী, ঘণ্টরবা, ঘোষণা ও বাল্যপুষ্পিকা এইগুলি নাম।

গুণপর্যায় :—শণপুষ্পী—তিক্তরস, বিপাকে কষায়রস, কফ এবং বাতনাশক। অজীর্ণ ও জ্বরদোষ নাশক, বমনকারক এবং রক্তদোষনাশক।

প্রাপ্তিস্থান :—হুগলী, হাওড়া, বর্ধমান, ২৪-পরগণা জেলায় জঙ্গলের ধারে দেখা যায়।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী উদ্ভিদ, সরল বা বক্র, ২-৩ ইঞ্চি উচ্চ। কাণ্ডের শাখাগুলি কোণাকার হিসে বেঁসাবেঁসি হয়, গাছের অগ্রভাগে একটু রোমশ হয়ে থাকে। পত্র সাধারণ ও সরল; ৩-৬ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, পত্রের অগ্রভাগ মোটা। পুষ্পদণ্ড লম্বা, ফুল ঘনসন্নিবদ্ধ। প্রত্যেক পুষ্পদণ্ডে ১২-২০টি ফুল থাকে। ফুল পীতবর্ণ বেগুনী অথবা নীলবর্ণ। শাখা বা শুঁটি লম্বা, রোমযুক্ত, ১-১½ ইঞ্চি লম্বা, ১০-১২টি বীজ থাকে। শীতের সময় ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—রস।

মুসলমানদের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার পাতার রস তামিলদেশীয় কবিরাজেরা পাঁচড়া এবং অপরাপর চর্ম রোগে ব্যবহার করে (Ainslie)।

Glossary :—**সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :**—

পাতার রস—লালাস্রাবী, চর্মরোগে বাহ্য ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগ হয়। মুখ ফুলিলে দেয়।

Fig.—Bot. Mag., t. 3034; Wight I c., t. 200; Rheede, Hort. Mal., ix, t. 29; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 288 A.

Ref.—F. B. I., ii, 77; Roxb., F. I., iii, 273; B. P., i. 373; Voigt. B. S. 206; Prain, H. H., 206.

159. Crotalaria Verrucosa Linn. (বনশণ)

Genus—ABRUS Linn.

160. A precatorius Linn. (কুঁচ)

ভাষানুসারী নাম :—গুঞ্জা—সংস্কৃত, কুঁচ—বাংলা, গুঞ্জা রেতি, ঘুংচ—হিন্দি, গুন্দুমণি—তামিল, গুরিজা—তেলেগু, গুঞ্জে—মহারাষ্ট্র, এলগুঞ্জ—কর্ণাট; কঞ্চ—উৎকল; কুঁচ—গৌড়।

গুঞ্জা চূড়ামণিঃ সৌম্যা শিখণ্ডী কৃষ্ণলারুণা।
তাম্রিকা শীতপাকী স্যাদুচ্চটা কৃষ্ণচূড়িকা॥
রক্তা চ রক্তিকা চৈব কাম্বোজী ভিল্লিভূষণা।
বন্যাস্ত্রা মানচূড়া চ বিজ্ঞেয়া ষোড়শাহ্বয়া॥
দ্বিতীয়া শ্বেতকাম্বোজী শ্বেতগুঞ্জা ভিরিণ্টিকা।
কাকাদনী কাকপীলুর্বক্ত্শল্যা ষড়াহ্বয়া॥
গুঞ্জাদ্বয়ং তিক্তোষ্ণং বীজং বান্তিকরী শিফা।
শূলঘ্নং বিষকৃৎ পত্রং বশ্যে শ্বেতং শস্যতে॥

রাজনিঘণ্টুঃ। গুড়ূচ্যাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—গুঞ্জা, চূড়ামণি, সৌম্যা, শিখণ্ডী, কৃষ্ণলা, অরুণা, তাম্রিকা, শীতপাকী, উচ্চটা, কৃষ্ণচূড়িকা, রক্তা, রক্তিকা, কাম্বোজী, ভিল্লিভূষণা, বন্যাস্ত্রা, মানচূড়া—এই ষোলটি নাম। অপর প্রকার গুঞ্জার নাম—শ্বেত কম্বোজী, শ্বেতগুঞ্জা, ভিরিণ্টিকা, কাকাদনী, কাকপীলু ও বক্ত শল্যা—এই ৬টী।

গুণপর্যায় :—উভয় প্রকার গুঞ্জাই তিক্তরস, উষ্ণবীর্য। বীজ-বমনকারক, মূল—শূলনাশক এবং বিষকারক। পত্র—বশীকরণ কার্যে ব্যবহৃত হয়। শ্বেতগুঞ্জাই দুইয়ের মধ্যে প্রশস্ত।

জন্মস্থান :—ভারতের হিমালয় প্রদেশ, সিংহল, শ্যামদেশ; ভারতের প্রায় সর্বত্র দেখা যায়; বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বর্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর।

বর্ণনা :—বিস্তৃত শাখাপ্রশাখা বিশিষ্ট আরোহী লতা। শাখা নরম, পত্র ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, পত্রিকা ২০-৪০টি। বসন্তকালে পত্রগুলি পড়িয়া যায়। পুষ্পদণ্ডে ঘন ঘন অনেক ফুল ধরে। ফুল পত্র অপেক্ষা ছোট। বহির্বাস ১/২ ইঞ্চি, ঘণ্টাকার। ফুল লালের আভাযুক্ত কিম্বা শ্বেতবর্ণ। শুঁটি ১-১১/২ ইঞ্চি লম্বা, ১/৩-১/২ ইঞ্চি চওড়া। বীজ লাল, কৃষ্ণবর্ণ অথবা ঈষৎ শ্বেতবর্ণ কিম্বা শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণে মিশ্রিত, আকৃতিতে মটরের ন্যায়। লাল কুঁচের মুখটি কৃষ্ণবর্ণ। কুঁচ দুই প্রকারের—লাল ও শ্বেতবর্ণ। শীতের সময় ফুল ও গ্রীষ্মকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—শিকড়, পাতা ও বীজ।

সুশ্রুত :—(১) ইন্দ্রলুপ্তে গুঞ্জাপত্র—কেশুরিয়া রসে কিঞ্চিৎ 'আফিঙ্গ' দিয়া পিষিয়া প্রলেপন করিলে টাক নিবৃত্তি পাইয়া কেশোদগম হয় (চিঃ ২০ নং)। (২) **পূতনাগ্রহ প্রতিরোধার্থ** গুঞ্জাফল—পূতনাগ্রহ কর্তৃক আক্রান্ত হইলে উহাকে গুঞ্জাফল ধারণ করাইবে (উঃ ৩২ নং)।

চক্রদত্ত :—কর্ণপালী বিবর্দ্ধনার্থ গুঞ্জাফল—গুঞ্জাফলের শস্য চূর্ণ করিয়া বস্ত্রপূত করিবে। এই চূর্ণ মহিষদুগ্ধে মিশ্রিত করিয়া এই দুগ্ধের দধি প্রস্তুত করিবে। এই দধি হইতে যে নবনীত প্রস্তুত হইবে তাহা কানের পাতায় মর্দন করিলে কানের পাতা (কর্ণপালী) বর্দ্ধিত হয়।

হারীত :—শিরোবিরেচনে গুঞ্জাপত্র :—শিরোবিরেচনে গুঞ্জাপত্রের প্রয়োগ দিবে (চিঃ ৫৩ নং)।

ভাবপ্রকাশ :—দারুণকে গুঞ্জাফল—গুঞ্জাফল শস্যের কল্ক এবং ভৃঙ্গরাজের স্বরস দ্বারা যথাবিধি পক্ব তিলতৈল মর্দন করিলে, কণ্ডু, খুস্কি, কেশভঙ্গ নিবৃত্তি পায় (ক্ষুদ্ররোগ চিঃ)।

বঙ্গসেন :—(১) গণ্ডমালায় গুঞ্জাফল—গুঞ্জামূল ও ফলের কল্ক ও দ্বিগুণ (তৈলের দ্বিগুণ) জলসহ যথাবিধি পক্ব তিল তৈলের নস্য ও অভ্যঙ্গ করিলে দুরারোগ্য গণ্ডমালা প্রশমিত হয় (গণ্ডমালা চিঃ)। (২) **গৃধ্রসীতে** গুঞ্জামূল ও কল্ক—গৃধ্রসী রোগীর কটী কিম্বা সন্ধির দুই তিন স্থানের শিরা প্রচ্ছন্ন করিয়া গুঞ্জামূল সেবন করিলে শত বেদনার নিবৃত্তি পায় (বাতব্যাধি-চিঃ)। লৌহিত্যোৎপাদক বলিয়া স্বল্পমাত্রায় প্রয়োগই যুক্তিযুক্ত। অল্পমাত্রায় ব্যবহৃত হইলে শিরা বেধ করা যুক্তিযুক্ত নহে।

মূল প্রকারের ঔষধার্থে ব্যবহার :—কুঁচ বিষাক্ত বলিয়া কথিত আছে। আয়ুর্বেদিক রোগে ইহার আভ্যন্তরিক, এবং চর্মরোগে ও কুষ্ঠরোগাদি ক্ষতে বাহ্য প্রয়োগ হয়। কুঁচের শিকড় বমনকারক। Dr. Burton Brown বলেন যে ৭০টি কুঁচ খাইয়া একটী লোকের বমন ও বমি হইয়াছিল এবং ইহার সহিত রোগীর হিমাঙ্গ অবস্থা ও মূর্চ্ছাপন্ন হইয়াছিল। পরে উত্তেজক ঔষধ খাওয়াইলে রোগী আরোগ্য লাভ করে (Punjab Poisons)।

কতক দেশীয় ডাক্তারেরা শ্বেত কুঁচের পাতা শ্বসন রোগে ব্যবহার করে। কুঁচ ও চিতামূল একত্র বাটিয়া কুষ্ঠে প্রলেপ দিলে উহা আরাম হয়।

স্ত্রীলোকেরা কুঁচ ভক্ষণ করিলে গর্ভাশয় বিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহাতে গর্ভ হয় না। ঋতুকালীন প্রত্যহ ১-৩টি কুঁচ দিবসে ২ বার কয়েকদিন ভক্ষণ করিলে গর্ভ হয় না (Mooden Sheriff)। ঠাণ্ডা লাগিয়া মাথা ধরিলে কুঁচের বীজ চূর্ণ নস্য লইলে মাথাধরা আরাম হয়। সিদ্ধ কুঁচ ইন্দ্রিয়ের উত্তেজক। কুঁচের শিকড় বিষঘ্ন, অস্ত মুখে প্রয়োগ দিলে বিষক্রিয়া প্রকাশ পায়। চাপানটের রস চিনির সহিত সেবন করিলে বিষক্রিয়া নষ্ট হয়। দুষ্ট চর্মকারেরা কুঁচের গুঁড়া পশুকে খাওয়াইয়া অথবা চর্মের

করাইয়া শরীরে বিষ প্রবেশ পূর্বক চতুষ্পদকে হত্যা করে। কেহ কেহ গর্ভস্রাব করাইবার জন্য ইহার মূলের কাথ খাওয়াইয়া থাকে।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

বীজ—বিরেচক, বমনকারক, রসায়ন, বাজীকরণ, স্নায়বিক দুর্বলতায় উপকারক ও উপবিষ।

মূল—বমনকারক, বিষদোষঘ্ন।

বক্তব্য :—চরক, বিষবিবরণে (চি ২৩ অঃ) গুঞ্জাপাঠ করেন নাই। সুশ্রুত, মূলবিষবর্গে (কঃ ২ অঃ) গুঞ্জাপাঠ করিয়াছেন। সুতরাং সৌশ্রুতমতে গুঞ্জার মূল বিষ। **রসেন্দ্রসারসংগ্রহে** লিখিত আছে "গুঞ্জা কাঞ্জিক সংস্বিন্না প্রহরাচ্ছুদ্ধিমাপ্নুয়াৎ"।

Fig—Rheede. Hort. Mal., viii, t. 37; Bentl. & Trim., Med. Pl., t. 77; Kirtikar & Basu. Ind. Med Pl., i, t. 313 A.

Ref—F. B.I. ii. 175; B. P., i. 369; Roxb., F. I., iii. 259; Watt., i. Pt. i. 274; Prain. H.H., 192; Voigt H S., 228.

160. Abrus precatorius Linn. (কুঁচ)

Genus—ADENANTHERA Linn.

161. A. pavonina Linn. (রঞ্জন)

জন্মস্থান :—চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, বর্মা, বঙ্গদেশ, দক্ষিণ ভারতবর্ষ, আন্দামান।

বর্ণনা :—বৃহৎ কাঁটাযুক্ত উদ্ভিদ। পত্র পক্ষাকার, বোঁটা ক্ষুদ্র। পুষ্পদণ্ড ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা, ½ ইঞ্চি চওড়া। ফুল ১/৬-১/৪ ইঞ্চি, পাপ্‌ড়ি ৫টি, সবুজ। পুংকেশর ১০টি। ফল লম্বাকৃতি শুঁটিযুক্ত; শুঁটি ৬-৯ ইঞ্চি লম্বা; ½ ইঞ্চি চওড়া। প্রত্যেক শুঁটিতে ১০-১২টি বীজ থাকে। বীজ ছোট, শক্ত, মসৃণ, লালবর্ণ রক্তকুঁচের ন্যায় রক্তবর্ণ, শুঁটির ভিতর পাতলা পর্দার মধ্যে থাকে। গ্রীষ্মকালে ফুল ও শীতের সময় ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—বীজ ও পত্র।

মূল লেখকদের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার কাঠ হইতে একপ্রকার লাল রং প্রস্তুত হয়। হিন্দুরা এই রং কপালে মাখিয়া থাকে (Roxburgh)। ইহার লালবর্ণ একটি বীজের ওজন ৪ গ্রেন। বীজ মালা গাঁথিয়া গলায় মালার ন্যায় পরিধান করে। পাতার কাথ দক্ষিণ ভারতে পুরাতন বাত এবং গেঁটেবাত আরোগ্য করিবার জন্য সেবন করে। কিন্তু ইহা অধিক দিন ব্যবহার করিলে অন্ত্রবেষ্টিতের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে উৎপাদন করিয়া রক্তামাশয় রোগ আনয়ন করে। ইহার কাথ রক্ত বমন ও পাকস্থলী হইতে রক্তস্রাব নিবারক। বীজের গুঁড়া বাহ্য প্রয়োগ করিলে ফোড়ার পুঁজ সঞ্চার হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :

পাতার ক্বাথ—পুরাতন বাতে ও রক্তপিত্ত রোগে উপকারী।

বীজ—ফোড়ায় উপকারী। নিউমোনিয়া রোগেও উপকারী।

Fig :—Wight., Ill., t. 84 ; Beddome, Fl. Sylv., v., t. 46.

Ref :—F. B. I., ii. 287 ; Roxb., ii. 370 ; B.P., i. 452 , Watt., vi., 107.

161. Adenanthera pavonina Linn. (রঞ্জন)

Genus—ACACIA Willd

162. A arabica Willd. (বাব্‌লা)

ভাষানুসারী নাম :—বর্ব্বুর—সংস্কৃত ; বাবলা—বাংলা , ববুল, বাবুর, বাব্‌লা—হিন্দি ; উম্‌ঘিলান্‌—আরব ; খারি, মুঘিলান্‌—পারস্য ; কারুবেলম্‌, কারুবেলাম—তামিল ; তুম্‌, নেল-তুম্‌, নাল্লা-তুম্মা—তেলেগু , বাবুল—মহারাষ্ট্র ; বাভুলা, কালি-কিকর—বোম্বে , বাভল্‌—গুজরাট ; পকম—সাঁওতাল ; বাবোলা—বাসর।

বর্ব্বুরো যুগলাক্ষশ্চ কণ্ঠালুস্তীক্ষ্ণকণ্টকঃ।
গোশৃঙ্গঃ সংক্লিষ্টবীজশ্চ দীর্ঘকণ্টঃ কফান্তকঃ।
দৃঢ়বীজঃ অজাভক্ষ্যো জ্ঞেয়শ্চেতি দশাহ্বয়ঃ।
বর্ব্বুরস্তু কষায়োষ্ণঃ কফকাসাময়াপহঃ।
আমরক্তাতিসারঘ্নঃ পিত্তদাহার্তিনাশনঃ।

রাজনিঘণ্টুঃ। শাল্মল্যাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—বর্ব্বুর, যুগলাক্ষ, কণ্ঠালু, তীক্ষ্ণকণ্টক, গোশৃঙ্গ, সংক্লিষ্টবীজ, দীর্ঘকণ্ট, কফান্তক, দৃঢ়বীজ ও অজাভক্ষ্য—এই দশটি নাম।

গুণপর্যায় :—বর্বুর কষায় রস, উষ্ণবীর্য, কফ, ও কাসরোগ নাশক। আমরক্ত, অতিসার, পিত্তরোগ, ও দাহরোগ নাশক।

বাসস্থান :—সমগ্র ভারতবর্ষ, ত্রিপুরা, বিহার, বঙ্গদেশ, হুগ্‌লী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বর্দ্ধমান, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—মাঝারি গাছ, ২৫-৩০ ফুট উচ্চ হয়। শাখা সবল, ধূসরবর্ণ, অবনত, শাখায় ½-২ ইঞ্চি লম্বা কাঁটা আছে। পত্রিকা ১০-২০ জোড়া ⅙-¼ ইঞ্চি লম্বা, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। ফুল উজ্জ্বল পীতবর্ণ, গোলাকার, ব্যাস ⅓-½ ইঞ্চি। ফল ৫-৬ ইঞ্চি লম্বা, ½ ইঞ্চি চওড়া, চেপ্টা, শ্বেতবর্ণ, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। ফলে ৮-১২টি বীজ থাকে। কাণ্ড ধূসরবর্ণ, শক্ত। ভিতরের কাঠ লালের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ। গ্রীষ্মকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—ছাল, আঠা, পত্র, বীজ, শুঁটি। মাত্রা—পত্রকল্ক ৪-৮ তোলা, ত্বক্ কাথ ৪-১০ তোলা, আঠা ৩-১৩ তোলা; বীজকল্ক ২-৩ আনা। ত্বক্‌চূর্ণ ৪-৮ আনা।

বৈদ্যকে বর্বুরের ব্যবহার।

চক্রদত্ত :—(১) **অতীসারে** বর্বুরপত্র :—কোমল শিষ বর্বুরপত্র শীতল জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে অতিসার নিবৃত্তি পায় (অতিসার চিঃ)। (২) **উপদংশে** বর্বুরদল—শুষ্ক বর্বুরপত্র চূর্ণ করিয়া তদ্দ্বারা উপদংশের ক্ষতপূরণ করিবে (উপদংশ-চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ :—(১) **ধাতুক্ষয়রোগে** বর্বুরবীজ :—বর্বুরবীজ জলে পেষণ পূর্বক প্রলেপ দিলে ধাতুক্ষয়রোগে প্রশমিত হয় (ধাতুক-চিঃ)। (২) **নেত্ররোগে** বর্বুরদলকাথিত—বর্বুরপত্রের কাথ পুনঃ পাক করিয়া লেহবৎ করিয়া, মধুসহ নেত্রে অঞ্জন দিলে, চক্ষু হইতে জলস্রাব বিনষ্ট করে (নেত্ররোগ-চিঃ)। (৩) **অস্থিভগ্নে** বর্বুরবীজ—অস্থিভগ্ন হইলে বর্বুরবীজ চূর্ণ মধুসহ ৩ দিন সেবন করিলে অস্থির সন্ধান হইয়া থাকে (ভগ্ন-চিঃ)।

শার্ঙ্গধর :—**অতিসারে** পুনর্বর্বুরিকাপত্র :—মূল বর্বুরের (কাঁটা বাবলার) পত্ররস অতিসার নাশ করে।

বঙ্গসেন : **জলোদরে** বর্বুরত্বক্‌কাথিতঃ—বর্বুরত্বকের কাথ গাঢ় না হওয়া পর্যন্ত পুনঃ পাক করিবে। এই কাথিতাকার কাথ তক্রের সহিত পান করিয়া, মিতাশী হইয়া তক্রপান করিলে, জলোদরও প্রশমিত হয় (উদর-চিঃ)।

দেশ প্রচলনের ঔষধার্থে ব্যবহার :—কচিপাতার রস ধারক ও উদরাময় রোগ নাশক। কঙ্কন দেশে ইহার আঠা ভজ্জিত করিয়া, মসলা বাদাম ও চিনি সংযোগে বটিকা প্রস্তুত করিয়া মিঠাই দেয়। একতোলা কচি পাতা, ৩ দানা জিরা ও ২ তোলা চিনি মিশ্রিত করিয়া ঔষধ প্রস্তুত করে, ইহা রক্ত প্রস্রাবে ব্যবহৃত হয় (Dymock)। ইহার ছাল ধারক ও কফনাশক। বাব্‌লার ছালের কাথ গলায় ক্ষত ও দন্তমাড়ির ক্ষতরোগে গণ্ডূষরূপে ব্যবহৃত হয়; বাব্‌লার আঠা সেবনে মধুমেহ প্রশমিত হয় এবং উৎকাসি, গলক্ষত, আম, শ্বেতপ্রদর, মূত্রাঘাত ও মূত্রকৃচ্ছ্রাদি রোগে সেব্য। বাব্‌লার ফল কফ

রোগ প্রশমক : বিভিন্ন প্রদরে বাব্লার ছালের ক্বাথ হিতকর। বাব্লার ক্বাথ মুখের ঘা ও দাঁতের বেদনা উপশম করে। কচি পাতা সেবন করিলে আম, অতিসার, ও মেহ আরাম হয়। শুষ্ক ছালচূর্ণ ক্ষতে প্রয়োগ করিলে ক্ষত শীঘ্র আরাম হয়। বাব্লার ছাল চর্মরঞ্জনার্থে ব্যবহার হয়।

বাব্লার ছাল ওক গাছের ছালের তুল্য বলিয়া অনেক পর্তুগেজেই কিন্‌পেন্‌গাবিতে ব্যবহৃত হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :-

আঠা—উদরাময় এবং আমাশয়ে উপকারী। মধুমেহ জনিত শ্বাসকষ্টে (diabetis Mallecus) উপকারী।

ছাল—সংকোচক, বেদনানাশক।

মন্তব্য—চরকে বর্বুরের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয় না। আয়ুর্বেদশাস্ত্রে বর্বুরকের নির্য্যাস আরবি-গাম'' নামে খ্যাত। কোনি বলেন, 'বব্বুর' এবং 'বর্বুরক' শব্দের মধ্যে, বব্বুর শব্দই উত্তম। বর্বুর সারবান কাঠের জন্য খ্যাত। আঠা ঔষধার্থে নিয়োজিত হইয়া থাকে। এতাদৃশ উপকারী হইলেও ইহা অনুর্বর ভূমিতে অতি সামান্য যত্নে পরিপুষ্ট হয়।

Fig :—Kirtikar & Basu, Ind Med Pl., t. 375 , Beddome, Fl Sylv, 47.
Ref :—F B.I , ii, 293 ; Roxb , Fl I ii 559 , B.P., i. 458 , Prain. H.H., 208 ; Voigt, H S., 26.

162. Acacia arabica Willd (বাব্লা)

163 A. catechu Willd. (খদির)

ভাষানুসারী নাম :—খদির—সংস্কৃত, খয়ের—বাংলা, কথ—হিন্দি, তৈলঙ্গ—চাঁচণ্ড; পোড়—উৎকল, খয়েরগাছি ভাসকোমাণ্ডি—খাখিন; সার্জিনাক, চমকোট্টু, লোক্ নু মস্ত—লেলেঙ, সেম, দৈয—বোরে, সেম, দৈব—মহারাষ্ট্র, ববোনা তেলাই, খ—ব্রহ্মদেশ, বাথিধি—সিংহুম, খইর—মালগ্রাম।

খদিরো বালপত্রশ্চ খাদ্যঃ পত্নী ক্ষিতিক্ষমা।
সুশল্যো রক্তকণ্ঠশ্চ যজ্ঞাঙ্গো দন্তধাবনঃ॥
গায়ত্রী জিহ্মশল্যশ্চ কণ্টী সারদ্রুমস্তথা।
কুষ্ঠারির্বহুসারশ্চ মেধ্যঃ সপ্তদশাহ্বয়ঃ॥
খদিরস্তু রসে তিক্তঃ শীতঃ পিত্তকফাপহঃ
পাচনঃ কুষ্ঠকাসাস্র শোফকণ্ডূব্রণাপহঃ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। শাল্মল্যাদির্বর্গঃ॥

নামপর্যায় :—খদির, বালপত্র, খাদ, পত্নী, ক্ষিতি ক্ষমা, সুশল্য, রক্তকণ্ঠ, যজ্ঞাঙ্গ, দন্তধাবন, গায়ত্রী, জিহ্মশল্য, কণ্টী, সারদ্রুম, কুষ্ঠারি, বহুসার, মেধ্য—এই সপ্তদশটি নাম।

গুণপর্যায় :—খদির তিক্তরস, শীতবীর্য, পিত্ত ও কফ নাশক। পাচক, কুষ্ঠ, কাস, রক্তদোষ, শোথ, কণ্ডু এবং ব্রণনাশক।

প্রাপ্তিস্থান :—ভারতের প্রায় সকল স্থানে জন্মে। যথা, হিমালয়ের তরাইদেশ, সিকিমের, কুচবিহার, ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা, পূর্ববাংলা, মধুপুর জঙ্গল, হুগলী, বাঁকুড়া, ২৪ পরগণা, বোটানিক্যাল গার্ডেন শিবপুর।

বর্ণনা :—মাঝারি কণ্টকময় বৃক্ষ। পত্র বসন্তকালে পড়িয়া যায়। ত্বক একটু মোটা, ধূসরবর্ণ, কাষ্ঠময়, বাহিরের কাষ্ঠ পীতাভ সাদা শ্বেতবর্ণ, ভিতরের কাষ্ঠ রক্তবর্ণ। পত্র ৩-৫ ইঞ্চি, পত্রের বোঁটার গোড়ায় কাঁটা আছে। পত্রিকা ৩০-৫০ জোড়া, কোমল লোমযুক্ত। ফুল ছোট পীতবর্ণ, পাপড়ি ৫টি। শুঁটি ২-৩½ ইঞ্চি লম্বা এবং ½-¾ ইঞ্চি চওড়া, পাতলা, ধূসরবর্ণ, মসৃণ, উজ্জ্বল। ইহাতে ৩-৬টি বীজ থাকে, বীজের ব্যাস ¼ ইঞ্চি, গোলাকার। গাছের পাতা বাবলার মত, শুঁটি বাবলা অপেক্ষা ভিন্ন। বর্ষাকালে ফুল ও শীতের সময় ফল।

ব্যবহার্য অংশ :—খদির

বৈদ্যকে খদিরের ব্যবহার।

কুষ্ঠ—(১) কুষ্ঠে খদির—কুষ্ঠ রোগী খদিরের কাথ সেবন করিবে (চিঃ সং)। (২) ক্রিমিকুষ্ঠে

খদিরত্বক্ ও কাষ্ঠ—কুষ্ঠ রোগীর পানে, আহারে, শৌচকার্যে, ধূপনে ও প্রলেপে যুক্তি পূর্বক খদিরের কাষ্ঠ ও ত্বক্ ব্যবহার করাইলে, কুষ্ঠ হইতে মুক্তিলাভ হয় (চিঃ ৭ অঃ)। (৩) ব্রণ শোধনে খদিরত্বক্ ও কাষ্ঠ—খদিরের ত্বক্ বা কাষ্ঠের ক্বাথ দ্বারা ব্রণ ধৌত করিলে, ব্রণশুদ্ধি হয় (চিঃ ১৭ অঃ)। (৪) বাতরক্তরোগে খদির—আয়ুর্বেদোক্ত মধু, দধি, কিম্বা মস্তু (বিজল বারিযুক্ত দধি) সহিত খদির সেবন করিলে বাতরক্তরোগ নিবৃত্তি পায় (চিঃ ২২ অঃ)।

সুশ্রুত :—(১) **সর্বকুষ্ঠে** খদিরত্বক্ বা কাষ্ঠ—যদি কুষ্ঠ প্রশমনে ইচ্ছা থাকে; তাহা হইলে কুষ্ঠ রোগীর স্নানপানাশনাদিতে যুক্তিপূর্বক খদির ব্যবহার করাইবে (চিঃ ৯ অঃ)। (২) **শনৈর্মেহে** খদিরত্বক্ বা কাষ্ঠ—বারম্বার অল্প অল্প শুক্র প্রবাহ হইলে, খদিরত্বক্ বা কাষ্ঠের ক্বাথ পান করিবে (চিঃ ১১ অঃ)। (৩) **ক্ষৌদ্রমেহে** খদিরত্বক্ বা কাষ্ঠ—যাহার ক্ষৌদ্রমেহ হইয়াছে তাহাকে খদিরকাষ্ঠ ও কাঞ্চনাদির ক্বাথ পান করাইবে (চিঃ ১১ অঃ)।

চক্রদত্ত :—(১) **রক্তপিত্তে** খদিরপুষ্প :—রক্তপিত্তরোগী মধুর সহিত খদির পুষ্প লেহন করিবে (রক্তপিত্ত-চিঃ)। (২) **স্বরভেদে** খদির কাষ্ঠ বা ত্বক্—খদিরত্বক্ বা কাষ্ঠ চূর্ণ তিলতৈল যোগে মুখে রাখিলে স্বরভঙ্গ নিবারিত হয় (স্বরভেদ-চিঃ)। (৩) **বিস্ফোটে** খদির কাষ্ঠ বা ত্বক্—খদির কাষ্ঠ ও ইন্দ্রযবের ক্বাথ পান করিলে, উত্থিত বিস্ফোট বিলীন হয় (বিসর্প চিঃ)।

হারীত :—(১) **মুখরোগে** খদিরত্বক্ ও কাষ্ঠ—খদিরত্বক্ বা কাষ্ঠের ক্বাথ দ্বারা কবল করিলে মুখরোগ প্রশমিত হয় (চিঃ ৪৪ অঃ)। (২) **স্থাবরবিষ প্রতিষেধে** খদির মূলত্বক্—খদির মূলত্বক্ উত্তমরূপে পেষণপূর্বক উষ্ণোদকের সহিত পান করিলে তৎক্ষণাৎ স্থাবর বিষদোষ নিবৃত্তি পায় (চিঃ ৫৫ অঃ)। উদ্ভিদ্ ও খনিজ বিষের নাম স্থাবর বিষ।

যুক্তপ্রদেশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—আয়ুর্বেদীয় মতে খদির ধারক, বিষঘ্ন এবং রুচি-কারক। ইহা কফ ও উদরাময় রোগে ব্যবহৃত হয় এবং ইহা ক্ষত, ফোড়া ও অপরাপর চর্মরোগে বাহ্য প্রলেপ দিলে বেশ সুফল পাওয়া যায়। ইহার ফুলের উপরিভাগ, জিরা, দুধ ও চিনির সহিত খাইলে গণোরিয়া আরাম হয় (Dymock)। খদির জলে ভিজাইয়া উহাতে দারুচিনি, লবঙ্গ এবং অপরাপর সৌগন্ধযুক্ত মসলা যোগে, কেয়াপাতা জড়াইয়া 'কেয়াখয়ের' প্রস্তুত হয়। 'কাথবল' (Kathbal) নামক মিশ্রিত (mixture), খদির ও Myrrh যোগে প্রস্তুত হয়। প্রসূত স্ত্রীলোকদিগের দুগ্ধ বৃদ্ধির জন্য এই Kathbal ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ছাল—সংকোচক।

মন্তব্য :—চরক ও সুশ্রুতোক্ত পানের মসলায় চূণ খদিরের উল্লেখ নাই। তাম্বূলপত্রে

আমরা পানের সহিত চুন খয়েরের ব্যবহার প্রথম দেখিতে পাই। বাজারে প্রচলিত খদির কৃত্রিম ও অকৃত্রিম ভেদে দুই প্রকার। খয়েরের শাখা ও পত্র সিদ্ধ করিয়া যে খদির প্রস্তুত হয় তাহা কৃত্রিম এবং কাঠের আঠা হইতে যে খদির হয় তাহা অকৃত্রিম। কৃত্রিম খদির আবার দুই প্রকার শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ। শ্বেত খদির ঔষধের জন্য এবং কৃষ্ণবর্ণ খদির নানাবিধ দ্রব্য রং করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। কলিকাতার বাজারে ৫ রকমের খদির দেখা যায় (১) পাহাড়ী (২) বনকপুরী (৩) শ্বেত (৪) চিনি (৫) বেলপটি। ইহাদের মধ্যে বনকপুরী খদিরের শ্রেষ্ঠতা সকলে স্বীকার করেন। চিকিৎসোপযোগী বনৌষধিরূপে খদির কাঠের সারাংশ বা সার ব্যবহার করাই উচিত।

প্রাচীনকাল হইতে মুখরোগে ইহার ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। শ্লেষ্মা ঝিল্লীর উপর ইহার সঙ্কোচনী শক্তি প্রকাশ করে। এই কারণে শ্বাসনলীতে বেদনা অথবা অনবরত প্রচুর কফনির্গমনে খদিরের উপযোগিতা দেখা যায়। এমন কি, শিশুর অতিসারে, আমরক্তাতিসারে ও বাতরোগে ইহাদ্বারা ফল পাওয়া যায়। মুখক্ষত ও গলক্ষতে ইহার উপকারিতার কথা 'শৌরী' মহোদয় বর্ণনা করিয়াছেন। অতিসারে খয়েরের মাত্রা ১-২ আনা। প্রদর রোগে খদির ভিজান জলে উত্তরবস্তি (পিচকারি) প্রয়োগ করিয়া শুভ ফল দিবে।

রাজনির্ঘণ্টুকার 'খদির কুলের ভেদ' ৫ প্রকার বলিয়াছেন—(১) খদির (২) সোমবল্ক (শ্বেতসার), (৩) তাম্রকণ্টক (রক্তখদির), (৪) বিট্‌খদির এবং (৫) অরি। ইহাদের গুণ পৃথক পৃথক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পাঁচ প্রকার কুলের সারাংশ নির্যাস হইল খদিরসার (খয়ের)। রাজনির্ঘণ্টুকার 'খদিরসার' একটি পৃথক বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার গুণ বর্ণনায় বলিয়াছেন ইহা বিশদক তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, কফ ও বাতনাশক। ক্রমি, ও মুখ রোগনাশক, রুচিকারক ও রোচক অগ্নিদীপক। খদির শব্দে—ইহার ছাল, মূল, পত্র, কাঠ, ফল, কাণ্ড সারাংশ বুঝায়। খদির, শমী ও বাবলা ইহাদের সকলের আকৃতিগত সাদৃশ্য এবং কণ্টকবিশিষ্ট বলিয়া একজাতীয় বৃক্ষ বলিয়া গণ্য হয়। সোমবল্ক খদির (গাঁইঠকাঁটা), বিট্‌খদির (আরবাবলা) নামে লোকপ্রসিদ্ধ।

Fig. :—Roxb, Cor, Pl., t. 175 , Bentl. Trim. t. 95 , Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 377.

Ref.—F.B. I., ii, 295 ; Roxb., F.I., ii, 563 ; B. P., ii. 458 , Prain, H. H., 208 ; Voigt. H., S., 458.

163. Acacia Catechu Willd (খদির)

164. A. Farnesiana Willd. (গুয়েবাবলা)

ভাষানুসারী নাম :—বিট্‌খদির, কালস্কন্ধক—সংস্কৃত ; গুয়েবাবলা—বাংলা ; বিলাতি-বাবুল, গু-বাবুল—হিন্দি ; দুর্গন্ধি—মহারাষ্ট্র , কিরৈখর—কর্ণাট ; কেস্তাযানা—তামিল ; দুর্গন্ধি, কাস্তুরুগু—তেলেগু ; খালবাভল—গুজরাট।

বিট্‌খদিরঃ কাম্ভোজী কালস্কন্ধ গোরটো মরুদ্ভবঃ।
পাংশুকর্ষবহসারঃ সংসারঃ খাদিরো গ্রাহ্যৈর্বহুসারঃ॥
বিট্‌খদিরঃ কটূষ্ণস্তিক্তো রক্তব্রণোত্থদোষকঃ।
কণ্ডূক্রিমিবিসর্প—জ্বরশূলোন্মাদভূতজাঃ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। শাল্মল্যাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—বিট্‌খদির, কাম্ভোজী, কালস্কন্ধ, গোরট, মরুজ, পাংশুকর, বহুসার, সংসার, খাদির, প্রাষ্টৈ, ও বহুসার—এইগুলি নাম।

গুণপর্যায় :—বিট্‌খদির—কটুরস, উষ্ণবীর্য, বিপাকে তিক্তরস। রক্তদোষ, এবং ব্রণরোগ হইতে উদ্ভিত দোষ নাশক। কণ্ডু, বিষ-বিসর্প, জ্বর, শূল, উন্মাদ ও ভূতগ্রহ নাশক।

উৎপত্তিস্থান :—হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্যন্ত সর্বত্র পাওয়া যায়। বঙ্গদেশ বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গে অধিকতে দেখা যায়। বোটানিক্যাল গার্ডেন, শিবপুর। আমেরিকা-দেশীয় গাছ

বর্ণনা :—কণ্টকময় উদ্ভিদ, ১০।১৫ ফুট উচ্চ। কাণ্ড হইতে শাখা-প্রশাখা চতুর্দিকে বিস্তৃত হয়। ছালে ধূসরবর্ণ দাগ আছে। কাঁটা খাড়া, ½–¾ ইঞ্চি লম্বা, প্রশাখা হইতে বাহির হয়। পত্র -১½ ইঞ্চি লম্বা। পত্রিকা সবুজবর্ণ। পুরাতন শাখার গোড়া হইতে ফুলগুলি বাহির হয়। ফুল গোলাকার, উজ্জ্বল ও পীতবর্ণ, ব্যাস ½ ইঞ্চি। ফলী ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, ½ ইঞ্চি পুরু, ধূসরবর্ণ, লম্বা লম্বা দাগ কাটা। শীতকালে ফুল ও বর্ষাকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—ছাল।

মূলপ্রকাশকের ঔষধার্থে ব্যবহার।—ছালের কাথ ধারক ও বেদনানাশক। [illegible] জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে [illegible] আরাম হয়। [illegible] ইহার শিকড় ছোট ছেলেদের কোমরে বাঁধিয়া দিলে কাইমিতে যায় না। ইহার ফুল ইউরোপীয়রা সৌগন্ধ-দ্রব্য এসেন্স প্রস্তুতে ব্যবহার করে। ইহার ছাল ধারক বলিয়া বাবলার ছালের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়।

Glossary : -সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ছাল—সংকোচক, বেদনানাশক।

Fig. :—Wight I. c., t. 300 ; Beddome, Fl. Sylv., v. t. 52 ; Kirtikar & Basu, t. 374.

Ref. :—F.B.I., ii 292 ; Roxb., F.I. ii. 557 ; B.P., i 458 , Ind. Med. Pl., Voigt., H.S., 264.

164. Acacia Farnesiana Willd. (গুয়েবাবলা)

165. A Suma Ham. (শমী, শাঁইকাঁটা)

ভাষানুসারী নাম :—শমী—সংস্কৃত ; শমী, শাঁইকাঁটা—বাংলা ; শমী—উৎকল ; বন্নি—কর্ণাট ; শামী—মহারাষ্ট্র ; ছিকুর—হিন্দি ; শাঁইগাছ—গৌড় ; জে'মা জম্মি—তেলেগু ; জোম্বি—তামিল ; সুন্দি—কানাড়ি ; জেকাবিয়নি—বান্দ ।

শমী শান্তা তুঙ্গা কচরিপুফলা কেশমথনী ।
শিবেশা চৌর্যশমী তপনতনুমহা শুভকরী ।
হবির্গন্ধা মেধ্যা দুরিতশমনী শঙ্কুফলিকা
সুভদ্রা মঙ্গল্যা প্রকৃতিরথ পাপাপশমনী ॥
জয়াহ্বয় শঙ্করী ভেদা কেশহন্ত্রী শিবাফলা ।
সুপত্রা সুখদা চৈব পঞ্চবিংশাভিধা মতা ॥
শমী রুক্ষা কষায়া চ রক্তপিত্তাতিসারজিৎ ।
তৎ ফলং তু গুরু স্বাদু তিক্তোষ্ণং কেশনাশনম্ ।

রাজনির্ঘণ্টুঃ । শাল্মল্যাদিবর্গঃ ।

নামপর্যায় :—শমী, শান্তা, তুঙ্গা, কচরিপুফলা, কেশমথনী, শিবেশা, চৌর্যশমী, তপন, তনুমহা, শুভকরী, হবির্গন্ধা, মেধ্যা, দুরিতশমনী, শঙ্কুফলিকা, সুভদ্রা, মঙ্গল্যা, প্রকৃতি, পাপাপশমনী, জয়া, শঙ্করী, কেশহন্ত্রী, শিবাফলা, সুপত্রা, সুখদা—এই পঁচিশটি নাম ।

গুণপর্যায় :—শমী—রুক্ষ, কষায় রস, রক্তপিত্ত, ও অতিসার নাশক । শমীফল—গুরুপাক, স্বাদু, তিক্তরস, উষ্ণবীর্য এবং কেশনাশক ।

জন্মস্থান :—ছোটনাগপুর, পশ্চিমবঙ্গ, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর ।

বর্ণনা :—মধ্যমাকার গাছ, বহু শেতবর্ণ, দণ্ডক অবনত । পত্রদণ্ড ½ ফুট লম্বা ; পত্রাংশ ১½-২ ইঞ্চি লম্বা । পত্রিকা ফিকে সবুজবর্ণ, ½ ইঞ্চি লম্বা, কাঁটা ৩-৪ ইঞ্চি । ফুল শ্বেতবর্ণ । ফল ৩-৪ ইঞ্চি লম্বা ; ½-¾ ইঞ্চি চওড়া । বীজ শুঁটিতে ৩-৮টি থাকে । বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয় ।

ব্যবহার্য অংশ :—বল্কল, পত্র, বীজ ও শুঁটি ।

মূলগ্রাহ্যাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—বাহ্যলোম নাশ ।

Glossary সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

গ্রাহী—সংকোচক, ইহা হইতে ধাতু হয় ।

Fig :—Beddome, Fl. Sylv., t. 49.

Ref :—F.B.I. ii, 294 ; B.P. i. 459 ; Prain, H.H., 208.

165. Acacia Suma Ham. (সাদা খাঁইকাটা।)

166. A. tomentosa Willd. (সালর্ণাই বাব্‌লা)

ভাষানুসারী নাম :—সালর্ণাই বাব্‌লা, মালাবারি বাব্‌লা—বাংলা ,

জালবর্বুরকশ্ছত্রাকঃ স্থূলকণ্টকঃ।
সূক্ষ্মশাখস্তুসুশ্লাঘ্যো বজ্রকণ্টঃ ষড়াহ্বয়ঃ॥
জালবর্বুরকো রুক্ষো বাতাময়বিনাশকৃৎ।
পিত্তকৃচ্চ কষায়োষ্ণঃ কফহৃদ্দাহকারকঃ॥

রাজনিঘণ্টুঃ ; শাল্মল্যাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—জালবর্বুরক, ছত্রাক, স্থূলকণ্টক ; সূক্ষ্মশাখ, সুশ্লাঘ্য, বজ্রকণ্ট—এই ৬টি নাম।

গুণপর্যায় :—জালবর্বুরক—রুক্ষ, বাতরোগ বিনাশক, পিত্তবর্ধক, কষায় রস, উষ্ণবীর্য, কফনাশক এবং দাহজনক।

প্রাপ্তিস্থান :—দক্ষিণাত্যের পশ্চিমভাগ, মধ্যবাংলা, সুন্দরবন, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—মাঝারি বা ছোট গাছ। পত্র ধূসরবর্ণ ও সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, ১-২ ইঞ্চি লম্বা, পত্রিকা ½-¾ ইঞ্চি, ধূসর বা সবুজবর্ণ। কাঁটা বড়গুলি ১·২ ইঞ্চি লম্বা, বিস্তৃত ও ধূসরবর্ণ ; কাঁটায়

অগ্রভাগ বেষ্টনে ক্ষবিশিষ্ট। শুঁটি বক্র, খড়্গের ন্যায়, ৪-৬ ইঞ্চি লম্বা এবং ½ ইঞ্চি চওড়া, বোঁটা ছোট। ফলে ৬-১০টি বীজ থাকে। বীজ বাব্‌লা বীজ অপেক্ষা ক্ষুদ্র। ফল গাঢ় ধূসরবর্ণ। উপরের কাষ্ঠ ফিকে ধূসরবর্ণ, ভিতরের কাষ্ঠ একটু গাঢ় ধূসরবর্ণ। গাছে প্রায়ই সার হয় না। কাষ্ঠ জ্বালানিতে ব্যবহৃত হয়। গ্রীষ্মকালে ফুল ও বর্ষাকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—ছাল, পাতা, শুঁটি, বীজ ও শিকড়ের ছাল।

মূলপ্রবাহের ঔষধার্থে ব্যবহার :—বাব্‌লার ন্যায়।

Fig :—Beddome, Fl. Sylv., t. 95.

Ref.—F.B.I., ii, 294 ; B.P., i, 458 ; Prain, H.H., 208 ; Voigt, H.S., 262.

166. Acacia tomentosa Willd. (সাদা কাঁটা বাব্‌লা)

Genus—ALBIZZIA Durax.

167. A. lebbek Benth. (শিরীষ)

ভাষানুসারী নাম :—শিরীষ—বাংলা ; শিরীষ, কপীতন, শুকতরু—সংস্কৃত ; শিরীষ, শিরিস্, শিরাই, লবরীন্, কলাসিস্—হিন্দী ; টিনিয়া—উড়িয়া ; শিরস্, চিকোল—মহারাষ্ট্র ; দিরাসন, দুর্লিস্—তেলেগু ; বেগি, কই-ভোবি—তামিল ; সিবলা, মুরি—সিংহলী। শিরীশসাহ—পোস্ত।

শিরীষ শীতপুষ্পশ্চ ভণ্ডিকো মৃদুপুষ্পকঃ।
শুকেষ্টো বর্হিপুষ্পশ্চ বিষহন্তা মধুপুষ্পকঃ॥
উদ্দানকঃ শুকতরু র্লোমশো লোমশপুষ্পকঃ।
কপীতনঃ কলিঙ্গশ্চ শ্যামলঃ শঙ্খিনীফলঃ॥
মধুপুষ্পস্তথা বৃত্ত পুষ্পঃ সপ্তদশাহ্বয়ঃ।
শিরীষঃ কটুকঃ শীতো বিষবাতহরঃ পরঃ॥
পামাপহ্ কণ্ডুকচ্ছু—ত্বগ্দোষস্য বিনাশনঃ॥

রাজনির্ঘণ্টঃ। প্রভদ্রাদির্বর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—শিরীষ, শীতপুষ্প, ভণ্ডিক, মৃদুপুষ্পক, শুকেষ্ট, বর্হিপুষ্পক, বিষহন্তা, মধুপুষ্পক উদ্দানক, শুকতরু, লোমশপুষ্পক, কপীতন, কলিঙ্গ, শ্যামল, শঙ্খিনীফল, মধুপুষ্প, বৃত্তপুষ্প, —এই সতেরটি নাম।

গুণপর্য্যায় :—শিরীষ—কটুরস, শীতবীর্য, বিষদোষ এবং বাতদোষ নিবারক ; পামা, অলক্ষ্মদোষ রক্তদোষ কুষ্ঠ, কণ্ডু, কচ্ছু ও ত্বক্‌দোষ-নিবারক।

জন্মস্থান :—ভারতের সর্বত্র জন্মে। বঙ্গদেশ, বর্মা, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, ২৪-পরগণা, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুরে বহু পরিমাণে আছে।

বর্ণনা :—কাঁটাশূন্য বড় গাছ। ৫০—৬০ ফুট উচ্চ হয়। পত্র যৌগ, লোমযুক্ত, অযুগ্ম। একটি বড় পত্রদণ্ড বোঁটা হইতে বাহির হয়। পত্রিকা ৪-৮টি, পাতার বোঁটা ক্ষুদ্র ও ছোট ; ডালের মস্তকে ৩০-৪০টা ফুল হয়। ফুল ১½ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্পস্তবক পীতবর্ণ। ফুলের স্তবক বৃহৎ, শ্বেতবর্ণ ও সৌগন্ধযুক্ত। ফুলের বোঁটা ছোট, বহির্ভাগ ½ ইঞ্চি। শুঁটি লম্বা, শক্ত ও চেপ্টা, ধূসরবর্ণ, ১½-১ ফুট লম্বা, ১½-২ ইঞ্চি চওড়া। শুঁটিতে ৬-১০টি বীজ থাকে। ইহার পত্র কতকটা আমলকী পত্রের ন্যায়। শীতে গাছের প্রায় পাতা থাকে না। পুষ্প শীতের আকাঙ্ক্ষাযুক্ত শ্বেতবর্ণ। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—ত্বক্, পত্র, ফুল ও বীজ।

বৈদ্যকে শিরীষের ব্যবহার।

চরক :—(১) অগদপ্রয়োগে শিরীষ :—বিষনাশক ভেষজের মধ্যে শিরীষ শ্রেষ্ঠ (সূঃ ২৫ অঃ)। (২) মূর্চ্ছায় শিরীষরস—শিরীষ গাছের ফুলের রস সেবনপূর্বক মূর্চ্ছা প্রলেপ দিবে (চিঃ ৭ অঃ)। (৩) কফজবিসর্পে শিরীষ প্রয়োগ—পিষ্ট শিরীষ ফুল বা পত্রাদির যোগে কফজবিসর্পে প্রলেপ দিবে (চিঃ ১১ অঃ)। (৪) সর্পবিষে শিরীষ প্রয়োগ—শ্বেত মরিচের শতবার শিরীষ ফুলের রসে সপ্তাহকাল ভাবনা দিয়া বর্ত্তি করিবে ; এই বর্ত্তি শিরীষ ফুলের রসে ঘষিয়া, নস্য কিংবা অঞ্জন বা সেবন, সর্পদষ্টের পক্ষে হিতকর (চিঃ ২৩ অঃ)। (৫) রক্তপিত্তাদুষ্ট শ্বাসে শিরীষ প্রয়োগ—শিরীষ ফুলের রস পিপুলচূর্ণ ও মধুর সহিত সেবন করিলে রক্তপিত্তাদুষ্ট শ্বাস প্রশমিত হয় (চিঃ ২১ অঃ)।

চক্রদত্ত :—চাতুর্থকজ্বরে শিরীষ পুষ্প :—শিরীষ ফুলের রসে হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা চূর্ণ ও কিঞ্চিৎ ঘৃত মিশ্রিত করিয়া নস্য লইলে চাতুর্থক জ্বর নিবৃত্তি পায় (জ্বর চিঃ)।

মূলপ্রকাণ্ডের ঔষধার্থে ব্যবহার :—পাতার রস চক্ষে দিলে এবং কাথ খাইলে রাতকানা আরাম হয়। ছালের কাথ দাঁতের মাড়ী শক্ত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। মাত্রা ২ তোলা। শিরীষের ফুল বীর্যস্তম্ভনেও সহায়ক। ১ ভাগ বীজের গুঁড়া, ২ ভাগ মিছরি, এক গ্রাম গরম দুধের সহিত পান করিলে বীর্য ঘন হয়। মাদ্রাজ দেশে ইহার ছাল মৎস্য ধরা-জাল রং করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। চক্ষু উঠিলে ইহার বীজের অঞ্জন দেয় (Stewart)। ইহার ছাল ও বীজ ধারক। ইহা অর্শ ও উদরাময় রোগ-নাশক। ফুল স্নিগ্ধকর। ইহা বাহ্য প্রয়োগ করিলে ফোড়াউঠেম এবং শোথ আরাম হয়। শিরীষের পত্র চোখ উঠার মহৌষধ (Baden Powell)। বীজ জলের সহিত বাটিয়া লাগাইলে গলা ফুলা আরাম হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

পাতা—সর্পবিষে এবং কাঁকড়া বিছার দংশনে উপকারী।

ছাল ও বীজ—সংকোচক, অর্শরোগে এবং উদরাময়ে উপকারী। বলাধান, উত্তেজক।

মূলের ছাল—দাঁতের মাড়ী শক্ত করে।

পাতা—রাতকানা সারে।

Fig.—Beddome, Fl. Syl., t. 53 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med Pl., t. i., 53 ; Jacq., lc, t. 195.

Ref.—F.B.I., ii 298 ; Roxb., F.I., ii, 544 ; B.P., i, 461 ; Prain, H.H., 208 ; Voigt., H.S., 268.

167. Albizzia lebbek Benth. (শিরীষ)

615.53
E545
ed 2

168. A. amara Boiv (কৃষ্ণশিরীষ)

ভাষানুসারী নাম :—কৃষ্ণশিরীষ—সংস্কৃত ; কৃষ্ণ শিরীষ—বাংলা ; লুলাই, লালি—মহারাষ্ট্র ; থোটো-শিরীসো—গুজরাট ; তুরিঞ্জী, তুরুঞ্জি—তামিল ; নল্লরেণ্ডু, নল্লরিন্ডা, নাল্লাসিকিরি—তেলেগু ; বিল্-কবি—কানপুর ; অহলে—হারদ।

জন্মস্থান :—উড়িষ্যা, ভারতের বিভিন্নস্থানে রোপণ করা হয়।

বর্ণনা :—মাঝারি কাঁটাশূন্য গাছ। শাখা ঘন ও নরম লোমযুক্ত। পত্র ৮–২০টি, ১-৩ ইঞ্চি লম্বা, পত্রিকা ⅛-⅙ ইঞ্চি লম্বা, বোঁটা কোমল লোমযুক্ত। ফুলের বোঁটা নরম, পীতবর্ণ ও সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। শুঁটি ৬–৯ ইঞ্চি লম্বা, ¾-১ ইঞ্চি চওড়া, বীজ শুঁটিতে ১০।১১ টি থাকে ; দেখিতে ধূসরবর্ণ। কাঠ শক্ত। কাণ্ডের ভিতরের কাঠ শ্বেতবর্ণ। গ্রীষ্মকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—বীজ, পত্র ও ফুল।

মূল প্রয়োগের ঔষধার্থে ব্যবহার :—বীজ ধারক, ইহা অর্শ উদরাময় ও গণোরিয়া রোগ নাশক। বীজের তৈল শ্বেতকুষ্ঠ রোগে হিতকর। ফুল বিষঘ্ন। ইহা ফোড়ায় প্রয়োগ করিলে ফোড়া ফাটিয়া যায়। ইহার পত্র, চক্ষু উঠিলে দেওয়া হয় এবং গো-মহিষাদির খাদ্য। (Beadan Powel)।

সংস্কৃত লেখকদিগের মতে ইহা বিষঘ্ন, চক্ষুরোগ ও কফরোগে হিতকর (Dutt)।

Glossary - সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

বীজ— সংকোচক, উদরাময় এবং গণোরিয়ায় উপকারী।

ফুল—ফুলা, ফোড়া এবং অণ্ড বৃদ্ধিরোগে উপকারী।

পাতা—চক্ষুউঠা রোগে উপকারী।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 385A ; Beddome, Fl. Sylv., t. 61 ; Roxb., Cor. Pl., t. 122.

Ref.—F.B.I., ii. 301 ; Roxb., F.I., ii. 548 ; B.P., i. 460.

READING HALL
Bonnyan : 19.3.04.
G 16950

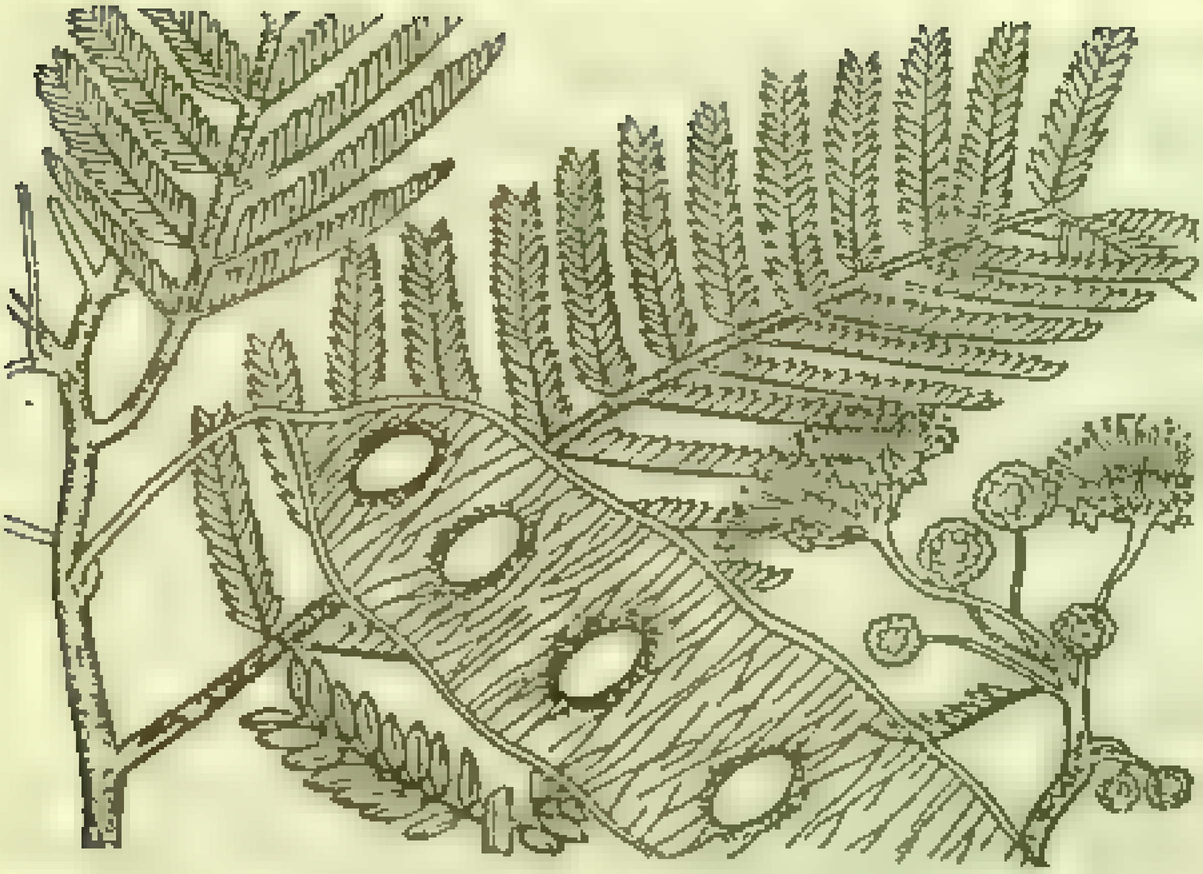

168. Albizzia amara Boiv. (কৃষ্ণশিরীষ)

Genus—ALHAGI. Tourn cix Adans.

169. A. Maurorum. Desv. (যবসা, দুরালভা)

ভাষানুসারী নাম ঃ—দুরালভা, পিঙ্গিকপিকা—সংস্কৃত ; যবসা, দুরালভা—বাংলা , যবসা, জবাসা—হিন্দি ; ধমাসা—বোম্বে ; বেলিকাণ্ডলী—মহারাষ্ট্র ; বল্লিদুরবে—কর্ণাট ; গিরেকগটী চিংগোতি, গিলরেগতি—তেলেগু ; তুলগনরি—তামিল ।

যবাসো দুরালভা তাম্রমূলী চ কচ্ছুরা ।
দুরালভা চ দুঃস্পর্শা ধন্বী ধন্বযবাসকঃ ॥
প্রবোধনী সূক্ষ্মদলা বিরূপা দুরভিগ্রহা ।
দুর্লভা দুষ্প্রধর্ষা চ স্যাচ্চতুর্দশসংজ্ঞকা ॥
দুরালভা কটুস্তিক্তা সোষ্ণা কাসাস্রিকা তথা ।
মধুরা বাতপিত্তঘ্নী জ্বরতৃষ্ণাপ্রমেহজিৎ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । শতাহ্বাদিবর্গঃ ।

নামপর্যায় ঃ—যবাস, দুরালভা, তাম্রমূলী, কচ্ছুরা, দুরালভা, দুঃস্পর্শা, ধন্বী, ধন্বযবাসক প্রবোধনী, সূক্ষ্মদলা, বিরূপা, দুরভিগ্রহা, দুর্লভা, দুষ্প্রধর্ষা—এই ১৪টি নাম ।

গুণপর্যায় :—দুরালভা—কটুতিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, বিপাকে মধুর রস, বায়ু ও পিত্ত নাশক, জ্বর, তৃষ্ণা, ও প্রমেহ নাশক।

জন্মস্থান :—বিহার, গঙ্গার দেশ, মহারাষ্ট্রদেশ, সিন্ধিয়া, মেসোপটেমিয়া, পারস্য।

বর্ণনা :—কাঁটাযুক্ত গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্। কাঁটা ½-১ইঞ্চি লম্বা ; পত্র অবনত ; কাঁটার গোড়া হইতে বাহির হয় ; লম্বাকৃতি, সূক্ষ্মকোণী, সূক্ষ্মলোমযুক্ত। কাঁটার গোড়া হইতে ফুল বাহির হয়, ফুলের বহির্ভাগ ⅓-⅛ ইঞ্চি। ফুলের পাপ্ড়ি উজ্জ্বল লালবর্ণ, ইহা বহির্ভাগের ৩ গুণ। ইহার প্রাচীন নাম খোরাসানী কাঁটা। গ্রীষ্মকালে যখন অপরাপর গাছ মরিয়া যায় তখন ইহাতে পাতা ও ফুল হয়। যবাস গুল্ম হইতে যে আঠা বাহির হয় উহাকে মান্না বলে। কখিত যবাস গুল্ম কাপড়ে ফেলিয়া নাড়িলে উহা হইতে মান্না বাহির হয়। বঙ্গের কোন কোন আর্দ্র ভূমিতে দুরালভা জন্মে। কিন্তু উহা উৎকৃষ্ট নহে। এই গাছে ফুল না ধরিলে উহা ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইতে পারে না। গ্রীষ্মকালে ফুল এবং শীতের শেষে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—মূল, শাখা ; মাত্রা ½-১ আউন্স।

বৈদ্যকে দুরালভার ব্যবহার।

চরক :—(১) **রক্তপিত্তে দুরালভা :**—দুরালভা ও চন্দন সমভাগে লইয়া তণ্ডুলোদকে পেষণ পূর্বক শর্করাযোগে পান করিলে রক্তপিত্ত প্রশমিত হয় (চিঃ ৪ অঃ)। (২) নাসিকা হইতে **রক্তস্রাবে** দুরালভা— যবাসমূলের রসের নস্য লইলে নাসিকা হইতে রক্তস্রুতি নিবৃত্তি পায় (চিঃ ৪ অঃ)। (৩) **মদাত্যয়ে** দুরালভা—মদ্যপান জাত দুরালভার কাথ দোষ পাচনার্থ পান করাইবে কিম্বা পিপাসু মদাত্যয়রোগীকে যথা পরিভাষানুসারে প্রস্তুত দুরালভাপানীয় পান করাইবে। ইহা মদাত্যয়ের সর্বাবস্থায় পেয়। এই পানীয় পিপাসা ও জ্বরনাশক (চিঃ ১২ অঃ)। (৪) **অম্লপিত্তে** দুরালভা—অম্লবমন নিবারণার্থ দুরালভা চূর্ণ মধুযোগে লেহন করিবে (চিঃ ২৩ অঃ)।

বাগ্ভট :—**মূত্রাঘাতে** দুরালভা—যাহার মূত্রকৃচ্ছ্র হইয়াছে তাহাকে দুরালভার কাথ পান করাইবে (চিঃ ১১ অঃ)।

চক্রদত্ত :—**জ্বররোগে** দুরালভা—ঘৃত প্রক্ষেপ দিয়া দুরালভা কাথ পান করিলে জ্বররোগের শান্তি হয় (মূর্চ্ছা-চিঃ)।

শার্ঙ্গধর :—**কোষ্ঠবদ্ধতা ও মূত্ররোগে :**—দুরালভা, হরীতকী, সোঁদালের আঁঠি, গোক্ষুর ও পাষাণভেদীর শিকড় মিলিত কাথের সহিত মধু মিশ্রিত করিয়া ব্যবহারে উপকার হয়।

মুসলমানদের ঔষধার্থে ব্যবহার :—দুরালভার টাট্কা রস বিরেচক ও উগ্র ঔষধের সহিত ব্যবহৃত হয়। ইহার পত্র হইতে যে তৈল প্রস্তুত হয় উহা বাতজ্ব মহৌষধ এবং ইহার ফুল অর্শের বলি নাশক। মুসলমান লেখক মুহম্মদ হোসেন বলেন যে কুর্দিস্থান ও হামাদানের লোকে গাছগুলি কাপড়ে বাঁধিয়া ঝাড়িয়া লয়। এইগুলিকে 'মান্না' বলে। এই মান্না মৃদুরেচক ও বলকারক। ইহার মান্না সমেত পাকা ফলকে "তারানজবীন" বলে।

ইহা কালধুতরা এবং তামাকের সহিত মিশাইয়া ধূমপান করিলে হাঁপানি আরাম হয়। ইহার দ্বারা পারদ দেহ হইতে বাহিরে আনে।

ইহার কাথ জলে দিয়া ব্যবহৃত হয়। ইহা বালকদিগের সর্দিরোগে হিতকর।

কৃষ্ণধুতরা, যোয়ান, তামাক ও দুরালভা গাছ একত্র হুঁকাতে সাজিয়া ধূমপান করিলে শ্বাস রোগীর শ্বাসকষ্ট নিবারিত হয়।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়:—

গাছ—বিরেচক, প্রস্রাবকারক ও স্বেদনিঃসারক।

গাছের রস—ঘর্মকারক।

পাতার তৈল—বাতে উপকারী।

ফুল—অর্শে উপকারী।

মন্তব্য:—চরক-সংহিতায়, চক্রপাণিদত্ত, হিতাভিধান এবং ভাবপ্রকাশে দুরালভা পাঠ— করিয়াছেন।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., 307.

Ref.—F. B. I., ii. 145; আধুনিক নামকরণ অনুসারে ইহাকে Albagi Camelorum Fisch বলে। Roxb., F. I., iii 344, B.P., i. 416, Dymock, i. 417, Chopra, 459; Prain, Journ. As. Soc. Bengal, Vol. 66, Pt. II, 377; Brandis, For. Fl., 144

169. Alhagi maurorum Desv. (যবাসা, দুরালভা)

170. A. hypogaea Linn. (চিনেবাদাম)

ভাষানুসারী নাম :—মৃণালক—সংস্কৃত, চিনেবাদাম—বাংলা, চিনাবাদাম, মুগফলি—হিন্দি, ভোলি-মুগ—সিন্ধু; ভোয়া-চেনা—গুজরাট, ভুঁই-চানা, ভুঁই মুগ—বোম্বে; ভুঁই মুগ—মহারাষ্ট্র, বার্ক-কলাই—তামিল, বেরু-সন্-গা কায়া—তেলেগু, নেলকডলা—মালয়; নিবি—ব্রহ্মদেশ।

উৎপত্তিস্থান :—ভারতের সর্বত্র চাষ হয়। আমেরিকাদেশীয় গাছ। বঙ্গদেশের হাওড়া, হুগলী, ২৪-পরগণায় চাষ হয়। দক্ষিণভারত, উত্তর ভারতবর্ষে জন্মে।

বর্ণনা :—আমেরিকার দেশীয় উদ্ভিদ, বর্ষজীবী জড়ানো লতা। লতার গায়ে পত্রগুলি ২-৪ ফুট লম্বা। পত্রিকা ২ জোড়া, ডিম্বাকৃতি, পাতার বোঁটা পাতা অপেক্ষা লম্বা। ফল একস্থানে ২,৩ টি পর পর জন্মে। ফুল মাটির উপরে হয়, পরে ফল মাটির ভিতর প্রবেশ করিয়া বড় হয় ও পাকে। পুংপুষ্প হরিদ্রাবর্ণ, পাপড়ির কিনারা গাঢ় হরিদ্রাবর্ণ, ফুল দেখিতে অনেকটা শণ ফুলের মত। পুষ্পদণ্ড ১-১½ ইঞ্চি লম্বা। লতার বোঁটা লোমযুক্ত। প্রত্যেক শুঁটিতে ২।৩টি বাদাম থাকে। শুঁটি ১ ১½ ইঞ্চি লম্বা। হাকিমীশাস্ত্রে অথবা আয়ুর্বেদে চীনাবাদামের উল্লেখ নাই। পর্তুগীজেরা ব্রাজিল হইতে ইহা ভারতে আনিয়াছেন। ইহার তৈল 'অলিভ' তৈলের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—বীজ ও তৈল।

মূলপ্রাচ্যদেশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—কাঁচা বাদাম মিষ্ট। ইহা খাওয়াইলে স্ত্রীলোকদিগের স্তনদুগ্ধ বৃদ্ধি পায় (Subba Rao)। চীনাবাদাম পেটের পীড়া ও কফ রোগে হিতকর; ইহাতে প্রচুর পরিমাণে Tannic এবং Gallic acid আছে বলিয়া ইহা ধারক ঔষধ রূপে ব্যবহৃত হয়। বাদাম পোড়াইয়া গুঁড়া করিয়া দিলে দাঁতের ব্যথা আরাম হয়। J. Shorte বলেন যে, বাদাম গুঁড়া করিয়া ১০ ১৫ গ্রেন মাত্রায় ৩,৪ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিলে দৌর্বল্য জনিত উদরাময় আরাম হয়। ইহা মূত্ররোগে হিতকর এবং রসায়ন বলিয়া লিখিত আছে। কাঁচা বাদাম চিবাইয়া খাইলে শরীরে উত্তেজনা আনে। বাদাম আহরিক দৌর্বল্য নাশক, চক্ষুরোগে হিতকর এবং শুক্রবৃদ্ধিকারক বলিয়া কথিত আছে।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণ পরিচয় :—

মূল ও তৈল—বলকারক।

অপক্ক বাদাম—বিরেচক।

তৈল—কোষ্ঠশুদ্ধিকারক, স্নিগ্ধ এবং 'অলিভ' অয়েলের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়।

Fig.—Bentl. & Trim, Med, Pl., t. 75; Kirtikar & Basu, Ind. Med Pl., t. 387.

Ref.—F. B. I., ii, 161; B.P., i. 415.

170. Arachis hypogaea Linn. (চিনেবাদাম)

Genus—BUTEA Roxb.

171. B. frondosa Koenig-ex Roxb. (পলাশ)

Butea monosperma (Lamk.) Taub.

ভাষানুসারী নাম :—কিংশুক, পলাশ—সংস্কৃত ; পলাশ—বাংলা, ধাবা, ঢাক, পলাশ—হিন্দি ; পলস্, পরশ—মহারাষ্ট্র ; পলাশ—উৎকল ; খাখরো—বোম্বে ; খাখরা—গুজরাট ; পরশন্, পলাশ—তামিল ; মোদুগ, মদুগু—তেলেগু ; মুরুক—মালয় ; পাক্-পিন্—ব্রহ্মদেশ ।

পলাশঃ কিংশুকঃ পর্ণো বাতপোথোঽথ যাজ্ঞিকঃ ।
ত্রিপর্ণো রক্তপুষ্পশ্চ পূতদ্রুর্ব্রহ্মবৃক্ষকঃ ।
ব্রহ্মোপনেতা কাষ্ঠদ্রুঃ পর্য্যায়ৈর্দ্বাদশ স্মৃতঃ ॥
পলাশস্তু কষায়োষ্ণঃ ক্রিমিদোষবিনাশকৃৎ ।
তদ্বীজং পামকণ্ডূতি-রক্তদোষবিনাশকৃৎ ॥
তস্য পুষ্পঞ্চ শোফঞ্চ কণ্ডূকুষ্ঠাতিনাশনম্ ।
রক্তঃ পীতঃ সিতো নীলঃ কুসুমৈশ্চ বিভাব্যতে ॥
কিংশুকৈস্তু পলাশোঽপি সিতো বিরলকঃ স্মৃতঃ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । করবীরাদিবর্গঃ ।

নামপর্য্যায়ঃ—পলাশ,—কিংশুক, পর্ণ, যাজ্ঞিক, রক্তপুষ্প, ক্ষারশ্রেষ্ঠ, বাতপোথ, ব্রহ্মবৃক্ষ, সমিদ্বর, করক, ত্রিপর্ণ, পুতদ্রু, বক্রপুষ্প, কৃমিঘ্ন, রক্তপুষ্পক, কাষ্ঠদ্রু, এই একাবটি নাম।

গুণপর্য্যায়ঃ—পলাশ—কষায় রস, উষ্ণবীর্য, ক্রিমিনাশক। পলাশবীজ—পামা, কণ্ডূতি, দদ্রু, ও অন্যান্য চর্মরোগ নাশক। পলাশপুষ্প—উষ্ণবীর্য, কফ, ও কুষ্ঠ রোগ নাশক। রক্ত, পীত, সাদা এবং নীল—এই চারি বর্ণের পুষ্প হয়। সর্বপ্রকার পলাশ পুষ্প—সমগুণ সম্পন্ন, তন্মধ্যে সাদারংয়ের পুষ্প অধিক কার্যকর।

জন্মস্থান:—সমগ্র ভারতবর্ষ, বর্মা, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা।

বর্ণনা:—মাঝারী সরল গাছ, ৩০-৫০ ফুট উচ্চ হয়। কাণ্ড কাটা কাটা। পত্র বসন্তকালে পড়িয়া যায় এবং বর্ষাকালে নূতন পত্র জন্মে। ছাল ½ ইঞ্চি পুরু, ধূসরবর্ণ। পত্র যুক্ত, একটি বৃন্তে ৩টি পত্র হয়, যেমন বেলপত্রে থাকে। ছোট বেলপত্রগুলি নরম লোমযুক্ত, গোড়ার দিকে বিস্তৃত। পত্রিকা ৪-৮ ইঞ্চি, ফলবান, ৩ দিকে ৩টী হয়। ফুল বড় ১½-২ ইঞ্চি, অনেক থোকায় থাকে, সেগুলি বড় বিশিষ্ট লালবর্ণ, ফুলের কুঁড়ি গেরুবর্ণ। বোঁটা ½-১ ইঞ্চি লম্বা; দুই দিকে দুইটি পাতা লম্বা বোঁটায় থাকে। শুঁটী সবিস্ত, ৫-৬ ইঞ্চি লম্বা, ½ ইঞ্চি চওড়া। ফল ঈষৎ বক্র। বীজ ১½ ইঞ্চি, চেপ্টা, চিকচিকে, লালের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ। বোঁটার দিকে একটু বসা। মার্চ-এপ্রিল মাসে ফুল ও মে-জুন মাসে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশঃ—ত্বক্, পত্র, পুষ্প, বীজ, নির্য্যাস। মাত্রা—বীজ ১-৩টি।

বৈদ্যকে পলাশের ব্যবহার।

চরক:—(১) রক্তপিত্তে পলাশত্বক্—পলাশত্বকের কাথ ও কল্কদ্বারা যথাবিধি ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত রক্তপিত্ত রোগী মধুসহ সেবন করিবে (চিঃ ৪ অঃ)। (২) অর্শে পলাশপত্র—কোমল পলাশপত্র একত্র মিশ্রিত ঘৃততৈলে ভাজিয়া দধির সরের সহিত অর্শো রোগীকে সেবন করাইবে (চিঃ ৯ অঃ)। (৩) অষ্ঠিলাতে পলাশবীজ—পলাশবীজের কাথ, দুধের সহিত সেবন করাইয়া, পশ্চাৎ আতপ্ত দুধ পান করিতে দিবে। বিরেচন যোগ্য অষ্ঠিলাতে এই কাথ সেবন করাইলে বিরেচন হইয়া, অষ্ঠিলার নিবৃত্তি পায় (চিঃ ১০ অঃ)।

সুশ্রুত:—ক্রিমিরোগে পলাশবীজ—পলাশবীজের রস, কিম্বা উহা পেষণপূর্বক, তণ্ডুলোদকের সহিত, ক্রিমিনাশার্থ পান করিবে (উঃ ৫৪ অঃ)।

বাগ্‌ভট—রক্তপিত্তে পলাশবল্কল—পলাশত্বকের কাথ শীতল হইলে, চিনি কিম্বা মধু সহযোগে পান করিবে। ইহা রক্তপিত্তে হিতকর (চিঃ ২ অঃ)।

চক্রদত্ত—অর্শে পলাশক্ষার:—দ্বিগুণ পলাশক্ষারোদক এবং ত্রিকটুকল্ক সহ যথাবিধি ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত অর্শোরোগীকে পান করাইলে নিশ্চিত অর্শের বলি পতিত হয় (অর্শঃ চিঃ)

ভাবপ্রকাশ :—(১) **রক্তগুল্মে পলাশক্ষার**—পলাশক্ষারোদক দ্বারা সিদ্ধ ঘৃত, রক্তগুল্মগ্রস্তা নারী পান করিবে (গুল্ম-চিঃ)। (২) **পুষ্পনামক অক্ষিরোগে** পলাশপুষ্প-তরু করঞ্জের বীজ চূর্ণ করিয়া পলাশপুষ্পের রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া বর্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্তি মধুতে, জলে বা স্ত্রীদুগ্ধে ঘর্ষণপূর্বক, নয়নে প্রদান করিলে, পুষ্পনামক চক্ষুরোগ আরাম হয় (মঃ খঃ ৪ ভাঃ)। (৩) **বীর্যবান পুত্রলাভার্থ** পলাশপত্র—গর্ভিণী, গর্ভের প্রকাশ ব্যক্তীভাবের পূর্বে দুগ্ধপিষ্ট একটি আর্দ্র পলাশ পত্র পান করিলে, বীর্যবান পুত্র প্রসব হয় (মঃ খঃ ৪ ভাঃ)।

বঙ্গসেন :—(১) **শিরাক্তিস্রাবে** পলাশ নির্যাস :—শিরাক্তিস্রাব রোগে পলাশের নির্যাস (আঠা) অঞ্জনার্থ ব্যবহার করিবে (নেত্র রোগ চিঃ)। (২) **যোনিগাঢ়ীকরণার্থ** পলাশ—পলাশবীজ ও উড়ুম্বর ফল (যজ্ঞডুমুর) তিলতৈলসহ উত্তমরূপে পেষণপূর্বক মধুযোগে যোনিতে প্রলেপ দিলে, যোনির শিথিলতা নষ্ট হয় (স্ত্রীরোগাধিঃ) (৩) **বৃশ্চিকদংশনে** পলাশবীজ—আকন্দের আঠায় পলাশবীজ পেষণপূর্বক লেপ দিলে বৃশ্চিক দংশন জন্য যন্ত্রণা নিবৃত্তি পায় (বিষাধিঃ)।

মুলপ্রবাদের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার আঠাকে বাংলাদেশে পলাশ Kino বলে। ইহা ধারক। আঠার গুঁড়া ১০-৩০ গ্রেন এবং কয়েক গ্রেন দারুচিনির সহিত বালক ও দুর্বল স্ত্রীলোকদিগকে খাওয়ান যাইতে পারে। ইহার টাটকা রস দাঁতে কিংবা গলার ঘায়ে প্রযুক্ত হয়।

পলাশবীজ গুঁড়াইয়া লেবুর রসের সহিত চাকতায় লাগাইলে চামড়া লালবর্ণ হয়; চর্মের উপর পুলটিস দিলে ফুলা কমিয়া যায়। ইহা মূত্র বৃদ্ধি এবং ঋতু বৃদ্ধি করিয়া দেয়। ইহার পত্র কামোত্তেজক ও বলকারক; পলাশবীজ পেটফাঁপা নিবারক, ক্রিমি ও অর্শোরোগ নাশক।

ইহার ছাল আদার সহিত খাইলে সর্পবিষ নষ্ট করে (Rheede)। দেশীয় লোকেরা কোন স্থানে রক্ত জমিলে, আঘাত ও মচকানি হইলে পত্রের পুলটিস্ দিয়া থাকে (মাত্রা ২০ গ্রেন)। ইহার আঠা ৫ গ্রেন পরিমাণ সেবন করিলে উদরাময় আরাম হয়। কোনস্থানে মচ্‌কাইয়া অথবা ভাঙ্গিয়া গেলে কিংবা কোনস্থান ফুলিয়া রক্তবর্ণ হইলে ইহা প্রয়োগ করে।

পলাশবীজ, বিড়ঙ্গ, এবং পারসীক যমানী, কমলাগুঁড়ি ও নিমবীজ, এইগুলি একত্রে গুঁড়াইয়া পিষ্টক প্রস্তুত করতঃ জল অথবা ঘোলের সহিত খাইলে ক্রিমিনাশ হয়; রাত্রে শয়নকালে পলাশের বীজ জল দিয়া পান করিলে বড় বড় ক্রিমি নির্গত হইয়া যায় (মাত্রা ১০-২০ গ্রেন)। পলাশ ফুলের পাপ্‌ড়ি বস্তিদেশে বাঁধিয়া রাখিলে মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত নিবৃত্তি পায় ও আর্তবস্রাব বর্ধিত হয় (R.N. Khori)। পলাশের পত্র রসায়ন। রক্তস্রাব ও পূয় বেদনায় ব্যবহৃত হয়। পলাশের পাপ্‌ড়িতে বস্ত্রাদি রঞ্জিত হয়।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :

বীজ—ক্রিমিনাশক।

আঠা—সংকোচক, উদরাময় ও আমাশয়ে উপকারী।

ফুল—সংকোচক, প্রস্রাবকারক, রক্ত পরিষ্কারক, ও কামোদ্দীপক।

ছাল ও বীজ—সর্পবিষে উপকারী।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., 319; Roxb. Cor. Pl., t. 21; Beddome, Pl. Sylv., v. t. 176; Rheede, Hort. Mal. vi. t. 16 and 17.

Ref.—F. B. I., ii, 94; Roxb., F. I., iii. 244; B. P., i, 401; Prain, H. H., 199.

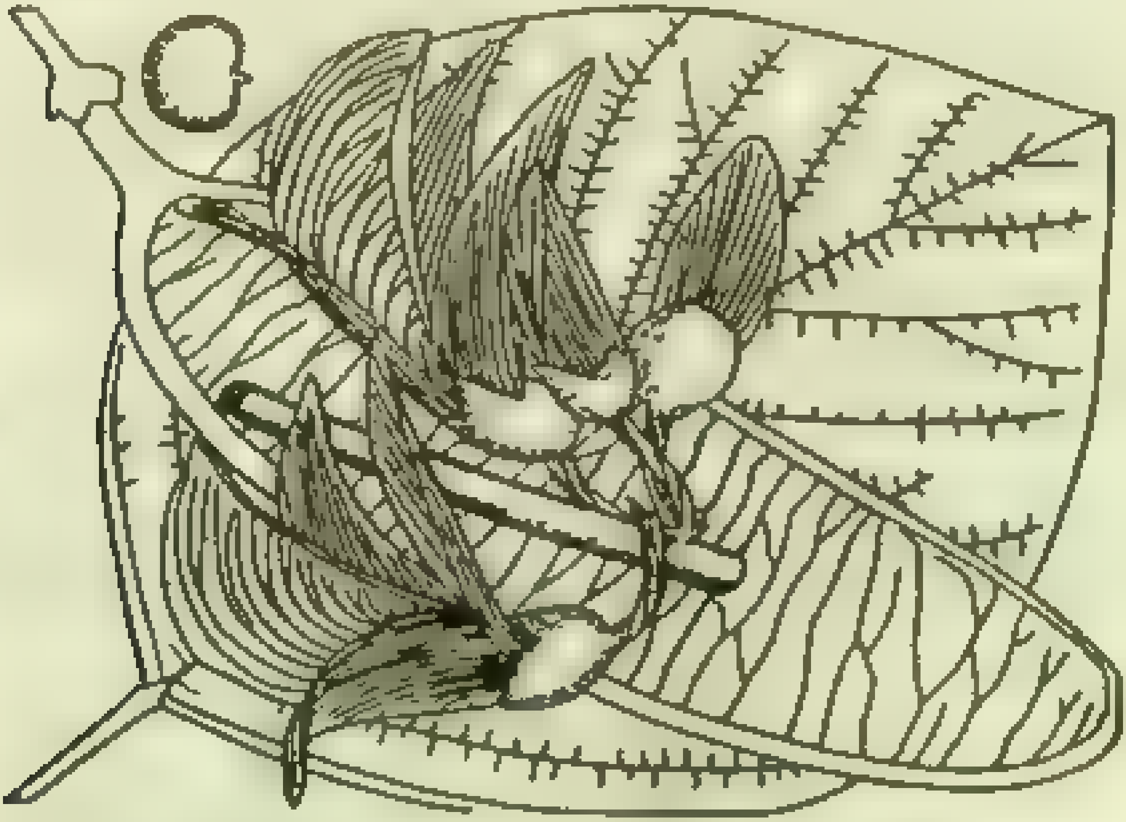

171. Butea frondosa Roxb. (পলাশ)

172. B. Superba Roxb. (লতাপলাশ)

ভাষানুসারী নাম:—লতাপলাশ—সংস্কৃত; লতাপলাশ, হস্তিকর্ণ পলাশ—বাংলা; পলাশ-লতা—হিন্দি; পলাশা-বেলা—বোম্বে; বেল-খাকর—গুজরাট; বেল-পলাশ—মহারাষ্ট্র; কোদি-মুরুক্কু—তামিল; তিগ-মোদুগু—তেলেগু; বরি-খাই-উন—কাশপুর; পৌক-নই—ব্রহ্মদেশ।

বাসস্থান:—উড়িষ্যা, বঙ্গদেশ, বর্মা, চট্টগ্রাম, নাগপুর, মধ্যভারত, পশ্চিমবঙ্গ।

বর্ণনা:—এই গাছ পলাশেরই মত, কেবলমাত্র লতাইয়া অপর গাছে উঠিয়া থাকে, গাছের কাণ্ড মানুষের উরুদেশের মত মোটা। পত্র ও ফুল প্রায় সমান বড়। পত্রিকাগুলি

UNIVERSITY
CALCUTTA CENTRAL LIBRARY

কখন কখন পলাশ অপেক্ষা বৃহৎ। ফল কাণ্ডে থাকে, পত্রিকা ২০ ইঞ্চি লম্বা, পুষ্পদণ্ড ১ ফুট লম্বা। বহির্বাস অপেক্ষা ফুলের পাপ্‌ড়ি ৩ গুণ লম্বা। পত্র হস্তীর কানের ন্যায় বলিয়া ইহাকে হস্তিকর্ণ পলাশ বলে। মার্চ মাসে ফুল ও অক্টোবর মাসে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—শিকড়।

মুষ্ট্যাচারের ঔষধার্থে ব্যবহার :—কঙ্কণদেশীয় কবিরাজেরা বলেন যে, ইহার শিকড়ের সহিত সমপরিমাণ শিউলি ফুলের শিকড়, ধাওয়া (Woodfordia floribunda), কাল কাঁকুড়ের বীজ, গোরক্ষচাকুলে বীজ, মাকালের (Tricosanthes palmata) গুঁটার রস লোহার গোলার সহিত মিশ্রিত করিয়া স্থানীয় প্রলেপ দিলে এবং দাঁতের মূলের রস খাওয়াইলে বালকদিগের অন্ত্র প্রদাহ আরোগ্য হয়। ইহার আঠা ধারক এবং দেশীয় কবিরাজেরা অনেক ঔষধে ব্যবহার করেন। অহিফেনের কারখানায় ইহার কয়লা Morphia প্রস্তুত কার্যে ব্যবহৃত হয়; এই কয়লায় লবণের ভাগ না থাকায় এই কার্য্যে অন্যান্য কয়লা অপেক্ষা বিশেষ উপযোগী।

Glossary : সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

পাতার রস—মধুর এবং মুক্তা ঔষধের সহিত মিশাইয়া ব্যবহারে বালকদিগের ক্ষীণ-কোষ্ঠের উপকারী।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl, t. 320; Roxb., Cor. Pl., 23. t. 22.,
Ref.—F.B.I. ii, 195; Roxb., F.I., iii, 297; B.P., i. 401; Brandis For. Fl., 143.

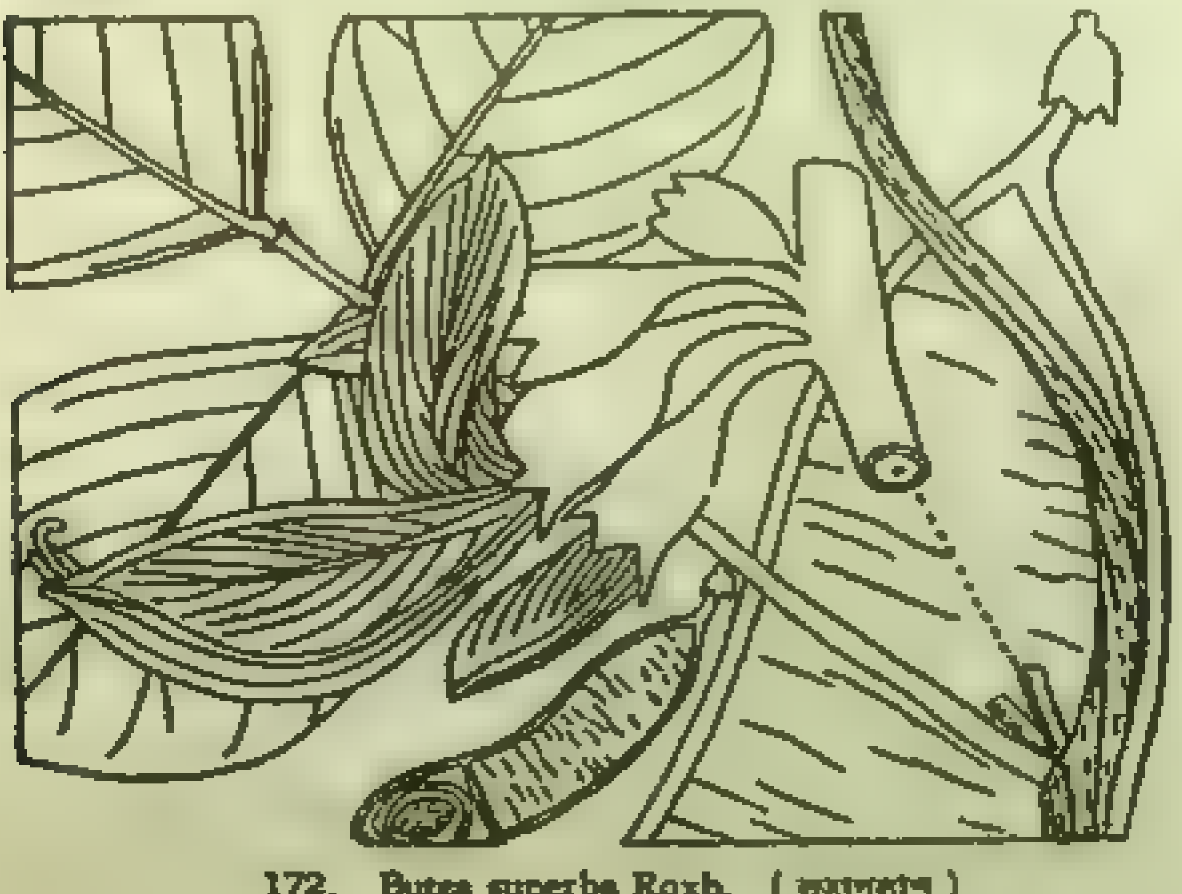

172. Butea superba Roxb. (লতাপলাশ)

Genus—BAUHINIA Linn.

173. B. variegata Linn. (রক্তকাঞ্চন)

ভাষানুসারী নাম :—কাঞ্চনার—সংস্কৃত ; রক্তকাঞ্চন—বাংলা ; কাঁচ্‌নার, কোলিয়ার, কুরাল্‌—হিন্দি ; কাঞ্চন—মহারাষ্ট্র ; সেগাপু-মন্দারি—তামিল ; কোভিদর্‌—বোম্বে ; কাঞ্চিভাল-গো—কাশ্মীর ; বোরর্‌—উড়িষ্যা , বুইচিন্‌—ব্রহ্মদেশ ।

কাঞ্চনারঃ কাঞ্চনকো গণ্ডারিঃ শোণপুষ্পকঃ ।
কাঞ্চনারো হিমো গ্রাহী তুবরঃ শ্লেষ্মপিত্তনুৎ ।
ক্রিমিকুষ্ঠগুদভ্রংশ গণ্ডমালাব্রণাপহঃ ॥

ভাবপ্রকাশঃ । গুড়ূচ্যাদিবর্গঃ ।

নামপর্যায় :—কাঞ্চনার, কাঞ্চনক, গণ্ডারি ও শোণপুষ্পক এইগুলি নাম ।

গুণপর্যায় :—কাঞ্চনার—শীতবীর্য্য, ধারক, কষায় রস, কফ ও পিত্তনাশক, ক্রিমি, কুষ্ঠ, গুহ্যভ্রংশ, গণ্ডমালা ও ব্রণনাশক ।

জন্মস্থান :—ছোটনাগপুর, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তরবঙ্গ, চট্টগ্রাম, সিকিম, এবং সমগ্র ভারতবর্ষ ; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বোটানিক্‌ গার্ডেন, শিবপুর ।

বর্ণনা :—বৃক্ষাকৃতি উদ্ভিদ, অধিকাংশ সরল । ছাল ধূসরবর্ণ ও ফাটা ফাটা , পত্রের অগ্রভাগ খণ্ডিত, হৃৎপিণ্ডাকৃতি , বোঁটা অংশটি ½-¾ ইঞ্চি, অখণ্ড, ১১-১৩টি শিরা থাকে, নরম লোমদ্বারা আচ্ছাদিত । পুষ্পদণ্ড ½-১ ইঞ্চি । পাপ্‌ড়ি ১½-২ ইঞ্চি লম্বা, চওড়া ১ ইঞ্চি । লাল ও পীতবর্ণ মিশ্রিত, গন্ধ লোমযুক্ত । পুংকেশর ৩-৫টি । শুঁটি ½-১ ইঞ্চি, লম্বা ও চেপ্টা , শুঁটিতে ১০-১৫ বীজ থাকে । ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে (মার্চমাসে) ফুল ও বর্ষাকালে ফল হয় ।

ব্যবহার্য অংশ :—ছাল ও শিকড়, মূল, পত্র, পুষ্প । মাত্রা—চূর্ণকল্ক ১-৪ আনা ।

মুসলমানদের ঔষধার্থে ব্যবহার :—এই কাঞ্চনের দুই প্রকার ফুল আছে একটির ফুল দেখিতে কিছু গাঢ় গোলাপী, অপরটি শ্বেত, পীত এবং সবুজ । কাঞ্চন মলকারক, ধারক, চক্ষুরোগে ও ক্ষতরোগে হিতকর । চক্রদত্ত গলগণ্ড ক্ষত রোগে চাউল ধোয়া জলের সহিত ইহার ছাল ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন । ইহার ছাল ৮০ তোলা , হরীতকী, বহেড়া, আমলকী ৩০ তোলা ; আদা, গোলমরিচ, পিপুল ও বরুণ ছাল প্রত্যেক ৮ তোলা হিসাবে, লবঙ্গ, দারুচিনি ও তেজপাতা প্রত্যেক ২ তোলা , এইগুলি গুঁড়া করিয়া সমস্ত দ্রব্যগুলির সহিত গুগ্‌গুল মিশাইতে হইবে, ইহাকে কাঞ্চনার গুগ্‌গুল বলে । মাত্রা প্রত্যহ ½ তোলা খদিরের ক্কাথের অথবা মুণ্ডী (sphareranthus indicus) ক্কাথের সহিত সেব্য । ইহা উদরাময় ও ক্রিমিনাশক এবং কুষ্ঠরোগে হিতকর ।

ইহার ছাল, বাবলার মত, মাড়িফুলের কাষ ক্ষার বা আরাম করে । মুখের কুঁড়ির কাষ সর্দি, রক্ত অর্শ ও অতিসার আরাম করে । ইহার শিকড় উদরাময় ও পেটফাঁপা নিবারক । ছাল, মূল ও শিকড়ের গুঁড়ার পুল্‌টিশ দিলে ফোড়ার পুঁজ সকল হয়

(Watt)। কাঞ্চন ফুলের ছালের কাথে পর্যাপ্তিক জল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বসা হ্রাস প্রকাশ পায়। ইহার ফুলের কাথ গ্রহণী ও উদরাময়রোগে ব্যবহৃত হয়। ফুল চিনির সহিত খাইলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। শুষ্ক ফুলের মুকুল রক্ত অতিসার ও অর্শে হিতকর।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :

ছাল—রসায়ন, বলকারক, সংকোচক, চর্মরোগে উপকারী, ক্ষয়রোগ এবং গণ্ডমালায় উপকারী।

শুষ্ক ফুলের কুঁড়ি—আমাশয়, অর্শ, উদরাময় এবং ক্রিমিরোগে উপকারী।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 367 ; Rheede, Hort. Mal., i.t. 32.

Ref.—F.B.I., ii, 284 ; Roxb., F.I.ii. 319 , B.P., i. 442 ; Prain, H.H., 205 ; Voigt. H.S., 253.

173. Bauhinia Variegata Linn. (রক্ত কাঞ্চন)

174. B. purpurea Linn. (দেবকাঞ্চন, রক্তকাঞ্চন)

ভাষানুসারী নাম :—কোবিদার—সংস্কৃত ; দেবকাঞ্চন, রক্তকাঞ্চন—বাংলা ; সোনা, কোলিআর, কচনার—হিন্দী ; মন্দারাই, পেদাআরি—তামিল ; বোদান্টে-চেট্টু—তেলেগু ; মহালে-কানি—মলয়ালম ; মিয়েবা—বর্মিজ।

কোবিদারঃ কাঞ্চনারঃ কুদালঃ কনকারকঃ।
কাঞ্চপুষ্পশ্চ কদারঃ কান্তারো যমলচ্ছদঃ॥
পীতপুষ্পঃ সুবর্ণারো গিরিজঃ কাঞ্চনারকঃ।
যুগপত্রো মহাপুষ্পঃ স্যাচ্চতুর্দশাভিধঃ॥
কোবিদারঃ কষায়ঃ স্যাৎ-সংগ্রাহী ব্রণরোপণঃ।
দীপনঃ কফবাতঘ্নো মূত্রকৃচ্ছ্র নিবর্হণঃ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। করবীরাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় ঃ—কোবিদার, কাঞ্চনার, কুদাল, কনকারক, কাঞ্চপুষ্প, কদার, কান্তার, যমলচ্ছদ, পীতপুষ্প, সুবর্ণার, গিরিজ, কাঞ্চনারক, যুগপত্র, মহাপুষ্প,—এই চোদ্দটি নাম।

গুণপর্যায় ঃ—কোবিদার—কষায় রস, মলসংগ্রাহক, ব্রণরোপক। অগ্নিদীপক, কফ ও বায়ু নাশক, এবং মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারক।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—দক্ষিণ ভারত, বার্মা, ছোটনাগপুর, বিহার, উত্তরবঙ্গ, বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা ঃ—মাঝারি গাছ। ফুলের রং দুই প্রকার—একটি বেগুনের আভাযুক্ত লাল এবং অপরটি ফিকে বেগুনে। গাছের বল্ক ½ ইঞ্চি পুরু, ধূসরবর্ণ। কাষ্ঠ লালের আভাযুক্ত বেতবর্ণ, কাটিয়া রাখিলে গাঢ় ধূসরবর্ণ হয়। পত্র ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা, বোঁটা ১-১½ ইঞ্চি লম্বা। কুঁড়ি লম্বা, তীক্ষ্ণ ও ৫টি শিরাবিশিষ্ট; পাপ্ড়ি ঈষৎ লাল, ১½-২ ইঞ্চি লম্বা। পুংকেশর ৩টি। ইহা পাপ্ড়ি অপেক্ষা কিছু ছোট, শুঁটি ৬-১০ ইঞ্চি লম্বা। ½-¾ ইঞ্চি চওড়া, শক্ত লোমযুক্ত বোঁটায় আবদ্ধ। বীজ ১২-১৫টি থাকে। শীতকালের ফুল পাহাড়ে অধিক দেখা যায়, এইজন্য ইহাকে গিরিজ বলা হয়। ইহার পত্র অপরাপর কাঞ্চন অপেক্ষা বৃহৎ, এই কারণে ইহাকে মহাপুষ্পও বলিয়া থাকে। শীতকালে ও গ্রীষ্মকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ ঃ—ছাল, শিকড় ও ফুল।

বৈদ্যকে কোবিদারের ব্যবহার।

বাগ্‌ভট ঃ—(১) **অর্শে কোবিদারমূল**—অর্শোরোগী, মথিত দধির সহিত কোবিদারমূলের চূর্ণ পান করিবে (চিঃ ৮ অঃ)। (২) **মেধাবৃদ্ধ্যর্থ** কাঞ্চনপত্র—চতুঃসুষমা অর্থাৎ গাছের ছাঁটা, মূল, পত্র ও কেশর এবং কাঞ্চনপত্রের কল্ক সহ যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে শিশুও মেধাবী হয়, মানুষের কথা ও শুনের কথা (ঐ ৩২ অঃ)।

চক্রদত্ত ঃ—(১) **গণ্ডমালায়** কাঞ্চনত্বক্—কাঞ্চনছালের কল্ক এবং শুণ্ঠী তণ্ডুলোদকে পেষণ করিয়া পান করিলে গণ্ডমালা বিনষ্ট হয় (গণ্ডমালা-চিঃ)। (২) **মসূরিকায়** কোবিদার মূলকল্ক—কাঞ্চন মূলকল্কের কাথে স্বর্ণমাক্ষিকচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অন্তর্লীন মসূরিকা বাহিরে প্রকাশ পায় (মসূরিকা-চিঃ)।

মূলপ্রত্যাংগের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার শিকড় কিংবা শিকড় ও ফুল চাউলধোয়া জলের সহিত ফোড়ার পুল্‌টিস্‌ দিলে ফোড়া ফাটিয়া যায়। ছালের কাথ ক্ষত ধোয়ার পক্ষে হিতকর (U. C. Dutt)। ইহার ছাল উদরাময়ে ধারক এবং শিকড় পেট ফাঁপা নিবারক ও ফুল মৃদু বিরেচক (Watt)।

Glossary সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :

ছাল—সংকোচক, উদরাময়ে উপকারী।

মূল—উদরাধ্মান (পেটফাঁপা) নিবারক।

ফুল—বিরেচক।

মন্তব্য :—চরক, বমনোপগবর্গে কোবিদার পাঠ করিয়াছেন। আর সুশ্রুত—"কোবিদারাদীনাং মূলানি" (সূঃ ৩৯ অঃ)। এই সৌশ্রুত বাক্যে কোবিদারের মূলই বামককর বুঝিতে হইবে। ইহার পুষ্পমুকুলের কাথ, প্রদর, আর্তবনাশ, মেদস্বীকলা হইতে রক্তস্রুতি, কাশ, রক্তার্শ ও রক্তমূত্রতারোগে সেব্য (মেটিরিয়া মেডিকা অফ ইণ্ডিয়া—আর. এন. খোরি ২য় খণ্ড, ১৯৩ পৃঃ)। ইহার মূলের কাথ গ্রহণী ও উদরাধ্মান রোগে সেবিত হইয়া থাকে। পিষ্টপুষ্প চিনির সহিত ভক্ষণ করিলে কোষ্ঠ পরিষ্কার করে। পত্র—কফজ, বমন ও চর্মবিকারে হিতকর। শুষ্ক পুষ্পমুকুল—রক্তাতিসার ও অর্শের পক্ষে হিতকর। ইহার পত্রকাথ ম্যালেরিয়া জ্বরের শিরঃপীড়া প্রশমক বলিয়া ডিমক্ বলেন (Watt)।

Fig. :—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 366

Ref :—F.B.I., ii, 284; Roxb. Fl., ii. 320; B.P., i. 442; Watt, i. Pt. II, 421; Prain. H.H., 205; Voigt. H. S., 254.

174. Bauhinia purpurea Linn. (দেবকাঞ্চন, রক্তকাঞ্চন)

175. B. racemosa Lamk. (শ্বেতকাঞ্চন)

ভাষানুসারী নাম:—শ্বেতকাঞ্চন, কোবিদার—সংস্কৃত; বনরাজ, শ্বেতকাঞ্চন, বনরাজি—বাংলা; ঝাম্বুলা, খোয়ার, খৌল, আস্তা—হিন্দি; আপটি, অস্তেকা, আবি-মরম্—তামিল; আরে, অরি—তেলেগু; পালান, ঝপালাব—মধ্যপ্রদেশ; ঔরা—কানপুর; অপ্ত, আপ্টা—মহারাষ্ট্র।

প্রাপ্তিস্থান:—ছোটনাগপুর, পাঞ্জাব, অযোধ্যা, বর্মা, মধ্য ও দক্ষিণ ভারতবর্ষ; হুগলী, হাওড়া, ২৪ পরগণা, বোটানিক্যাল গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা:—বক্র ও ছোট ঝোপযুক্ত গাছ; ডালগুলি অবনত। পাতা লম্বা অপেক্ষা চওড়ার দিকে বিস্তৃত; ১½-২ ইঞ্চি লম্বা। ফুল ছোট ও শ্বেতবর্ণ, পাপড়ি পীতবর্ণ; পুংকেশর ১০টি। শুঁটি পুষ্ট, সাধারণতঃ বক্র। ফল ½-১ ফুট লম্বা, ½-১ ইঞ্চি বিস্তৃত, উজ্জ্বল, রোমযুক্ত। বীজ ১২-২০টি থাকে। বর্ষা, শীত ও বসন্তকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ:—আঠা ও পত্র।

মূলপ্রয়োগের ঔষধার্থে ব্যবহার:—ইহার পাতার কাথ ম্যালেরিয়া জ্বর ও মাথাধরা নিবারক (Dymock)। ইহার আঠা দক্ষিণ ভারতে অনেক ঔষধে ব্যবহৃত হয় (Stewart)।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণ পরিচয়:

আঠা—ঔষধে ব্যবহৃত হয়।

পত্রের কাথ—মাথার যন্ত্রণা এবং ম্যালেরিয়ার উপকারী।

ছাল—সংকোচক, উদরাময়ে এবং আমাশয়ে ব্যবহার্য।

Fig.—Hooker, Ic., t. 141; Beddome, Fl. Syl., t. 182; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 363.

Ref.—F. B. I., ii, 279; Roxb., F. I., ii., 325; Watt i. Pt. II 424; B. P., i, 441; Prain H. H., 205; Voigt, H.S., 253;

175. Bauhinia racemosa Lamk. (শ্বেতকাঞ্চন)

176. B. Vahlii W. & A. (চেহুর)

ভাষানুসারী নাম :—চেহুর—বাংলা ; মালঝান্, মলঝান্—হিন্দি ; সিওলি—উড়িয়া ; টৌর—পাঞ্জাব ; আড্ডা—তামিল ; চাম্বুল, চামবোল্—মহারাষ্ট্র।

জন্মস্থান :—পশ্চিমবঙ্গ, ছোটনাগপুর, হিমালয় প্রদেশ, দেরাদুন, উত্তর ও মধ্য ভারতবর্ষ, বর্মা, টেনাসেরিম, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—ইহা একটি লতানে গাছ, কাণ্ড ঘন শাখাযুক্ত ; ইহা কখন ১০০ ফুট লম্বা হয় এবং ২ ফুট গোলাকার। ছাল ধূসরবর্ণ ও ছিদ্রযুক্ত। ইহার আঁকড়া পাতার নিম্নদিকে থাকে। পত্র হৃৎপিণ্ডাকৃতি, পুষ্পদণ্ড ঘন, ধূসরবর্ণ, নরম লোমযুক্ত। ফুল শ্বেতবর্ণ, লম্বা ও অবনত বোঁটায় থাকে। পাপড়ি ১-১½ ইঞ্চি লম্বা, পুংকেশর ৩টি। ফল চেপ্টা, কাঠের মত শক্ত, ৯-১৮ ইঞ্চি লম্বা, ২-৩ ইঞ্চি চওড়া, পাকিলে উহা শব্দ করিয়া ফাটিয়া যায়। এপ্রিল মাসে ফুল ও শীতের সময় ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—বীজ।

মুসলমানদের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার বীজ বলকারক ও ইন্দ্রিয়ের উত্তেজক ; পত্র স্নিগ্ধকর (Watt)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

বীজ—বলকর, কামোদ্দীপক,

পাতা—বিরেচক, পিচ্ছিলকর।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 365

Ref.—F.B.I., ii, 279 ; Watt, i., Pt. II, 424 ; B.P., i. 441 ; Roxb., F.I., ii, 325.

176. Bauhinia Vahlii W. & A. (চেহুর)

177 B. tomentosa Linn. (কাঞ্চন)

ভাষানুসারী নাম :—কাঞ্চন—বাংলা, কচনার—হিন্দি, কাঞ্চিনী—তামিল, কাঞ্চিনী—তেলেগু, ঊশ্বাড়ন্—মারাঠী ; আপ্তা, অস্—মহারাষ্ট্র ; আসুন্দ্রো—গুজরাটী।

বাসস্থান :—দক্ষিণ ভারতে, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ হইতে সিংহল পর্যন্ত দেখা যায়।

বর্ণনা :—সরল গুল্মজাতীয় বড় উদ্ভিদ। পত্র একক, দৈর্ঘ্য অপেক্ষা চওড়ায় বেশী, হৃৎপিণ্ডাকৃতি ১-৩ ইঞ্চি লম্বা, পত্রের শিরা ৭টি। ফুল ছোট বোঁটায় জোড়া জোড়া হয়। বহির্বাস ১ ইঞ্চি লম্বা, অগ্রভাগ বিভক্ত, কোমল রোমাবৃত। পাপ্‌ড়ি গন্ধকের ন্যায় পীতবর্ণ, ১½ ইঞ্চি লম্বা। পুংকেশর ১০টি, গর্ভকেশরদণ্ড ½-¾ ইঞ্চি। শুঁটি ৪-৫ ইঞ্চি লম্বা, ½-¾ ইঞ্চি চওড়া। বীজ ছোট, ৬-১০টি। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—ফুল, ফুলের কুঁড়ি এবং শিকড়

মূলগ্রাহ্যাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—এই গাছ রক্ত আমাশয় ও ক্রিমি এবং যকৃৎরোগে উপকারী। Ainslie বলেন যে, ইহার শুষ্ক ফুলের কুঁড়ি এবং ছোট ফুল রক্ত আমাশয়ে উপকারী। Rheede বলেন যে, ইহার শিকড়ের কাথ যকৃৎ প্রদাহে হিতকর এবং পোকা নাশ করিবার শক্তি আছে।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূলের ছালের কল্ক—যকৃতের প্রদাহে উপকারী, ক্রিমিনাশক।
কুঁড়ি এবং কচিফুল—আমাশয়ের প্রদাহে উপকারী।
ফল—প্রস্রাব বৃদ্ধিকারক।
পাতা—সর্পবিষে এবং কাঁকড়াবিছার দংশনে উপকারী।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 262

Ref.—F.B.I., ii. 275 ; B.P., i. 441 ; Voigt H.S., 253 , Prain, H.H., 205 ; Roxb. Fl. I., ii. 323.

177. Bauhinia tomentosa Linn. (কাঞ্চনার)

Genus—CAJANUS DC.

178. C. indicus Spreng. (অড়হর)

Cajanus cajan (Linn.) Millsp.

ভাষানুসারী নাম :—আঢ়কী, আঢ়ক,—সংস্কৃত ; অড়হর—বাংলা ; রহর, অড়হর, তুবর, টুর—হিন্দি ; তুর, তুবর—বোম্বে ; তুরী—মহারাষ্ট্র ; তুবরাই, থবারাই—তামিল, কণ্দু—তেলেগু ; দাল—আরব ; শাখুল—পারস্য , পেসিলুম—কানাড়ী।

আঢ়কী তুবরী বর্য্যা করবীরভুজা তথা
বৃত্তবীজা পীতপুষ্পা শ্বেতা রক্তাঽসিতা ত্রিধা ॥
আঢ়কী তু কষায়া চ মধুরা কফপিত্তজিৎ ।
ঈষৎ বাতকরা রুচ্যা বিমলা গুরুগ্রাহিকা ॥
সা চ শ্বেতা দোষঘাতী তু রক্তা রুচ্যা বল্যা পিত্ততাপাপহারিণী ।
সা শ্যামা চেৎ দীপনী পিত্তদাহহরা বল্যাঢ়কীযূষমুক্তম্ ॥

রাজনিঘন্টুঃ, শালগ্রামনিঘণ্টুঃ ।

নামপর্যায়ঃ—আঢ়কী, তুবরী, বর্য্যা, করবীরভুজা, বৃত্তবীজা, পীতপুষ্পা—এইগুলি নাম। শ্বেত, রক্ত, অসিত ভেদে তিন প্রকারের আঢ়কী আছে।

গুণপর্যায়ঃ—আঢ়কী—কষায় রস, বিপাকে মধুর রস, কফ ও পিত্তনাশক। অল্প বায়ুকারক, রুচিকর, বিমলা, গুরুপাক, এবং মলসংগ্রাহক।

শ্বেতআঢ়কী—ত্রিদোষ নাশক। **রক্তআঢ়কী**—রুচিকর, বলকারক এবং পিত্ততাপ নাশক। **শ্যামাআঢ়কী**—অগ্নিদীপক, পিত্তজনিত দাহনাশক। **আঢ়কী যূষ**—বলকারক।

জন্মস্থানঃ—ভারতের সর্বত্র চাষ হয়। বর্ধমান, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা।

বর্ণনাঃ—গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ, শাখা পত্রের ন্যায় নরম ও ধূসর বর্ণ। পত্রিকা ৩টি, বর্শাকৃতি। ফুল ছোট থোকায় থাকে, পীতবর্ণ কিংবা শিরাগুলি লালবর্ণ। শুঁটি ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, ½-⅓ ইঞ্চি চওড়া, প্রত্যেক শুঁটিতে ৩-৫টি বীজ থাকে। এই কলাই ভারতের সকল স্থানেই মেলে বলিয়া ইহার বিশেষ বর্ণনার আবশ্যক নাই। জুলাই মাসে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশঃ—পত্র এবং কলাই।

মূলপ্রয়োগাংশের ঔষধার্থে ব্যবহারঃ—অড়হরের কচি পত্রকাথ সহজে পরিপাক হয়। ইহা দুর্বল ব্যক্তিদিগের পক্ষে হিতকর। অড়হরের পত্র মুখের ঘায়ে ব্যবহৃত হয়। পাতার রস অল্প লবণের সহিত পান করিলে বহুমূত্র আরাম হয় ও কামলা রোগে হিতকর। ইহার ডাল ও পাতা একত্রে পেষণ করিয়া গরম গরম স্তনে প্রলেপ দিলে স্তন-দুগ্ধ কমিয়া যায়। অড়হরের পুলটিস্ ফুলার উপর দিলে ফুলা কমিয়া যায়।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়ঃ—

বীজ ও পাতা—একত্রে বাটিয়া গরম করিয়া স্তনে প্রলেপ দিলে স্তন দুগ্ধ কমিয়া যায়।

বীজ—সর্পবিষে উপকারী।

Fig—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 328 ; Rheede, Hort. Mal., vi. t. 13.

Ref—F. B. I., ii. 217 ; Roxb., F. I., iii, 325 ; B. P., i. 383 ; Watt, ii, Pt. I, 12.

178. Cajanus indicus Spreng. (অড়হর)

Genus—CASSIA Linn.

179. C. fistula Linn. (সোঁদাল)

আঞ্চলিক নাম :—আরগ্বধ, সুবর্ণক, শম্পাক রাজবৃক্ষ— সংস্কৃত ; সোঁদাল, বাঁদরলাঠি— বাংলা ; অমলতাস্, ধনবহেড়া, সিয়ারলাঠি—হিন্দি ; সুনারি, সনারি—উড়িয়া ; বাহা, বাহবা—মহারাষ্ট্র ; গরমাল—গুজরাট ; কোন্নি, কট—তামিল ; রেলচেট্টু, রেলা—তেলেগু।

অথ ভবতি কর্ণিকারো রাজতরুঃ প্রগ্রহশ্চ কৃতমালঃ।
সুবর্ণশ্চ পরিব্যাধো ব্যাধিরিপুঃ পঙ্‌ক্তিবীজকো বহুসংজ্ঞঃ॥
কর্ণিকারো রসে তিক্তঃ কটুষ্ণঃ কফশূলহৃৎ।
উদরক্রিমিমেহঘ্নো ব্রণগুল্মনিবারণঃ॥
আরগ্বধোঽন্যো মহাদো রোচনশ্চতুরঙ্গুলঃ।
আরেবতো দীর্ঘফলো ব্যাধিঘাতো নৃপদ্রুমঃ॥
হেমপুষ্পো রাজতরুঃ কণ্ডুঘ্নশ্চ জ্বরান্তকঃ।
অরুণঃ স্বর্ণপুষ্পশ্চ স্বর্ণভূঃ স্বর্ণভূষণঃ॥

কর্ণাভরণকঃ প্রোক্তো মহারাজদ্রুমঃ স্মৃতঃ।
কর্ণিকারো মহাদিঃ স্যাৎ প্রোক্তশ্চৈকোনবিংশতিঃ॥
আরগ্বধোঽতিমধুরঃ শীতঃ শূলাপহারকঃ।
জ্বরকণ্ডূকুষ্ঠমেহ-কফবিচ্ছেদনাশনঃ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। প্রভদ্রাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় ঃ—কর্ণিকার, রাজবৃক্ষ, প্রগ্রহ, দ্রুমোৎপল, সুফল, পরিব্যাধ, ব্যাধিরিপু, পঙ্ক্তিবীজক,—এই আটটী নাম। আরগ্বধ, শম্পাক, রোচন, চতুরঙ্গুল, আরেবত, দীর্ঘফল, ব্যাধিঘাত, কৃতমাল, হেমপুষ্প, রাজবৃক্ষ, কণ্ডুঘ্ন, জ্বরান্তক, সুবর্ণক, স্বর্ণপুষ্প, স্বর্ণাঙ্গ, কুষ্ঠঘ্ন, কর্ণাভরণক, মহারাজদ্রুম, মহাদি—এই ঊনিশটী আরগ্বধের নাম।

গুণপর্য্যায় ঃ—কর্ণিকার—তিক্তরস বিপাকে কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, কফ ও শূলনাশক। উদর রোগ, ক্রিমি ও মেহ নাশক, ব্রণ ও গুল্ম নিবারক। আরগ্বধ—অতিমধুররস, শীতবীর্য্য, শূলনাশক, জ্বর, কণ্ডু, কুষ্ঠ, মেহ, কফ ও বিচ্ছেদনাশক।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—সমগ্র ভারতবর্ষ ও ব্রহ্ম, বঙ্গদেশের সকল স্থানে দেখা যায়। আদিম জন্মস্থান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া। বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা ঃ—মধ্যমাকার গাছ, ২৫-৩০ ফুট উচ্চ হয়। কাণ্ড সরল। গাছের ছাল ½ ইঞ্চি পুরু, মসৃণের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ কিংবা ইটের ন্যায় লালবর্ণ। গাছের ডাল নরম ও অবনত। পত্র ১ ফুট দীর্ঘ, অধিক লম্বা, পত্রিকা ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, ৮-১৬টি, জোড়া জোড়া, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু। পুষ্পদণ্ড গাছের ন্যায় লম্বা। ফুল বৃন্তযুক্ত, বিস্তৃত, ১½-২ ইঞ্চি লম্বা, পাপড়ি ½-১ ইঞ্চি, উজ্জ্বল পীতবর্ণ, পদ্মফুলের ন্যায়। পুংকেশর ১০টি, ৩টি সর্বাপেক্ষা বড়, ৩টি সর্বাপেক্ষা ছোট। ফল ১-২ ফুট লম্বা, এক ইঞ্চি মোটা, পাকিলে কৃষ্ণবর্ণ। ফলে বীজ অনেক থাকে, ইহা কৃষ্ণবর্ণ শাঁসের মধ্যে থাকে। বীজ ছোট, চেপ্টা, মসৃণ, উজ্জ্বল পীতের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ। ফুল গ্রীষ্মকালে ফোটে।

ব্যবহার্য্য অংশ ঃ—আঠা, শিকড়ের ছাল, ফুল, পত্র। মাত্রা—ফুলের কাথ ৫-১০ গ্রেণ, ফলের শাঁস ২-৪ আনা, জোলাপের জন্য ½-১ তোলা।

বৈদ্যকে আরগ্বধের ব্যবহার।

প্রয়োগ ঃ—(১) **জ্বরে আরগ্বধ**—জ্বররোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে বৈদ্যক মতানুসারে বা কিস্মিসের কাথের সহিত সোণালু ফলের আঠা সেবন করিতে দিবে (চিঃ ৩ নং)। (২) **রক্তপিত্তে আরগ্বধ**—সোণালুফলের আঠা প্রচুর মধু ও চিনিসহ ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্তীকে বিরেচনার্থ সেবন করাইবে (চিঃ ৪ নং)। (৩) **শিরোরোগে আরগ্বধ**—ক্ষীর পরিস্রাবাংশরূপে দুই তোলা সোণালু ফলের আঠার কাথ প্রস্তুত করিয়া, শিরোরোগীকে সেবন করাইবে (চিঃ ১৮ নং)। (৪) **কামলায় আরগ্বধ**—সোণালু ফলের আঠা, ইক্ষু, ভূমিকুষ্মাণ্ড বা কাঁচা আমলকীর রসের সহিত কামলারোগীকে সেবন করাইবে (চিঃ ২০ নং)। (৫) **কুষ্ঠে সোণালুর পাতা**—সোণালুর পাতা বাটিয়া কুষ্ঠে প্রলেপ দিবে (চিঃ ৭ নং)।

(৩) **বিসর্পে**—সোনালুর পাতা—সোনালুর পাতা বাটিয়া ঘৃত মিশ্রিত করিয়া কফজ বিসর্পে প্রলেপ দিবে (চিঃ ১১ খঃ)। (৭) **উরুস্তম্ভে** পাকার্থ সোনালু পাতা—তিল-তৈলাক্ত জলে সোনালুর পাতা সিদ্ধ করিয়া বিনা লবণে উরুস্তম্ভরোগীকে সেবন করাইবে (চিঃ ২৭ খঃ)।

সুশ্রুত :—(১) **উপদংশে** প্রক্ষালনার্থ সোনালুর পাতা—জাতি (চামেলী) ও সোনালু পাতার কাথে উপদংশের ক্ষত প্রক্ষালন করাইবে (চিঃ ১৯ খঃ)। (২) **হারিদ্রামেহে আরগ্বধ** সোনালুর পাতার কিম্বা মূলত্বকের কাথ হারিদ্রামেহীকে সেবন করাইবে (চিঃ ১১ খঃ)।

বাগ্‌ভট :—(১) **কফবিসর্পিতে** ক্ষতধাবনে—কফজ বিসর্পের ক্ষত, সোনালুপাতার কাথ দ্বারা ধৌত করিবে (চিঃ ১৮ খঃ)। (২) **কফজ অরোচকে** আরগ্বধ—কফজ অরোচকে যমানী ও সোনালু ফলের আঠার কাথ পান করিবে (চিঃ ৫ খঃ)। (৩) **রাজযক্ষ্মায়** আরগ্বধ—বহুদোষ, বলবান্ যক্ষ্মারোগীকে বিরেচনার্থ, মধুতিক্তকসহ কিম্বা দুগ্ধ বা অন্ন তর্পক রস সহ সোনালুফলের আঠা সেবন করাইবে (চিঃ ৫ খঃ)। (৪) **মূর্চ্ছায়** আরগ্বধমূল—সোনালুমূলের কাথ দ্বারা একশত বার ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত মূর্চ্ছারোগী পান করিবে। ঔষধ সেবন কালে স্নান ও পানার্থ খদিরযুক্ত জল ব্যবহার করিতে হইবে (চিঃ ১৯ খঃ)।

চক্রদত্ত:—(১) **পিত্তজ্বরে** আরগ্বধ—পিত্তজ্বরী সোনালুর আঠা কিস্‌মিসের কাথের সহিত পান করিবে (জ্বর চিঃ)। (২) **গণ্ডমালায়** সোনালুমূল—সোনালুমূলের ছাল সংগ্রহ করিয়া তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণ পূর্বক গণ্ডমালারোগীকে নস্য করাইবে এবং গলগণ্ডে প্রলেপ দিবে (গলগণ্ড-চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ :—**আমবাতে** আরগ্বধ পত্র—সর্ষপ তৈলে সোনালুর পাতা ভাজিয়া সন্ধ্যাকালে সেবন পূর্বক অন্নভোজন করিবে। ইহা আমবাতনাশক।

ভিন্নপ্রদেশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—বাঙ্গলা মতে ইহার ফলের শাঁস সারিতে ব্যবহৃত হয়। ইহার ছাল মৃদুবিরেচক, ধব. ক্ষতের পীড়া ও শিরঃপীড়ায় ব্যবহৃত হয় (Dutt)। ফলের শাঁস বাহ্য প্রয়োগ করিলে বাত ও পেটে বাত আরাম হয়। ৫টি কিম্বা ৭টি বীজের গুঁড়া emetic, উহা আকবাণ, চিনি ও গোলাপজলে বাড়িয়া খাইলে কষ্টের প্রসব দ্রুত আরাম হয় ও সুখে প্রসব হয়। কঙ্কণ দেশে ইহার কচি পাতার রস কৃমি নিবারক বলিয়া ব্যবহৃত হয় (Dymock)। পাতার পুলটিস মুখের পক্ষাঘাত রোগে হিতকর এবং পাতার রস পক্ষাঘাত ও মস্তিষ্কের উত্তেজনা নিবারক। ইহার বীজ বমন কারক ও তীব্র বিরেচক। সর্দিজনিত অরুচি হইলে যমানী ও ইহার আঠার কাথ পান করিলে অরুচি আরাম হয়। সোঁদালের আঠা বালক ও গর্ভবতী স্ত্রীলোকের পক্ষে একটি উৎকৃষ্ট জোলাপ। সোঁদালের পত্র ও ছাল চর্মরোগে হিতকর।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূল, ছাল, বীজ, পাতা—বিরেচক।

ফল—বিরেচক, বাতে এবং সর্পবিষে উপকারী।

বীজ—বিষ্ঠাকারক,

মূল—সংকোচক, রসায়ন, জ্বরঘ্ন, বিরেচক।

পাতার রস—চর্মরোগে উপকারী।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 350.

Ref.—F.B.I., ii 261 ; Roxb., F.I., iii, 333 ; B.P., i. 437 ; Prain, H.H. 204 ; Voigt. H.S., 247.

179. Cassia fistula Linn. (সোঁদাল)

180. C. Occidentalis Linn. (বড় কালকেসেন্দা)

ভাষানুসারী নাম :—কাসমর্দ—সংস্কৃত ; বড় কালকেসেন্দা—বাংলা ; কাসন্দি, বড় কাসন্দি, কাস্‌লা—হিন্দী ; ছিকল—বোম্বে ; পেরা তেকি—তামিল ; কাসিন্দ—তেলেগু ; কসন্—আসাম ; নাটোর উজু—আসাম।

জন্মস্থান :—হিমালয় হইতে সিংহল পর্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষ, দক্ষিণ ভারত, ব্রহ্মদেশ, বাংলা, হাওড়া ও ২৪-পরগণা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—বনগুল্মিজ গুল্ম, কয়েক ফুট উচ্চ হয়। উদ্ভিদগুলি প্রায়ই বর্ষজীবী। পত্র ১½ ইঞ্চি লম্বা, পত্রিকা যুগ্মযুক্ত, অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু, ১-৩ ইঞ্চি লম্বা, উপর ও নিচে লোমযুক্ত।

মূলপত্রদণ্ড হইতে পত্রিকাগুলি দুইদিকে ৪-১০টি করে। পুষ্পগুচ্ছ ছোট, একসঙ্গে কয়েকটি ফুল হয়। ফুল ১-১½ ইঞ্চি বিস্তৃত, ফুলের পাপড়ি ½ ইঞ্চি লম্বা, পীতবর্ণ ও লালের আভাযুক্ত। শুঁটি ৪।৫টি একসঙ্গে জন্মে, ৪ ইঞ্চি লম্বা, ঈষৎ বক্র, মুখ রোমযুক্ত, চেপ্টা, প্রত্যেক শুঁটিতে ২০।৩০টি বীজ থাকে। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র, বীজ ও শিকড়। সমগ্র গাছ বিরেচক, মাত্রা ২০ গ্রেণ।

মুসলমানদের ঔষধার্থে ব্যবহার :—সংস্কৃত লেখকদের মতে ছোট কাসমর্দের যে গুণ আছে ইহারও সেইরূপ বর্তমান আছে। মুসলমান বৈদ্যগণ ইহাকে কফ নিবারক বলিয়া বর্ণনা করেন। কঙ্কণ দেশে ২-৩ রতি ওজনের বীজ গুঁড়া করিয়া ১ তোলা ঘৃত কিংবা গোদুগ্ধে গরম করিয়া, পরে উহা ছাঁকিয়া বালকদিগের জ্বর হইলে দিনে একবার প্রয়োগ করে অথবা ৩ মাসা মাত্রায় শিশুর মাতাকে খাইতে দেয়; ইহার বীজ পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ও আফ্রিকাদেশে জ্বরনাশক ঔষধরূপে ব্যবহার করে। শিকড়ের অরিষ্ট আমেরিকা দেশীয় আদিম অধিবাসীগণ নানাবিধ বিষের প্রতিষেধক বলিয়া মনে করে (Dymock)। ইহার বীজ ও পত্র চর্মরোগে ব্যবহৃত হয়। শিকড় মূত্রকর ও পেটের পীড়ায় হিতকর। পত্র চুলকানি ও দাদ চর্মরোগে বাহ্য প্রয়োগ করা হয়।

Porto Rico দেশীয় লোকেরা ইহার পত্র, শিকড় ও ফুলের কাথ হিষ্টিরিয়া রোগের যথার্থ ঔষধ বলিয়া ব্যবহার করে। ইহা অতিশয় আক্ষেপ নিবারক। স্নায়ুরোগগ্রস্ত ক্ষীণকায় স্ত্রীলোকদিগের জননযন্ত্রে বায়ু সঞ্চারিত হইলে ইহা দ্বারা নিবারিত হয়। ইহা বলকারক ঔষধ এবং ইহার জ্বর নাশ করিবার শক্তি আছে। সমগ্র গাছটিই বিরেচক।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

গাছ—জ্বর, বিরেচক, প্রস্রাবকারক, রসায়ন।

পাতা, মূল ও বীজ—বিরেচক।

বীজ ও পাতা—চর্মরোগে বাহ্যপ্রয়োগ করা হয়, সর্পবিষে উপকারী।

মূল—সর্পবিষে উপকারী।

Fig.—Bot. Reg., t. 83, Kirtikar & Basu. Ind. Med. Pl., t. 351.

Ref.—F.B.I., ii. 262; Roxb., F.I., ii. 343; B.P. i, 437; Watt, ii. Pt., I, 223; Prain. H.H., 204; Voigt. H.S., 250.

180. Cassia occidentalis Linn. (বড় কালকাসুন্দা)

181. C. Sophera Linn. (ছোট কালকাসুন্দা)

ভাষানুসারী নাম :—কাসমর্দ—সংস্কৃত ; ছোট কালকাসুন্দা—বাংলা , কসৌন্দী, কাসৌন্দা, বনার—হিন্দি ; বন-ডাক্‌কল, কাসবিন্দা—মহারাষ্ট্র ; পেরা-বিরাই—তামিল , কাস-মর্দকমু, টগর-চেট্টু—তেলেগু , গোআর্‌-টকর—মালয় ; কাসবিন্দা—কর্ণাট ।

কাসমর্দোঽরিমর্দশ্চ কাসারিঃ কাসমর্দকঃ ।
কালঃ কনক ইত্যুক্তো জারণো দীপকশ্চ সঃ ॥
কাসমর্দঃ সতিক্তোঽসৌ মধুরঃ কফবাতজিৎ ।
অজীর্ণকাসপিত্তঘ্নঃ পাচনঃ কণ্ঠশোধনঃ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । শতাহ্বাদিবর্গঃ ।

নামপর্যায় :—কাসমর্দ, অরিমর্দ, কাসারি, কাসমর্দক, কাল, কনক, জারণ, দীপক—এইগুলি নাম ।

গুণপর্যায় :—কাসমর্দ—অতিতিক্তরস, উষ্ণবীর্য, বিপাকে মধুর রস, কফ এবং বায়ুনাশক । অজীর্ণ, কাস ও পিত্তনাশক, পাচক এবং কণ্ঠরোগনাশক ।

জন্মস্থান :—বাংলা দেশের সর্বত্র, রাস্তা ও জঙ্গলের কিনারায় ও পতিত জমিতে দেখা যায়। বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—এইগাছ বড় কালকাসুন্দার মত, ইহা বেশী রোমযুক্ত, অনেক সরু ও ছোট ছোট পত্রিকা থাকে, ইহা পূর্ববর্তী গাছ অপেক্ষা অধিকতর সূক্ষ্ম ও ছোট। ইহার আর একটি Variety আছে, উহার নাম C. sophera var purpurea (Roxb. Hort. Beng., 31), ইহার পত্রিকাগুলি আরও সূক্ষ্ম, অধিকতর সূচ্যগ্র, প্রায় ১ ইঞ্চির অধিক লম্বা হয় না। কাণ্ড অবনত ও বেগুনের রং বিশিষ্ট (Bot. Reg., t. 856; Senna purpuria Roxb., Fl. Ind. ii, 342; F.B.I., ii 342)। এই কালকাসুন্দার পত্রিকা ৬-৭ জোড়া, অগ্রভাগ সরু। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—সমগ্র উদ্ভিদ্।

বৈদ্যকে কাসমর্দের ব্যবহার।

চরক—(১) হিক্কারোগে কাসমর্দপত্র—কাসমর্দপত্রের ধূম, হিক্কারোগ নিবারক (চিঃ ২১ অঃ)। (২) কাসে কাসমর্দপত্রস্বরস—কাসমর্দপত্র রস ও অপামার্গের রস মধুসহ সেবন করিলে কফকাস নিবৃত্তি পায় (চিঃ ২২ অঃ)।

সুশ্রুত :—দদ্রু কিংবা কৃমিদুষ্টে কাসমর্দমূল—কাসমর্দমূল কাঁজি সহ পেষণপূর্বক দদ্রু কিংবা কৃমিদুষ্টে প্রলেপ দিবে (সূত্র চিঃ)। (২) বৃশ্চিকবিষে কাসমর্দমূল—কাসমর্দমূল চর্বণ করিয়া বৃশ্চিকদষ্ট ব্যক্তির কর্ণে ফুৎকার দিলে, বৃশ্চিকদংশন জ্বালা প্রশমিত হয় (বিষ-চিঃ)।

বঙ্গসেন :—বাতশ্লীপদে কাসমর্দমূল—কাসমর্দমূল গব্যঘৃতে তৈলমধ্যে পেষণপূর্বক পান করিলে বাতশ্লীপদ (গোদ) সত্বর নাশ প্রাপ্ত হয় (শ্লীপদ-চিঃ)

মুসলমানদের ঔষধার্থে ব্যবহার :—সংস্কৃত লেখকগণের মতে ইহা সর্পবিষনাশক বলিয়া ইহাকে কাসমর্দ বলে; গোলমরিচের সহিত ইহার শিকড় খাওয়াইলে সর্পবিষ নিবারিত হয় বলিয়া মুসলমান বৈদ্যেরা বর্ণনা করিয়াছেন। ছালের রস ও বীজের গুঁড়া বহুমূত্র রোগে ব্যবহৃত হয় (Drury)।

ইহার পাতার রস গণোরিয়া নাশক বলিয়া আয়ুর্বেদীয় কবিরাজেরা বর্ণনা করেন এবং ইহা বাহ্য প্রয়োগ করিলে উপকার পাওয়া যায়।

ইহার পত্র, বীজ ও গাছের ছাল সর্পবিষনাশক এবং পাতার রস চন্দন কাঠের সহিত মিশ্রিত করিয়া খাইলে বড় বড় ক্রিমি বিনাশ হয়। বীজের গুঁড়া ক্রিমি রোগের এবং পাঁচড়ার ঔষধ বলিয়া কথিত আছে। ইহার বীজের সহিত মুস্তাবীজ এবং গন্ধক প্রত্যেকটি সমপরিমাণ মিশ্রিত করিয়া জলের সহিত মিশাইয়া দদ্রুতে প্রয়োগ করিলে খোস পাঁচড়া ও নানাবিধ চর্মরোগ নাশ হয়।

Glossary সংক্ষিপ্তগুণপরিচয় :—

পাতা—বিষে ক্রিমিরোগে বাহ্যপ্রয়োগে ব্যবহৃত হয়।

গাছের ছাল—কঠিন বাতে উপকারী।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 352.

Ref.—F. B. I. ii, 262 ; Roxb., F. I. 346-347 ; B. P., i, 438 ; Prain, H. H., 204 ; Voigt, H. S., 248.

181. Cassia Sophera Linn. (ছোট কালকাসুন্দা)

182. C. tora Linn. (চাকুন্দে)

ভাষানুসারী নাম :—চক্রমর্দ, প্রপুন্নাড়, [illegible]—সংস্কৃত ; চাকুন্দে—বাংলা ; চাকুন্দা—হিন্দি ; [illegible], টাকলা—মহারাষ্ট্র ; কোয়াড়িয়—গুজরাট ; কোয়াড়িয়—বোম্বে ; [illegible]—তেলেগু ; তাগারাই—তামিল ; [illegible]—[illegible] ; এরাবী, চাকুন্দ—লোক।

স্যাচ্চক্রমর্দো দ্বিগুণদো [illegible] [illegible]।
[illegible] চক্রী পুন্নাড়পুন্নাটৌ [illegible] ॥
চক্রমর্দঃ [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] ॥
চক্রমর্দঃ কটূষ্ণো [illegible]।
[illegible] [illegible]-[illegible] ॥

রাজনির্ঘণ্টুঃ। [illegible]।

নামপর্যায় :—চক্রমর্দ, অণ্ডগন্ধ, পদ্মাট, মেষাহ্ব, এডগজ, অণ্ডহস্তী, ব্যাবর্ত্তক, চক্রগজ চক্রী, পুন্নাড, পুন্নাট, বিমর্দক, দদ্রুঘ্ন, তর্বট, চক্রাহ্ব, দদ্রুনাশন, দৃঢ়বীজ, প্রপুন্নাট, খর্জুঘ্ন এই ঊনিশটি নাম।

গুণপর্যায় :—চক্রমর্দ—অতিকটু রস, মেহ, বায়ু, কফনাশক, জ্বর, কণ্ডু ও কুষ্ঠরোগ, দদ্রু, পামারোগে প্রভৃতি রোগ নাশক।

জন্মস্থান :—বঙ্গদেশের সর্বত্র পতিত জমিতে দেখা যায়।

বর্ণনা :—বৎসর জীবী ছোট ছোট ও রোমযুক্ত উদ্ভিদ, পত্রিকা ১-১½ ইঞ্চি কোমল রোমযুক্ত, কাণ্ডের দুই দিকে পত্র থাকে। পত্রের অগ্রভাগ প্রায় গোলাকার এবং একবৃন্তে ৬টি পত্রিকা থাকে। পুষ্পের বৃন্ত ছোট ও জোড়া জোড়া, পত্রের গোড়া হইতে ফুল বাহির হয়, ফুল ছোট পীতবর্ণ। শুঁটি ৬-৯ ইঞ্চি, উহাতে অনেক চেপ্টা বীজ থাকে। কাল কেসেন্দার শুঁটি অপেক্ষা ইহার শুঁটি ছোট। এই গাছ দাদের ঔষধ বলিয়া সংস্কৃত লেখকেরা ইহাকে চক্রমর্দ বা দাদনাশক বলে। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র ও বীজ।

বৈদ্যকে চক্রমর্দের ব্যবহার।

চরক :—শ্বিত্রকুষ্ঠে চক্রমর্দফল—মূলা ও চাকুন্দে বীজ কাঁজিতে পেষণ পূর্ব্বক শ্বিত্র (ধবল) স্থানে ঘর্ষণ করিলে কিংবা প্রলেপ দিলে শ্বিত্র বিনাশ পায় (চিঃ ৭ অঃ)।

বঙ্গসেন :—(১) গণ্ডমালায় চক্রমর্দ মূল—চাকুন্দের মূলের ছালের কল্ক এবং কেশরাজের রসের সহিত যথাবিধি সর্ষপ তৈল পাক করিয়া কিঞ্চিৎ সিন্দুর প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। এই তৈল মর্দন করিলে দুঃসাধ্য গণ্ডমালা প্রশমিত হয় (গণ্ডমালা চিঃ)। (২) দদ্রুরোগে চক্রমর্দবীজ—মূলের কাথে চাকুন্দের বীজ পেষণ পূর্ব্বক প্রলেপ দিলে দদ্রু বিনষ্ট হয় (কুষ্ঠ চিঃ)। (৩) অর্দ্ধাবভেদকে চক্রমর্দবীজ—কাঁজি পিষ্ট চক্রমর্দবীজের প্রলেপ দিলে আধকপালে আরাম হয় (শিরোরোগ-চিঃ)।

চক্রদত্ত :—(১) সর্ব্বপ্রকার চর্মরোগে চক্রমর্দবীজ—চক্রমর্দবীজ মনসার রসে (আঠায়) ভিজাইয়া গোমূত্রে মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিবে। (২) দদ্রুরোগে চক্রমর্দ বীজ—চক্রমর্দবীজ, করঞ্জবীজ সমপরিমাণ এবং তগরের শিকড় ½ অংশ এইগুলি একত্র করিয়া পিষ্ট প্রস্তুত করিয়া দাদে দিলে দাদ আরাম হয়।

মূলপ্রবাদের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহা সকল প্রকার চর্মরোগের মহৌষধ।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

পাতার কল্ক—বিরেচক।

পাতা এবং বীজ—চর্মরোগে, কিডাকিডিতে এবং চুলকানি পাঁচড়ায় উপকারী।

Fig.—Rheede, Hort. Mal., ii., t. 53.

Ref.—F.B I., ii, 263 ; Roxb., F I., ii. 340 ; B. P., i, 438 ; Prain H. H., 204 ; Voigt, H. S., 250.

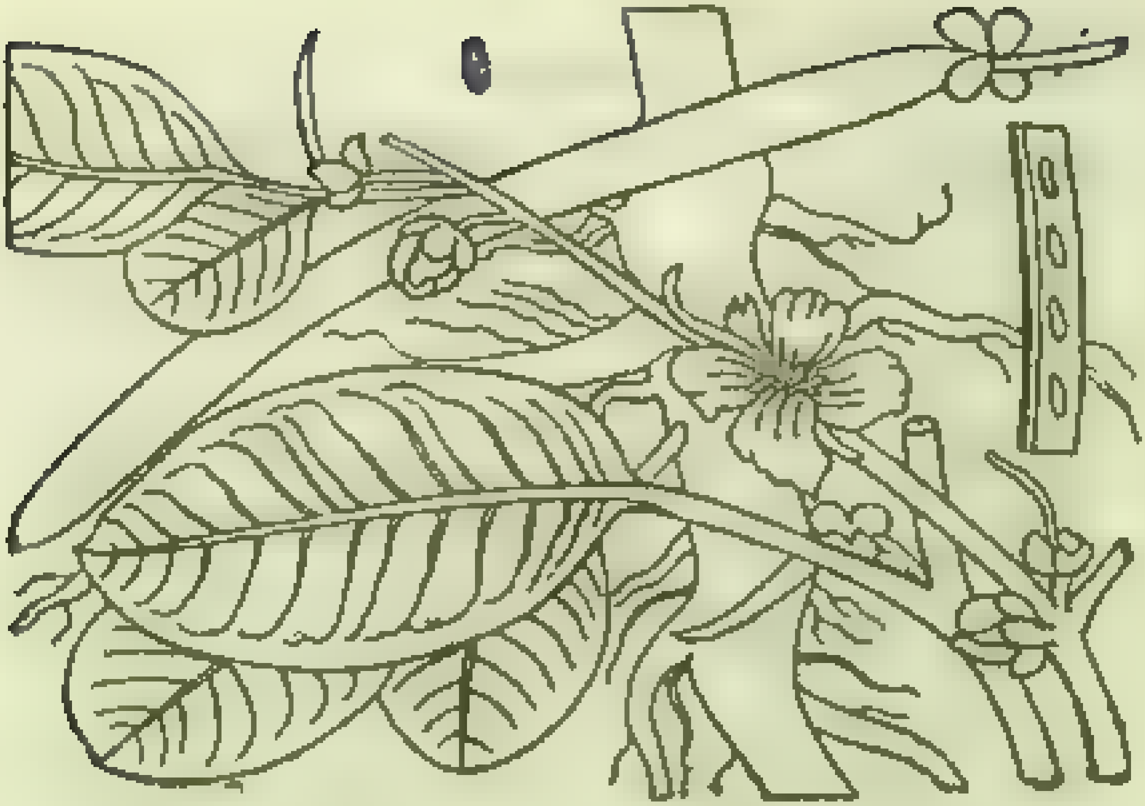

182. Cassia tora Linn. (চাকুন্দে)

183. C. alata Linn. (দাদমর্দন)

ভাষানুসারী নাম :—দদ্রুঘ্ন—সংস্কৃত ; দাদমর্দন—বাংলা , দাদ্-কা-পাট্—হিন্দি ; দাদমর্দন—বোম্বে ; দাদমর্দন—মহারাষ্ট্র , সিমাই-অগাথি, সিমাগিথাই—তামিল , সিমা-অভিসন্, মেটাগাবা—তেলেগু ; সিমা-অকাথি—মালয় ; দৈমা-দি-দি—ব্রহ্মদেশ।

জন্মস্থান :—ব্রহ্মদেশ, বঙ্গদেশ, দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম ভাগ। ইহা ভারতীয় গাছ নয়, আমেরিকাদেশীয় উদ্ভিদ্।

বর্ণনা :—গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ্, শাখাগুলি মোটা, নরম, মসৃণ ; এই গাছ পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে ভারতে আসিয়াছে। পত্র ১-২ ফুট লম্বা ; পত্রিকা লম্বাকৃতি, প্রত্যেক মোটা, ২-৬ ইঞ্চি লম্বা, ঘনঘন লম্বা লোমযুক্ত আকৃতি ২-২½ ইঞ্চি চওড়া, ঈষৎ গোলাকার, ডিম্বাকৃতি। পুষ্পদণ্ড ½-১ ফুট। ফুল বড়, পীতবর্ণ, পুংকেশর সবগুলি সমান নয়। শুঁটি সোজা, মসৃণ লোমযুক্ত, ৪-৬ ইঞ্চি লম্বা, ½-⅔ ইঞ্চি চওড়া। বীজ শুঁটিতে ৫০টি কিংবা অধিক থাকে। অক্টোবর মাসে ফুল ও ফেব্রুয়ারী মাসে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র।

মুসলমানদের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার পাতা ছেঁচিয়া লেবুরসে মিশ্রিত করিয়া দাদে লাগাইলে দাদ আরাম হয়। পত্র রেচক ও সর্প বিষনাশক বলিয়া বিবেচিত হয়।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

পাতা—কিচাক্রিমি এবং সর্প বিষে উপকারী।

পাতা ও ফুলের কল্ক—দাদ, বাতরক্তে আভ্যন্তর প্রয়োগ করা হয় এবং বিচর্চিকায় লেপ করণে ব্যবহৃত হয়।

গাছ—দদ্রু এবং সর্পবিষ।

Fig.—Wight, I. C., t., 253, Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 355.
Ref.—F. B. I., ii. 264, Roxb. F. I., ii., 349, B. P., i. 438; Prain, H.H. 205; Voigt. H. S., 249.

183. Cassia alata Linn. (দাদমর্দন)

184. C. angustifolia Vahl. (সোনামুখী)

ভাষানুসারী নাম :—আবর্তকী—সংস্কৃত ; সোনামুখী—বাংলা ; হিন্দি-সোনা, হিন্দি সোনা কা পাত্—হিন্দি ; সোনা-মখি—গুজরাট ; ভুঁইতরবড়—মহারাষ্ট্র ; নিলাভিরাই-নিলাভাকাই—তামিল ; নেলা টাংগেডু, নেলা পোন্না—তেলেগু।

আবর্তকী ভিন্নমুক্তিকী বিভাণ্ডী বিষাণিকা রক্তলতা মহোৎকা।
সা রক্তপুষ্পী মহদাদিকারী সা পীতকীলাহপি চ চর্মরঙ্গা॥
বামাবর্তা চ সংযুক্তা তুবরশ্চা শশিসংযুতা।
আবর্তকী কষায়াম্লা শীতলা পিত্তহারিণী॥

রাজনিঘণ্টু : । গুড়ুচ্যাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—মার্কণ্ডী, ভিমুন্ডিনী, বিরুজী, বিরাপিকা, রক্তলতা, মলোত্থা, বক্রপুষ্পী। মরুজালী, শীতকীল, চর্মকসা, বাম্যবর্দ্ধা, সংযুক্তা, এইকয়টি নাম। আরও একটি নাম মহাত্রালী।

গুণপর্য্যায় :—মার্কণ্ডী—কষায় ও মারক, শীতবীর্য এবং পিত্তনাশক। মদনপাল নিঘণ্টুতে বলা হইয়াছে উষ্ণবীর্য্য, তিক্তরস এবং গুরু।

জন্মস্থান :—সমগ্র ভারতে চাষ হয়, বিশেষতঃ দক্ষিণভারতের তিনেভেলীতে ব্যাপকভাবে চাষ হয়।

বর্ণনা :—সরল গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ ২-৩ ফুট উচ্চ হয়। পত্রদণ্ডের উভয়দিকে ৬-৮ জোড়া পত্রিকা থাকে। পত্রিকা বর্ষাকৃতি, ১-২ ইঞ্চি লম্বা, অগ্রভাগ সরু, বৃন্তদেশ সরু ও ছোট। পুষ্পদণ্ড পত্রের গোড়া হইতে বাহির হয়, দেখিতে পত্রদণ্ডের মত, প্রত্যেক দণ্ডের উভয় দিকে ফুল হয়। ফুল দেখিতে সোনালের মত হরিদ্রাবর্ণ, পাপড়ি ৫টি, পুংকেশর ১০টি। শুঁটি চেপ্টা, পাকিলে কৃষ্ণবর্ণ, প্রত্যেক শুঁটিতে ৫-৭টি বীজ থাকে। এই গাছকে তিনেভেলী সিনা বলে। ভারতীয় সোনামুখীকে Indian senna বলে। সোনামুখী গাছ আরব দেশের মরুভূমিতে বিস্তর হয়। ইহার পাতাগুলি চিবাইলে আঠাল লাগে, বর্ণ দিকে সবুজ ও পীতবর্ণ, গন্ধযুক্ত। ভারতের তিনেভেলীতে ইহার চাষ হয়, তথা হইতে ইউরোপে রপ্তানি হয়। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র।

গৃহপ্রয়োগের ঔষধার্থে ব্যবহার :—পাতার গুঁড়া ভিনিগারের সহিত মিশ্রিত করিয়া চর্মরোগে লেপন করিলে সত্বর আরাম হয়। ইহা Henna এর সহিত মিশ্রিত করিয়া কেশে লাগাইলে কেশ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। ইহার বীজ সোঁদাল (Cassia fistula) বীজের সহিত মিশ্রিত করিয়া দাদে লাগাইলে দাদ আরাম হয়। সোনামুখী বয়স্ক ও বালকদিগের কোষ্ঠবদ্ধতায় হিতকর। ইহা উত্তম বিরেচক, ইহার সহিত শুঁঠ ও লবণ মিশাইয়া খাইলে অতি শীঘ্র উপকার হয় এবং পেট কামড়ায় না। মাত্রা লবণ সিকি তোলা, শুঁঠ সিকি তোলা ও সোনামুখী ২ তোলা।

উপরিউক্ত নিয়মে সোনামুখী জলে ভিজাইয়া পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি অর্দ্ধেক পরিমাণ খাইবে। বালকের পক্ষে আরও কম। সোনামুখীর জলের সহিত দুধ ও চিনি মিশ্রিত করিয়া ছোট ছোট ছেলেদিগকে খাওয়াইলে কিছু ভাল হয়। ইহা তিক্ত, রেচক, কফনাশক, রসায়ন, শোথ ও বেদনানাশক।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

পাতা ও ফুল—বিরেচক, কোষ্ঠপরিষ্কারক।

Fig.—Royle, Ill., i, t. 37 ; Bentl. & Trim., t. 91.

Ref.—F. B. I., ii, 264 ; Roxb., F.I., ii, 336 ; Dymock, i, 526.

184. Cassia angustifolia Vahl. (সোনামুখী)

Genus—CICER Linn.

185. C. arietinum Linn. (ছোলা)

ভাষানুসারী নাম :—চণক—সংস্কৃত ; ছোলা—বাংলা , চানা—হিন্দি ; চনা—মহারাষ্ট্র ; কাবালন, কদলাই—তামিল ; সনগলু, সেনেগা—তেলেগু ; কলপাই—ব্রহ্মদেশ ; কড়লে—কর্ণাট ।

চণক হরিমন্থঃ স্যাৎ সুগন্ধঃ কৃষ্ণকঞ্চুকঃ ।
বালভোজ্যো বাজিভক্ষশ্চণকঃ কঞ্চুকী চ সঃ ॥
চণকো মধুরো রুক্ষো মেহঘ্নঃ বাতপিত্তকৃৎ ।
দীপ্তিবর্ণকরো বল্যো রুচ্যশ্চাধ্মানকারকঃ ॥

রাজনির্ঘণ্টঃ । শাল্যাদিবর্গঃ ।

নামপর্যায় :—চণ, হরিমন্থ, সগন্ধ, কৃষ্ণকঞ্চুক, বালভোজ্য, বাজিভক্ষ (ঘোড়ার খাদ্য), চণক, কঞ্চুকী—এইগুলি নাম ।

গুণপর্যায় :—চণক-মধুররস, রুক্ষ, মেহনাশক, বায়ু ও পিত্তকারক । দীপ্তিকারক, বর্ণকারক, বলকারী, রুচিকারক, এবং আধ্মান (পেটফাঁপা) কারক ।

জন্মস্থান :—শীতকালীন ফসল , সাধারণতঃ উত্তরপশ্চিম প্রদেশে, বঙ্গদেশ, বিহার ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে জন্মে । হুগলী, হাওড়া ও ২৪-পরগনার স্থানে স্থানে চাষ হয় ।

বর্ণনা :—বর্ষজ বা গাছ, বহু শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট, পত্র পক্ষাকার ও যৌগিক, ১-২ ইঞ্চি লম্বা, পত্রের অগ্রভাগে একটি পত্রিকা থাকে; পত্র দাঁতযুক্ত। পুষ্পদণ্ড ½-¾ ইঞ্চি। ফুল পত্রের কোণা হইতে বাহির হয়, পুষ্পের বহির্ভাগ ⅓-½ ইঞ্চি। শুঁটি ছোট ও মোটা, একটু লম্বাকৃতি, ¾-১ ইঞ্চি লম্বা, শুঁটির অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু। প্রত্যেক শুঁটিতে সাধারণতঃ ১টি বীজ থাকে, কখন কখন ২টিও দেখা যায়। মার্চ মাসে ফুল ও জুন মাসে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র ও কাণ্ড।

মূলগ্রন্থের ঔষধার্থে ব্যবহার :—টাট্‌কা পত্র গরমজলে সিদ্ধ করিয়া তাহার বাষ্প (vapour) গ্রহণ করিলে বাধক ও কষ্টরজঃ আরাম হয় (Dymock)। রাত্রিকালে ছোলাগাছের উপর কাপড় বিছাইয়া দিলে তাহার উপর যে শিশির পড়ে, সেই শিশির ছোলাগাছের সংস্পর্শে লবণাক্ত হয়, উক্ত লবণাক্ত জলীয় পদার্থ কাপড় হইতে নিংড়াইয়া সেবন করিলে অম্ল, অজীর্ণ, ও কোষ্ঠবদ্ধ রোগে হিতকর। ছোলা পিত্তনাশক।

Glossary —সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :

ছোলার তৈরী মিষ্ট দ্রব্য :—পুষ্টিকর, অগ্নিমান্দ্য ও কোষ্ঠকাঠিন্যে এবং অর্শরোগে উপকারী।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 313 B., Wight, I.C., t. 20 ; Bot. Mag., t. 2274

Ref.—F. B I., ii, 176 , Roxb , Fl. Ind , iii. 324 , B P., i, 366 ; Watt, ii, Pt. 1, 274 ; Prain, H. H., 191 , Voigt. H. S., 226.

185. Cicer arietinum Linn. (ছোলা)

Genus—CLITORIA Linn.

186. C. ternatea Linn. (অপরাজিতা)

ভাষানুসারী নাম :—আস্ফোতা, অশ্বখুরী—সংস্কৃত, অপরাজিতা—বাংলা ; অপরাজিতা অপরাজিৎ, খগিন, বিষ্ণুক্রান্তি—হিন্দি, গোকর্ণি—গুজরাট, গোকর্ণমূল, কাজলি—বোম্বে ; গোকর্ণি—মহারাষ্ট্র ; কন্-কন্ন, কন্-কার্ন্দ্র, কক্কোনম্ কাদি—তামিল, দিন্টেন্, টেনা, নীলদিন্ডিনা—তেলেগু।

আস্ফোতা গিরিকর্ণী স্যাৎ বিষ্ণুক্রান্তাপরাজিতা।
অপরাজিতে কটু মেধ্যে শীতে কণ্ঠ্যে সুদৃষ্টিদে।
কুষ্ঠমূত্র ত্রিদোষাম-শোথব্রণবিষাপহে।
কষায়ে কটুকে পাকে তিক্তে চ স্মৃতিবুদ্ধিদে॥

ভাবপ্রকাশ : গুড়ুচ্যাদিবর্গঃ

নামপর্যায় :—আস্ফোতা, গিরিকর্ণী, বিষ্ণুক্রান্তা, অপরাজিতা—এইগুলি নাম। অপরাজিতা দুই প্রকার—শ্বেতপুষ্পা ও নীলপুষ্পা।

গুণপর্যায় :—দুই প্রকার অপরাজিতা কটু কষায় রস, বিপাকে তিক্তরস ; মেধাজনক, শীতবীর্য, কণ্ঠশোধক, চক্ষুর প্রসন্নতাকারক, ও বুদ্ধিপ্রদ। কুষ্ঠ, মূত্রদোষ ত্রিদোষ, আমদোষ, শোথ, ব্রণ ও বিষদোষ নাশক।

উৎপত্তিস্থান :—বঙ্গদেশে অনেক বাগানে ও জঙ্গলের ধারে রোপণ করে। ইহা মালয় উপদ্বীপ হইতে ভারতে আসিয়াছে। হুগলী, ঢাকা, ২৪-পরগণা, বোটানিক্‌ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—ইহা লতানে গাছ। মূলদণ্ড ২½-৩ ইঞ্চি। বোঁটা ছোট। পত্রিকা ডিম্বাকৃতি, লম্বা ও মাথা মোটা, ১-২ ইঞ্চি লম্বা। পত্রদণ্ডের অগ্রভাগে ১টি অযুগ্ম পত্র থাকে। পত্রিকা ২-৪ জোড়া হয়। ফুল ১ ইঞ্চি, নীলবর্ণ, মধ্যস্থল দিকে শ্বেতবর্ণ। কখন কখন একেবারে শ্বেতবর্ণ হয়, এক একটী হয়। শুঁটি ১-৪ ইঞ্চি লম্বা, মোটা ; বীজ কৃষ্ণবর্ণ, শুঁটিতে ৬-১০টি বীজ থাকে। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—শিকড়, বীজ, পত্র এবং ফল। তাজা মূলের দাম—২-৩ আনা।

বৈদ্যকে অপরাজিতার ব্যবহার।

চরক :—দর্বীকরসর্পদষ্টে অপরাজিতা :—দর্বীকরসর্প (ফণাধর সাপ) কর্তৃক দষ্ট হইলে তিনিশের মূলের ছাল ও শ্বেত অপরাজিতার মূলের ছাল জলে বাটিয়া পান করাইবে (চিঃ ২৩ অঃ)।

চক্রদত্ত :—(১) মূত্রাঘাতে অপরাজিতা :—শ্বেত অপরাজিতার মূলের রস তণ্ডুলোদকের সহিত মিশ্রিত করিয়া সপ্তাহ যোগে পান করিলে মূত্রাঘাত প্রশমিত হয় (উদার চিঃ)।
(২) গলগণ্ডে অপরাজিতার মূল :—অপরাজিতার মূল গব্যঘৃত সহ সেবন পূর্বক গলগণ্ড রোগীকে পান করাইবে (গলগণ্ড চিঃ)।

বঙ্গসেন :—পরিণামশূলে অপরাজিতা—চিনি, মধু ও গব্যঘৃতযোগে নীল অপরাজিতার মূলচূর্ণ সাতদিন সেবন করিলে পরিণামশূল নিবৃত্তি পায়।

বঙ্গসেন :—শোথে অপরাজিতা:—শ্বেত বা নীল অপরাজিতার মূলচূর্ণ উষ্ণজলে গোলা পূর্বক পান করিলে শোথ বিনষ্ট হয়।

হারীত :—শ্লীপদে অপরাজিতা :—শ্লীপদে অপরাজিতার মূলের প্রলেপ দিবে (চিঃ ৩৬ অঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার শিকড় মৃদু বিরেচক, মূত্রকর এবং অন্ত্রে উত্তেজক (Dutt)। ইহার শিকড়ের ১ তোলা পরিমাণ রস শীতল দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে কাশি এবং কফ নষ্ট করে। শ্বেত অপরাজিতার শিকড়ের রস নাসারন্ধ্রে দিলে আধ-কপালে আরাম হয় (Dymock)। ইহার শিকড়ের কাথ মূত্রাশয়ের জ্বালায় হিতকর ইহা মূত্রকর ও মৃদুবিরেচক (Moodeen Sheriff)।

ইহার বীজ রেচক ও পাতার কাথ উদ্ভিদ নষ্ট করে (Watt)। পাতার রস লবণের সহিত গরম করিয়া কানের বেদনায় দিলে বেদনা এবং কানের চতুর্দিকে ফুলায় দিলে ফুলা আরাম হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

বীজ—বিরেচক, কোষ্ঠবদ্ধতানাশক।

মূল—তিক্ত, বিরেচক, প্রদাহকারক।

মূলের ছাল—প্রদাহকারক, বিরেচক।

পাতা—সর্পবিষে উপকারী।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl t 326, Bot Mag, t. 1542

Ref—F B I.,208, Roxb, F I, iii. 321, B P, i, 402, Watt, ii, Pt. II, 12, Prain, H.H., 199, Voigt., H S., 213.

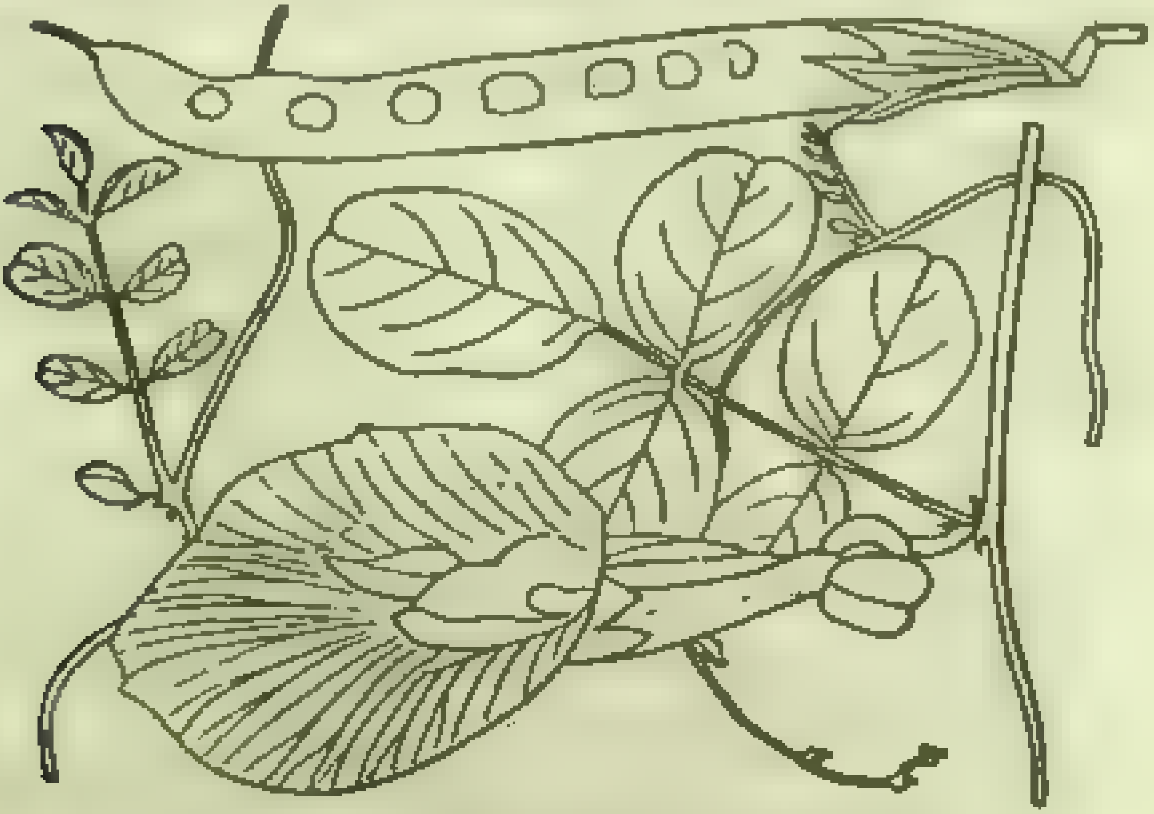

186. Clitoria ternatea Linn. (অপরাজিতা)

Genus—DALBERGIA Linn.

187. D. Sissoo Roxb. ex Dc (শিশু)

ভাষানুসারী নাম : —শিংশপা—সংস্কৃত, শিশুগাছ—বাংলা, শিসই, শীশম, শিশম, শিশু—হিন্দি, শিশু—উড়িয়া, শিশু—মোরং, শিসম্—গুজরাট, কালা সিসপা—মহারাষ্ট্র, ... —তামিল, শিশুকর্র, শিশু-তাবা—তেলেগু; বিবিড়ি—কাশ্মীর, শাশম্, শাশিম্—পাঞ্জাব, ... —কর্ণাট।

শিংশপা তু মহাশ্যামা কৃষ্ণসারা চ ধূম্রিকা।
তীক্ষ্ণসারা চ ধীরা চ কপিলা কৃষ্ণশিংশপা।
শ্যামাদিশিংশপা তিক্তা কটূষ্ণা কফবাতনুৎ।
মহাজীর্ণহরা দীপ্যা শোফাতীসারহারিণী।

রাজনিঘণ্টু:। প্রভদ্রাদিবর্গঃ

নামপর্যায় : —শিংশপা, মহাশ্যামা, কৃষ্ণসারা, ধূম্রিকা, তীক্ষ্ণসারা, ধীরা, কপিলা, কৃষ্ণশিংশপা—এইগুলি নাম।

গুণপর্যায় : —শ্যামাদি শিংশপা—তিক্ত, কটুরস, উষ্ণবীর্য, কফ এবং বায়ুনাশক। বহুদিনের অজীর্ণ নাশক, দীপ্তিকারক, শোথ ও অতিসার নাশক

জন্মস্থান : —ইহা পঞ্জাবের হিমাচল প্রদেশ ও সিন্ধুদেশ হইতে আসাম পর্যন্ত ভূভাগে ৩০০০ ফুট পর্যন্ত উচ্চে জন্মিয়া থাকে। বঙ্গদেশের হুগলী, হাওড়া, বর্ধমান ও বাঁকুড়া জেলায় বাগানে রোপণ করে ও জঙ্গলের ধারে জন্মে।

বর্ণনা : —৫০-৬০ ফুট উচ্চ গাছ হয়। পত্র বসন্তকালে পড়িয়া যায়। গাছের কাঠ অত্যন্ত শক্ত, ইহা গরুর গাড়ী নির্মাণ ও আসবাবের কাজে ব্যবহৃত হয়। গাছের শাখা ধূসরবর্ণ ও অবনত, চতুর্দিকে বিস্তৃত। পাতার বোঁটা বক্র; পত্রিকা শক্ত, মসৃণ, রোমযুক্ত; ১-৩ ইঞ্চি লম্বা, ৩-৫ জোড়া, কতকটা গোলাকার। পুষ্পদণ্ড পত্রদণ্ড অপেক্ষা ছোট। ফুল পীতাভ, পুংকেশর ৯টি আছে। শুঁটি পাতলা, ফিকে ধূসরবর্ণ, রোমযুক্ত, ১½-৪ ইঞ্চি লম্বা, ½-¾ ইঞ্চি চওড়া, ছোট বোঁটায় থাকে। বীজ ⅓ ইঞ্চি লম্বা, চেপ্টা, কতকটা 'ব' এর আকৃতি। গ্রীষ্মকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ : —ছাল, শিকড়, পত্র ও কাঠ।

বৈদ্যকে শিংশপার ব্যবহার।

সুশ্রুত : —(১) বসামেহে শিংশপা—যাহার বসামেহ হইয়াছে তাহাকে শিংশপা মূলের ছালের কাথ পান করাইবে (চিঃ ১১ অঃ)। (২) সর্বজ্বরে শিংশপাসার—জলের দ্বিগুণ দুগ্ধ সহ শিংশপাসারের কাথ দুগ্ধাবশিষ্ট অবস্থায় অবতারিত করিয়া পান করিলে, বিষম ও অবিরাম জ্বর প্রশমিত হয় (উঃ ৩৯ অঃ)।

হারীত : —নেত্ররোগে শিংশপাপত্র—শিশুগাছের পাতার রস মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া চক্ষুতে দিলে বাতপিত্তকফোত্থ চক্ষুরোগ নিবৃত্তি পায় (চিঃ ৪৫ অঃ)।

ব্যবহার :—গৃধ্রসীতে নিশপাচন—শিশু গাছের ছাল সাড়ে বার সের, ৬৪ সের জলে পাক করিয়া ৮ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লেহবৎ না হওয়া পর্য্যন্ত পুনঃ পাক করিবে। ইহার ২ তোলা, ঘৃতযুক্ত দুগ্ধের সহিত একুশ দিন সেবন করিলে গৃধ্রসীনাশক বাতব্যাধি বিনষ্ট হয়।

মূল গ্রন্থাদির ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার নির্য্যাস ধারক তৈল চর্মরোগে ব্যবহৃত হয় (Atkinson)। পাতার কাথ স্ত্রীর গনোরিয়া রোগে দেয়। কাঠের গুঁড়া ফিরোজের প্রলেপক। ছাল বমন এবং তিক্তাস্বাদ সংকোচক এবং ইহা গোণোরিয়া, রক্ত উৎকাসি, অতিসার, কুষ্ঠরোগে ব্যবহৃত হয়। কাঠের গুঁড়া—কুষ্ঠরোগ, ফোড়া, উদ্বেগ, ও বমন রোগ নিবারক।

Glossary :—সাংকেতিক গুণপরিচয় :—

পাতা—তিক্ত, উত্তেজক।

পাতার রস—গনোরিয়ায় উপকারী।

মূল—সংকোচক।

কাষ্ঠ—বমনকর, কুষ্ঠ, ফোড়া চুলকানিতে উপকারী এবং বমন নাশক।

Fig.—Kittikar & Basu, Ind Med Pl. t 334 ; Beddome, Fl. Sylv., t. 25.

Ref:—F.B I., ii, 231 Roxb., F I., iii, 223, B P., i. 411, Prain H.H., 200 ; Voigt., H.S., 241.

187. Dalbergia Sissoo Roxb. ex. Dc (শিশু)

Genus—DERRIS Lour.

188. D. uliginosa Benth. (পানলতা)

ভাষানুসারী নাম :—পানলতা—বাংলা ; কীরতন—মহারাষ্ট্র ; চিরু-কানুগ—তেলেগু ; কামরবেল—মালয়.

বাসস্থান :—সুন্দরবন, চট্টগ্রাম, মধ্য বঙ্গদেশ ; গঙ্গানদীর তীরবর্তী স্থান, হাওড়া হইতে চুঁচুড়া পর্যন্ত স্থান, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর। দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমাঞ্চল ও সিংহল।

বর্ণনা :—বিস্তৃত লতানে গাছ, ইহার শাখা ও পাতা চিক্কণ লোমশূন্য। কাণ্ডের ছাল গাঢ় ধূসরবর্ণ, শিকড়ের ছাল ফিকে ধূসরবর্ণ। পত্রিকা সাধারণতঃ ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, নীচের জোড়া ছোট ও ডিম্বাকৃতি, পত্রের শিরা স্পষ্ট দেখা যায় না। পুষ্পদণ্ড ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, ছোট ডালের গোড়া হইতে বাহির হয়। বৃন্তিকা ১/৪ ইঞ্চি, বৃতিগুলি অস্পষ্ট। ফুল গোলাপ ফুলের ন্যায় লাল, ১/২ ইঞ্চি লম্বা। শুঁটির বৃন্ত ছোট, মসৃণ লোমশূন্য, ১-২টি বীজবিশিষ্ট, বীজ ঈষৎ গোলাকার ও ১-১১/২ ইঞ্চি লম্বা, ১১/২ ইঞ্চি চওড়া, পাতলা ও চেপ্টা। বর্ষাকালে ফুল হয় এবং শীতকালে ফল ধরে।

ব্যবহার্য অংশ :—মূল। মাত্রা ২-৮ গ্রাম।

মুণ্ডাপ্রদেশের ঔষধার্থে ব্যবহার:—ইহার মূল বমন করায় এবং ইহা পাচক, ছালের গুঁড়া নাকে দিলে হাঁচি হয়। ছাল পুকুরে দিলে পুকুরের মৎস্য মরিয়া যায়। ভারতীয় চাষীদের শস্যের পোকা মারিবার জন্য সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এইজন্য মারহাট্টা জাতীয় ইহাকে 'কীরতন' (Warm Creeper) বলে। ভারতের দেশীয় লোকেরা এই গাছ হইতে একপ্রকার তৈল প্রস্তুত করে। উহা বাহ্য ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগে বাত, পাচক, কোষ্ঠবদ্ধ ও পক্ষাঘাত আরাম হয় ; এই তৈলে চিরতা, রসুন ও হিঙ্গু মিশ্রিত থাকে, সুতরাং এই তৈলের যে কি গুণ তাহা ঠিক বলা কঠিন।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ছাল—বমনকারক, বাতে এবং কোষ্ঠবদ্ধে উপকারী।

Fig.—Wight. Hook. Bot. Misc., iii, Suppl., t. 41 ; Miquel. Fl. Ned. Ind. i. t. 3.

Ref.—F. B. I., ii. 241 ; Roxb., F. I., iii. 229 ; B.P., i. 408 ; Prain, H.H., 200 ; Voigt. H.S., 239.

188. Derris uliginosa Benth. (পানলতা)

Genus—DESMODIUM. Desv.

189. D. gangeticum DC (শালপানি)

ভাষানুসারী নাম :—শালপর্ণী—সংস্কৃত, শালপানি—বাংলা; সরিবান্, শালপান, সরিবন্, শালুন—হিন্দি, শাল-পুর্ণি—পাঞ্জাব, শালপর্ণি, শালওয়ান—বোম্বে; সালবণ—মহারাষ্ট্র; শালপর্ণি—উৎকল, ডাঙ্গি—সাঁওতাল; গীতা-বস্—ফেলেঙ।

স্যাৎ শালিপর্ণী সুদলা সুপত্রিকা স্থিরা চ সৌম্যা কুমুদা গুহা ধ্রুবা।
বিদারিগন্ধাংশুমতী সুপর্ণিকা স্যাৎ দীর্ঘমূলাঽপি চ দীর্ঘপত্রিকা॥
বাতঘ্নী পীতিনী তন্বী সুধা সর্বানুকারিণী।
শোফঘ্নী সুরূপা দেবী নিশ্চলা ত্রৌহিলপর্ণিকা॥
মৃদুলা চ সুরূপা চ সুপত্রা শুক্লপত্রিকা।
শালিপর্ণী শালিদলা স্যাৎ ঊনত্রিংশদাহ্বয়া॥
শালিপর্ণী রসে তিক্তা গুরুষ্ণা বাতদোষনুৎ।
বিষমজ্বরমেহার্শঃ-শোফসন্তাপনাশনী॥

রাজনির্ঘণ্টুঃ। শতাহ্বাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—শালিপর্ণী, সুদলা, সুপত্রিকা, স্থিরা, সৌম্যা, কুমুদা, গুহা, ধ্রুবা, বিদারিগন্ধা, অংশুমতী, সুপর্ণিকা, দীর্ঘমূলা, দীর্ঘপত্রিকা, বাতঘ্নী, পীতিনী, তন্বী, সুধা, সর্বানুকারিণী, শোফঘ্নী, সুরূপা, দেবী, নিশ্চলা, ত্রৌহিলপর্ণিকা, মৃদুলা, সুরূপা, সুপত্রা, শুক্লপত্রিকা, শালিপর্ণী, শালিদলা—এই ঊনত্রিংশটি নাম।

গুণপর্যায় :—শালপর্ণী—তিক্তরস, গুরুপাক, উষ্ণবীর্য, বাতদোষনাশক। বিষমজ্বর মেহ, অর্শ, শোথ ও সন্তাপনাশক।

বাসস্থান :—সমগ্র বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বর্ধমান, বাঁকুড়া, জঙ্গলের ধারে ও পতিত জমিতে দেখা যায়। বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—ছোট গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ্। কাণ্ড সরল ও খাড়াভাবে বাড়ে। গাছ ২-৪ ফুট উচ্চ হয়। পত্র লম্ব ডিম্ব, সাধারণতঃ ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা, ১½-৩ ইঞ্চি চওড়া। গোড়ার দিক গোলাকার, মাথার দিক ক্রমশঃ সরু হইয়া অগ্রভাগ সূক্ষ্ম হইয়াছে। পত্রের নিম্নদিকে ধূসরবর্ণ লোম আছে। বোঁটা ½-১ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ড ৬-১২ ইঞ্চি লম্বা, অনেক শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট। ফুল ⅛-¼ ইঞ্চি, বর্ণিকানাল 1/12 ইঞ্চি, বেগুনে। ফল ½-¾ ইঞ্চি লম্বা, 1/12-⅛ ইঞ্চি চওড়া, ৬-৮টি একসঙ্গে থাকে, আঁকাবাঁকা ও বক্রলোমযুক্ত।

ব্যবহার্য অংশ :—শিকড় ও পত্র।

ভেষজাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—এই গাছ দশমূল পাচনের একটি অঙ্গ। ইহা সর্দিজ্বর প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয়। ইহার শিকড় বলকারক এবং বমন, হাঁপানি ও রক্তআমাশয় রোগে হিতকর।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূল—সংকোচক, অতিসারে প্রশমন, শোথনাশক, বিষঘ্ন, যকৃৎ প্রদাহ, কাশি, বমন, হাঁপানি, সর্পবিষ এবং কীটদংশনজনিত বেদনায় উপকারী।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 300.

Ref.—F.B.I., ii. 168; Roxb., F.I., iii. 349; B.P., i. 425; Watt, iii, Pt. I. 82; Prain, H.H., 203; Voigt H.S., 223.

189. Desmodium gangeticum DC. (শালপানি)

Genus—DOLICHOS Linn.

190. D. biflorus Linn. (কুর্তিকলাই)

ভাষানুসারী নাম :—কুলত্থকলায়—সংস্কৃত ; কুর্তিকলাই—বাংলা , কুল্‌থি, কুলথী—হিন্দি ; থাপ কুলিথ—মহারাষ্ট্র , কুলথি—বোম্বে ; কল্‌থি—গুজরাট , কোল্লু তামিল , গুলাবো, উলাওয়ালি—তেলগু , হোরেকু—সাঁওতাল ।

কুলত্থা বৃহৎপ্রসাদা চ ক্ষেত্রোদ্ভবাকুলত্থিকা ।
কুলালী লোচনহিতা চক্ষুষ্যা কুম্ভকারিকা ॥
কুলত্থিকা কটুতিক্তা স্যাৎ অর্শঃশূলনাশনী ।
বিবন্ধাধ্মানশমনী চক্ষুষ্যা ব্রণরোপণী ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । পর্প টাদিবর্গঃ ।

নামপর্যায় :—কুলত্থা, বৃহৎপ্রসাদা, ক্ষেত্রোদ্ভবকুলত্থিকা, কুলালী লোচনহিতা, চক্ষুষ্যা, কুম্ভকারিকা—এইগুলি নাম ।

গুণপর্যায় :—কুলত্থিকা—কটুতিক্তরস, অর্শ ও শূলনাশক । বিবন্ধ ও আধ্মান নাশক । চক্ষুর পক্ষে হিতকর এবং ব্রণরোপক ।

জন্মস্থান :—বিহার, ছোট নাগপুর, বঙ্গদেশের অনেকে চাষ হয় । হুগলী, বাঁকুড়া, ২৪-পরগণা, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর । হিমালয় হইতে সিংহল ও বর্মা প্রভৃতি স্থানে ৩০০০ ফুট উচ্চ স্থান পর্যন্ত এবং সিকিমেও দেখা যায় ।

বর্ণনা :—চক্রপাণি মতে কুলত্থ ৪ প্রকার । লোহিত, কৃষ্ণ, শ্বেত ও চিত্র । এইগুলি ত্রিপত্র-বিশিষ্ট উদ্ভিদ । ইহা হইতে কুলত্থগুড়, কুলত্থঘৃত, প্রভৃতি অনেক কবিরাজী ঔষধ প্রস্তুত হয় । বর্ষজীবী উদ্ভিদ, পত্র ত্রিফলিযুক্ত, ডিম্বাকৃতি ; অগ্রভাগ সরু, ১-২ ইঞ্চি লম্বা । ফুল ১-৩টি একসঙ্গে থাকে, শতবারের পত্রের গোড়া হইতে বাহির হয় । বৃন্তিকাম ½ ইঞ্চি, অবনত, পীত লম্বা । ফুল ½-¾ ইঞ্চি লম্বা, পীতবর্ণ । শুঁটি ১½-২ ইঞ্চি লম্বা ও বক্র । শুঁটিতে বীজ ৫-৬টি থাকে । Dr. Voigt ইহার D. Uniflorus নাম দিয়াছেন (H. S. 232) । আগস্ট মাসে ফুল ও সেপ্টেম্বর মাসে ফল হয় ।

ব্যবহার্য অংশ :—বীজ ।

বৈদ্যকে কুলত্থের ব্যবহার ।

চরক :—অর্শরোগে কুলত্থযূষ—কুলত্থযূষ অর্শরোগীর পক্ষে হিতকর (চিঃ ৯ অঃ) ।

সুশ্রুত :—(১) **বাতশূলে কুলত্থ :**—মাষক পরিমাণের মূলপ্রভৃত, হাড়িমধ্যস্থ রসে আলোড়িত, সৈন্ধব ও মরিচ বিচারিত কুলত্থযূষ পান করিলে বাতশূল নিবৃত্তি পায় (উঃ ৪২ অঃ)।

(২) **ক্রিমিরোগে কুলত্থ**—ক্রিমিরোগে কুলত্থ কাথযুক্ত দুগ্ধ পান প্রশস্ত (উঃ ৫৪ অঃ)।

বাগ্‌ভট :—**নেত্রকোপে** বন্য কুলত্থকলাই—কুলত্থকলাই কাপড়ে আলেপন করিয়া বাঁধিয়া গোবরের রসে (টাটকা গোবর জলের সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিয়া লইলে গোবর রস প্রস্তুত হয়) সিদ্ধ করিয়া নষ্ট যায়। খোসা ছাড়াইয়া লইবে। অতঃপর রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া ইহার বহুগুণ মধু চূর্ণ মিশাইয়া একবারমাত্র চক্ষুতে দিলে 'নেত্রকোপ' (চোখ উঠা) প্রশমিত হয় (উঃ ১০ অঃ)।

চক্রদত্ত :—(১) অবরোধ বস্তুশোধন রোগার্থ কুলত্থ—নাভিনাড়ীরোগে রোগীর অতিরিক্ত নিবারণার্থ ভর্জিত কুলত্থকলাইচূর্ণ মর্দন করিবে (স্বেদ চিঃ)। (২) **শীতপিত্তে কুলত্থ**—শীতপিত্তরোগী কুলত্থযূষের সহিত অন্নাদি ভোজন করিবে (শীতপিত্ত চিঃ)।

বঙ্গসেন : (১) **আমবাতে কুলত্থযূষ**—আমবাতরোগী কুলত্থযূষ পান করিবে (আমবাত চিঃ)। (২) **অন্তরবাধা শূলে কুলত্থ**—যাহার অন্তরবাধা শূল আছে সে কুলত্থ কলাইয়ের ছাতু দধির সহিত সেবন করিবে। অন্যপ্রকার ভোজন বর্জন করিতে হইবে। (অন্তরবাধা শূল চিঃ) (৩) **কফজ্বরে কুলত্থ**—কফজ্বররোগীর পক্ষে কুলত্থ কলাই সেবন প্রশস্ত (জ্বর চিঃ) (৪) **গণ্ডমালার কুলত্থ**—গণ্ডমালা রোগী অনভিষ্যন্দি দ্রব্য (যাহা কফ বর্ধক নহে) এবং কৌলত্থযূষ পান করিবে (গণ্ডমালা চিঃ)।

মুসলমানদের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার কাথ স্ত্রীলোকদিগের প্রদররোগে ও ঋতুর বিশৃঙ্খলা ঘটিলে ব্যবহৃত হয়। ইহা ব্যবহার করিলে প্রদরস্রাব নির্গত হইয়া রোগিনী সত্বর আরোগ্য লাভ করেন। সংস্কৃত লেখকেরা ইহাকে অশ্মরি নিবারক ও হিতকর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই কলাই সচরাচর ঘরে আপনা আপনি জন্মে। ইহা চক্ষুরোগে হিতকর এবং ব্যবহার করিলে চর্বিবিশিষ্ট মোটা দেহ কমিয়া যায় (Dutt)। কুলত্থ কলাই খাইলে ঘর্ম নির্গত হয় এবং চূর্ণ গায়ে মাখিলে ঘর্ম নিবারিত হয়—ইহার দুই প্রকার গুণ আছে (চরক)।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

বীজ—সংকোচক, প্রস্রাবকারক, বলকারক।

কাথ—বেদনাপ্রদ এবং অনিয়মিত রজঃস্রাবে উপকারী।

মন্তব্য :—চরক কুলত্থকে বেদনাশমকবর্গে পাঠ করিয়াছেন।

Fig :—Kirtikar & Basu. Ind. Med. Pl., t. 327 ; Duthie & Fuller, Field Crops, t. 81 (1893).

Ref :—F.B.I., ii. 210 ; B. P., i. 391 ; Prain, H.H., 197.

190. Dolichos biflorus Linn. (কুর্ত্তি কলাই)

191. D. lablab. linn. (শিম)

ভাষানুসারী নাম :—শিম্বী—সংস্কৃত , শিম—বাংলা , শিম—হিন্দি , পৌটি—বোম্বে ; কাল্, নিবাঘানি—মহারাষ্ট্র ; আবরে—কর্ণাট ; অবরাই—তামিল ; অল্প, আল্, মান্‌বি—তেলেগু । অবার—কানাড়া ।

মধুরঃ শ্বেতনিষ্পাবো মাষীকা মধুশর্করা ।
শলকমা স্থূলশিম্বী বৃত্তা মধুসিক্তা সিতা ॥
মধুশর্করা গুরুঃ স্যাৎ মধুরাম্লকষায়কা ।
শিশিরা বাতুলা বল্যা রুচ্যাহারকফপুষ্টিদা ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । শাল্যাদিবর্গঃ ।

নামপর্যায় :—মধুর, শ্বেতনিষ্পাব, মষীকা, মধুশর্করা শলকমা, স্থূলশিম্বী, বৃত্তা মধুসিক্তা, এবং সিতা—এইগুলি নাম ।

গুণপর্যায় :—শিম্বী—অতি রুচিকর মধুর এবং অম্ল কষায় রস, শীতবীর্য্য, বাতকারক, বলকারক, আহারকারক, কফনাশক এবং পুষ্টিকারক ।

জন্মস্থান :—সমগ্র ভারতে চাষ হয় ; বঙ্গদেশে, ও হুগলী, হাওড়া জেলার জমিতে ও বাটীর নিকটস্থ জমিতে চাষ হয়।

বর্ণনা :—লতানে গাছ। জড়াইয়া অপর গাছে উঠে বা মাচা বাঁধিয়া দিলে উহার উপর জন্মে। পত্রের বৃন্ত লম্বা, উহাতে ত্রিপত্র বিশিষ্ট পাতা হয়। পত্র দেখিতে তেজপত্রে কিম্বা শাঁক আলু গাছের পাতার ন্যায়। পুষ্পদণ্ডে অনেক ফুল হয়। উহা শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট। পুষ্পের বহির্ভাগ ½-¾ ইঞ্চি। ফুল রক্তাভ কিম্বা শ্বেতবর্ণ। শুঁটি ১½-২ ইঞ্চি লম্বা, চেপ্টা। শুঁটিতে ৩-৫টি বীজ থাকে। বীজ কৃষ্ণবর্ণ ও হরিদ্রাভ, মুখ শ্বেতবর্ণ। অক্টোবর মাসে ফুল ও ডিসেম্বর মাসে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—বীজ ও ফল।

মুলপ্রচারকের ঔষধার্থে ব্যবহার :—শিম শ্লেষ্মানাশক। ইহার বীজ কামোদ্দীপক এবং নাসিকা হইতে রক্তস্রাব নিবারক।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

বীজ—বলদ, অগ্নিদীপক, রোগ প্রতিষেধক, কামোদ্দীপক।

ফল—বিপাক।

Fig.—Bot. Mag., t. 896, Bot. Reg., t. 830.

Ref.—F. B. I., ii. 209 ; Roxb., F. I., iii. 307 ; B. P., i. 391 ; Prain., H. H., 197.

191. Dolichos lablab Linn. (শিম)

Genus—GLYCINE.

192 G. Soja. Sieb & Zucc. (গাড়ীকলাই)

ভাষানুসারী নাম :—গাড়ীকলাই—বাংলা, ভাট্‌বান্‌—হিন্দি; ভূট্‌—পাঞ্জাব; ভুট—কুমায়ুন।

কলায়ো বর্ত্তুলঃ প্রোক্তঃ সতীনশ্চ হরেণুকঃ।
কলায়ো মধুরঃ স্বাদু পাকে রুক্ষশ্চ শীতলঃ॥

ভাবপ্রকাশঃ। ধান্যবর্গঃ।

নামপর্যায় :—কলায়, বর্ত্তুল, সতীন, হরেণুক—এইগুলি নাম।

গুণপর্যায় :—কলায় মধুর রস, স্বাদু, রুক্ষ, ও শীতবীর্য্য।

জন্মস্থান :—কুমায়ুন, সিকিম, খাসিয়া পাহাড়, ব্রহ্মদেশ, নাগাপাহাড়, হিমালয় পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী উচ্চস্থান সমূহ।

বর্ণনা :—বৃক্ষারোহী বর্ষজীবী উদ্ভিদ। পত্রের বোঁটা লম্বা, পত্রিকা ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ সরু, ২-৪ ইঞ্চি লম্বা। বহির্ভাগ ½ ইঞ্চি, সরু, রোমাবৃত; পাপড়ি বেগুনি বর্ণের। ৩টি পত্রের কোণা হইতে বাহির হয়, লম্বা, বক্র, কোমল রোমযুক্ত, ১½-২ ইঞ্চি লম্বা, ¼-½ ইঞ্চি চওড়া; ৩-৪টি বীজ বিশিষ্ট। বৎসরের মাঝে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—শিকড়।

মুণ্ডাজাতিদের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার শিকড়ের ক্বাথ বামক।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

কাণ্ডের ক্বাথ—বমনকারক।

Fig—Kirtikar Basu. Ind Med Pl., I, t. 314, Tropenfl, I. u. 235.
Ref.—F. B. I. ii. 184, Roxb, F. I., iii. 314, Journ. Linn. Soc., viii. 266.

192 Glycine Soja Sieb. & Zucc. (গাড়ীকলাই)

Genus—ENTADA.

193. E. scandens Benth (গিলাগাছ)

ভাষানুসারী নাম :—গিলা—বাংলা, গেরেণ্ডী—উড়িয়া; কোমরী কজন্—পাহাড়, গারবল্—বোম্বে; কুক-নয়েন্—ব্রহ্ম।

জন্মস্থান :—চট্টগ্রাম, কোচবিহার, উড়িষ্যা, দক্ষিণ ভারতবর্ষ, ব্রহ্ম, এবং আন্দামান ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ।

বর্ণনা :—কাষ্ঠের ন্যায় শক্ত লতা। ইহার কাণ্ড মোচড়ান ও বহু দূর পর্যন্ত, ধূসরবর্ণ ও মসৃণ। শুষ্ক হইলে গাঢ় ধূসরবর্ণ হয়। পত্রদণ্ড লম্বা, ইহার অগ্রভাগ আঁকড়িতে পরিণত হয়। পত্র লম্বা, ডিম্বাকৃতি, পত্রকগুলি ছোট ১-২ ইঞ্চি লম্বা। ফুল ১/২-১ ইঞ্চি লম্বা, বোঁটাগুলি ছোট। পাপড়ি ৫টি, পুংকেশর ১০টি। ফলের বোঁটা ১/২ ইঞ্চি লম্বা, এইগুলি পুরাতন শরীর শাখা হইতে বাহির হয়। ফল শক্ত, ১-২ ফুট লম্বা, ৩-৪ ইঞ্চি চওড়া, বক্রাকৃতি। বীজ চেপ্টা, উজ্জ্বল ও শক্ত, ২ ইঞ্চি চওড়া। ইহার বীজ সিদ্ধ করিয়া খায়। এপ্রিল মাসে ফুল ও মে মাসে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—বীজের শাঁস, বল্কল ও বীজ।

লোকাচারের ঔষধার্থে ব্যবহার :—বীজের শাঁস পাহাড়ী লোকেরা খাদ্যে ব্যবহার করে। কাষ্ঠের ছাল চর্মরোগে হিতকর। ফিলিপাইন দ্বীপের লোকেরা ইহাকে Gogo (গো গো) বলে। কোন চা ও কফিবাগানের শ্রমিকেরা ইহার বীজ সাবানের ন্যায় মস্তক ধুইবার জন্য ব্যবহার করে এবং ফলের শাঁস খাইয়া থাকে (Dymock)। শাঁসের গুঁড়ার সহিত মসলা মিশ্রিত করিয়া দেশীয় স্ত্রীলোকেরা প্রসবের পর কয়েকদিন খাইয়া শরীরের ব্যথা ও বেদনা নিবারণের জন্য ব্যবহার করে (Watt)।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :

বীজ, গুঁড়ি ও ছাল—বিষাক্ত।

বীজ—বমন বিষ। বমন করিয়া বিরেচিত হয়। বমনকারক, যোগ আক্ষেপের প্রতিষেধক, এবং ক্রিমিনাশক।

বীজের গুঁড়া—ক্ষতাদিতে প্রবিষ্ট হলার উপকারী।

শাঁসের গুঁড়ি—বমনকারক।

শাঁসের কাষ্ঠের এবং ছালের রস—'ঘা' এবং চর্ম রোগে উপকারী।

Fig—Rheede, Hort. Mal., viii, t. 32-34; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 369.

Ref—F. B. I., ii. 287, Roxb., F. I. ii. 554, B. P., i. 452; Brandis, For. Fl., 167.

193. Entada scandens Benth. (গিলা গাছ)

Genus—LENS Gren. & Godr.

194 L. esculenta Moench. (মসুরি)

ভাষানুসারী নাম ঃ—মসূর—সংস্কৃত , মসুরি—বাংলা ; মসুর—হিন্দি ; মিসুর পরুপ্পু—তামিল ; মিসুর পপ্পু—তেলেগু ; মসুরী—মহারাষ্ট্র ; চানাচি—কর্ণাটক ; মসুরী—গৌড় ।

মসূরো রাগদালিশ্চ মঙ্গল্যঃ পৃথুবীজকঃ ।
সূক্ষ্মঃ কল্যাণবীজশ্চ গুরুবীজো মসূরকঃ ॥
মসূরো মধুরঃ শীতঃ সংগ্রাহী কফপিত্তজিৎ ।
বাতামলকরশ্চৈব মূত্রকৃচ্ছ্রং হরেৎ লঘুঃ ॥

ভাবপ্রকাশনিঘণ্টুঃ । ধান্যাদিবর্গঃ ।

নামপর্য্যায় ঃ—মসূর, রাগদালি, মঙ্গল্য, পৃথুবীজক, সূক্ষ্ম, কল্যাণবীজ, গুরুবীজ, ও মসূরক—এইগুলি নাম ।

গুণপর্য্যায় ঃ—মসূর—মধুর রস, শীতবীর্য্য, মলসংগ্রাহক, কফ ও পিত্তনাশক, বাতবর্দ্ধক, মূত্রকৃচ্ছ্রনাশক ও লঘুপাক ।

ব্যবহার ঃ—আহারের জন্য লাগে । শীতকালীন ফসল , হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, ২৪-পরগণা ও বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানে চাষ হয় ।

বর্ণনা :—নরম গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, শীতকালে চাষ হয়, ১-২ ফুট উচ্চ। পত্র দুই দিকে জোড়া জোড়া থাকে। পত্রিকা ৪-৬ জোড়া হয়। ইহা লম্ব এবং মসৃণ। পত্রবৃন্ত ছোট, পুষ্পদণ্ড পত্রের দৈর্ঘ্যের সমান। প্রত্যেক দণ্ডে ২টি ছোট ও শ্বেতবর্ণ ফুল হয়। শুঁটি বিষম চতুর্ভুজের ন্যায় ও মসৃণ, প্রত্যেকটিতে ২টি গোলাকার, চেপ্টা, ধূসরবর্ণ ও কৃষ্ণ ক্ষুদ্র দাগ-বিশিষ্ট বীজ থাকে। প্রত্যেক বীজে ২টি অঙ্কুর হয়। মাঘ মাসে ফুল ও ও চৈত্র মাসে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—কলাই।

মূলপ্রয়োগের ঔষধার্থে ব্যবহার :—অন্যত্রের কোন দরকার। চক্ষু উঠিয়া ... বর্ণ হইলে মসুর কলাই বাটিয়া কপালে প্রলেপ দিলে চক্ষু উঠা আরাম হয়। মসুর অতিশয় পুষ্টিকর। মসুর কলাই অপামার্গের শিকড় সহ বাটিয়া স্তনে প্রলেপ দিলে দুগ্ধ বন্ধ হয় এবং স্তনের স্ফীতি কমিয়া যায়।

বসন্তের ঘায়ে মসুরের পুলটিস দিলে উহা শীঘ্র শুকাইয়া যায়। মসুর অতিশয় বলকারক ও শারীরিক দৌর্বল্যনাশক।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

বীজ—স্নিগ্ধকর, বিরেচক, কোষ্ঠবদ্ধতায় উপকারী এবং অন্যান্য পেটের পীড়ায় ও উপকারী। দুষ্ট ক্ষত এবং পুরাতন ক্ষতে ইহা বাটিয়া ব্যবহারে পরিষ্কার করণের কার্য্য করে।

Fig.—Bentl & Trim., Med Pl , ii, t. 76.
Ref.—F B I , 179 ; Roxb , F. I ,iii 323 ; B P., i. 357 ; Prain. H.H., 192 ; Voigt , H S., 226.

194. Lens esculenta Moench. (মসুরি)

Genus—ERYTHRINA Linn.

195 E. indica Lamk. (পালতেমাদার)

E Variegata Linn Var Orientalis (Linn) Merr

ভাষানুসারী নাম :—পারিভদ্র পারিজাত—সংস্কৃত, পালতেমাদার—বাংলা, কড়ুয়া মান্দার, পর্জিরা পনরা—হিন্দি, ফারিডিয়া—উড়িষা; পাঙারা—মহারাষ্ট্র, হরিবাল—কর্ণাট, পনরো—গুজরাট, মুরুক্, কাল্যিয়ান্—তামিল, বোড্ডুগু, বাদিসেচেট্টু, বাদিদম্—তেলেগু, কথিট্—ত্রয়কেশ।

অথ কথিত পারিভদ্রো মন্দারঃ পারিজাতকো নিম্বতরুঃ।
রক্তকুসুমঃ ক্রিমিঘ্নো বহুপুষ্পো রক্তকেসরো কণ্টকঃ ॥
পারিভদ্রঃ কটুষ্ণঃ স্যাৎ কফবাতনিকৃন্তনঃ।
অরোচকহরঃ পথ্যো দীপনশ্চাপি কীর্তিতঃ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। শাল্মল্যাদির্বর্গঃ।

নামপর্যায় :—পারিভদ্র, মন্দার, পারিজাতক, নিম্বতরু, রক্তকুসুম, ক্রিমিঘ্ন, বহুপুষ্প, রক্তকেসর ও কণ্টক এইগুলি নাম।

গুণপর্যায় :—পারিভদ্র—কটুরস, উষ্ণবীর্য, কফ ও বাতনাশক, অরুচিনাশক, পথ্য ও অগ্নিদীপক।

জন্মস্থান :—সুন্দরবন, সমগ্র ভারতবর্ষ ও বর্মা, বঙ্গদেশ, দক্ষিণ ভারত ও আন্দামান, হুগলী, হাওড়া, বর্ধমান, ২৪-পরগণা, বাঁকুড়া, বোটানিক্যাল গার্ডেন, শিবপুর। [বেড়ার জন্য রোপণ করে]

বর্ণনা :—উচ্চবৃক্ষ ১০-২০ ফুট উচ্চ হয়, ত্বক ধূসরবর্ণ ও পাতলা। গাছে ছোট ছোট কাঁটা থাকে, কাঁটা দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ। পত্রদণ্ড হইতে দুই দিকে দুইটি ও অগ্রভাগে একটি পত্র হয়। পত্র ৩-৯ ইঞ্চি লম্বা, চওড়া দিকে বিষম চতুর্ভুজের ন্যায়, দেখিতে অনেকটা পলাশ পত্রের ন্যায়। পুষ্প ৩ ½ ইঞ্চি লম্বা ও বিস্তৃত। ফুলের রং লালবর্ণ। বৃতি ১-১½ ইঞ্চি লম্বা। পাপড়ি ছোট ছোট পাঁচটি দাঁত থাকে, শাল ফলি ২-২½ ইঞ্চি লম্বা, অবনত, ১½ ইঞ্চি চওড়া, বৃতি ½-১ ইঞ্চি লম্বা, বীজ ৩-৮টি থাকে, দেখিতে শিম বীজের ন্যায়, ½ ইঞ্চি লম্বা, উজ্জ্বল লালবর্ণ। ফেব্রুয়ারী মার্চ মাসে ফুল ও মে জুলাই মাসে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—ত্বক্, মূল এবং পত্র। মাত্রা ত্বক ক্বাথ ৫-১০ তোলা, পত্র রস ১-২ তোলা।

বৈদ্যকে পারিভদ্রের ব্যবহার।

মূত্রকৃচ্ছ্র :—(১) উদকমেহে পারিভদ্র—যাহার উদকমেহ হইয়াছে তাহাকে পারিভদ্র মূলত্বকের ক্বাথ পান করাইবে (চিঃ ১১ অঃ)। (২) **শুক্রমাত্রা বৃদ্ধিতে** পারিভদ্র—নিত্য

মূত্রাঘাত হইলে পারিভদ্র মূলের ক্বাথে পান করাইবে (উঃ ৩২ অঃ)। (৩) ক্রিমিরোগে পারিভদ্র:—পালতে মাদারের পাতার রস, মধুর সহিত ক্রিমিরোগীকে পান করাইবে (উঃ ৫৪ অঃ)।

হারীত:—যাহাদের অম্লপিত্ত রোগে বিরেচনার্থ পারিভদ্র পত্র এবং আমলকীর ক্বাথ পান করিবে (চিঃ ২৫ অঃ)।

চক্রদত্ত:—অপবাহুকরোগে পারিভদ্র -পারিভদ্র মূলত্বকের রস কিম্বা ক্বাথ নাসিকাদ্বারা একমাস পান করিলে, অপবাহুক রোগীর বাহু বজ্রের মত দৃঢ় হয় (বাতব্যাধি চিঃ)।

দেশ প্রদেশের ঔষধার্থে ব্যবহার:—ডাক্তার Rheede বলেন ইহার পাতার রস উপদংশ রোগে হিতকর। Dr. Rumphius বলেন যে, ইহার পাতার রস কফরোগের প্রশমনে ব্যবহৃত হয়। পাতার রস নারিকেল দুধের সহিত সেবন করিলে ও বাহ্য প্রয়োগ করিলে স্ত্রীলোকদিগের স্তন্য বাড়িয়া থাকে ও ঋতু আনয়ন করে। ছাল জ্বর আমাশয় রোগে হিতকর। Dr. Wight বলেন, ইহার কচি পাতা ও ক্রিমিনাশক এবং চক্ষু উঠা রোগে হিতকর। ইহার পত্র বাহ্য প্রয়োগ করিলে 'বাগী' বসিয়া যায় এবং ব্যথার লাঘব হয় (Kanai Lal De)।

কঙ্কণ দেশে ইহার ছাল ও কচি পাতার রস কফরোগের পোকা নষ্ট করিবার জন্য ব্যবহার করে। যে গাছে শ্বেতবর্ণের ফুল হয় উহার শিকড় ছেঁচা করিয়া শীতল দুধের সহিত সেবন করিলে ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা হয়। ছাল পিত্তনাশক ও জ্বরঘ্ন। পত্র মৃদু বিরেচক এবং মূত্রকর, শিকড় নিদ্রাকর বলিয়া কথিত আছে। ইহার টাটকা রস কর্ণে দিলে কর্ণ বেদনা আরাম হয়, এবং দাঁতের বেদনা নিবারণ করে (Watt)।

Dr. Allamirans বলেন যে, ইহা Nux Vomica এর প্রতিষেধক ঔষধ। ইহা ক্রিমিনাশক, চক্ষুউঠা নিবারক এবং গেঁটে বাতের মহৌষধ (K.L. Dey)। পালতে পাতা রসায়ন, মূত্রকর, স্তন্য ও আর্তবকারক, এতদ্ব্যতীত যে সকল স্ত্রীলোকের ঋতুনাশ হইয়াছে তাহাদিগকে সেবন করাইলে পুনরায় ঋতু হইয়া থাকে।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়:—

ছাল—সংকোচক, জ্বরঘ্ন, যকৃতের বলকর, ক্রিমিরোগে এবং চক্ষুরোগে হিতকর। সর্প বিষের প্রতিষেধক।

পাতা—বিরেচক, প্রস্রাবকারক, ক্রিমিনাশক, স্তন্যদুগ্ধ বর্দ্ধক, ঋতুস্রাবকারক, উপদংশে ক্ষত, "বাগী" তে বাহ্য প্রয়োগে উপকার দর্শে। অর্শরোগে উপকারী।

পাতার রস—ক্রিমিনাশক এবং বিরেচক।

Fig.—Wight, Ic., t. 58; Rheede, Hort. Mal., vi, t. 7; Kirtikar & Basu Ind. Med. Pl., t. 318.

Ref.—F.B.I., ii. 188; Roxb., F.I., iii. 249; B.P., i. 398; Watt, iii. pt. i. 269; Prain, H.H., 198; Voigt., H.S., 237.

195. Erythrinia indica Lamk. (পালতেমাদার)

Genus—INDIGOFERA Linn.

196. I. linifolia Retz. (ভাবাড়া)

ভাষানুসারী নাম :—ভাবাড়া—বাংলা ; জঙ্গী—হিন্দি ; ভেবারিও—মহারাষ্ট্র ; কাজানুগি বোদে, বুদিশাপু—তেলেগু, তৌরিযবিরাহা—সাঁওতাল।

জন্মস্থান :—সমগ্র ভারতবর্ষ, বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বর্ধমান; রাস্তার ধারে ও জঙ্গলের পার্শ্বে। ভারতের হিমালয় হইতে সিংহল পর্যন্ত কুত্রাপি পাওয়া যায়।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী গাছ, দেখিতে রোমবর্ণ ; কাণ্ড নরম ও বহু শাখাবিশিষ্ট, ½–১ ফুট লম্বা ; পাতার বোঁটা ক্ষুদ্র, ½–১ ইঞ্চি লম্বা ও সরু, বোঁটার দিক ক্রমশঃ সরু, অগ্রভাগ মোটা, হ্যাপাটি ঠিক টেনিসের র‍্যাকেটের মত। ফুল এক বোঁটায় ৬–১২টি হয়, খুব ঘন ও উহার বোঁটা ছোট। বহির্বাস ⅛ ইঞ্চি, রোমবর্ণ ও রোমযুক্ত। ফুল উজ্জ্বল লালবর্ণ, উহা বহির্বাসের ২–৩ গুণ। ফল গোল ও রোমবর্ণ, ⅛ ইঞ্চি পুরু। বৎসরের প্রায় সকল সময়েই ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—সমগ্র গাছ।

মূলপ্রবাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—এই গাছ কোষ্ঠিক রসের পাচিকর। সাঁওতালেরা এই গাছ কফুনাশ রোগে শ্বেতকরই (Euphorbia thymifolia) গাছের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করে (Rev. A. Campbell)।

Glossary সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

গাছ :—কোষ্ঠের মলের উপকারী।

Fig.—Roxb., Cor. Pl., t. 196; Wight, I c., t. 313.

Ref.—F. B. I., ii. 92; Roxb. F. I., iii, 370; B. P., i. 431; Prain, H. H. 203; Voigt, H. S., 211.

196. Indigofera linifolia Retz. (ভাফারা)

197. I. tinctoria Linn. (নীল)

ভাষানুসারী নাম :—নীলী—সংস্কৃত, নীল—বাংলা, নীল—হিন্দি, গলি, নীল্—গুজরাট, নাল—কর্ণাট, নীল—বোম্বে, নীলম্, অবেরী—তামিল, নালীমন্ধু—তেলেগু।

নীলী চ নীলিনী তুণী কালা দোলা চ নীলিকা।
রঞ্জনী শ্রীফলী তুত্থা গ্রামীণা মধুপর্ণিকা॥
ক্লীতকা কালকেশী চ নীলপুষ্পা চ সা স্মৃতা।
নীলিনী রেচনী তিক্তা কেশ্যা মোহভ্রমাপহা॥

উষ্ণা হন্ত্যুদরপ্লীহ-বাতরক্তকফানিলান্ ।
আমবাতমুদাবর্তং মদং চ বিষমুদ্ধতম্ ॥

ভাবপ্রকাশঃ । গুডূচ্যাদিবর্গঃ ।

নামপর্যায় :—নীলী, নীলিনী তুণী, কালা, দোলা, নীলিকা, রঞ্জনী, শ্রীফলী, তুত্থা, গ্রামীণা, মধুপর্ণিকা, ক্লীতকা, কালকেশী, ও নীলপুষ্পা – এইগুলি নাম

গুণপর্যায় :—নীলী—রেচক, তিক্তরস, উষ্ণবীর্য, কেশের হিতকর, মোহ, ভ্রম উদর প্লীহা, বাতরক্ত, কফ, বায়ু, আমবাত, উদাবর্ত, মদবিষ ও উৎকটবিষ নাশক।

জন্মস্থান : ছোটনাগপুর, বিহার, বর্দ্ধমান, হুগলীতে চাষ হয়। দক্ষিণকোরাতে (কনকান) স্থানে স্থানে জঙ্গলে দেখা যায়।

বর্ণনা :—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, ৬–৭ ফুট উচ্চ। ছাল ধোঁয়াবর্ণ, পত্র ১–২ ইঞ্চি লম্বা, পত্রিকা উভয়দিকে বিস্তৃত, পত্র শুষ্ক হইলে ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ হয়। বোঁটা ½–১ ইঞ্চি, পুষ্পদণ্ড ২–৩ ইঞ্চি লম্বা, বহির্বাস ⅙ ইঞ্চি, রক্তবর্ণ, ফুল ½–¾ ইঞ্চি, দলের আকারযুক্ত পীতবর্ণ। শুঁটি ½–১ ইঞ্চি লম্বা, ⅛ ইঞ্চি মোটা; শ্বেতলোমযুক্ত। বীজ শুঁটিতে ৫–৬টি হয়। বর্ষায় ফুল ও শীতে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—শিকড় ও পাতা।

বৈদ্যকে নীলের ব্যবহার।

সুশ্রুত :—বৃশ্চিকবিষে নীলিনী—কোনও ব্যক্তি বৃশ্চিক কর্তৃক দষ্ট হইলে পুনর্নবা ও নীলির কাথ দ্বারা যথাবিধি পক্ব ঘৃত পান করাইবে (সুঃ ক আঃ চি ২৫ অঃ)।

চক্রদত্ত :—কৃমিশিরোরোগে নীলিনী—মস্তকস্থ ক্রিমি বিনষ্ট করিবার জন্য নীলিনীর মূল চর্বণ পূর্বক ক্রিমিবিশিষ্ট দন্তোপরি স্থাপন করিবে (শিরোরোগ চিঃ)।

মূলপ্রকাণ্ডের ঔষধার্থে ব্যবহার :—হিন্দু ও মুসলমান বৈদ্যেরা পাতাকে যকৃৎ কর্কটরোগ, বক্ষ ও মূত্রাশয়ের রোগে বুক ধড়ফড়ানি রোগে, যকৃৎবৃদ্ধি ও শোথরোগে ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। নীল বাটিয়া বালকদিগের নাভির চতুর্দিকে প্রলেপ দিলে পাকস্থলীর উপর কার্য করে। ইহা মূত্র বৃদ্ধি করে। পাতার পুল্টিস্ দিলে চর্মরোগ, ক্ষত, রক্তার্শ আরাম হয়। মৌমাছি কামড়াইলে পাতার রস লাগাইলে যন্ত্রণা নিবারিত হয়।

নীলের অরিষ্ট অন্তঃপ্রদাহে হিতকর। শিকড়ের কাথ আর্সেনিক বিষের প্রতিষেধক (Watt)। নীলের গুঁড়া বাহ্যিক রোগ ও কাশি নিবারক। ইহা ক্ষতের মলমরূপে ব্যবহৃত হয়।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণ পরিচয় :—

গাছের কাথ :—মূত্রল, শ্বাসরোগ, কাস, জ্বর, হৃদ্রোগ, অর্শে উপকারী।

মূল—যকৃৎ রোগ এবং কাঁকড়াবিছার দংশনে উপকারী

পাতার রস—জলাতঙ্করোগে উপকারী।

মন্তব্য :—যে সকল স্ত্রীলোকের অধিক বয়সেও ঋতু হয় না, কিম্বা যাহাদের ঋতু দীর্ঘকাল বন্ধ হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে নীল হিতকর। এতদ্দেশীয় লোকে এরণ্ড তৈলের সহিত নীল মিশ্রিত করিয়া কোষ্ঠবদ্ধ রোগীর নাভিতে এবং মূত্ররোধ রোগে বস্তিদেশে প্রলেপ দেয়। নীল, দধি কিম্বা উষ্ণ তরল বস্তুদ্বারা মস্তকের পক্ষে হিত প্রলেপ। নীলের শাখা ও পত্রের প্রলেপ রক্তার্শের রক্তস্রুতি নিবারণার্থ ব্যবহৃত হয়। পত্র শাখা সহিত নীলের রস বিষধর প্রাণী-কর্তৃক দংশন জন্য বিষদোষ প্রতীকারার্থ কিংবা কুকুর দংশন জন্য জলাতঙ্ক প্রশমনার্থ সেবন ও লেপন করা হইয়া থাকে।

Fig.—Rheede, Hort Mal., i. t. 54; Wight, Ic., t. 365; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 297 A.

Ref.—F B. I, ii 99, Roxb., F. I., iii. 379; B P., i. 432; Watt., iv, Pt. ii. 387.

197. Indigofera tinctoria Linn. (নীল)

Genus—LATHYRUS Linn.

198. L. sativus Linn. (খেসারী)

ভাষানুসারী নাম :—ত্রিপুটী—সংস্কৃত, খেসারী—বাংলা; খেসারী—হিন্দি; লাখ—মহারাষ্ট্র; লংক—গুজরাট; কলিন্—পাঞ্জাব; মসং—পারস্য।

ত্রিপুটঃ খণ্ডিকোঽপি স্যাৎ কথ্যন্তে তদ্‌গুণা অথ।
ত্রিপুটো মধুরস্তিক্তস্তুবরো রূক্ষণো ভৃশম্‌॥
কফপিত্তহরো রুচ্যো গ্রাহকঃ শীতলস্তথা।
কিন্তু খঞ্জত্বপঙ্গুত্ব-কারী বাতাতিকোপনঃ॥

ভাবপ্রকাশঃ। ধান্যবর্গঃ।

নামপর্যায় :—ত্রিপুট ও খণ্ডিক—খেসারীর নাম।

গুণপর্যায় :—ত্রিপুট—মধুর, তিক্ত কষায়-রস, অত্যন্ত রুক্ষ, কফপিত্তনাশক, রুচিকর, মলসংগ্রাহক, শীতবীর্য, কিন্তু খঞ্জ ও পঙ্গুতা কারক এবং অত্যন্ত বায়ুবর্দ্ধক।

জন্মস্থান :—ভারতের সকল স্থানেই চাষ হয়। বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, বিহার প্রভৃতি স্থানে শীতকালে চাষ হয়; হাজারা, কাশ্মীর এবং পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানেও জন্মে।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী উদ্ভিদ্‌। শুষ্ক লোমযুক্ত। পত্র পক্ষাকার। শাখের অগ্রভাগে আঁকড়ি আছে। পত্রিকা লম্বাকৃতি, দুই পত্রযুক্ত। ফুল এক একটি হয়। দৈর্ঘ্য ½-১½ ইঞ্চি, বৃন্তযুক্ত। ফুল ½ ইঞ্চি, লাল ও নীলের আভাযুক্ত কিম্বা শ্বেতবর্ণ। শুঁটি ১½ ইঞ্চি লম্বা, শুষ্ক লোমযুক্ত। প্রত্যেক শুঁটিতে ৪-৫টি বীজ থাকে। মাঘ মাসে ফুল ও ফাল্গুন মাসে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—বীজ

মূল প্রয়োগের ঔষধার্থে ব্যবহার :—এ মত আছে খেসারী কলাই অধিককাল ধরিয়া ব্যবহার করিলে পক্ষাঘাত হয়। ইহার দরুন শরীরের পেশীতে ও হাঁটুর দিকে প্রকাশ পায়। ঘোড়ায় খেসারী খাইলে পশ্চাৎ দিকের পায়ে পক্ষাঘাত হয়, এমন কি মরিয়া যায়। মানুষের শরীরে ইহা এখনও বিশেষ পরীক্ষা হয় নাই (Irv Ind Am Med. Science., vii, 127).

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

বীজের তৈল—শক্তিশালী এবং বিপজ্জনক বিরেচক।

Fig. : Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t 314 A, Royle, Ill 200.
Ref —F B.I., ii. 179, Watt, vi. pt ii, 590, B.P i 368, Prain, H H, 192; Voigt, H.S., 227.

198. Lathyrus sativus Linn (খেসারী)

Genus--MELILOTUS Linn.

199. M indica All. (বনমেথি)

ভাষানুসারী নাম :—বনমেথিকা—সংস্কৃত ; বনমেথি—বাংলা, বনমেথি—হিন্দি ; সিঞ্জি—পাঞ্জাব ; মিথ—সিন্ধুদেশ।

জন্মস্থান :—সমগ্র বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া এক প্রকার আগাছা।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী আগাছা ; ২–৩ ফুট উচ্চ হয়। ডালগুলি শক্ত, শাখায় ধূসরবর্ণ লোম আছে। পত্র ½–¾ ইঞ্চি ; পত্রিকা ৩টী, দুই পার্শ্বে ২টী ও সম্মুখে ১টী থাকে। পুষ্পদণ্ড ঘন সন্নিবদ্ধ, প্রত্যেক দণ্ডে ৬–১২টী ফুল হয়, ক্ষুদ্র ছোট পুষ্প বেগুনের আভাযুক্ত লালবর্ণ। ৩টি বোঁটা, ৬–১০টি বীজ হয়। এই প্রকার আর একজাতীয় গাছ আছে তাহা শস্যক্ষেত্রে সচরাচর দেখা যায়—ইহাকে M alba বলে। ইহার ফুল শ্বেতবর্ণ। ইহাকে শ্বেত বনমেথি বলে। চৈত্র মাসে ফুল ও পরে ফল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—বীজ।

মূলপ্রধানাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার বীজ পাকস্থলীর রোগে ও ছোট ছেলেদের উদরাময়ে ব্যবহৃত হয় (Murray)। শ্বেতবর্ণ মেথির পর গরু-বাছুরে খাইলে পেট ফুলিয়া যায়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

বীজ—পেটের বেদনায় এবং বালক দলের উদরাময়ে উপকারী। মশলা হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

গাছ—স্নিগ্ধতাকারক বাটিয়া ঘোড়ার ক্ষতপ্রদেশে ব্যবহৃত হয়।

মন্তব্য :—মেথি অপেক্ষা বনমেথি স্বল্পগুণান্বিত এবং ঘোড়ার পক্ষে বিষাক্ত।

Fig.—Lamk, Ill., iii, t. 613, fig. 4 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 291 B.

Ref.—F. B. I., M. parviflora Desf. ii. 89 ; Roxb., Fl. Ind. iii. 388 ; Trifolium indicum Roxb., B. P., i. 413 ; Prain H.H., 201 ; Voigt. H.S., 209

109 Melilotus indica Desf. (বনমেথি)

Genus—OUGEINIA Benth.

200—O. dalbergioides Benth (তিনিশ)

ভাষানুসারী নাম :—তিনিশ—সংস্কৃত, তিনিশ বাংলা, তিনিস, সন্দন—হিন্দি; তানচ—মহারাষ্ট্র, তিম্‌স—বোম্বে, মন্ত—তেলেগু, কবি-মুটল—কানাড়ী।

তিনিশঃ স্যন্দনশ্চক্রী শতাঙ্গঃ শকটো রথঃ,
রথিকো ভস্মগর্ভশ্চ মেষী জলধরো দশ ॥
তিনিশস্য কষায়োষ্ণঃ শ্লেষ্মরক্তাতিসারজিৎ।
প্রাহকো দাহকৃচ্চাসৌ বাতামযহরঃ পরঃ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। প্রভদ্রাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—তিনিশ, স্যন্দন, চক্রী, শতাঙ্গ, শকট, রথ, রথিক, ভস্মগর্ভ, মেষী, জলধর—এই দশটী নাম।

গুণপর্য্যায় :—তিনিশ—কষায় রস, উষ্ণবীর্য্য, কফ ও রক্তাতিসারনাশক, মলসংগ্রাহক, দাহকারক, এবং বাতরোগনাশক।

প্রাপ্তিস্থান :—বিহার, ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা, বোটানিক্‌ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—মধ্য গাছ, ২০-৩০ ফুট উচ্চ হয়। গাছের ছাল ½ ইঞ্চি মোটা। কাষ্ঠ শক্ত। উপরের কাষ্ঠ ধূসরবর্ণ কিম্বা লালের আভাযুক্ত। শাখা লোমযুক্ত, ধূসরবর্ণ। পত্র পক্ষাকার, ত্রি-পত্রিকা বিশিষ্ট, পত্রিকা ঈষৎ গোলাকার কিম্বা ডিম্বাকৃতি, ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা। পত্রের মধ্যদেশ মোটা, একদিক একটু মোটা, অপরদিক সরু, প্রায় অশ্বত্থ পত্রের ন্যায়। পুষ্প ছোট। পুরাতন ডালের গাত্র হইতে গুচ্ছবদ্ধ পুষ্পদণ্ড বাহির হয়। ফুল ঈষৎ লালবর্ণ কিম্বা ফিকে গোলাপী; শুঁটি ২-৩ ইঞ্চি লম্বা। প্রত্যেক খণ্ডে বীজ ২-৫টি হয়; বীজ চেপ্টা। শুঁটি চীনেবাদামের মত শক্ত ও মোটা। ইহাতে ২।৩ টি গাঁইট থাকে। মার্চ মাসে ফুল ও এপ্রিল মাসে ফল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—ত্বক্‌।

মূল প্রকারের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার ছাল রক্ত আমাশয় ও উদরাময় নিবারক; ডালের কাথ ছোটনাগপুর দেশের পাহাড়ী জাতিরা ব্যবহার করে (Rev. Campbell)। ইহার ছাল জ্বরনাশক বলিয়া মধ্যভারতের লোকে ব্যবহার করে।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

ছাল—কষা। কাটিলে যে রস বাহির হয় তাহা মিষ্ট, আমাশয় এবং অতিসারে উপকারী। প্রথম যখন অল্পায় গাছ হয় তখন ইহার রস উপকারী। সংগ্রাহক।

Fig — Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 309, Wight Ic., t. 391, Beddome, Fl. Sylv. t. 36.

Ref F. B. I., ii 161, Roxb., F. I., iii 220, B. P., i 421

200 Ougeinia dalbergioides Benth. (তিনিশ)

Genus—MIMOSA Linn.

201. M. pudica Linn. (লজ্জাবতী)

ভাষানুসারী নাম:—লজ্জালু—সংস্কৃত, লজ্জাবতী, লাজক—বাংলা, লজ্জাবন্তী—হিন্দি, লাজ্ওন্তি—পাঞ্জাব, লাজালু—মহারাষ্ট্র, রিসামণি, লাজালু—গুজরাট, তোত্তলবাড়ী, না'জবো—কাছিন, আদি-পদী, মুনিকারমুরুটে—তেলেগু, মুটু-মলকেক—কানাড়া, টৈস—অজমের।

রক্তপাদী শমীপত্রা স্পৃক্কা খদিরপত্রিকা।
সঙ্কোচনী সমঙ্গা চ নমস্কারী প্রসারিণী॥
লজ্জালুঃ সপ্তপর্ণী স্যাৎ খদিরী গণ্ডমালিকা।
লজ্জা চ লজ্জিকা চৈব স্পর্শলজ্জাঽপ্যরোধনী॥

রক্তমূলা তাম্রমূলা স্বগুপ্তাঞ্জলিকারিকা।
নাম্নাং বিংশতিরিত্যুক্তা লজ্জালোস্তু ভিষগ্বরৈঃ॥
রক্তপাদী কটুঃ শীতা পিত্তাতীসারনাশনী।
শোফদাহশ্রমশ্বাস-ব্রণকুষ্ঠকফাস্রনুৎ॥
লজ্জালুর্বৈপরীত্যাখ্যা অম্বুপত্রযুতা।
বৈপরীত্যা তু লজ্জালুর্বিষাদে প্রযোজয়েৎ।
লজ্জালুর্বৈপরীত্যাখ্যা কটূষ্ণা কফামনুৎ।
ততো নিরামকোষ্ঠ-ত্রাস-নানাবিষাপহারকঃ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। পর্পটাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—রক্তপাদী, শমীপত্র, স্পৃক্কা, খদিরপত্রিকা, সঙ্কোচনী, সমঙ্গা, নমস্কারী, প্রসারিণী লজ্জালু, সপ্তপর্ণী, খদিরী, গণ্ডমালিকা, লজ্জা, লজ্জিকা, স্পর্শলজ্জা, অস্ররোধনী রক্তমূলা, তাম্রমূলা, স্বগুপ্তা, অঞ্জলিকারিকা—এই কুড়িটি নাম।

অন্য প্রকার লজ্জালুর নাম—বৈপরীত্য, অম্বুপত্র, বৃহৎদলা। বৈপরীত্য—লজ্জালুর পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়।

গুণপর্যায় :—রক্তপাদী—কটুরস, শীতবীর্য, পিত্ত এবং অতিসার নাশক। শোথ, দাহ, শ্রম, শ্বাস, ব্রণ, কুষ্ঠ, কফ এবং রক্তদোষ নিবারক।

বৈপরীত্যা লজ্জালু—কটুরস, উষ্ণবীর্য, কফ এবং আমদোষ বিনাশক। ইহার রস—অজীর্ণ নিবারক ও নানাপ্রকার বিষ নিবারক।

উৎপত্তিস্থান :—বঙ্গদেশের সকল স্থানে বাগানে বনে দেখা যায়। হুগলী, হাওড়া, বর্ধমান, ২৪-পরগণা, বাঁকুড়া, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর এবং ইহার নিকটবর্তী স্থানে।

বর্ণনা :—গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্, গায়ে কাঁটা আছে। ইহার গায়ে হাত দিলে পাতাগুলি গুটাইয়া যায়। লতার গায়ের কাঁটাগুলি নিচে অবনত। পত্রের বৃন্ত ১-১½ ইঞ্চি লম্বা। ডাঁটার দুইদিকে পত্র বাহির হয়। পত্র ২-৩ ইঞ্চি লম্বা। ১০-২০টি থাকে। ফুল ফুলের ন্যায় নরম, ফিকে লালবর্ণ। ফুলের বোঁটা ২ ইঞ্চি লম্বা। পত্রের গোড়া হইতে ফুল বাহির হয়। শুঁটি ½-¾ ইঞ্চি লম্বা। ফুল ও ফল বৎসরের সকল সময়েই হয়। সাধারণতঃ জুলাই মাস হইতে ডিসেম্বর মধ্যে ফুল ও ফল হয়। প্রত্যেক শুঁটিতে ৩-৪টি বীজ থাকে। ফলে ধূসরবর্ণের ছোট ছোট কাঁটা আছে।

ব্যবহার্য অংশ :—সমগ্র উদ্ভিদ ও মূল।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—রক্তার্শ ও পিত্তরোগে লজ্জাবতী ব্যবহৃত হয় (Mir Mahammad)। ইহার রস বাহ্য প্রয়োগ করিলে ভগন্দর রোগ আরোগ্য হয় (Dymock)।

ইহার শিকড়ের কাথ—পাথুরী রোগে ব্যবহৃত হয়। পত্র এবং শিকড় চূর্ণ ও ভগন্দর নিবারক। মাত্রা—পাতার গুঁড়া, দুগ্ধের সহিত ১০৮ গ্রেণ পরিমাণ সেবা, দিবসে একবার (Ainslie, Mat, Med, Ind, 432)।

কঙ্কন-দেশীয় লোকেরা ইহার পাতার রস দুধের সহিত মিশাইয়া উহা আহার করে (Dymock)। বাতে দোষ হইলে ইহার পাতার রসে তুলা ভিজাইয়া ব্যবহার করে।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

ফুলের রস—পাথুরীর ব্যথায় উপকারী।

পাতা এবং মূল—অর্শ এবং ভগন্দরে উপকারী।

পাতা—বাটিয়া প্রলেপে অণ্ডবৃদ্ধিতে উপকারী।

পাতা ও গাছ—কাঁকড়াবিছের দংশনে উপকারী।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 373B ; Roxb., Hort. Beng., 41.
Ref.—F. B. I., ii. 291 ; Roxb. Fl. Ind., ii. 565 ; B.P., i. 456 ; Watt, v., Pt. i. 348 ; Prain H. H., 207.

201. Mimosa pudica Linn. (লজ্জাবতী)

202 M. rubicaulis Lam. (কুচিকাঁটা)

ভাষানুসারী নাম :—কুচিকাঁটা, শাঁইকাঁটা—বাংলা ; শাঁইকাঁটা, কাচিকাটা—হিন্দি ; সেগা-কাহুহ্—সাঁওতাল ; বাদ, বিরাইল—পাঞ্জাব ; অলিয়া—সিন্ধুদেশ ; খিরা, চলা—তেলেগু ; আলাহি—নেপাল।

প্রাপ্তিস্থান :—ছোটনাগপুর, কুমায়ুন, সিকিম, পশ্চিমবঙ্গ, মালদহ, হুগলী, গৌহাটি, বাঁকুড়া, ২৪-পরগনা, বর্ধমান, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা : – ছোট কাঁটাযুক্ত উদ্ভিদ। শাখাগুলি ধূসরবর্ণ ও বহু সংখ্যক ছোট কাঁটা দ্বারা আবৃত; শাখাগুলি অবনত। কাণ্ড শক্ত, বাহিরের কাণ্ড নীচের আঁকড়াযুক্ত শ্বেতবর্ণ, ভিতরের কাণ্ড লালবর্ণ। পাতার বৃন্ত, ধারাল ও নীচের আঁকড়াযুক্ত ছোট ছোট কাঁটা আছে। পত্রদণ্ড ৩-৭ ইঞ্চি লম্বা, পত্রিকা ১২-২০টি, ১/৮-১/৪ ইঞ্চি লম্বা, নিচে অবনত। বোঁটা ছোট। ইহার ফল বর্ষাকালে জন্মে। ফুল প্রথমে বেগুনে পরে শ্বেতবর্ণ হয়। ফুল ১/৪ ইঞ্চি। পুংকেশর ৮টি। শুঁটি ৩-৪ ইঞ্চি লম্বা, ১/৪-১/২ ইঞ্চি চওড়া। প্রত্যেক শুঁটিতে ৪-১০টি বীজ থাকে। গ্রীষ্ম ও শীতের মধ্যে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—পাতা ও শিকড়।

মূল প্রত্যংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :— আগুনে পুড়িয়া ক্ষত হইলে ইহার পাতা, যে অঞ্চলের চাষাদের লোকেরা উক্ত ব্যাপারে প্রয়োগ করে (Stewart)। ইহার পাতার রস ঘর্ষে লাগে। ফিভারে কোষ্ঠকাঠিন্যে ইহার শিকড়ের ক্বাথ যখন রোগে প্রযুক্ত হয়। ইহার ফল ও পাতা অনেক ঔষধে ব্যবহৃত হয় (Rev Campbell)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

পাতা—ঘর্ষে উপকারী। পোড়া ঘায়ে ব্যবহার্য।

মূল—যখন রোগী দুর্বলতার জন্য দাঁত ঘষন করে তখন ইহার ক্বাথ উপকারী।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind Med Pl., t 373A, Roxb., Cor. Pl, t 200.

Ref.—F. B I., ii. 291; Roxb., F. I., ii., 564, B.P., i. 456 Watt v. Pt I. 248; Prain, H. H., 207; Voigt., H S, 257

202. Mimosa rubicaulis Lam. (কুঁচিকাঁটা)

Genus—MUCUNA Adans.

203. M pruriens. Dc (আলকুশী)
M. Prurita Hook.

ভাষানুসারী নাম :—কপিকচ্ছু, আত্মগুপ্তা—সংস্কৃত ; আলকুশী—বাংলা ; কৌচ, কওা, কিবাঁচ, গোঞ্চ—হিন্দি, কুহিলি—বোম্বে ; কুহিরী—মহারাষ্ট্র ; কপিকচ্ছুরী—কর্ণাট, কাভ—গুজরাট ; পূনাইক কালি—তামিল, দুলগোণ্ডি, দুলগঁভ, পিলি-আড়গু—তেলেগু।

কপিকচ্ছুরাত্মগুপ্তা বহুগুপ্তা মর্কটী।
লাঙ্গুলী কুণ্ডলী চণ্ডা মর্কটী দুরভিগ্রহা॥
কপিরোমফলা ঋষ্যা দুঃস্পর্শা কণ্ডুরা জরা।
প্রাবৃষেণ্যা শূকশিম্বী ধমনী শূকনাশিকা॥
শিম্বী মর্কটিকা তীক্ষ্ণা রোমালুর্বনশূকরী।
তীক্ষ্ণরোমা রোমবল্লী স্যাৎ ষড়্বিংশতিসাহ্বয়া॥
কপিকচ্ছুঃ স্বাদুরসা বৃষ্যা বাতক্ষয়াপহা।
শীতপিত্তাস্রহরী চ বিরূক্ষা ব্রণনাশিনী॥

রাজনিঘণ্টুঃ। গুড়ূচ্যাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—কপিকচ্ছু, আত্মগুপ্তা, বহুগুপ্তা, মর্কটী, লাঙ্গুলী, কুণ্ডলী, চণ্ডা, মর্কটী, দুরভিগ্রহা, কপিরোমফলা, ঋষ্যা, দুঃস্পর্শা, কণ্ডুরা, জরা, প্রাবৃষেণ্যা, শূকশিম্বী, ধমনী, শূক, নাশিকা, শিম্বী, মর্কটিকা, তীক্ষ্ণা, রোমালু, বনশূকরী, তীক্ষ্ণরোমা, রোমবল্লী—এই ছাব্বিশটি নাম।

গুণপর্যায় :—কপিকচ্ছু—স্বাদুরস (মিষ্টরস), বৃষ্য, বায়ু ও ক্ষয়নাশক, শীতপিত্ত ও রক্তদোষনাশক, ব্রণনাশক।

উৎপত্তিস্থান :—বঙ্গদেশের সর্বত্রই বনের কিনারায় ও রাস্তার ধারে দেখা যায়, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বর্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানে, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—সাধারণতঃ বর্ষজীবী লতা। কখন কখন বহুদিন বাঁচিয়া থাকে। ইহার লতা ও পত্র শিমগাছের ন্যায় এবং ছোট ছোট রোমযুক্ত আবৃত। পত্র ৩-৫ ইঞ্চি, পত্রিকাগুলি ত্রিপত্রবিশিষ্ট ও নরম রোমযুক্ত আবৃত। পুষ্পদণ্ড অবনত, ½—১ ফুট লম্বা। ফুল ঈষৎ বেগুনে, ১½—১¾ ইঞ্চি লম্বা। শুঁটি ২—৩ ইঞ্চি লম্বা, একটু বাঁকা, বীজ শুঁটিতে ৫—৬টি থাকে, ধূসরবর্ণ, শুঁটি দেখিতে শাঁকআলুর শুঁটির ন্যায় কিন্তু রোমাবৃত। বীজ চেপ্টা, ঈষৎ পীতবর্ণ, মুখটী কৃষ্ণবর্ণ। ইহার শুঁয়া গায়ে লাগিলে সেইস্থান ফুলিয়া উঠে ও চুলকায়। প্রায় সমস্ত বৎসরই ফুল ও ফল হয়।

সুশ্রুত :—বলাধান ও বাজীকরণার্থ আলকুশীবীজ :—আলকুশীবীজ ভাজিয়া মাষকলায়ের সহিত যূষ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে বললাভ ও বাজীকরণ নির্বাহ হয় (চিঃ ২৬ অঃ)।

বাগ্‌ভট :—রক্তপিত্তে আলকুশী বীজ ও শাক :—আলকুশীর বীজ ভাজিয়া ডালের মত পাক করিয়া কিম্বা আলকুশীর শাক রুচিমত পাক করিয়া রক্তপিত্তীকে সেবন করাইবে (চিঃ ২ অঃ)।

চক্রদত্ত :—বাতব্যাধিতে (অববাহুক) আলকুশীমূল :—আলকুশীর মূলের রস প্রত্যহ পান করিলে, এক মাসের মধ্যে অববাহুক নামক বাতব্যাধি নিবৃত্তি পাইয়া রোগীর বাহু বলশালী দৃঢ় হয় (বাতব্যাধি চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ :—যোনিসঙ্কোচকরণার্থ আলকুশী মূল :—আলকুশীর মূলের কাথে বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া যোনিতে ঐ বস্ত্রখণ্ড ধারণ করিলে যোনি সঙ্কীর্ণতা প্রাপ্ত হয় (মঃ খঃ ৪ ভাঃ)।

মুসলমানদের ঔষধার্থে ব্যবহার :—হকিমের মতে ইহার বীজ বলাধান ও শিকড় বলকারক। ইহা স্নায়বিক দৌর্বল্যে প্রযুক্ত হয় (Dutt)। ইহার শিকড়ের রসে মধু মিশ্রিত করিয়া কলেরায় প্রয়োগ হয় (Ainslie)। ভারতীয় Pharmacopoea-তে ইহার শুঁটি কৃমি-রোগে ব্যবহৃত হয়।

ইহার শিকড়ের কাথ, মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রযন্ত্রের রোগ-নিবারক, ইহার মলম শোথ রোগে ব্যবহৃত হয়। শুঁটির রস দোষে হিতকর (Drury)। শিকড় জ্বরের delirium নিবারণ করে এবং শিকড়ের রস শোথ-নিবারক ও একখণ্ড শিকড় গায়ের ফোড়াদিতে কিম্বা হাতে বন্ধন করিলে শোথ আরাম হয় (Dymock)।

কোন স্থানে বিছা কামড়াইলে ইহার বীজ গুঁড়া করিয়া লাগাইলে বিষ নষ্ট হয় (Rev. Camp. bell)।

আলকুশীর মূলের বীজ চূর্ণ করিয়া ঘৃত, চিনি ও দুগ্ধের সহিত মোদকযোগ প্রস্তুত করিয়া মধু মিশাইয়া সেবন করিলে বেশ বাজীকরণ হয় (চরক)।

ইহার বীজ শুক্রবর্ধনকারী এবং বলকারক, প্রমেহ প্রভৃতি স্ত্রীরোগে ব্যবহৃত হয়। আলকুশী বীজের পায়স বাতব্যাধি ও ক্ষীণ-শুক্র ব্যক্তির পক্ষে হিতকর।

আলকুশী শুঁটির রোমচূর্ণ করিয়া সেবন করিলে অন্ত্রস্থিত কৃমি মরিয়া বাহির হইয়া যায়। রোমের মাত্রা ১—৩ গ্রেণ, যদি কথঞ্চিত রোম অন্ত্রে থাকিয়া যায়, তবে জোলাপ দ্বারা বিরেচন করা উচিত।

ইহার বীজ মাষকলায়ের তুল্য। যথা—কাকাণ্ডোলাত্মগুপ্তানাং মাষবৎ ফল মাদিশেৎ। (চরক) কাকাণ্ডোলা ও আলকুশী মাষকলায়ের তুল্য গুণবিশিষ্ট। কাকাণ্ডোলা = কোল-

শিম। যুক্তপ্রদেশে চাষ হয়। ইহার লতা ও শুঁটি আলকুশীর মত, কেবল শুঁটিতে রোম নাই।

ব্যবহার্য্য অংশ :—বীজ ও শিকড়। মাত্রা সরস মূল ১ তোলা।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

বীজ—বাজীকরণ ও বাতশ্লৈষ্মিকে উপকারী। কাঁকড়াবিছার দংশনে উপকারী।

রোম—ক্রিমিনাশক।

মূল—বিরেচক। মূত্রের প্রসারে উপকারী। শোথে মূলের কাঁড়া প্রলেপহিসাবে গায়ে মাখিলে উপকার হয়। মূলের নির্য্যাস রস মধুর সহিত ব্যবহারে 'কলেরায়' উপকারী।

মন্তব্য : চরকোক্ত বল্যবর্গে (সূঃ ৪ অঃ) ঋষভী পাঠ করা হইয়াছে। চক্রপাণি অর্থ করেন 'কপী শূকশিম্বী'। চরকের চিকিৎসিত স্থানের ২য় অধ্যায়োক্ত বাজীকরণ যোগে আলকুশীবীজের ভূরিপ্রয়োগ দৃষ্ট হয়। সুশ্রুতোক্ত রক্তপিত্ত ও বাতব্যাধির চিকিৎসায় আত্মগুপ্তার নামোল্লেখ দেখা যায় না।

Fig.—Bot. Mag., Vol. 82, t. 4945.

Ref.—F. B. I., ii. 187 ; Roxb., F.I., iii. 83 ; B.P., i. 400 ; Watt vi. Pt. I, 286 ; Prain H.H., 198 ; Voigt H.S., 23১.

203. Mucuna pruriens Dc. (আলকুশী)

Genus—PHASEOLUS Linn.

204. P. trilobus Ait. (মুগানী)

ভাষানুসারী নাম :—মুদ্গপর্ণী—সংস্কৃত, মুগানী—বাংলা, রাখাল কলাই, মুগানী, হাঁবাহুলী মাঠমুগানী—হিন্দি, মুগুনা—বোম্বে, রানমুগ—মহারাষ্ট্র, পানি-পায়ার, নরি-পায়ির—তামিল; পিল্লিপেসরচেট্টু—তেলেগু।

মুদ্গপর্ণী ক্ষুদ্রসহা শিম্বী মার্জারগন্ধিকা।
কক্ষা ঝিঝিনী ক্ষুদ্রা সূর্পপর্ণী ক্ষুদ্রজিকা॥
কোশিলা কাকমুদ্গা চ বনমুদ্গা বনোদ্ভবা।
অরণ্যমুদ্গা বহ্বেতি জ্ঞেয়া পঞ্চদশাহ্বয়া॥
মুদ্গপর্ণী হিমা কাস-বাতরক্তক্ষয়াপহা।
পিত্তদাহজ্বরান্ হন্তি চক্ষুষ্যা শুক্রবৃদ্ধিকৃৎ॥

রাজনির্ঘণ্টুঃ। গুড়ূচ্যাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—মুদ্গপর্ণী, ক্ষুদ্রসহা, শিম্বী, মার্জারগন্ধিকা, কক্ষা, ঝিঝিনী, ক্ষুদ্রা, সূর্পপর্ণী, ক্ষুদ্রজিকা, কোশিলা, কাকমুদ্গা, বনমুদ্গা, বনোদ্ভবা, অরণ্যমুদ্গা, বহ্বা—এই পনেরটী নাম।

গুণপর্য্যায় :—মুদ্গপর্ণী—শীতবীর্য, কাস, বাতরক্ত ও ক্ষয়রোগনাশক। পিত্ত, দাহ ও জ্বরনাশক। চক্ষুর পক্ষে হিতকর এবং শুক্রবর্দ্ধক।

জন্মস্থান :—সমস্ত ভারতে চাষ হয়। হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বর্দ্ধমান।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী কিম্বা অধিকদিন স্থায়ী উদ্ভিদ্। ডাঁটা ১—২ ইঞ্চি লম্বা, মসৃণ, লোমযুক্ত। পুষ্পবৃন্ত ৪—৮ ইঞ্চি, কাণ্ডের প্রত্যেক গাঁইট হইতে বাহির হয়। পত্রিকা ৩ ভাগে বিভক্ত, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, বিষম চতুর্ভুজের ন্যায় কিম্বা ডিম্বাকৃতি। যেগুলি জমিতে চাষ হয় তাহার পত্রের বিভাগগুলি ছোট; যেগুলি মাঠঘাটের জঙ্গলে আপনা আপনি জন্মে তাহাদের পত্রের বিভাগগুলি বড় এবং মধ্যস্থলের অংশটী ডায়মণ্ডের ন্যায় চওড়া। ফুল ½ ইঞ্চি লম্বা, শুঁটি ১—২ ইঞ্চি লম্বা, একটু বক্র ও চেপ্টা। বীজ প্রত্যেক শুঁটিতে ৬—১২টী থাকে। ফুল ঈষৎ হরিদ্বর্ণ ও বেগুনে রং বিশিষ্ট। ফুলের বোঁটা প্রায়ই থাকে না। শীতের সময় ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—সমস্ত উদ্ভিদ্। মাত্রা ২—৪ আনা।

বৈদ্যকে মুদ্গপর্ণীর ব্যবহার।

বিষরোগ :—মূষিকবিষে মাষ ও মুদ্গপর্ণী—মূষিকদংশে মূষিক কর্ত্তৃক দষ্ট হইলে মাষপর্ণী, মুদ্গপর্ণী এবং সিন্ধুবার মূলচূর্ণ করিয়া মধুসহ লেহন করিবে (বঃ সেঃ)।

রক্তপ্রদরের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার কাথে তিল তৈল পাক করিয়া উক্ত তৈলে বস্ত্র ভিজাইয়া যোনিদেশে ধারণ করিলে রক্তপ্রদর নিবারণ হয়। পত্র মলকারক এবং ইহার

পুলটিস রূপে প্রয়োগে হিতকর (O' Shaughnessy)। ইহার কাথ অনিয়মিত জ্বরে ব্যবহৃত হয় (Murray)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :

পাতা—প্রশমক, বিরেচক, চক্ষুর দুর্বলতায় উপকারী।

পাতার ক্বাথ—অনিয়মিত জ্বরে উপকারী।

মন্তব্য :—চরক জীবনীয়বর্গে মাষ ও মুদ্গপর্ণী পাঠ করিয়াছেন। পর্ণিনীদ্বয় জীবনীয় গণান্তর্গত হইয়া বিবিধ পীড়ায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

Fig :—Kirtikar & Basu ; Ind. Med. Pl., t. 322 ; Wight. IC. t. 94 ; Burm. Fl. Ind., t. 50. Fig I.

Ref. :—F.B.I., ii, 201 ; Roxb., F.I., iii. 298 , B.P , i. 387 , Watt. vi. Pt. I. 194.

204. Phaseolus trilobus Ait (মুগানী)

205. P. mungo Linn (মুগ)

ভাষানুসারীনাম :—মুদ্গ, সূপশ্রেষ্ঠ,—সংস্কৃত ; মুগ—বাংলা ; হারিমুং, মুংগ্—হিন্দি ; বনা-মুগ, কলা-মুগ—উড়িয়া ; মুঙ্গি—পাঞ্জাব ; মু, মুগ্—নেপাল ; মুগ্—রাজস্থান ; মুগ্—বোম্বে ; মুগ—মহারাষ্ট্র ; মগ্—গুজরাট ; পেসলু, উদুলু—তেলেগু ; সিরু-পায়ারু—তামিল ; পাইনস্—মলয়লম ; মুগ্—পারস্য ; মশ—আরব।

মুদ্গস্তু সূপশ্রেষ্ঠঃ স্যাদ্বর্ণার্হশ্চ রসোত্তমঃ।
ভুক্তিপ্রদো হয়ানন্দো সূপকো বাজিভোজনঃ
পিত্তকফাস্রবিশমনং লঘু মুদ্গযূষং
পথ্যাপহারি জ্বরদোষকনাশনঞ্চ
রক্তপ্রসাদনমিদং যদি সৈন্ধবেন
যুক্তং তদা ভবতি সর্বরুজাপহারি॥

রাজনিঘণ্টুঃ। শাল্যাদিবর্গঃ।

মুদ্গো রুক্ষো লঘুর্গ্রাহী কফপিত্তহরো হিমঃ।
স্বাদ্বল্পানিলো নেত্র্যো জ্বরঘ্নো বনজস্তথা।
মুদ্গা বহুবিধাঃ শ্যামো হরিতঃ পীতকস্তথা।
শ্বেতো রক্তশ্চ তেষাঞ্চ পূর্বঃ পূর্বো লঘুঃ স্মৃতঃ॥
সুশ্রুতেন পুনঃ প্রোক্তো হরিতঃ প্রবরো গুণৈঃ।
চরকাদিভিরপ্যুক্ত এষ এব গুণাধিকঃ॥

ভাবপ্রকাশঃ। ধান্যবর্গঃ।

নামপর্যায় :—মুদ্গ, সূপশ্রেষ্ঠ, রসোত্তম, ভুক্তিপ্রদ, হয়ানন্দ, সূপক, বর্ণার্হ বাজিভোজন—এইগুলি নাম।

গুণপর্যায় :—মুগ রুক্ষ, লঘুপাক, মলসংগ্রাহক, কফ ও পিত্তনাশক, শীতবীর্য, স্বাদু, ঈষৎ বায়ুবর্ধক, চক্ষুর হিতকর ও জ্বরনাশক। বনমুগও এইরূপ গুণযুক্ত। শ্যামবর্ণ, হরিতবর্ণ, পীতবর্ণ, শুভ্রবর্ণ ও রক্তবর্ণ ভেদে মুগ অনেক প্রকার। ইহারা পূর্বাপরক্রমে লঘু। কিন্তু সুশ্রুত বলেন যে, হরিৎবর্ণ মুগই গুণে শ্রেষ্ঠ। চরক প্রভৃতিও উক্ত প্রকার বলিয়া থাকেন।
মুগের যূষ—পিত্তকফ নাশক, লঘুপাক, পথ্য ও অরুচি নাশক, রক্তশুদ্ধিকারক যদি সৈন্ধব লবণ যুক্ত হয় তাহা হইলে সর্বরোগ নাশক হয়।

জন্মস্থান :—সমগ্র ভারতবর্ষে চাষ হয়; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বর্ধমান, বাঁকুড়া।

বর্ণনা :—Var P. aurea, Prain—ইহাকে সোনামুগ বলে; P. radiatus Linn—ইহাকে হালিমুগ বলে; P. Sublobatus Roxb.—ইহাকে ঘোড়ামুগ বলে; এবং P. grandis—ইহাকে কালমুগ বলে। বাংলার সর্বস্থানে ইহার চাষ হয়। সুতরাং ইহার গাছের বর্ণনা আর বিশেষ করিয়া দিবার আবশ্যক নাই। সোনামুগের রং দেখিতে সোনার ন্যায়। ইহা মুগের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট। হালিমুগ—একটু সবুজের আভাযুক্ত পীতবর্ণ, ঘোড়ামুগ আকৃতিতে একটু বড়, সোনামুগ অপেক্ষা ফিকে রংবিশিষ্ট; কালমুগ দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ, সোনামুগ অপেক্ষা বড়। শীতের সময় ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—সমগ্র গাছ ও দানাই।

মূলগ্রাহ্যাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—দোষানুসার ডাল ও কোন জ্বরে পথ্যস্বরূপ ব্যবহৃত হয়। ইহা স্নিগ্ধকর, পাচক ও চক্ষুর শক্তি বাড়াইয়া দেয় (Watt)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় –

বীজ—স্নিগ্ধ, সংকোচক, জ্বরে পথ্য হিসাবে প্রযুক্ত হয়। চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি বর্দ্ধক।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 323.

Ref.—F. B. I., ii, 203, Roxb., F. I., iii, 292, B.P. i, 387; Prain, H. H., 195.

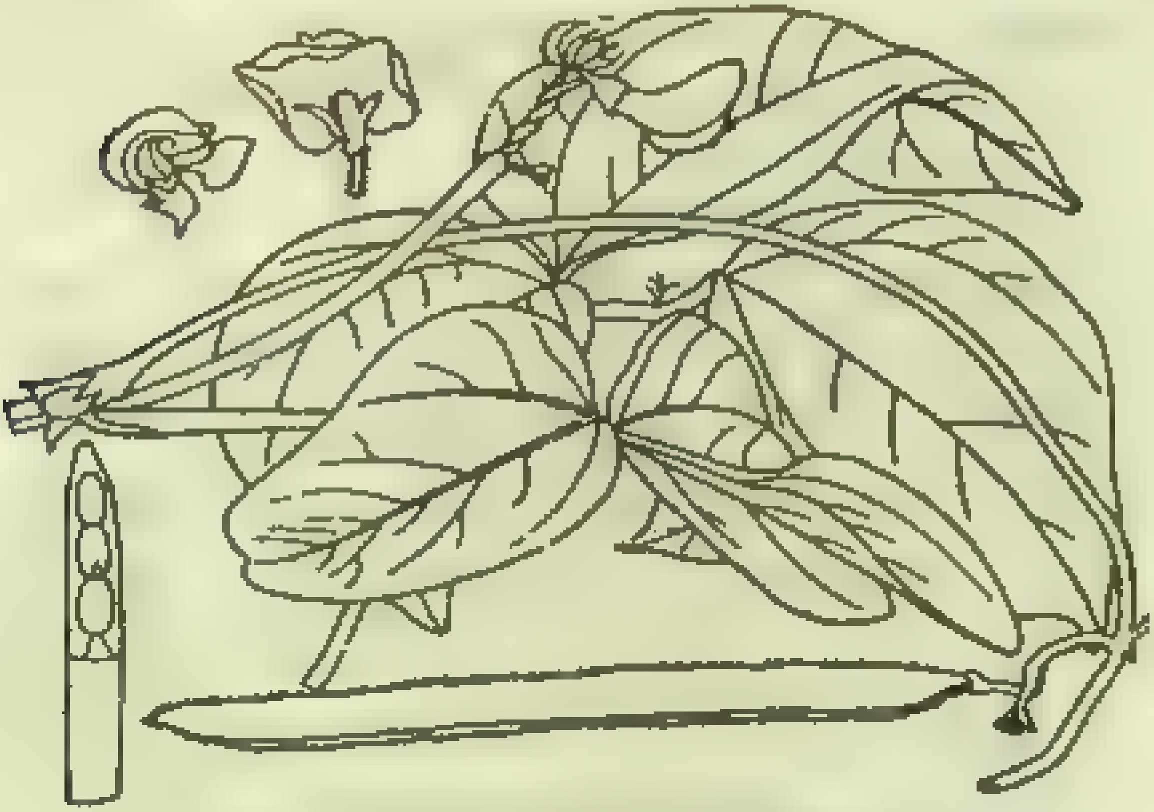

205. Phaseolus mungo Linn. (মুগ)

206. Phaseolus mungo Linn.

Var. Roxburghii author. (মাষকলাই)

ভাষানুসারী নাম :—মাষ—সংস্কৃত, মাষকলাই—বাংলা; উরদ, উরিদ—হিন্দি; উড়িদ—মহারাষ্ট্র; উদ্দ্—কর্ণাট, অড়দ্—গুজরাট; দুরি মাষাক—তামিল; মিনু-উমু—তেলেগু; মাষ—আরব, বেনু-মাষ—পারস্য।

মাষস্তু কুরুবিন্দঃ স্বাদুঃ স্নিগ্ধো বৃষ্যোত্তমঃ।
মাংসলশ্চ বলাঢ্যশ্চ পিত্তশ্চ পিচ্ছিলোত্তমঃ ॥

মাষ স্নিগ্ধো বহুমলকরঃ শোষণঃ শ্লেষ্মকারী
বীর্য্যোৎপত্তৌ রুচিকৃৎ কুরুতে রক্তপিত্তপ্রকোপম্।
হন্ত্যাবাতং গুরুমলকরো যোজিতো ভক্ষ্যমাণঃ
বাতুর্নিত্যং প্রমত্তনুরতং সেবনীয়ো নরাণাম্ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ শাল্যাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায়:—মাষ, কুরুবিন্দ, ধান্যমাষ, বৃষাকর, মাংসল, বলাঢ্য, পিত্র্য, পিতৃভোজন— এইগুলি নাম।

গুণপর্য্যায়:—মাষ—স্নিগ্ধ, বহুমলকারক, শোষণ, শ্লেষ্মকারক, বীর্য্যবর্দ্ধক, উষ্ণবীর্য্য, খুব বীর্য্যই রক্তপিত্তবর্দ্ধক, বাতনাশক, গুরুপাক, বলকারক, রুচিকর, খাইলে স্নিগ্ধ, শ্রমনাশক, এবং সাধারণ মানুষের পক্ষে নিত্য সেবনীয়।

জন্মস্থান:—হুগলী ও বর্দ্ধমান জেলায় বহুস্থানে চাষ হয়।

বর্ণনা:—ইহা বাংলার বহুস্থানে চাষ হয় বলিয়া ইহার আর বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হইল না। ফিকে সবুজবর্ণ গাছগুলি ১-২ ফুট লম্বা হয়। গাছের কাণ্ডে ও পাতায় লোম আছে। পাতা ত্রিপত্র। ফুল হরিদ্রাবর্ণ, শুঁটি ১-২ ইঞ্চি লম্বা, গোলাকার। কার্ত্তিক মাসে ফুল হয় এবং পৌষ-মাঘ মাসে শুঁটি পাকিয়া যায়।

ইহার আর এক প্রকার জাতি আছে। উহার গাছ ৩-৪ হাত লম্বা হয়। পাতার বোঁটায় ও শুঁটিতে লোম আছে; শুঁটি ও কলাই কৃষ্ণবর্ণ। পশ্চিমবঙ্গে আষাঢ় মাসে উচ্চ জমিতে চাষ হয়, শ্রাবণ মাসে ফুল হয় ও আশ্বিন মাসে ফল পাকিয়া যায়। এই কলাই মাষকলাই অপেক্ষা নিকৃষ্ট; ইহাকে কোন কোন স্থানে কালীকলাই বা কেলো মাষকলাই বলে।

ব্যবহার্য্য অংশ:—সমগ্র গাছ ও কলাই।

মূলপ্রবাহের ঔষধার্থে ব্যবহার:—কলাই বাত, পক্ষাঘাত প্রভৃতি রোগে বাহ্য ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগে ব্যবহৃত হয়। ইহা অত্যন্ত বলকারক, বৃষ্য, শক্তি ও শুক্রবর্দ্ধক হিতকর। উহার শিকড় সাঁওতালেরা হাড়ের বেদনায় ব্যবহার করে (Campbell)।

মাষকলাই, বেড়ি, আলকুশী ও বেড়েলার শিকড় প্রত্যেক ½ তোলা পরিমাণ লইয়া যে কাথ প্রস্তুত হয়, সেই কাথে সৈন্ধব লবণ ও হিং মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, বাত পক্ষাঘাত ও মানসিক দৌর্ব্বল্য রোগ আরাম হয়। যথা—

মাষাত্মগুপ্তৈরণ্ড বাট্যালক শিফং পিবেৎ।
হিঙ্গুসৈন্ধবসংযুক্তং পক্ষাঘাত নিবারণম্ ॥ চক্রদত্ত—

সরিষার তৈলে মাষকলাই ভাজিয়া সেই তৈল বক্ষে মালিশ করিলে শক্তি আরাম হয়। মাষকলাই বৃষ্য, বাত ও শুক্র রোগে বিশেষ হিতকর।

Fig.— Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 324.
Ref.—F. B. I., ii, 203 ; Roxb., F. I., iii, 29 ; B. P., i., 387 ; Prain. H.H., 196 ; Voigt. H. S., 221.

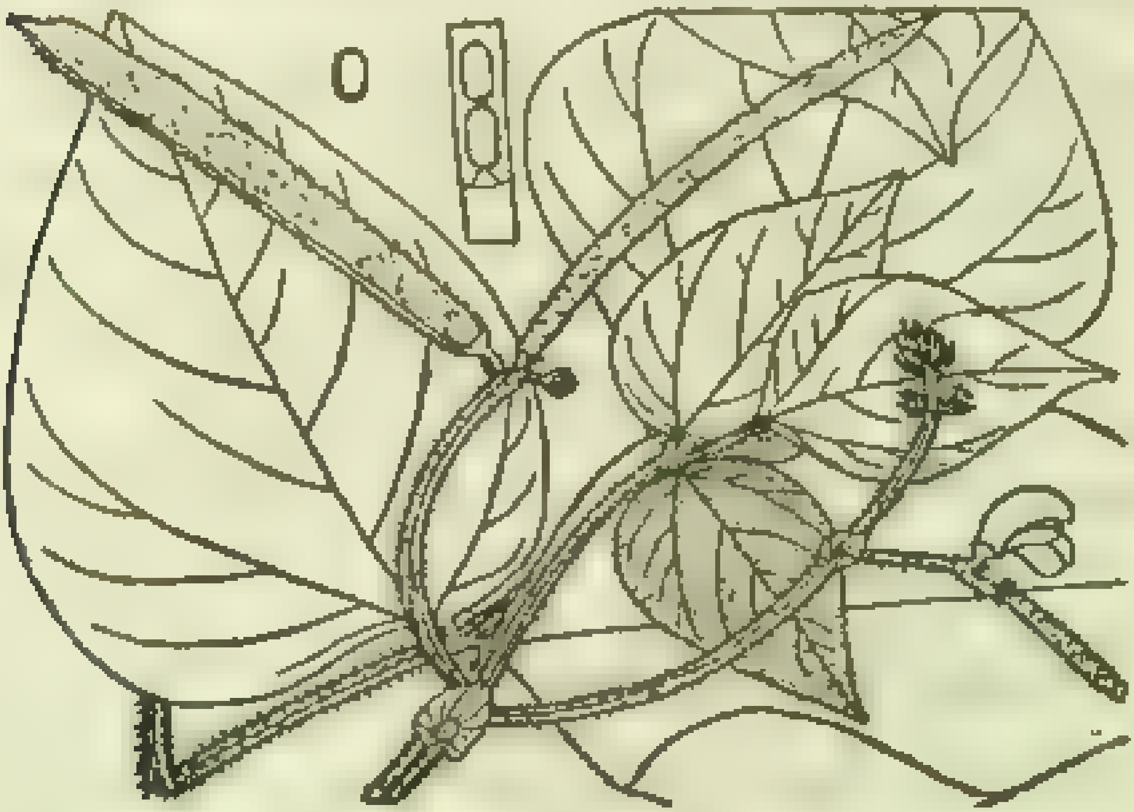

206. Phaseolus mungo Linn. Var. Roxburghii (মাষকলাই)

Genus—PISUM Linn.

207. P. sativum Linn. (কাবুলি মটর)

ভাষানুসারী নাম :—সতীন, কলায়—সংস্কৃত ; কাবুলীমটর, বড় মটর—বাংলা ; গোল মটর, ছুটানি—হিন্দি ; মটর, বাটু—পাঞ্জাব ; দাব-কালা—সিন্ধুদেশ ; কাটান্, গুটান্—বোম্বে ; ভাটানি—মহারাষ্ট্র ; বটান, পটান্—গুজরাট ; বেক্ষ, পটানি—তামিল ; পট্‌লন্, বদ্‌শনি-বেল্—তেলেগু ; বটাণি—কানাড়ী ; মটর—মধ্যদেশ ; বসুল—আরব।

কলায়ো মুণ্ডচণকো হরেণুশ্চ সতীনকঃ ।
ত্রাসনো মালকঃ কণ্ডী সতীলশ্চ হরেণুকঃ ॥
কলায়ঃ মধুরঃ বাতলঃ পিত্তদাহকফাপহঃ ।
রুচিপুষ্টিপ্রদঃ শীতঃ কষায়স্তম্ভনোৎকরঃ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । শাল্যাদিবর্গঃ

নামপর্যায় :—কলায় মুণ্ডচণক, হরেণু, সতীনক, ত্রাসন, নালক, কণ্ঠী, সতীন, হরেণুক—এইগুলি নাম।

গুণপর্যায় :—কলায় বায়ুকারক, পিত্ত, দাহ ও কফনাশক, রুচিকর, পুষ্টিকারক, শীতবীর্য, কষায়রস, আমদোষকারক।

জন্মস্থান :—হুগলী, হাওড়া, ২৪ পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় শীতকালে চাষ হয়।

বর্ণনা :—দুই জাতীয় মটর আছে—কাবুলী মটর এবং ছোট মটর (Pisum arvense Linn.); কাবুলী মটর শ্বেতবর্ণ; ছোট মটর বা দেশী মটর আকারে ক্ষুদ্র। ইহার দানা ছোট এবং পক্ক দিকে সবুজবর্ণ। কেহ কেহ ইহাকে পায়রা মটর বলে। কাবুলী মটরের পত্রিকা ৪-৬টি এবং ছোট মটরের পত্রিকা ২-৪টি হয়। এইগুলি প্রকৃত এ দেশীয় মটর। কার্ত্তিক মাসে ফুল হয় এবং পৌষমাসে শুঁটি পাকিয়া থাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—কলাই।

মূলপ্রবাদের ঔষধার্থে ব্যবহার :—মটরের ডাল রুক্ষ, ইহা অধিক ব্যবহার করিলে পেটের পীড়া হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

বীজ—কাঁচা খাইলে "আমাশয়" রোগ হওয়া সম্ভব।

Fig.—Lamarck, III, iii t, 633 ; Journ. Linn. Soc. Bot., xii. t. I : Fig 10

Ref.—F. B. I., ii 203 ; Roxb., F. I. iii, 321 ; B. P., i. 369 ; Prain H. H., 192 ; Voigt, H. S., 226.

207. Pisum sativum Linn. (কাবুলি মটর)

Genus—PONGAMIA Vent.

208. P. glabra Vent. (ডহর করঞ্জা)

ভাষানুসারী নাম :—নক্তমাল, চিরবিল্ব—সংস্কৃত ; ডহর করঞ্জা—বাংলা ; করঞ্জ, করোঞ্জ, করঞ্জি—হিন্দি ; কোরাঞ্জ—উড়িয়া ; করঞ্জ—পাঞ্জাব ; কিরমাল—বোম্বে ; পিতরু, করঞ্জ—মহারাষ্ট্র ; করঞ্জি—গুজরাট ; পোঙ্গা—তামিল ; কানুগাচেট্টু—তেলেগু ; পোঙ্গা—কানাড়ী ; পোঙ্গম্—মালয় ; থিন্-উইন—ব্রহ্মদেশ ; উরা মারাম—মালাবার।

করঞ্জো নক্তমালশ্চ পূতিকশ্চিরবিল্বকঃ ।
পূতিপর্ণো বৃক্ষকরো রোচনশ্চ প্রকীর্য্যকঃ ॥
করঞ্জঃ কটুরুষ্ণশ্চ চক্ষুষ্যো বাতনাশনঃ ।
তস্য স্নেহোঽতিপিচ্ছিলশ্চ বাতঘ্নঃ পিত্তদীপনঃ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । প্রভদ্রাদিবর্গঃ ।

নামপর্য্যায় :—করঞ্জ, নক্তমাল, পূতিক, চিরবিল্বক, পূতিপর্ণ, বৃক্ষকর, রোচন, প্রকীর্য্যক—এইগুলি নাম।

গুণপর্য্যায় :—করঞ্জ—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, চক্ষুর পক্ষে হিতকর, বাতনাশক। ইহার তেল অতিশয় পিচ্ছিল, বাতনাশক, দীপ্তিকারক।

উৎপত্তিস্থান :—মধ্য এবং পশ্চিম হিমালয় প্রদেশ হইতে সিংহল পর্যন্ত স্থানে, বঙ্গদেশে প্রচুর দেখা যায়। পশ্চিমবঙ্গ, সুন্দরবন এবং গঙ্গানদীর উভয় তীরে বিস্তর গাছ আছে ; বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলী, মেদিনীপুর জেলার জঙ্গলের ধারে ও নদীর ধারে [illegible]।

বর্ণনা :—মাঝারি গাছ, প্রায় বৎসরের সকল সময়ে পত্র থাকে। পত্র উজ্জ্বল লোমশূন্য, মসৃণ, পাকুড়ের পাতার ন্যায়, সবুজবর্ণ, পক্ষাকার। পত্রিকা ৫-৭টি। পত্রদণ্ড উভয়দিকে থাকে, ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, পত্রের শিরা উভয়দিকে সমান্তরাল। পুষ্পদণ্ড পত্রদণ্ডের সমান, শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট, এক একটি দণ্ডে বিস্তর ফুল থাকে। ফুল শ্বেতবর্ণ, নীলবর্ণ এবং বেগুনে রংয়ের, $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি লম্বা, পক্ষাকৃতির কেশরের ন্যায়। পুংকেশর ১০টি, একটি কেশরটি ফুলের ঠিক মধ্যভাগে থাকে। ফুল শক্ত ও চিক্কণ লোমযুক্ত। ফুলের পশ্চাদ্দিকে নাক আছে, বোঁটা একটু বক্র। ফল ১$\frac{1}{2}$-২ ইঞ্চি লম্বা ও চেপ্টা, কিনারাকৃতি, অতিশয় শক্ত, ফলের পশ্চাদ্ভাগ ঈষৎ বক্র। বীজ ১$\frac{1}{2}$-২ ইঞ্চি লম্বা, তৈলে পরিপূর্ণ। করঞ্জার পুষ্পদণ্ড গুচ্ছাকারে সজ্জিত। চৈত্র-বৈশাখে ফুল হয়। প্রত্যেক ফলে একটি বীজ থাকে।

ব্যবহার্য্য অংশ :—মূলত্বক্, পত্র, বীজের শাঁস, কাণ্ডত্বক্।

বৈদ্যকে করঞ্জার ব্যবহার।

চরক—(১) মূর্চ্ছায় ডহরকরঞ্জার ফল :—ইক্ষুরস ও ডহরকরঞ্জার ফলের শেষ প্রাদিক মূর্চ্ছায় (চি

৭ নং)। (২) **অর্শরোগে কটকরঞ্জার পত্র** :—অর্শোরোগী মলত্যাগের পূর্বে, তিলতৈল ও গব্যঘৃত একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহাতে কটকরঞ্জার পত্র ভাজিয়া শর্করা সহিত সেবন করিবে। ইহা বায়ু ও মলের অনুলোমক (চিঃ ৯ নং)। (৩) **বিসর্পে** কটক-করঞ্জার মূল—পিষ্ট টাটকা কটকরঞ্জার ছাল বিসর্পরোগীর গাত্রে লেপন করিবে (চিঃ ১১ নং)।

সুশ্রুত :—(১) **কচ্ছু পামাবিচর্চিকায়** কটকরঞ্জা তৈল—কটকরঞ্জা তৈল কচ্ছ্বাদি চর্মরোগে হিতকর (চিঃ ২০ নং)। (২) **বাতরক্তে** কটকরঞ্জাপত্র—কটকরঞ্জার কোমল পত্র তিল তৈলে ভাজিয়া বাতরক্তরোগী সেবন করিবে (চিঃ ৪২ নং)। (৩) **রক্তপিত্তে** কটকরঞ্জাবীজ—কটকরঞ্জাবীজ মধু ও ঘৃত যোগে সেবন করিবে; ইহা রক্ত পিত্তনাশক (চিঃ ৪৪ নং)। (৪) **বমনে** কটকরঞ্জা পত্র—কটকরঞ্জা পত্র বাটা দিয়া বমন নিবারণার্থ লেপ্য (চিঃ ৫০ নং)। (৫) **উপদংশে** কটক-করঞ্জাবীজ—কটকরঞ্জা বীজ ও লবণ, গোমূত্রে পেষণ পূর্বক প্রলেপ দিবে। ইহা উপদংশে হিতকর (চিঃ ৫ নং)। (৬) **কুষ্ঠে** করঞ্জাতৈল—কুষ্ঠের ক্ষতে কটকরঞ্জা বীজের তৈল কিম্বা লবণ তৈল লেপন করিবে (চিঃ ৯ নং)।

বাগ্‌ভট—গ্রন্থিবিসর্পে কটকরঞ্জাবল্ক—কটকরঞ্জাবল্কের প্রলেপ শিলা পর্য্যন্ত ভেদ করিতে পারে—গ্রন্থিবিসর্প যে বিলীনতা প্রাপ্ত হইবে, ইহা আর আশ্চর্য্য কি? (চিঃ ১৮ নং)।

চক্রদত্ত :—(১) **পক্বশোথপ্রভেদনে** কটকরঞ্জা মূল—কটকরঞ্জার মূলকল্ক প্রলেপ দিলে পক্ব স্ফোটক বিদীর্ণ হয় (ব্রণশোথ চিঃ)। (২) **নেত্ররোগে** করঞ্জাবীজ—কটকরঞ্জার বীজমজ্জা পলাশফুলের রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া তদ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে; এই বর্ত্তি উত্তম মধুসহ ঘর্ষণ করিয়া অঞ্জন করিলে, কুসুম নামক নেত্ররোগ বিনষ্ট হয় (নেত্র-রোগ চিঃ)।

দেশপ্রচারের ঔষধার্থে ব্যবহার :—আয়ুর্বেদ মতে ইহার তৈল চর্মরোগে হিতকর ও বাতে বিশেষ ফলপ্রদ। ক্ষতস্থানে পোকা হইলে, ইহার পাতার পুলটিস্ দিলে পোকা মরিয়া যায় (Dutt)। ছালের রস পালোবিষ্কা নিবারক। করঞ্জার পাতার কাথ বাতে সেঁক দিলে ও খোয়াইলে উহা আরাম হয়। শিকড়ের রস নালীঘা ক্ষত ও অর্শের ক্ষত আরাম করে (Ainslie)। করঞ্জার তৈল চর্মরোগে হিতকর (Pharma. Ind 79)। ডাক্তার Gibson বলেন, ইহার তৈল পাঁচড়া, নানাবিধ চর্মরোগের মহৌষধ। ইহার তৈলে চুণ ও লেবুর রস সমভাগে মিশাইয়া যখন পীতবর্ণ হয় তখন ক্ষতে লাগাইতে হয়। ক্ষত যদি পুরাতন হয় তবে উহাতে চাউলমুগরার তৈল, কর্পূর ও গন্ধকযোগে প্রয়োগ করিতে হইবে। ঘায়ের পোকা নষ্ট করিবার জন্য করঞ্জার রস, নিম এবং নিশিন্দা (vitex negundo) ব্যবহার করিতে হয়। করঞ্জার পত্র, তিল ও গোলমরিচ বাঁটা করিয়া দধির সহিত মিশ্রিত করিয়া কুষ্ঠে লাগাইলে কুষ্ঠ আরাম হয় (Dymock)।

করঞ্জা ছলিং কাশি ও পুরাতন মক্ষিকানিত ক্ষতে প্রবাহে হিতকর (Surg. B, Ecrs). । পেটের ক্রিমিতে করঞ্জার ফুলের রস পান করিলে ক্রিমি নষ্ট হয়। হাপের প্রাবল্যের সময়

ইহার মূলের ত্বক জলে পেষণ করিয়া পান করিলে হাঁপ আক্রমণ করিতে পারে না। ইহার বীজের শাঁস কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে জলোদর নিবৃত্তি পায়।

অম্লপিত্ত রোগীকে ভোজনের পূর্বে করঞ্জা পত্রের মুকুল গব্য ঘৃতে ভাজিয়া সেবন করাইবার পরে অল্প গরম জল পান করাইয়া বমন করাইলে অম্লপিত্ত আরাম হয়। করঞ্জার পত্র ও লবণ চূর্ণ, আদাকের রস, মধু ও চিনি মিশাইয়া পান করিলে, শোথ, কফ ও পিত্তজনিত হাঁপ বিনষ্ট হয়। পাতার রস সরিষার তৈলে প্রক্ষেপ পূর্বক পান করিলে শ্লীপদ (গোদ) রোগ আরাম হয়। করঞ্জার পাতা, পেটফাঁপা, অজীর্ণ ও উদরাময়ে হিতকর। ইহার ফুল বহুমূত্র রোগনাশক এবং ইহার ফল দু তিনটি বাঁধিয়া গলদেশে ধারণ করিলে হুপিংকাশি আরাম হয় (Ind. Med. Gaz., 1888)। করঞ্জা পাতার ক্বাথে স্নান করিলে বাতের বেদনা আরাম হয় (Rheede)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

বীজ—চর্মরোগে বাহ্য প্রলেপ হিসাবে ব্যবহৃত হয়

বীজের তৈল—যে কোন চর্মরোগ, হার্পিস্ এবং বাতে উপকারী।

মন্তব্য :—চরক করঞ্জকে লেখনীয়, কেশ্য, এবং কটুক বর্গে পাঠ করিয়াছেন। **সুশ্রুত** আরগ্বধাদি, শ্যামাদি, অর্কাদি, ও শ্যামাদিগণে করঞ্জ পাঠ করিয়াছেন। স্নেহ-যোনিগণবর্গে **চরক** (সূ ১৩ অঃ) করঞ্জ এবং **সুশ্রুত** (চি ৩১ অঃ) করঞ্জ ও পূতিক পাঠ করিয়াছেন **সুশ্রুত** করঞ্জ ও পূতিকরঞ্জকে দুষ্টব্রণে হিতকর বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 341 ; Rheede, Hort. Mal., vi, t 3 ; Bedd., Fl. Sylv., t. 177.

Ref.—F B I., ii. 240 ; Roxb , Fl. Ind. iii 239 ; B.P , i, 407 , Prain, H H., 200 ; Voigt. H. S., 239.

208. Pongamia glabra Vent. (ডহর করঞ্জা)

Genus—PROSOPIS Linn.

209. P. spicigera Linn. (শমী)

ভাষানুসারী নাম :—শমী—সংস্কৃত ; শমী—বাংলা ; জিন্ড্, ছাঁন্—হিন্দি , কাণ্ডি, শমী—সিন্ধুদেশ ; সেমর—গুজরাট ; শমী মহারাষ্ট্র ; সরুক্কণ্—উড়িষ্যা , সৌন্দর্, শের্, শমী—বোম্বে , পেরম্বে, বান্নি—তামিল , চানি, জম্মী—তেলেগু ; জম্মী—কানাড়ি।

শমী শান্তা তুঙ্গা কচরিপুফলা কেশমথনী।
শিবেশা লৌর্লক্ষ্মীস্তপনতনয়েষ্টা শুভকরী॥
হবির্গন্ধা মেধ্যা দুরিতদমনী শঙ্কুফলিকা।
সুভদ্রা মঙ্গল্যা সুরভিরথ পাপাপশমনী॥
জয়াপ্যথ শঙ্করী ক্ষেত্রা কেশহন্ত্রী শিবাফলা।
সুপত্রা সুখদা চৈব পঞ্চবিংশাভিধা মতা॥
শমী রুক্ষা কষায়া চ রক্তপিত্তাতিসারজিৎ।
তৎ ফলং তু গুরু স্বাদু তিক্তোষ্ণং কেশনাশনম্॥

রাজনিঘণ্টুঃ। শাল্মল্যাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—শমী, শান্তা, তুঙ্গা, কচরিপুফলা, কেশমথনী, শিবেশা, লৌ, লক্ষ্মী, তপন-তনয়েষ্টা, শুভকরী, হবির্গন্ধা, মেধ্যা, দুরিতদমনী, শঙ্কুফলিকা, সুভদ্রা, মঙ্গল্যা, সুরভিরথ, পাপাপশমনী, জয়া, শঙ্করী, কেশহন্ত্রী, শিবাফলা, সুপত্রা, সুখদা।—এই পঁচিশটী নাম।

গুণপর্যায় :—শমী—রুক্ষ, কষায় রস, রক্তপিত্ত ও অতিসারনাশক। শমীফল—গুরুপাক, মিষ্টরস, বিপাকে তিক্তরস, উষ্ণবীর্য, ও কেশনাশক।

জন্মস্থান :—বিহার, পাঞ্জাব, সিন্ধুদেশ, রাজপুতনা, গুজরাট, দাক্ষিণাত্য, বঙ্গদেশ।

বর্ণনা :—কাঁটাযুক্ত মাঝারি আকারের উদ্ভিদ্ ; শাখাপ্রশাখা অবনত ও ধূসরবর্ণ। কাষ্ঠ শক্ত। বাহিরের কাষ্ঠ ঈষৎ শ্বেতবর্ণ। ভিতরের কাষ্ঠ পীতের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ। কাঁটা অধিক বা অল্প পরিমাণ, আবার স্থানে স্থানে থাকে না। কাঁটা ⅛–¼ ইঞ্চি, সরল ও ধূসরবর্ণ। পত্রিকা ১০–২০টি। বোঁটা ছোট, ⅛–¼ ইঞ্চি লম্বা, ধূসরবর্ণ ও অল্প লোমযুক্ত। ফুল ছোট, বোঁটায় থাকে। শীতকালে ফুল ও বর্ষাকালে ফল হয়। ফল ৪–৮ ইঞ্চি লম্বা, ½ ইঞ্চি মোটা, বোঁটার দিক ক্রমশ: সরু। বীজ ১০–১৫টি, ফিকে ধূসরবর্ণ।

ব্যবহার্য অংশ :—ফল ও ছাল।

ভিন্নপ্রদেশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার বীজ শামক (Stewart)। মধ্যভারতে ইহার ছাল বাতের ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয় (Watt)।

Glossary :— সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

ছাল—বাতে উপকারী এবং কাঁকড়া বিছার দংশনে উপকারী।

বীজের খোসা—সংকোচক।

মূল—গুঁড় করিয়া চিনি মিশ্রিত করিয়া গর্ভবতী স্ত্রীলোকেরা গর্ভপাত প্রতিষেধক হিসাবে ব্যবহার করেন।

ছাই—চামড়ার উপরে ঘষিলে লোম উঠিয়া যায়।

Fig : Kritikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 371 ; Roxb., Cor. Pl., i. t. 63 ; Bedd., Fl. Sylv., t. 56.

Ref : F. B. I., ii, 288 ; B. P., i. 452 Watt, vi, Pt. IB. 340 , Roxb., F. I., ii. 371.

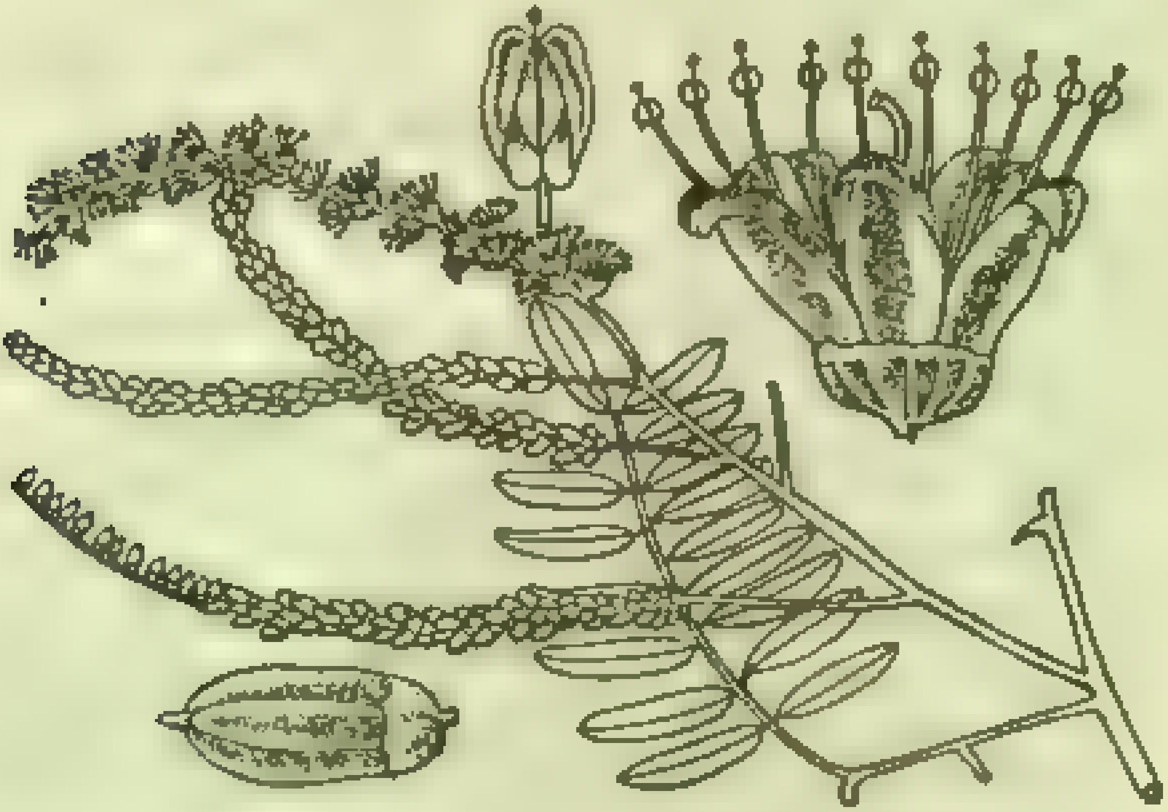

209. Prosopis spicigera Linn. (শমী)

Genus—PSORALEA Linn.

210. P. Corylifolia Linn. (হাকুচ) (বুচ্‌কি)

ভাষানুসারী নাম :—বাকুচী, সোমরাজী, সোমবল্লী—সংস্কৃত ; বুচ্‌কি হাকুচ—বাংলা ; বুকচী, বাব্‌চী—হিন্দি , বাউচী—মহারাষ্ট্র , বাবচি—উড়িয়া ; বাউচিগে—কর্ণাট ; কর্কবিদ্দি—তেলেগু ; বগিবিট্টু—তামিল , বাভচী—বোম্বে।

বাকুচী সোমরাজী চ সোমবল্লী সুবল্লিকা।
সিতা সিতাবরী চন্দ্র-লেখা চান্দ্রী চ সুপ্রভা॥
কুষ্ঠহন্ত্রী চ কাম্বোজী প্রতিগন্ধা চ বল্গুজা।
পূতা চন্দ্রাভিধা রাজী কালাবী চ তথৈন্দবী॥
কুষ্ঠদোষাপহা চৈব কান্তিদাঽবল্গুজা তথা।
চন্দ্রাভিধা প্রভামুক্তা বিংশতিঃ স্যাত্তু নামতঃ॥
বাকুচী কটুতিক্তোষ্ণা ক্রিমিকুষ্ঠকফাপহা।
শ্বাস শোথ বিষকণ্ডূতি-দদ্রু-প্রশমনী চ সা॥

রাজনিঘণ্টুঃ। শতাহ্বাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—বাকুচী, সোমরাজী, সোমবল্লী, সুবল্লিকা, সিতা, সিতাবরী, চন্দ্রলেখা, চান্দ্রী, সুপ্রভা, কুষ্ঠহন্ত্রী, কাম্বোজী, প্রতিগন্ধা, বল্গুজা, চন্দ্রাভিধা, রাজী, কালাবী, ইন্দবী, কুষ্ঠদোষাপহা, কান্তিদা, অবল্গুজা—এই কুড়িটি নাম।

গুণপর্যায় :—বাকুচী—কটুতিক্ত রস, উষ্ণবীর্য্য, ক্রিমি, কুষ্ঠ ও কফনাশক। শ্বাস, শোথ, বিষদোষ, কণ্ডূতি, দদ্রু (চুলকানি) প্রভৃতি রোগ নাশক।

প্রাপ্তিস্থান :—সমস্ত ভারতবর্ষের হিমালয় প্রদেশ হইতে সিংহল পর্যন্ত ভূভাগে, বঙ্গদেশের হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, ২৪-পরগণা, বাঁকুড়ার পতিত জমিতে, রাস্তার ধারে, বনের কিনারায়, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—সরল বর্ষজীবী গুল্ম, গাছ ১-৩ ফুট উচ্চ, শাখা দৃঢ়। পত্র ঈষৎ গোলাকার, হৃৎপিণ্ডাকৃতি, কিনারায় দাঁতযুক্ত, ১-৩ ইঞ্চি লম্বা, পত্রের উপরিভাগে কৃষ্ণবর্ণ দাগ থাকে। লম্বা পুষ্পদণ্ডে গুচ্ছবদ্ধ ১০-৩০টী ফুল হয়, ফুল নীলবর্ণ। শীতকালে ফুল ও গ্রীষ্মকালে ফল হয়। শুঁটি ছোট, কৃষ্ণবর্ণ ও মসৃণ লোমযুক্ত। যত্ন করিয়া রাখিলে গাছ ৫-৭ বৎসর জীবিত থাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—বীজ। মাত্রা—বীজচূর্ণ ১-২ আনা।

মুলপ্রকাশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—দেশীয় বৈদ্যশাস্ত্রে ইহার বীজ মৃদুবিরেচক এবং রসায়ন, বলিয়া উক্ত আছে। কুষ্ঠ ও চর্মরোগে ইহার বাহ্য ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগ হয়। ইহা ক্রিমিনাশক (Dymock)। কঙ্কন দেশে ইহার বীজ হইতে নিষ্কাশিত তৈল চর্মরোগে ব্যবহৃত হয় (Dymock)। ইহার বীজের তৈল কুষ্ঠে প্রয়োগ হয়, ইহাতে শ্বেতবর্ণ দাগগুলি অপহৃত হয়। ইহার বীজ মৃদুবিরেচক, উত্তেজক, কামোত্তেজক ও ক্রিমিনাশক। ইহার বীজ পাকস্থলীর সংশোধক ও কুষ্ঠনাশক (K. L. Dey)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

বীজ :—স্নায়ুদীপক, দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি বর্দ্ধক, ক্রিমিনাশক প্রস্রাবকারক, ঘর্মকারক। কুষ্ঠ, শ্বেতী বা অন্যান্য চর্মরোগে উপকারী। কাউড়াবিষের দমনে উপকারী।

মন্তব্য :—আয়ুর্বেদ সংহিতার মতে "হাকুচ, কুষ্ঠ ও বাতকফ নাশক। ইহার প্রলেপে কুষ্ঠি ও শ্বেতি বিনষ্ট হয়।" ইহা বলকারক, রক্তের বলকর, রেচক, কৃমি ও উষ্ণ। ইহা কুষ্ঠ ও অন্যান্য চর্মবিকারে সেবন ও লেপনার্থে ব্যবহার করা হয়। (R. N. Khori, 2nd part. page 225) Dr Bhaoaji of Bombay এবং অন্যান্য ডাক্তারেরা ক'এক বৎসর পূর্বে বহু কুষ্ঠরোগীকে ইহা সেবন করাইয়া ফল লাভ করিয়াছিলেন। Dr. K. L. Dey এর মতে ইহার বীজের "অলিও রেজিনাস্ এক্স্ট্রাক্ট" মাখনের সহিত প্রলেপ দিলে ক'এক দিনের মধ্যে শ্বেত কুষ্ঠের ও দাগ লাল হইয়া যায়। কচিৎ কিঞ্চিৎ বেদনাও অনুভূত হয়। কখনও বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কা বা ফুস্কুড়ি উঠিয়া থাকে। কিন্তু উহাদিগকে না ছিঁড়িলে, না টিপিলে, আপনা আপনা শুকাইলেই ভাল হয় এবং সেইখানে একটী কাল দাগ পড়ে। এই কালদাগগুলি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া শ্বেতবর্ণ স্থানটুকুকে স্বাভাবিকবর্ণতা দান করে—কখন বা প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ স্বাভাবিকবর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এইরূপে শ্বেতকুষ্ঠ আরাম হইলে আর নূতন আবির্ভাব হইতে পারে না।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 300A , Burm. Fl. Ind., t. 49.
Ref.– F. B. I., ii, 103 , Roxb., F. I., iii. 387 ; B. P., i. 429 ; Prain, H.H. 203 ; Voigt, H S., 211.

210. Psoralea corylifolia Linn. (হাকুচ)

Genus—PTEROCARPUS Linn.

211. P. santalinus Linn. (রক্তচন্দন)

ভাষানুসারী নাম :—রক্তচন্দন—সংস্কৃত, রক্তচন্দন—বাংলা, লালচন্দন, রক্তচন্দন—হিন্দী, রক্তচন্দন—মহারাষ্ট্র; রতাংজলি—বোম্বে, রতাঞ্জলি—গুজরাট; সেন্‌শান্দনম্, রক্তচন্দন—তামিল; এররচন্দনপুচেক, গেরাচন্দন, হুচন্দন—তেলেগু; অগরু—কানপুর; রক্তচন্দনম্—মালয়, শন্দল—ব্রহ্মদেশ, উন্‌দোয়্—আরব; সুর্খ—পারস্য।

রক্তচন্দনমিত্যুক্তং লোহিতং শোণিতঞ্চ হরিচন্দনং হিমম্।
রক্তসারমথ তাম্রসারকং কুচন্দনমথার্কচন্দনম্ ॥
রক্তচন্দনমতীব শীতলং তিক্তমীক্ষণগদাস্রদোষনুৎ।
তৃট্‌পিত্তকফকাসজ্বরভ্রান্তিজন্তুবমিবিষাপহম্ ॥
রাজনিঘণ্টুঃ। চন্দনাদির্বর্গঃ।

নামপর্যায় :—রক্তচন্দন, লোহিত, শোণিত, হরিচন্দন, হিম, রক্তসার, তাম্রসার, কুচন্দন, অর্কচন্দন—এইগুলি নাম।

গুণপর্যায় :—রক্তচন্দন—অতিশীতবীর্য, তিক্তরস, চক্ষুর দীপ্তিবর্দ্ধক হিতকর ও রক্তদোষনাশক। তৃষ্ণাদোষ, পিত্তদোষ, কফ, কাস, জ্বর, ভ্রান্তিদোষ ও ক্রিমিনাশক, এবং বমি ও বিষ নিবারক।

উৎপত্তিস্থান :—দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমাংশে এবং উত্তর আর্কট নামক স্থানে দেখা যায়, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—বড় গাছ, ২৫-৩০ ফুট উচ্চ হয়। বাকল কৃষ্ণবর্ণের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ। কাষ্ঠ শক্ত, বাহিরের কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ, ভিতরের কাষ্ঠ রক্তবর্ণ। পত্রিকার মস্তক ভাগ কিঞ্চিৎ চাপা। ৩-৫ ইঞ্চি পর্য্যন্ত বড়, চামড়ার ন্যায় শক্ত, পত্রিকার উপর দিকই গোলাকার; নিচে মসৃণ অস্পষ্ট লোম আছে। পুষ্পদণ্ড লম্বা, উহার চতুর্দিকে ফুল হয়। পুংকেশর ২-৫টী। শুঁটি পক্ষযুক্ত। গ্রীষ্মকালে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—সমগ্র উদ্ভিদ্।

বৈদ্যকে রক্তচন্দনের ব্যবহার।

বাগ্‌ভট্ট :—শিরোৎক্ষিপ্ত ও রক্তোৎক্ষিপ্ত নেত্ররোগে লোহিতচন্দন—লোহিতচন্দনযোগে কথিত দুগ্ধ রক্ত বা শিরোৎক্ষিপ্ত নেত্রে সেচন করিবে (উঃ ১ অঃ)।

যুক্ত প্রদেশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—সংস্কৃত লেখকগণের মতে তিন প্রকার চন্দন গাছ আছে—শ্বেত, পীত ও রক্তচন্দন। রক্তচন্দন ধারক, বলকারক। ইহা মাথাধরা ও প্রদাহ নিবারণ করে এবং চর্মরোগ, জ্বর ও ফোড়ার শান্তিকর এবং চক্ষুর দীপ্তিবর্দ্ধক। মাথা ধরিলে কপালে লাগাইলে মাথাধরা আরাম হয় (Beadon Powell)।

চন্দনের কাষ্ঠ জলে ঘসিয়া লইয়া নিম্ন পৌত্ত করিলে উহার চূর্ণ করিয়া যায় (Surgeon, Gray)। চন্দন কাষ্ঠের কাথ ধারক এবং পুরাতন রক্তআমাশয় নিবারণ করে (Dutt)। মাত্রা কাঠ ½-১ তোলা। তৈল ৫-১৫ ফোঁটা।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

কাষ্ঠ—সংকোচক, বলকারক, পোড়াঘায়ে বাহ্য প্রলেপে বিষনাশক, মাথাধরা, রক্তের প্রবাহ চর্মরোগ, জ্বর ও ফোড়ায় উপকারী। দৃষ্টিশক্তি বর্দ্ধক, ও বর্ণকারক। রক্তপিত্তের সংশমনে উপকারী।

Fig.—Bedd. Fl. Sylv , t. 22 , Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 339.

Ref.—F.B.I., ii, 239 , Roxb , F I iii 234 , Watt VI., Pt., III. 357.

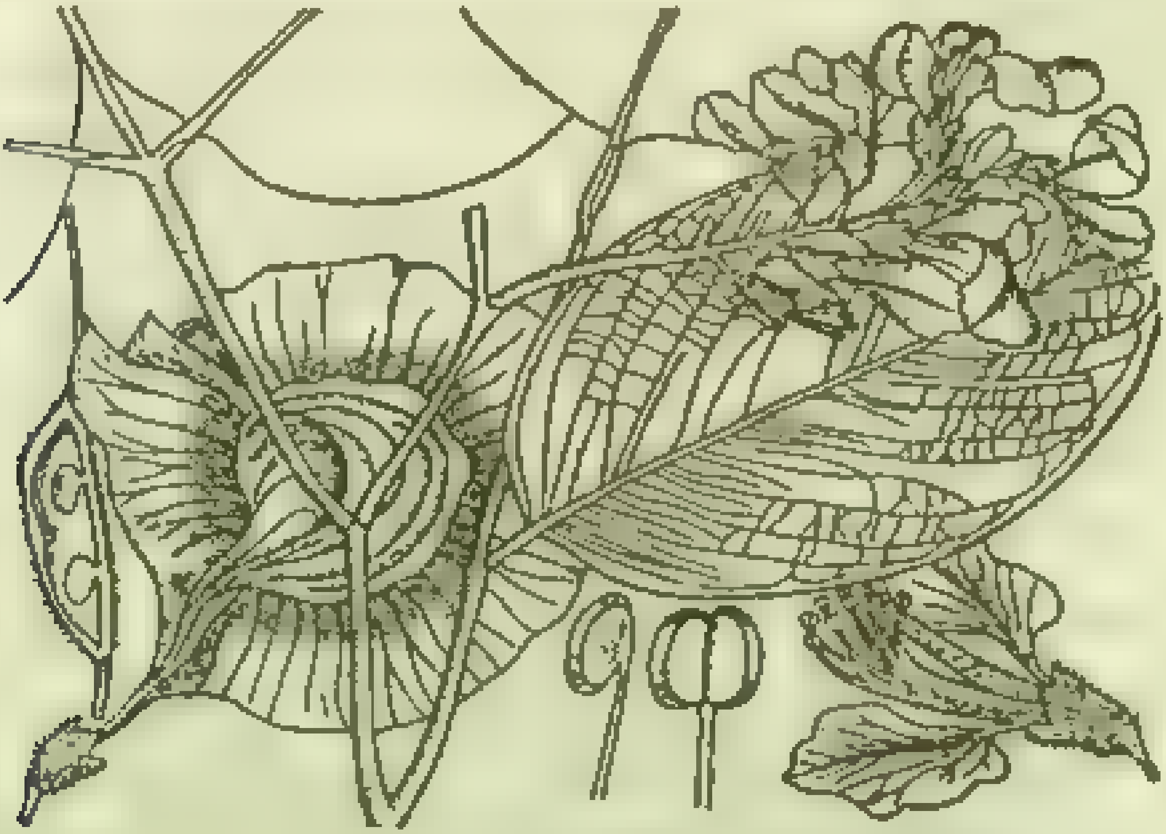

211. Pterocarpus Santalinus Linn. (রক্তচন্দন)

212. P. marsupium, Roxb. (পীতশাল)

ভাষানুসারী নাম :—অসন—সংস্কৃত ; পীতশাল—বাংলা , বীজ, অসনা, বীজসার—হিন্দি , পিয়াশাল, বীজপা—উড়িয়া , অসন, পিয়াশাল, বীজ—বোম্বে , অসন, হনি—মহারাষ্ট্র ; বিয়া—গুজরাট ; বেঙ্গাই—তামিল , পিদিম, ঝিদি—তেলেগু ; বিব্‌লা—কানপুর ; হান্নু—কর্ণাট , কান্তিমল—মালয়।

অসনস্তু মহাসর্জঃ সৌরির্বন্ধূকপুষ্পকঃ।
প্রিয়কো বীজবৃক্ষশ্চ নীলকঃ প্রিয়শালকঃ॥
অসনঃ কটুরুষ্ণশ্চ তিক্তো বাতাস্রদোষহৃৎ।
সারকো গলদোষঘ্নো রক্তমণ্ডলনাশনঃ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। প্রভদ্রাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—অসন, মহাসর্জ, সৌরি, বন্ধূকপুষ্পক, প্রিয়ক, বীজবৃক্ষ, নীলক ও প্রিয়শালক—এইগুলি নাম।

গুণপর্য্যায় :—অসন—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য বিপাকে তিক্তরস, বাতদোষনাশক, বিরেচক, গলদোষ নাশক এবং রক্তমণ্ডল নাশক।

জন্মস্থান :—মধ্য ও দক্ষিণ ভারতবর্ষ, মাদ্রাজ, রাজমহলের পাহাড়, বিহার; বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—বৃহৎকায় বৃক্ষ। ৩০-৪০ ফুট উচ্চ হয়। শরৎকালে পাতা পড়িয়া যায়। ত্বক্ ১ ইঞ্চি, ধূসরবর্ণ, গাছের গায়ে লম্বাদিকে ফাট; কাষ্ঠ শক্ত। ইহার আঠা লালবর্ণ। পত্রে নরম লোম আছে। পত্রিকা ৫-৭টী, লম্বাকৃতি ও সূক্ষ্মাগ্র, পাতা বড় হইলে মসৃণ লোমশূন্য আকৃতি। পত্রের শিরা ১৫-২০ জোড়া, ফুল পীতবর্ণ কিম্বা শ্বেতবর্ণ। ফুলের পাপ্‌ড়ি সবুজবর্ণ, ১/৪-১/২ ইঞ্চি। শুঁটি ১১/২-২ ইঞ্চি চওড়া, ইহাতে ১টি বীজ থাকে, শুঁটির পক্ষ ১/২-১/৪ ইঞ্চি। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—আঠা ও ত্বক্।

বৈদ্যকে অসনের ব্যবহার।

চরক :—**রক্তপিত্তে**—অসনক্কাথ—অসনবৃক্ষের ত্বক্ অন্তর্ধূমে ভস্ম করিয়া ঘৃত ও মধু যোগে রক্তপিত্তী সেবন করিবে (চিঃ ৪ অঃ)। মাত্রা, ২-৪ আনা।

সুশ্রুত :—(১) **কুষ্ঠে** অসন—অসন সর্বপ্রকার কুষ্ঠনাশ করিতে পারে। (চিঃ ৯ অঃ)। (২) **মধুমেহ কামিলে** অসনসার—অসনের সারবান কাষ্ঠ ৮ তোলা পরিষ্কারী ধূলের ছাল ৮ তোলা উত্তমরূপে কুট্টিত করিয়া আট সের জলের সহিত কাথ প্রস্তুত করিবে—চারি সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া বস্ত্রপূত করিয়া উহাতে দুই সের পরিশুদ্ধ যবকলাই সিদ্ধ করিবে। সিদ্ধ হইবার কালে উহাতে চিতার মূলচূর্ণ ২ তোলা এবং আমলকের কাঁচা আমলকীর রস প্রদান করিবে। যবকলাই বেশ সিদ্ধ হইলে, নামাইয়া শীতল হইলে মধু ও ঘৃত সহ, বলানুসারে ভোজন করিতে দিবে। লবণ পরিত্যাগ করিবে। যবকলাই জীর্ণ হইলে, মুগ ও আমলকীর যূষ প্রস্তুত করিয়া, এই যূষের সহিত ঘৃত মিশ্রিত অন্ন বিনা লবণে ভোজন করিতে দিবে (চিঃ ১১ অঃ)

বঙ্গসেন :—(১) **উপদংশে** অসন সার—খদির কাষ্ঠ ও অসনসারের কাথ, শোধিত গুগ্‌গুলু কিম্বা ত্রিফলাচূর্ণসহ সেবন করিবে। ইহা উপদংশে হিতকর (উপদংশাধিকার)।

(২) শঙ্কাতঙ্কে বা বালরোগে অসনফুল—অসনফুলের অতি সূক্ষ্ম চূর্ণ প্রস্তুত করিয়া ভক্তবর্তি আমানিযোগে বটী প্রস্তুত করিয়া শঙ্কাতঙ্করোগগ্রস্ত বালককে সেবন করাইবে।

মূলপ্রবাসীদের ঔষধার্থে ব্যবহার :—হিন্দু ও মুসলমান বৈদ্যেরা ইহার আঠা দাঁতের বেদনা নিবারক বলিয়া নির্দেশ দেন (Ainslie).

গোয়া দেশে ইহার ছাল ধারক বলিয়া ব্যবহার করে (Dymock)। ইহার আঠা উদরাময়, অর্শ ও রক্তামাশয় রোগ নিবারণ করে, ছোট ছোট বালকদের এবং অন্য স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে বিশেষ হিতকর (Pharm Ind)। Dr. Rumphius বলেন যে ইহার আঠা উদরাময় নিবারণ করে এবং পাতা ছেঁচিয়া বাহিরে প্রলেপ দিলে ফোঁড়া, সকল প্রকার ক্ষত এবং চর্মরোগ নিবারিত হয়।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

আঠা—উত্তম সংকোচক, উদরাময় ও রক্তামাশয় রোগ নিবারক। দাঁতের বেদনায় উপকারী।

পাতা—ছেঁচিয়া বাহিরে প্রলেপ দিলে ফোঁড়া, সকল প্রকার ক্ষত ও চর্মরোগ নিবারিত হয়।

ছাল—সংকোচক।

মন্তব্য :—চরক উদর্দপ্রশমনবর্গে এবং **সুশ্রুত** শালসারাদিবর্গে অসন পাঠ করিয়াছেন। **সুশ্রুত** রক্তপিত্ত চিকিৎসায় অসন পুষ্পের উল্লেখ করিয়াছেন।

Fig.—Bedd., Fl, Syl., t. 21 ; Roxb., Cor. Pl., t. 116 , Kirtikar & Basu. Ind Med. Pl., t. 340.

Ref.—F.B.I., ii, 239 ; Roxb., Fl. I., iii, 234 , B.P., 412.

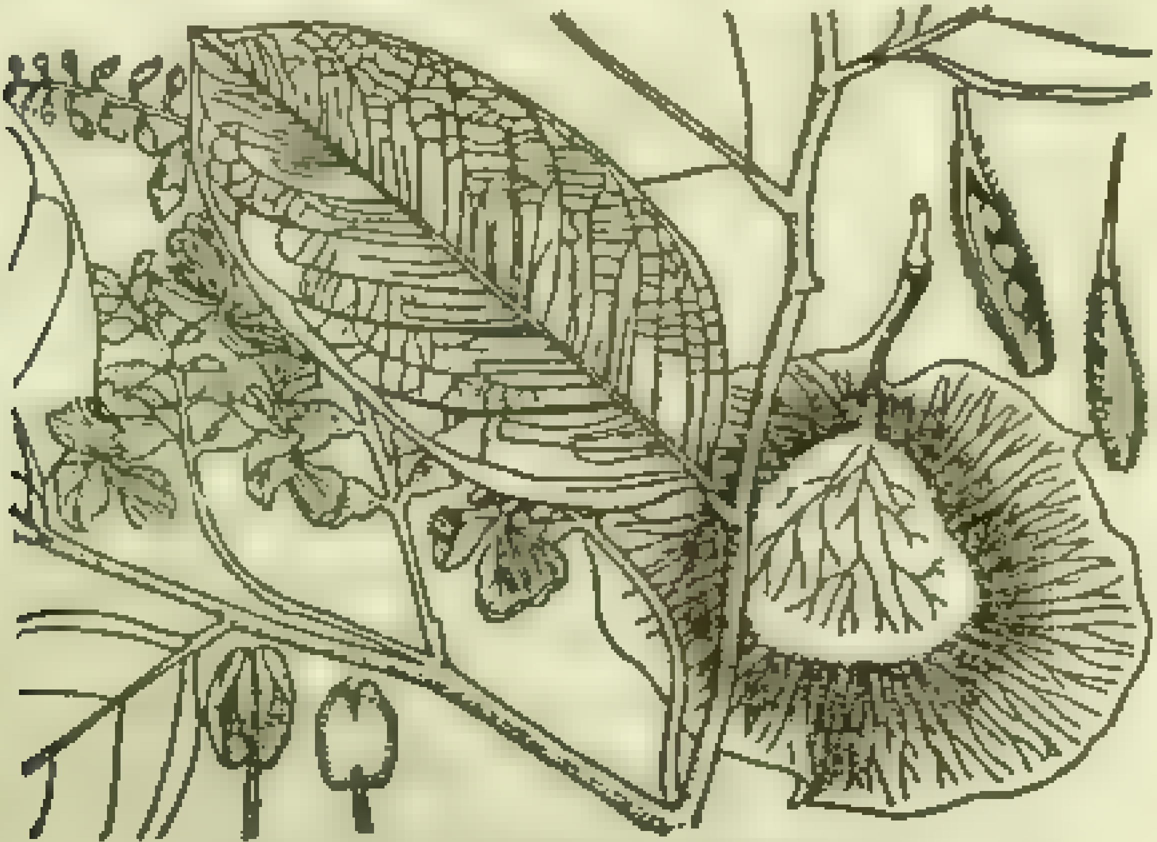

212. P. marsupium Roxb. (পীতশাল)

Genus—SARACA Linn.

213. S. indica Linn. (অশোক)

ভাষানুসারীনাম :—অশোক—সংস্কৃত, অশোক—বাংলা, অশোক—হিন্দি, অশোক—উড়িয়া, অশোক—বোম্বে, অশোকা—মহারাষ্ট্র, আশোপালব—গুজরাট ; কনকিলি, অশোক—তেলেগু, অশোক—মণিপুর ; থগাবো—ব্রহ্মদেশ, থাহুনকাথ—কচ্ছ।

অশোকঃ শোকনাশঃ স্যাদ্বিশোকো বঞ্জুলদ্রুমঃ।
মধুপুষ্পোঽপশোকশ্চ কঙ্কেলিঃ কেলিকস্তথা॥
রক্তপল্লবকশ্চিত্রো বিচিত্রঃ কর্ণপূরকঃ।
সুভগঃ স্মরাধিবাসো দোষহারী প্রপল্লবঃ॥
রাগী তরুর্হেমপুষ্পো রামাবামাঙ্ঘ্রিঘাতকঃ।
পিণ্ডীপুষ্পো নটশ্চৈব পল্লবদ্রুরিতি বিংশতিঃ॥
অশোকঃ শিশিরো হৃদ্যঃ পিত্তদাহশ্রমাপহঃ।
গুল্মশূলোদরাধ্মান-শমনঃ ক্রিমিকারকঃ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। করবীরাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—অশোক, শোকনাশ, বিশোক, বঞ্জুলদ্রুম, মধুপুষ্প, অপশোক, কঙ্কেলি, কেলিক, রক্তপল্লবক, চিত্র, বিচিত্র, কর্ণপূরক, সুভগ, স্মরাধিবাস, দোষহারী, প্রপল্লব, রাগীতরু, হেমপুষ্প, রামাবামাঙ্ঘ্রিঘাতক, পিণ্ডীপুষ্প, নট, পল্লবদ্রু এই বাইশটি নাম।

গুণপর্যায় :—অশোক—শীতবীর্য, হৃদ্য, পিত্ত, দাহ ও শ্রম নাশক। গুল্ম, শূল, উদরী, ও আধ্মান (পেটফাঁপা) নাশক, কিন্তু ক্রিমিকারক।

জন্মস্থান :—পূর্ববঙ্গ, দক্ষিণভারত, আরাকান, টেনাসেরিম, বঙ্গদেশের বাগানে বসান হয়। চট্টগ্রামে বহু পরিমাণে দেখা যায়, হুগলী, হাওড়া, ২৪ পরগণা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়ার অনেক বাগানে ইহা বসাইয়া থাকে। বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুরে অনেক গাছ আছে।

বর্ণনা :—শাখাপ্রশাখা বিশিষ্ট বৃক্ষ, ২৫-৩০ ফুট উচ্চ হয়। পত্রবৃন্ত ছোট ; পত্রিকা লম্বা। পত্রের অগ্রভাগ সরু। পত্র ৩-৯ ইঞ্চি লম্বা, ঘন সন্নিবদ্ধ। ফুল লাল, গুচ্ছবদ্ধ হয়, পাপ্‌ড়ি ½-¾ ইঞ্চি লম্বা, পুংকেশর পাপ্‌ড়ির ২ গুণ ; শুঁটি ৩-১০ ইঞ্চি লম্বা, এবং ১½-২ ইঞ্চি চওড়া। বীজ ৪-৮টি হয়, লম্বাকৃতি ও চেপ্টা। ফুলের গন্ধ রাত্রিকালে বাহির হয়। মার্চ ও এপ্রিল মাসে ফুল এবং আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে ফল হয়। ফুল ফুটিলে গাছের অতিশয় বাহার হয়। এই গাছ দেখিতে কতকটা Amherstia

nobilis এবং আমেরিকা দেশীয় Brownea গাছের তুল্য। বাগানের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য এই গাছ বাগানে বসান যাইতে পারে। কাব্যপ্রকাশের মতে অশোককে অনন্যা-ভিন্ন বলা হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—ত্বক্ ও বীজ।

বৈদ্যকে অশোকের ব্যবহার।

চক্রদত্ত :—(১) রক্তপ্রদরে অশোক ছাল—কুট্টিত অশোকছাল ২ তোলা, গব্যদুগ্ধ আধপোয়া, জল দেড় পোয়া, দুগ্ধাবশেষ রাখিয়া কাথ প্রস্তুত করিবে; শীতল হইলে পান করিতে দিবে (অসৃগ্দর চিঃ)। (২) মূত্রাঘাতে অশোকবীজ—অশোকবীজ একটি, শীতল জলের সহিত পেষণ করিয়া পান করাইবে। ইহা মূত্রাঘাত (প্রস্রাবরোধ) ও অশ্মরীনাশক।

দেশপ্রচলিত ঔষধার্থে ব্যবহার :—হিন্দু কবিরাজগণ ইহার বল্কল স্ত্রীলোকদিগের যাবতীয় ঋতুকালীন পীড়ায়, বিশেষতঃ রক্তপ্রদর রোগে অতি মূল্যবান ঔষধ বলিয়া নির্দেশ করেন। ইহা বাধকরোগের পক্ষেও বিশেষ ফলপ্রদ। কিন্তু প্রদর রোগে অনেক সময় রক্তস্রাব কম হইলেও ফল লাভ হয় না, এবং রোগীর দুর্বলতা বৃদ্ধি পায়; সে কারণ অশোক প্রদরে বিশেষ কার্যকর বলিয়া মনে হয় না। অশোকের কাথ দুগ্ধের সহিত পান করিলে জরায়ু সম্বন্ধীয় রোগে বিশেষ উপকার হয়। ফুলের গুঁড়া জলের সহিত পান করিলে রক্তামাশয় আরাম হয়। চৈত্রমাসে অশোক ষষ্ঠী ও অষ্টমী তিথিতে স্ত্রীলোকেরা ফুলের কুঁড়ি চিবাইয়া পান করে। কথিত আছে যে, এইগাছে পুষ্পিত মদনকে মহাদেব ভস্ম করিয়াছিলেন।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

ছাল—সংকোচক, জরায়ু প্রদাহ এবং রক্তস্রাবে উপকারী। রক্তপিত্তবিকার দমনে উপকারী।

মন্তব্য :—চরকের চিকিৎসিতস্থানের ৩০ অধ্যায়ে এবং সুশ্রুতের শারীর স্থানের ২য় অধ্যায়ে প্রদরেরচিকিৎসা লিখিত আছে; কিন্তু অশোকের নামোল্লেখ নাই। রাজনিঘণ্টুতেও অশোকের প্রদরনাশক গুণ স্বীকৃত হয় নাই। চরক অশোককে বেদনাস্থাপন ও সংজ্ঞাস্থাপন বর্গমধ্যে পাঠ করিয়াছেন (সূ ৪ অ)। রক্তপ্রদরে কবিরাজেরা রক্তরোধক বলিয়াই অশোক ব্যবহার করেন, 'বেদনাস্থাপন' বলিয়া ব্যবহার করেন না।

Fig :—Rheede, Hort. Mal, v. t. 59; Wight, Ic., t. 206, Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl, t. 360.

Ref.—F. B. I., ii 271; Roxb., F. I., ii, 280; B. P., i, 444; Prain, H. H., 206; Voigt. H. S., 246.

213. Saraca indica Linn. (অশোক)

Genus—SESBANIA. Scop.

214. S. aegyptiaca Pers. (জয়ন্তী)

ভাষানুসারী নাম :—জয়ন্তী—সংস্কৃত ; জয়ন্তী—বাংলা ; জৈন্তী—হিন্দী ; জনজন্—বোম্বে ; তৈতৌয়ন—উড়িয়া ; শেবেরি—মহারাষ্ট্র ; জোগযালে—কর্ণাট ; চম্পাই—তামিল ; সোমাণ্টি—তেলেগু ; হব-এল্-মস্ক—আরব ।

জয়ন্তী তু বলামোটা হরিতা চ জয়া তথা ।
বিজয়া সূক্ষ্মমূলা চ ভিক্তকা চাপরাজিতা ।
জয়া জয়ন্তী গলগণ্ডহারী তিক্তা কটূষ্ণা বিষনাশনী চ ।
ভূতাপহা কণ্ঠবিরোধিনী চ কৃষ্ণা তু সা তত্র রসায়নী স্যাৎ ।

রাজনিঘণ্টুঃ । শতাহ্বাদিবর্গঃ ।

নামপর্যায় :—জয়ন্তী, বলামোটা, হরিতা, জয়া, বিজয়া, সূক্ষ্মমূলা, ভিক্তকা ও অপরাজিতা —এইগুলি নাম ।

গুণপর্যায় :—জয়ন্তী—তিক্তরস, উষ্ণবীর্য, বিষনাশক কটুরস, বাতনাশক, গলগণ্ডরোগ নাশক ভূতগ্রহ নাশক, কণ্ঠরোগে উপকারী, কৃষ্ণবর্ণের গুণ জয়ন্তী রসায়ন ।

জন্মস্থান :—ইহা আফ্রিকাদেশীয় গাছ। বঙ্গদেশে বাগানে চাষ হয়। হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া। হিমালয় প্রদেশ হইতে সিংহল পর্য্যন্ত কুমায়ুনে এবং শ্যামদেশে জন্মে। বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—এই গাছ ৬-১০ ফুট উচ্চ হয়। পত্র দেখিতে তেঁতুল পত্রের ন্যায়। ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা; পত্রিকা ২১ ২৩টী, মসৃণ লোমযুক্ত। ফুল ½-¾ ইঞ্চি, পীতবর্ণ। এই গাছ আরও দুই জাতীয় আছে—Sesbania picta Pers এবং S bi-color. W & A. (Bot. Reg. t. 873)। ইহাদের ফুলে গাঢ় লালবর্ণ ছিট্ ছিট্ দাগ আছে। প্রত্যেক পুষ্পদণ্ডে ৩-১২টী ফুল থাকে। শুঁটি ৬-৯ ইঞ্চি লম্বা ও সরু। শুঁটির ভিতর দুইটি বীজের মধ্যস্থল সঙ্কুচিত। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—পত্র, মূল, ফুল ও বীজ।

বৈদ্যকে জয়ন্তীর ব্যবহার।

চক্রদত্ত : (১) **জ্বরে জয়ন্তীমূল**—জয়ন্তীর মূল কণ্ঠে ধারণ করিলে জ্বর নিবৃত্তি পায় (জ্বর চিঃ)। (২) **ইক্ষুমেহে জয়ন্তীমূল**—জয়ন্তীমূলের কাথ মধুযোগে পান করিলে ইক্ষুমেহ প্রশমিত হয় (প্রমেহ চিঃ)। (৩) **মেঢ্রপাকে জয়ন্তীপত্র**—জয়ন্তীপত্রের কাথে মেঢ্র ধৌত করিলে মেঢ্রপাক বিনাশ পায় (উপদংশ চিঃ)। (৪) **মসূরিকার প্রথমাবির্ভাব-কালে জয়ন্তীবীজ**—পর্য্যুষিত জলে পিষ্ট ২১টী জয়ন্তীবীজ বাসি জলের সহিত বসন্ত বাহির হইবার সময়ে পান করিবে (মসূরিকা চিঃ)। (৫) **শিরোরোগে শ্বেতজয়ন্তী মূল**—রবিবারে শ্বেত জয়ন্তীমূল পর্য্যুষিত পেষণ ও আলোড়ন করিয়া পান করিলে শির বিনষ্ট হয় (শূল চিঃ)। (৬) **প্রতিশ্যায়ে জয়ন্তীপত্র**—জয়ন্তীপত্র পেষণ পূর্ব্বক কলার পাতায় আবৃত করিয়া বাঁধিয়া অঙ্গারের উপরি স্থাপন করিবে। যেটুকু জয়ন্তীপত্র অর্দ্ধদগ্ধ হইলে তুলিয়া, সৈন্ধবলবণ ও সর্ষপতৈলযোগে ভক্ষণ করিলে প্রতিশ্যায় অর্থাৎ নাসিকা হইতে অনবরত জলস্রাব নিবৃত্তি পায়।

ভাবপ্রকাশ :—**গর্ভধারণবারণার্থ জয়ন্তীপুষ্প**—ঋতুকালে তিনদিন পুষ্পাতণ্ডুলযোগে পিষ্ট জয়ন্তীপুষ্প সেবন করিলে নারী বন্ধ্যা হয় (বন্ধ্যা চিঃ)।

মুলপ্রদেশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—যে সকল লোকের সকল ঋতুতেই সর্দ্দি হয় এবং প্রচুর স্রাব নির্গত হয়, জয়ন্তীপাতা ভাজিয়া খাইলে তাহাদের বিশেষ উপকার হয়। জয়ন্তীপাতা পিষ্ট করিয়া ময়দার সহিত রুটি প্রস্তুত করিয়া খাইলে মধুমেহ আরাম হয়, প্রস্রাবের পরিমাণ কমিয়া যায়, মূত্রে শর্করা থাকে না।

জয়ন্তীর পাতা ব্যবহার করিলে প্লীহা কমিয়া যায় (Dymock)। কোনস্থানে উত্তেজ হইলে, ইহার বীজের তৈল প্রয়োগ করিলে এবং ইহার ছালের রস পান করিলে, উত্তেজ কমিয়া যায় (Watt)। পাতার পুলটিস্ দিলে ফোড়ার ফুলা এবং অণ্ডকোষ বৃদ্ধি কমিয়া

যায় এবং ফোড়া বসিয়া যায়। ইহার শিকড় ছেঁচিয়া বুকিতে লাগাইলে ফোলা নিবারিত হয় (Watt)। অর্শরোগে উত্তেজক ও কটুকর।

Glossary : সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ছাল—সংকোচক।

বীজ—উদরাময়ে উপকারী, অত্যধিক রক্তস্রাবে উপকারী। ময়দার সহিত বীজের গুঁড়া ব্যবহারে—গায়ের চামড়ার চুলকানি কমিয়া যায়।

পাতার রস—ক্রিমিনাশক।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind Med. Pl., t. 303.

Ref—F.B.I., ii, 114, B. P., I. 403, Watt. vi. Pt. 2, 543; Prain H. H., 199; Voigt H. S., 216.

214. Sesbania aegyptiaca Pers. (জয়ন্তী)

215. S. grandiflora Pers (বাসনা, বক)

ভাষানুসারী নাম :—অগস্তি—সংস্কৃত; বক, বাসনা ফুল—বাংলা; অগস্ত, বক—হিন্দি; হৈঁথা, অগথ—বোম্বে; অগাস্তা, হাদগা—মহারাষ্ট্র; অগথিও—গুজরাট; অগতি, বেন্নিয়া—তামিল; অবিসি—তেলেগু; অগসি—কানাড়া; পৌরুশম্—মলয়ালম।

অশ্বখুরঃ শ্বেতপুষ্পঃ স্যাৎ অপরাজিতা মুনিভিস্মৃতঃ।
অপরাজিতীন্দ্রকন্দকো কফপুষ্পঃ সুরক্ষিতঃ ॥
সিতপীতনীললোহিতপুষ্পবিশেষাচ্চতুর্বিধোঽপরাজিতঃ।
মধুরঃ শিশিরস্তিক্তোঽপস্মারকাসবিষাপহশ্চ কুষ্ঠহঃ ॥
অপরাজিতা শিশিরঃ গৌল্যঃ তিক্তোষ্ণঃ প্রমাপহম্।
শ্বাসকাসবৈবর্ণ্যঃ কুষ্ঠঘ্নঃ কামপ্রদম্ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। করবীরাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় ঃ—অশ্বখুরা, শ্বেতপুষ্প, অপরাজিতা, মুনিভিষক, ক্রান্তি, নীলকন্দক, কফপুষ্প প্রভৃতি— এইগুলি নাম। সিত, পীত, নীল ও লোহিত পুষ্পভেদে অপরাজিতা চারি প্রকার।

গুণপর্যায় ঃ—অপরাজিতা—মধুরস, শীতবীর্য, চিত্তোন্মাদনাশক, শ্বাস ও কাসনিবারক ও কুষ্ঠরোগ-নাশক।

অপরাজিতা মূল—শীতবীর্য, শোথ চিত্তোন্মাদনাশক ও বায়ুহর। বমন, জ্বর, (কণ্ঠের রোগ) বিষঘ্ন এবং কুষ্ঠরোগনাশক ও বমনাশক।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—দক্ষিণভারত, বর্মা, গঙ্গার তীরবর্তী স্থানসমূহ, বঙ্গদেশে বাগানে ফুলের জন্য রোপণ করে। হুগলী, ঢাকা, ২৪-পরগনা, বর্ধমান, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, বোটানিক্যাল গার্ডেন, শিবপুর। আমরা দেখিতে পাই।

বর্ণনা ঃ—১০-২০ ফুট উচ্চ উদ্ভিদ্। শাখা উপর উঠে হয়। পত্র ½ ফুট। পত্রিকা ৫১০-৬১টি, লম্বাকৃতি, নিচে মসৃণবর্ণ। ফুল ২-৩ ইঞ্চি। ছোট বোঁটায় থাকে, শ্বেত ও নীলবর্ণ। ফুলের অভ্যন্তর রক্ত। পাপড়ি ৫টী। সবগুলি সমান নহে। কোনটী বেশী চওড়া কোনটী কম চওড়া। শুঁটি ১ ফুট লম্বা, ঈষৎ বক্র, চেপ্টাকার ও লম্বা। ফুল ও শুঁটি বাহিরে থাকে। প্রায় সারা বৎসর ধরিয়া ফুল থাকে এবং শীতকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ—পত্র, বীজ, ফুল ও শিকড়।

বৈদ্যকে অপরাজিতার ব্যবহার।

মূত্রকৃচ্ছ্র ঃ—অপরাজিতার মূল চাউলধোয়া জলে। ইহা মূত্রাঘাত দিলে (বাতজনিতদিগের) পক্ষে হিতকর (দ্রঃ ৪৬ নং সুশ্রুত)।

বাক্‌ত্বা—সরস্বত্যা অপরাজিতার পত্র—অপরাজিতার শিকড় ঘোষপূর্বক, পরপরভাবে পাক করিয়া, সেই ঘৃত নিত্যপ্রতিদিন পান করিতে দিবে (দ্রঃ ১০ নং)। পাক করিবার প্রণালী— গব্যঘৃত একসের, শিলাপিষ্ট অপরাজিতার ১ পোয়া, নীরস বা শুকনা পর্যন্ত দুগ্ধ মিশাইয়া পাক করিবে পরে ছাঁকিয়া করিয়া এই ঘৃত পান করিবে। মাত্রা ½ হইতে ১ তোলা।

হারীত :—(১) শিশুর অপস্মারে অগস্তিপত্র—মরিচচূর্ণসহ অগস্তিপত্রের রসের নস্য দিবে। রসে তুলা ভিজাইয়া শিশুর নাসারন্ধ্রের নিকট ধারণ করাই ভাল। (২) অপস্মারে অগস্তিপত্র রস, মরিচচূর্ণ সহ, গোমূত্রে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া, নস্যার্থ অপস্মার রোগীকে প্রয়োগ করিবে (চিঃ ১৯ অঃ)।

চক্রদত্ত :—চাতুর্থকজ্বরে অগস্তিপত্র :—যাহার ২ দিন ছাড়া জ্বর হয়—তাহাকে অগস্তিপত্রের রসে নস্য প্রয়োগ করিবে (জ্বর চিঃ)। জ্বরাগমন দিবসে নস্য লইতে হইবে। শ্রীহা-রক্তবিবর্জিত চাতুর্থক জ্বরে প্রযোজ্য।

ভাবপ্রকাশ :—বাতরক্তে অগস্তিপুষ্প—বকফুল চূর্ণ করিয়া, মহিষ দুগ্ধে মিশ্রিত করিবে। এই দুগ্ধের দধি হইতে ননী তুলিয়া মাখিলে, বাতরক্ত জন্য পা ফাটা ভাল হয় (মঃ খঃ ২য় ভাঃ)।

জনসাধারণের ঔষধার্থে ব্যবহার :—বক ফুলের পাতার রস, সর্দি, মাথা ধরা আরাম করে এবং নাক দিয়া সর্দি নির্গত করাইয়া দেয়। লাল বকফুলের শিকড় জলে বাটিয়া বাতে লাগাইলে বাত আরাম হয়। ইহার শিকড়ের রস ১ কিংবা ২ তোলা পরিমাণ মধু-মিশ্রিত করিয়া খাইলে সর্দিস্রাব নির্গত হয়।

ধুতুরার মূল ও ইহার মূল বাটিয়া সমপরিমাণ লইয়া ফুলায় লাগাইলে ফুলা আরাম হয় (Dymock)। কোন স্থান থেঁতলাইয়া গেলে পাতার পুলটিস দিলে ভাল হয় এবং ফুলের রস বাহির করিয়া চক্ষে দিলে চক্ষুর তিমির দৃষ্টি আরাম হয় (Murray)।

ইহার ছাল সংকোচক এবং বলকারক। ছালের কাঁচা রস বসন্তরোগে হিতকর এবং পাঁচটি অন্ত্রের রেচক।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :

ছাল—সংকোচক, বলকারক।

ছালের ক্বাথ—বসন্তরোগে ব্যবহৃত হয়।

পাতা ও ফুলের রস—প্রতিশ্যায় (নাক দিয়া জল পড়া) এবং মাথা ধরায় উপকারী।

মন্তব্য :—চরকের পূর্ণবর্গে অগস্তির উল্লেখ নাই। অথবা কোন পূর্ণবর্গে কেন, সমগ্র চরক অনুসন্ধান করিয়াও অগস্তির নাম পর্যন্ত পাওয়া যায় না। ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টুকার অগস্তির গুণ বিবৃত করেন নাই। রাজবল্লভে অগস্তিপুষ্পের গুণ বর্ণিত হইয়াছে, পত্রও শিম্বির গুণ লিখিত হয় নাই। বৃহন্নিঘণ্টুকারের মতে অগস্তির শিম্বি (ফলা) অর্থাৎ রেচক।

Fig.—Rheede, Hort, Mal., i. t. 51 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 305.
Ref.—F. B. I., ii. 115 ; Roxb., F. I., iii. 331 ; B.P., i. 404 ; Watt. vi. Pt. 2, 544 ; Prain., H.H., 200 ; Voigt. H.S., 216.

215. S. grandiflora Pers (বাসনা, বক)

Genus—TEPHROSIA Pers.

216. T purpurea. Linn Pers. (বননীল)

ভাষানুসারী নাম—শরপুঙ্খা, রক্তশরপুঙ্খা—সংস্কৃত, বননীল—বাংলা, শরপুঙ্খা—হিন্দি, উন্হালি—বোম্বে, কোলুক-কি-ভিলাই—তামিল; ঠেলা-ভেম্পালি—তেলেগু।

শরপুঙ্খা কাণ্ডপুঙ্খা বাণপুঙ্খেষুপুঙ্খিকা।
জ্ঞেয়া সায়কপুঙ্খা চ ইষুপুঙ্খা চ ষড়্বিধা॥
শরপুঙ্খা কটূষ্ণা চ ক্রিমিবাতরুজাপহা।
অন্যা তু কণ্টপুঙ্খা স্যাৎ কণ্টালুঃ কণ্টপুঙ্খিকা।
কণ্টপুঙ্খা কটূষ্ণা চ ক্রিমিশূলবিনাশনী॥

রাজনিঘণ্টুঃ। শতাহ্বাদিবর্গঃ।

নামপর্যায়:—শরপুঙ্খা, কাণ্ডপুঙ্খা, বাণপুঙ্খা, ইষুপুঙ্খিকা, সায়কপুঙ্খা, ও ইষুপুঙ্খা—এই ছয়টি নাম। কণ্টপুঙ্খার নাম-কণ্টালু ও কণ্টপুঙ্খিকা এবং কণ্টপুঙ্খা।

গুণপর্যায়:—শরপুঙ্খা—কটুরস, উষ্ণবীর্য, ক্রিমিরোগ, ও বাতরোগ নাশক। কণ্টপুঙ্খা কটুরস, উষ্ণবীর্য এবং ক্রিমি ও শূলনাশক।

প্রাপ্তিস্থান :—ভারতের সর্বত্র, রাস্তার ধারে ও পতিত জমিতে বহু পরিমাণে জন্মে। হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বোটানিক্ গার্ডেন ও উহার নিকটবর্তী স্থানে বহু জন্মে।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী বহুশাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ। পাতার বোঁটা ছোট। ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা। পত্রিকা ১৩-২১টি থাকে, লম্ব, অগ্রভাগ মোটা ও সবুজবর্ণ, উপরিভাগ মসৃণ লোমযুক্ত, অধোভাগ শিরাসমূহের মত লোমযুক্ত। পুষ্পদণ্ড ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা, নিচে ফুল হয়। পুষ্পবৃন্ত ১/৬-১/৪ ইঞ্চি, বহির্বাস ১/৬-১/৫ ইঞ্চি, লালবর্ণ। শুঁটি ১১/২-২ ইঞ্চি, ঈষৎ বক্র, ইহাতে ৬-১০ টি বীজ থাকে। বর্ষাকালে ফুল এবং শীতকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—শিকড়, শিকড়ের ছাল, ফুল, পাতা ও বীজ।

বৈদ্যকে শরপুঙ্খার ব্যবহার।

সুশ্রুত :—উন্মত্ত কুকুরবিষে রক্তশরপুঙ্খা—রক্তশরপুঙ্খার মূল ২ তোলা, ধুতুরার মূল ১ তোলা, তণ্ডুল ২৪ তোলা তেলোনীর সহিত মিশিয়া ৭টি ধুতুরার পাতার দ্বারা বেষ্টন পূর্বক অঙ্গারের তাপে পিঠা প্রস্তুত করিবে। উন্মত্ত কুকুর কর্তৃক দষ্টব্যক্তিকে এই পিষ্টক সেবন করাইবে। ঔষধ পরিপাক প্রাপ্ত হইলে দষ্ট ব্যক্তির নানারূপ বিকার জন্মিবে। ইহার প্রতিকারার্থ রোগীকে বাধিবিবর্জিত শীতল গৃহে বাস করাইবে। অতঃপর বিকার শান্ত হইলে পরদিন রোগীকে স্নান করাইয়া শালি বা ষষ্টিক ধান্যের অন্ন উষ্ণ গব্য দুগ্ধের সহিত ভোজন করাইবে। অতঃপর তিন অথবা পাঁচ দিন পরে উপরিউক্ত পিঠা অর্ধমাত্রায় পুনঃ সেবন করাইবে। ইহাতে উন্মত্ত কুকুর দংশন জন্য বিষ নষ্ট হইবে। এ মাত্রা অধুনা প্রযোজ্য নহে। শরপুঙ্খ ও ধুতুরার মাত্রা অধিক বলিয়া ভয় পাইবার প্রয়োজন নাই। এই ঔষধ সেবনে রোগী পাগল হইবে, প্রলাপ বকিবে। তখন তাহাকে ডাবের জল, পানাকাদি, থৈকুল গোলা খাইতে দিবে। ২।৩ দিনেই উন্মাদের ভাব কাটিয়া যাইবে। এই উন্মাদের ভাব বেশী হইলে রোগী নির্দোষরূপে আরাম হইবে বুঝিতে হইবে পরে অর্ধমাত্রায় পুনরায় ঔষধ সেবনের উপদেশ আছে, অধুনা প্রায় তাহা প্রয়োগের আবশ্যক হয় না। (কল্প-৬ অঃ)

চক্রদত্ত :—(১) প্লীহায় শরপুঙ্খা—রক্তশরপুঙ্খার মূল তক্র ঘোলের সহিত পেষণ পূর্বক পান করিলে প্লীহার বৃদ্ধি দমন করা যায় (প্লীহা চিঃ)। (২) ব্রণে শরপুঙ্খা—শরপুঙ্খার মূলত্বক্ চূর্ণ করিয়া মধুসহ মিশ্রিত করিবে। এতদ্বারা ক্ষত লেপন করিলে ক্ষত পূরিয়া উঠে (ব্রণ চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ :—শুক্লে রক্তশরপুঙ্খাদ্যঞ্জন—পুষ্যনক্ষত্রে রক্তশরপুঙ্খার মূল উত্তোলন পূর্বক খণ্ড খণ্ড করিয়া রৌদ্রশুষ্ক করিবে। এইগুলি একটি নূতন হাঁড়িতে রাখিয়া মধ্য দিয়া

মুখ আঁটিয়া দিবে—পরে জ্বাল দিতে হইবে। ইহাতে শরপুঙ্খা ভস্ম হইবে। হাঁড়ি ঠাণ্ডা হইলে খুলিবে। এই ভস্মের সম ভাগ শরপুঙ্খা চূর্ণ করিয়া চূর্ণের ৫ গুণ জলের সহিত তাহা উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া, এই জল মোটা কাপড়ে বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখিবে। ইহা হইতে যে রস গলিত হইবে, উপরের জল আস্তে আস্তে ফেলিয়া দিয়া তাহা লইবে। ইহাই শরপুঙ্খা লবণ। এই লবণ সম, হরীতকী চূর্ণ সম লইয়া একত্র মিশ্রিত করিবে; মাত্রা ১-২ আনা মাত্রায় অবস্থা বুঝিয়া ঐ রোগীকে দিনে দুইবার সেবন করাইবে।

বাগ্‌ভট্ট : (১) **অলর্কবিষ ও ক্রিমিতে রক্তশরপুঙ্খা**—রক্তশরপুঙ্খার মূল চেলোনী জলে পেষণ পূর্বক নস্য লইলে বা প্রলেপ দিলে অলর্কবিষ ও ক্রিমি নষ্ট করা যায় (উঃ ৩৮ অঃ)। (২) **ইন্দুরের বিষে শরপুঙ্খাবীজ**—রক্তশরপুঙ্খার বীজ চূর্ণ করিয়া ঘোলের সহিত সেব্য। ইহা সর্বপ্রকার ইন্দুরবিষ প্রশমক (উঃ ৩৮ অঃ)।

মূলপ্রয়োগের ঔষধার্থে ব্যবহার :—দেশীয় চিকিৎসকগণ ইহাকে মূত্রল, সর্দি নিবারক ও শৈত্যিকজ্বর নাশক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বক্ষে সর্দি বসিয়া যাইলে ইহার দ্বারা বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। ইহা যকৃৎ, প্লীহা ও মূত্রযন্ত্রের উপর কাজ করে। ইহার রক্ত পরিষ্কার করিবার শক্তি আছে এবং ফোড়া ও চুলকানি নাশক। পাতার রস ২ ভাগ, নিম পাতার রস ১ ভাগ, রক্ত-অর্শ নিবারক বলিয়া কথিত আছে। ইহার সহিত গোলমরিচ দিলে মূত্রল, বিশেষতঃ গণোরিয়া নিবারক (Dymock)। ইহার ক্বাথ পুরাতন গণোরিয়া নিবারক (O' Shaughnessy)।

বনবীজের রস পান করিলে রক্ত পরিষ্কার হয় এবং বীজের ক্বাথ বিরেচক (Dr. Stewart)। এই গাছ বলকারক ও পাচক। টাটকা শিকড়ের ছাল হইতে বটিকা প্রস্তুত করিয়া গোলমরিচ যোগে সেবন করিলে পেটের দারুণ বেদনা আরাম হয় (Watt)।

Glossary—সংক্ষিপ্তগুণ পরিচয় :—

গাছ—রসায়ন, বিরেচক, বালকদিগের ক্রিমিতে উপকারী। আভ্যন্তর প্রয়োগে রক্ত পরিষ্কারক ও বল্য।

মূল—তিক্ত, পেট ফাঁপা, অতিসার এবং পুরাতন জ্বরাদিতে উপকারী। মৎস্য বিষ।

মূলের টাট্‌কা ছাল—বাটিয়া গোলমরিচের সহিত মিশাইয়া প্রয়োগে পেটের বেদনায় উপকারী।

মন্তব্য :—চরকে শরপুঙ্খার উল্লেখ নাই। ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টুতেও শরপুঙ্খার গুণ বর্ণিত হয় নাই। সুশ্রুত সংহিতাতে উত্তর তন্ত্রে মূষিকাদির বিষচিকিৎসায় শরপুঙ্খা ব্যবহৃত হইয়াছে।

Fig.—Rheede, Hort. Mal., i. t. 55; Kirtikar & Basu, Ind Med, Pl., t. 302 B.

Ref.—F. B. I., ii 112, Roxb. F. I. iii 386, B. P. i. 405; Prain B. H., 200; Voigt. H. S., 215.

216. *Tephrosia purpurea* Pers. (বননীল)

217. *T. villosa* Pers. (শ্বেতবননীল)

ভাষানুসারী নাম :—শ্বেত শরপুঙ্খা—সংস্কৃত ; শ্বেতবননীল—বাংলা ; পুনাকই-ভেলাই—তামিল ; তেল্লবেমপলি—তেলেগু ; বোটাকোলোথিয়া-উড়িয়া।

> শরাভিখ্যা চ পুঙ্খা স্যাৎ শ্বেতাচ্যা সিতসায়কা।
> সিতপুঙ্খা শ্বেতপুঙ্খা শুভ্রপুঙ্খা চ পঞ্চধা।
> শ্বেতা শ্বেতা গুণাঢ্যা স্যাৎ প্রশস্তা চ রসায়নে।
>
> রাজনির্ঘণ্টু :। শতাহ্বাদিবর্গ :।

নামপর্যায় :—শ্বেতাচ্যা, সিতসায়কা, সিতপুঙ্খা, শ্বেতপুঙ্খা ও শুভ্রপুঙ্খা—এই পাঁচটি শরাভিখ্যাপুঙ্খার নাম।

গুণপর্যায় :—শ্বেত শরপুঙ্খা—রক্তশরপুঙ্খার তুলনায় অধিক গুণসম্পন্ন এবং রসায়নে বিশেষভাবে প্রশস্ত।

উৎপত্তিস্থান :—সমগ্র ভারতবর্ষ, বঙ্গদেশ, হুগলীজেলার বহুস্থানে রাস্তার ধারে জন্মে ; বোটানিক্‌-গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—ইহা শরপুঙ্খা গাছের মত, তবে ডাঁটা একটু শক্ত এবং শ্বেতবর্ণ লোমদ্বারা আবৃত।

পত্রকক্ষ পুষ্প, ২-৩ ইঞ্চি লম্বা ও বিস্তৃত। পত্রিকা ১৩-২৩টী, ধূসরবর্ণ, মসৃণ ; পত্রের নিম্নদিক রেশমের ন্যায়। ফুল অবনত, ফিকে লালবর্ণ, পুং ও স্ত্রী কেশর ৩৩ যোগযুক্ত। শুঁটি ১-২ ইঞ্চি লম্বা, ১/৬-১/৪ ইঞ্চি চওড়া। প্রায় বৎসর ধরিয়া ফুল ও ফল থাকে।

ব্যবহার্য অংশ ঃ—পাতার রস।

মূলবাসীদের ঔষধার্থে ব্যবহার ঃ—পাইকোটা নামক স্থানে ইহার পাতার রস শোথ রোগে ব্যবহৃত হয়। (Pharm. Ind.)।

Fig :—Kirtikar & Basu, Ind Med. Pl., t. 302.
Ref :—F. B. I., ii. 113 ; B. P., i 405, Roxb., F I. iii. 385.

217. T. villosa Pers. (বেবরকলীন)

Genus—TERAMNUS Sw.

218. T. labialis. Spr. (মাষানী)

ভাষানুসারী নাম ঃ—মাষপর্ণী, হয়পুচ্ছা—সংস্কৃত ; মাষানী বনকলাই—বাংলা, মাষপর্ণী, মাষোনি—হিন্দি ; অদিবোকোলা—গুজরাট ; কাট্টুলু—মালয় ; রান উড়দী—মহারাষ্ট্র ; কাট্টু—কর্ণাট।

মাষপর্ণী তু কাম্বোজী কৃষ্ণবৃন্তা মহাসহা ।
আর্দ্রমাষা মাংসমাষা ঋষ্যপ্রোক্তা হয়পুচ্ছিকা ॥
হংসমাষাশ্বপুচ্ছা চ পাণ্ডুরা মাষপত্রিকা ।
কল্যাণী বজ্রপুষ্পী চ শালিপর্ণী বিসারিণী ।
আম্বোষ্ঠা বহুফলা মধুরঃ সুলভা ঘনা ;
ইত্যেষা মাষপর্ণী স্যাৎ একবিংশতি নামকা ॥
মাষপর্ণী রসে তিক্তা বৃষ্যা দাহজ্বরাপহা ;
শুক্রবৃদ্ধিকরী বল্যা শীতলা পুষ্টিবর্দ্ধিনী ॥

রাজনির্ঘণ্টুঃ । গুড়ূচ্যাদির্বর্গঃ ।

নামপর্যায়ঃ—মাষপর্ণী, কাম্বোজী, কৃষ্ণবৃন্তা, মহাসহা, আর্দ্রমাষা, মাংসমাষা, ঋষ্যপ্রোক্তা হয়পুচ্ছিকা, হংসমাষা, অশ্বপুচ্ছা, পাণ্ডুরা, মাষপত্রিকা, কল্যাণী, বজ্রপুষ্পী, শালিপর্ণী বিসারিণী, আম্বোষ্ঠা, বহুফলা, মধুর, সুলভা, ঘনা—এই একুশটি নাম।

গুণপর্যায়ঃ—মাষপর্ণী তিক্তরস, বৃষ্য, দাহ এবং জ্বরনাশক। শুক্রবৃদ্ধিকারক, বলকারক, শীতবীর্য এবং পুষ্টিবর্দ্ধক।

জন্মস্থানঃ—বঙ্গদেশের সর্বত্র জঙ্গলের ধারে ও পতিত জমিতে দেখা যায় ; হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনাঃ—লতানে উদ্ভিদ্। লতা অপর গাছে জড়াইয়া উঠে, শরৎকালে শুষ্ক হইয়া যায়। পত্র ½–১½ ইঞ্চি, পত্রিকা ৩টি, সবুজবর্ণ, উপরে লোমযুক্ত, নিম্নভাগ ধূসর বর্ণ ও অধিক লোমযুক্ত, ডিম্বাকৃতি, ১–২ ইঞ্চি লম্বা ; পুষ্পদণ্ড ১–৩ ইঞ্চি লম্বা ; পুষ্প ঈষৎ লালবর্ণ, বহির্ভাগ ¼-½ ইঞ্চি, শুঁয়াযুক্ত। শুঁটি লম্বা, লোমযুক্ত এবং ঈষৎ বক্র, ১½–২ ইঞ্চি লম্বা ; শুঁটিতে ৮–১০টি বীজ থাকে। কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে ফুল, পৌষ ও মাঘ মাসে ফল হইয়া থাকে।

ব্যবহার্য্য অংশঃ—সমগ্র উদ্ভিদ্ ; মাত্রা ২–৩ আনা।

বৈদ্যকে মাষপর্ণীর ব্যবহার।

চরকঃ—বাজীকরণার্থ মাষপর্ণী—মাষপর্ণীভোজী সমানবর্ণবৎসা ও গৌরবৎসা ধেনুর দুগ্ধ শৃত বা অশৃত, চিনি, ঘৃত ও মধুসহ সেবন করিলে বাজীকরণ নির্বাহ হয় (চিঃ ২ অঃ)।

সুশ্রুতঃ—হুলিকনাম মূষিক বিষে মাষ ও মুদ্গপর্ণী—হুলিকনাম মূষিক কর্তৃক দষ্ট হইলে মাষপর্ণী, মুদ্গপর্ণী ও সিন্ধুবার মূল চূর্ণ করিয়া মধুসহ লেহন করিবে (কঃ ৩অঃ)।

বঙ্গসেন—বাতজ রক্তপ্রদরে মাষপর্ণী—মাষপর্ণীর কাথ ঘোলে সহ তিলতৈলে মধু বস্ত্র ভিজাইয়া যোনিতে ধারণ করিলে রক্তস্রুতি নিবৃত্তি পায়। অপিচ ইহা মার্দ্দবকর ও সুখদ (অসৃগ্দর চিঃ)।

মূল এলোপ্যাথিতে ঔষধার্থে ব্যবহারঃ—নিঘণ্টুকারের মতে ইহা তিক্তরস, মিষ্ট ও ধারক।

শুক্রবর্ধক ও শারীরিক বল বৃদ্ধিকর। মাষাণী অজীর্ণ, জ্বর এবং বায়ু, পিত্ত ও রক্তের দোষ নিবারক।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ফল—সংকোচক, রুক্ষ, জ্বরনাশক, স্নায়ুশূল রোগে, পক্ষাঘাতে ও বাতে উপকারী।

মন্তব্য :—চরক জীবনীয়বর্গে মাষ ও মুদ্গপর্ণী পাঠ করিয়াছেন। উভয়ই জীবনীয় গণভুক্ত হইয়া বিবিধ পীড়ায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 315.
Ref.—F.B.I., ii 184; Roxb. F. I. iii, 318; B. P., i. 393; Prain H. H., 197; Voigt. H. S., 214.

218. Teramnus labialis. Spreng. (মাষাণী)

Genus—TRIGONELLA. Linn.

219. T. foenum graecum Linn. (বড় মেথি)

ভাষানুসারী নাম :—মেথী, মেথিকা—সংস্কৃত; মেথি, বড় মেথি—বাংলা; মেথী—হিন্দি; মেথি, মেথিনী, কাসুরি—গুজরাট; মেথী—মহারাষ্ট্র; মেন্তে—কর্ণাট; মেন্তুলু,

মেন্টি হুব।—তেলেগু ; বেন্তয়্, ভেন্টায়াম—তামিল ; মেন্টি—কানাড়ী ; ভেন্ধিয়াম—মালয়. সি-বন্‌-টু-ফি —ব্রহ্মদেশ ; হুলবা—আরব ; শাম্লিজ, শাম্লিট—পারস্য।

মেথিকা মেথিনী মেথী দীপনী বহুপত্রিকা।
বোধনী গন্ধবীজা চ জ্যোতির্গন্ধফলা তথা॥
বল্লরী চন্দ্রিকা মেথা মিশ্রপুষ্পা চ কৈরবী।
কুঞ্চিকা বহুপর্ণী চ পীতবীজা মুনীন্দুধা॥
মেথিকা কটুরুষ্ণা চ রক্তপিত্তপ্রকোপণী।
অরোচকহরা দীপ্তি-করা বাতঘ্ন দীপনী।

রাজনিঘণ্টুঃ। পিত্তঘ্ন্যাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—মেথিকা, মেথিনী, মেথী, দীপনী, বহুপত্রিকা, বোধনী ; গন্ধবীজা, জ্যোতি, গন্ধফলা, বল্লরী চন্দ্রিকা, মেথা, মিশ্রপুষ্পা, কৈরবী, কুঞ্চিকা, বহুপর্ণী, পীতবীজা এই কয়েকটি নাম।

গুণপর্য্যায় :—মেথী কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, রক্তপিত্ত বর্দ্ধক, অরুচিনাশক, দীপ্তিকর, বাতনাশক ও অগ্নিদীপক।

উৎপত্তিস্থান :—ভারতের সর্বস্থানে চাষ হয়। পাঞ্জাব ও কাশ্মীরের অরণ্যে আপনা আপনি জন্মে। বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়ায় অল্প পরিমাণে চাষ হয়। আদি জন্মস্থান দক্ষিণ ইউরোপ।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী গাছ। লতা ও অল্প লোমযুক্ত। পত্রিকা ১ ইঞ্চি লম্বা, অগ্রভাগ কাটা কাটা ও ৩ অংশে বিভক্ত। ফুল ১ কিম্বা ২টা একত্রে হয়। ইহার বোঁটা ছোট, পাতার গোড়া হইতে বাহির হয়। শুঁটি ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, প্রত্যেক শুঁটিতে ১০-২০টি বীজ থাকে। পৌষ ও মাঘ মাসে চাষ হয়। মাঘ মাসে ফুল ও চৈত্র মাসে ফল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—বীজ ও গাছ।

মূলপ্রয়োগের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহা জ্বর, ক্ষুধাহীনতা, প্রসূতিদিগের উদরাময় ও বাতরোগে ব্যবহৃত হয়।

হাকিমেরা ইহার গাছ ও বীজকে মূত্রকর, শোথ নিবারক বলেন। পুরাতন সর্দ্দি এবং বর্দ্ধিত প্লীহা ও যকৃৎরোগে ব্যবহার করিতে উপদেশ দেন। ইহার পাতার পুলটিস্ দিলে ফুলা ও অগ্নিদাহ জনিত ক্ষত আরাম হয়। ইহাতে কেশপতন আরোগ্য হয়। মেথি ভাজিয়া গুঁড়া করিয়া সেবন করিলে রক্তামাশয় রোগের নিবৃত্তি হয়। মেথি শাক ভাজিয়া খাইতে বেশ মিষ্ট। ইহার দ্বারা বহুমূত্র পিত্ত দমন হয়। বীজের গুঁড়া পশুদিগের ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

বীজ—উদরাময়নাশক, রসায়ন, কামোদ্দীপক। জলে ভিজাইয়া কলম রোগীকে

ইহা পাচক হিসাবে ব্যবহার করান হয়। ভাজিয়া পরে গুঁড়াইয়া আহার্য্যরূপে ব্যবহৃত হয়।

শাক—বাত ও আমাজীর্ণ রোগে হিতকারক।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 290B,

Ref.—F. B. I., ii. 87 ; Roxb., F. I. iii. 389 ; B.P., i. 414 ; Prain. H. H., 201 ; Voigt. H. S., 209.

219. Trigonella foenum graecum Linn. (বড় মেথি)

Genus—TAMARINDUS, Linn.

220. T. indicae Linn. (তেঁতুল)

ভাষানুসারী নাম :—তিন্তিড়ী, চুক্রিকা, চিঞ্চা—সংস্কৃত ; তেঁতুল—বাংলা ; আমলি, ইমলিকা—হিন্দি ; চিঞ্চ—মারাঠী ; হুণিসে—কর্ণাট ; তেঁতুলি, কোয়াম—উড়িয়া ; চিন্তচেট্টু, চিন্তা—তেলেগু ; আমলি—গুজরাটী ; পুলি—তামিল ; চিঞ্চা, পিণ্ডি, আমোত—মেচেল ; ধলি—বুন্দেলা।

চিঞ্চা তু চুক্রিকা চুক্রা চাম্লিকা শাকচুক্রিকা।
অম্লী সুতিন্তিড়ী চাম্লা চুক্রিকা চ নবাহ্বয়া॥
চিঞ্চাঽত্যম্লা গুরুর্বাতা পক্কা তু মধুরাম্লিকা।
বাতঘ্নী পিত্তদাহাস্র-কফদোষপ্রকোপণী॥
অম্লিকায়াঃ ফলং চামমত্যম্লং লঘু পিত্তকৃৎ।
পক্কন্তু মধুরাম্লং স্যাদ্ভেদি বিষ্টম্ভবাতজিৎ।
পক্কচিঞ্চাফলরসো মধুরাম্লো রুচিপ্রদঃ।
শোফপাককরো লেপাদ্রক্তদোষ বিনাশনঃ॥
চিঞ্চাপত্রঞ্চ শোফঘ্নং রক্তদোষব্যথাপহম্।
তস্যাঃ শুষ্কত্বচাক্ষারং শূলমন্দাগ্নিনাশনম্॥
অম্লসারশ্চ শাকাম্লং চুক্রাম্লং চাম্লচুক্রিকা।
চিঞ্চাম্লমম্লচুক্রঞ্চ চিঞ্চারসোঽপি সপ্তধা॥
অম্লসারোঽতিতীক্ষ্ণাম্লো বাতঘ্নঃ কফদাহকৃৎ।
সাধোর শর্করামিশ্রো দাহপিত্তকফার্তিনুৎ॥

রাজনির্ঘণ্টুঃ। আম্রাদিবর্গঃ

নামপর্যায়:—চিঞ্চা, চুক্রিকা, চুক্রা, অম্লিকা, শাকচুক্রিকা, অম্লী, সুতিন্তিড়ী অম্লা, চুক্রিকা—এই ৯টী নাম।

গুণপর্যায়:—চিঞ্চা, (কাঁচা) তেঁতুল, অত্যন্ত অম্লরস, পাকিলে—মধুর অম্লরস, বাতনাশক, পিত্ত, দাহ, রক্তদোষ এবং কফদোষ বৃদ্ধিকারক।

তেঁতুল ফল—কাঁচা—অত্যন্ত অম্লরস, লঘুপাক, পিত্তকারক,

পাকা ফল—মধুর অম্লরস, বিরেচক, বিষ্টম্ভ এবং বায়ুনাশক।

পাকা তেঁতুল ফলের রসের গুণ—মধুর, অম্লরস, রুচিকারক, শোথ এবং পরিপাক-ক্রিয়া বর্দ্ধক। এবং ইহার প্রলেপ রক্তদোষ নিবারক।

তেঁতুল গাছের পত্র এবং ছালের গুণ:—তেঁতুল পাতা—শোথ নাশক ও রক্তদোষ এবং ব্যথানাশক। শুষ্ক তেঁতুল ছালের ক্ষার—শূল ও মন্দাগ্নি নাশক।

তেঁতুলপাতার রসের নাম:—অম্লসার, শাকাম্ল, চক্রাম্ল, অম্লচুক্রিকা, চিঞ্চাম্ল, অম্লচুক্র ও চিঞ্চারস—এই ৭টী নাম।

গুণ—ইহার রস—তীব্র অম্লরস, বাতনাশক, কফ এবং দাহ কারক। মধু, চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবহারে—দাহ, পিত্ত ও কফ নাশক।

প্রাপ্তিস্থান:—সমগ্র ভারতে, বার্মা প্রভৃতি স্থানে জন্মে; বঙ্গদেশে, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, যশোহর প্রভৃতি জেলায় বহুপরিমাণে রোপিত হয়। বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর ও উহার নিকটবর্ত্তী অনেক স্থানে দেখা যায়।

বর্ণনা:—বৃহদাকৃতি বৃক্ষ, ২০-২৫ ফুট উচ্চ হয়। পত্র পক্ষাকার। পত্রিকা ২০-৪০টী হয়।

অগ্রভাগ গোলাকার ঈষৎ মোটা। ফুল একসাথে অনেকগুলি ধরে। ফুলের পাপড়ি নৌকার ন্যায় ফুলটিকে বেড়িয়া থাকে; নীচের পাপড়ি ½ ইঞ্চি লম্বা, পীতবর্ণ, লাল রেখাবিশিষ্ট। ফলটি ৩-৬ ফুট লম্বা এক ইঞ্চি কিম্বা অধিক, গোলাকার। প্রত্যেক ফলটিতে ৩-১০টী বীজ থাকে। তেঁতুল গাছের নীচে কোন গাছ জন্মে না। চৈত্র ও বৈশাখ মাসে ফুল এবং পৌষ ও মাঘ মাসে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—ফুল, বীজ, শাঁস ও পত্র।

বৈদ্যকে তিন্তিড়ীর ব্যবহার।

হারীত :—শোথে তিন্তিড়ীপত্র—তিন্তিড়ীপত্র সিদ্ধ অত্যুষ্ণ জলে বস্ত্রখণ্ড সিক্ত করিয়া কিম্বা সিদ্ধ তিন্তিড়ীপত্রের উষ্ণ পিণ্ডদ্বারা শোথে সেঁক দিলে শোথ আরাম হয় (চিঃ ২৭ অঃ)।

চক্রদত্ত :—(১) **অরোচকে তেঁতুল**—পাকা তেঁতুলের সরবৎ গুড় যোগে, মধু ও দারুচিনি, এলাচ ও মরিচচূর্ণ দ্বারা সুগন্ধি করিয়া মুখে ধারণ করিলে, অরুচিনাশক অরোচক প্রশমিত হয়, (অরোচক চিঃ)। (২) **মসূরিকায় তিন্তিড়ীপত্র**—হরিদ্রা ও তেঁতুলপাতা শীতল জলের সহিত পেষণ পূর্ব্বক পান করিবে ইহা বসন্তের পক্ষে হিতকর (মসূরিকা চিঃ)। (৩) **নষ্টপ্রতিশ্যায়ে তিন্তিড়ীপত্র**—নূতন রক্তরোগে তেঁতুলপাতার ধূমপান প্রশস্ত। পরে রক্ত পরিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হইলে নস্যদ্বারা শিরোবিরেচন করাইবে। (নাসারোগ চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ :—(১) **শূলে** তিলকাদি—তিন্তিড়ীবৃক্ষের কাণ্ডের অন্তঃ ত্বক অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া রোগীকে সেবন করিবে, ইহা শূলে ও অজীর্ণে প্রশস্ত (শূল চিঃ)। (২) **অস্থিভঙ্গে** বা **অস্থিচ্যুতে** তিন্তিড়ী—কাঁচা তেঁতুল কাঁজি ও তিলতৈলযোগে পেষণ পূর্ব্বক উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিবে। আঘাত পাইয়া কোন অঙ্গে বেদনা হইলে কিম্বা অস্থির অস্থিচ্যুতি ঘটিলে, এই প্রলেপ বিশেষ উপকারী (ভগ্ন চিঃ)।

বঙ্গসেন :—**বাতব্যাধিতে** তিন্তিড়ীপত্র—কাঁজির সাথে তেঁতুলপাতা সিদ্ধ করিয়া পেষণ করিবে, ইহার উষ্ণ প্রলেপ বাতরোগ নাশক (বাতব্যাধি চিঃ)।

মূল প্রবাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—পাকা তেঁতুল রুচিকারক, ক্রিমিনাশক ও ধারক। পিত্তপ্রকোপে হাত পা জ্বালা করিলে তেঁতুল খাইলে উপশম হয়। তেঁতুলের শাঁস খাইলে, ধুতুরা, সিদ্ধি, মদ প্রভৃতির মাদকতা শক্তি নষ্ট করে। তেঁতুল গোলার জল অনেক ঔষধে ব্যবহৃত হয়। হাকিমদের মতে তেঁতুলের শাঁস ধারক এবং পাকস্থলী পৈত্তিকজ্বরে ও পিত্তপ্রকোপে ব্যবহার হয়।

তেঁতুলের বীজ ধারক, ইহা সিদ্ধ করিয়া জোড়ায় ঘুণ্টিন্ দিলে খোসা ছাড়িয়া যায়। তেঁতুলের বীজ গুঁড়া করিয়া মণ্ড প্রস্তুত করিয়া কপালে লাগাইলে মস্তিষ্কা দিয়া মাথাধরা আরাম হয়। তেঁতুলের পাতা ছেঁচিয়া জলের সহিত খাইলে পৈত্তিক জ্বর ও মূত্রজ্বালার জ্বালা কমিয়া যায়। তেঁতুল পাতা রক্ত-অর্শ নিবারক। ছাল ধারক ও জ্বরনাশক (Dymock)।

পুরাতন তেঁতুল বীজের শাঁস সেবন করিলে কোষ্ঠবদ্ধতা আরাম হয়। তেঁতুলপাতা সিদ্ধজল গলার ঘায়ে হিতকর এবং ছাল সঙ্কোচক ও বলকারক। তেঁতুলের ছালের

অধাবায়কের বলিয়া হিন্দুরা নির্দেশ দেন। কোন কোন স্থানে তেঁতুল তামাকের সহিত মেশাল দিয়া থাকে;

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণ পরিচয় :—

ফল উত্তাপজনক, রক্তবিকারক, উদরাধ্মান (পেট ফাঁপা) নাশক, বিরেচক, পিত্তবিকার জনিত রোগে উপকারী।

ফলের শরবত—বালকদিগের পীড়ায় পানীয় হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

মন্তব্য :—পাকা তেঁতুলের শাঁস 'স্কার্ভি' রোগের প্রতিষেধক। ইহা রক্তরোধক ও মৃদুবিরেচক। সংশোধক তেঁতুল ছালের ক্ষার মূত্রের বর্ধক এবং 'গণোরিয়া' রোগে উপকারী (R. N. Khory, 2nd part 231 page)। তেঁতুলপাতা সিদ্ধ জলে বহুদিনের পুরাতন ক্ষত ধুইলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। তেঁতুল পাতার রস গরম করিয়া তাহাতে সোহাগা দিয়া ব্যবহারে আমাশয় সারিয়া যায়। এক বৎসর বয়স তেঁতুলগাছের শিকড় ও গোল মরিচ, রোদে বাটিয়া বটিকা প্রস্তুত করিয়া উহা প্রত্যহ ৩ বার ব্যবহারে খুব অল্প সময়ে আমাশয় রোগ নিরাময় হয় (Surgeon General, W. R. Cornish P. H. C. S. C. I. E.)। পুরাতন গাছের রস, আভ্যন্তরীণ প্রয়োগে ক্ষুধা বৃদ্ধি হয় (Civil Surgeon J. H. Thornton).

Fig :—Kirtikar & Basu, Ind Med. Pl., t. 361.

Ref :—F. B. I. ii. 273 Roxb., F. I. ii 215; B. P. i. 444; Watt., vi Pt. 3B. 404, Prain, H. H., 206; Voigt., H. S. 247.

220. Tamarindus indicus Linn. (তেঁতুল)

Genus—GLYCYRRHIZA Tourn. ex Linn.

221. G. glabra Linn. (যষ্টিমধু)

ভাষানুসারীনাম : ক্লীতক, যষ্টিমধু—সংস্কৃত ; যষ্টিমধু—বাংলা ; জেঠীমধু, মুলহটী—হিন্দি ; যষ্টিমধু—মহারাষ্ট্র ; অতিমধুরম যষ্টিমধুকম্—তামিল ; অতিমধুরম্—তেলেগু ; আসলুস-সুস—আরব।

যষ্টীমধু মধুযষ্টি মধুবল্লী মধুস্রবা।
মধুকং মধুকা যষ্টিঃ যষ্ট্যাহ্বং বসু সম্মিতম্॥
মধুরং যষ্টিমধুকং কিঞ্চিত্তিক্তং চ শীতলম্।
চক্ষুষ্যং পিত্তরক্তঘ্নং শোষতৃষ্ণাব্রণাপহম্॥
অন্যৎ ক্লীতনমধুকং ক্লীতকং ক্লীতনীতকং মধুকম্।
মধুবল্লী চ মধূলী মধুরলতা মধুরসাঽতিরসা॥
শোষাপহা চ সৌম্যা কল্যা ঘনকা চ সা বিধাভূতা।
নামান্যেষ মতেষ্বেকাদশসংখ্যো মধুকাভিধা॥
ক্লীতকং মধুরং রুচ্যং বল্যং বৃষ্যং ব্রণাপহম্
শীতলং গুরু চক্ষুষ্যমস্রপিত্তাপহং পরম্॥

রাজনিঘণ্টু। পিপ্পল্যাদি বর্গঃ।

নামপর্যায় :—যষ্টিমধু, মধুযষ্টি, মধুবল্লী, মধুস্রবা, মধুক, মধুকা, যষ্টি, যষ্ট্যাহ্ব—এই আটটি নাম। অন্যপ্রকার যষ্টিমধু—তাহার ১১টি নাম—ক্লীতনক, ক্লীতক, ক্লীতনীতক, মধুক, মধুবল্লী, মধূলী, মধুরলতা, মধুরসা, অতিরসা, শোষাপহা ও সৌম্যা। ইহা স্থলে ও জলে জন্মে। ইহার মাধুর্য অংশও বহু প্রকারের।

গুণপর্যায় :—যষ্টিমধু—মধুররস, বিপাকে অল্প তিক্তরস, শীতবীর্য, চক্ষুদ্বয়ের হিতকর, পিত্তনাশক, রুচিকারক, শোষ, তৃষ্ণা ও ব্রণনাশক। ক্লীতক—মধুররস, রুচিকারক বলকারক, রসায়ন, ব্রণনাশক, শীতবীর্য, গুরুপাক, চক্ষুদ্বয়ের হিতকর রক্তদোষ এবং পিত্তদোষনাশক।

জন্মস্থান :—উত্তর আফ্রিকা, গ্রীস, সিরিয়া, এশিয়ামাইনর, পারস্য, আফগানিস্তান, দক্ষিণ রাশিয়া, চীন, তুরস্ক। এদেশে পাঞ্জাব, সিন্ধুদেশ এবং পেশোয়ারে চাষ হয়।

বর্ণনা : বহুবর্ষজীবী গুল্ম ; মূল মোটা গোলাকার ও লম্বাভাবে মাটিতে প্রবেশ করে। মূলে বহু শাখা প্রশাখা হয়। ইহার মূল লম্বা, লাল অথবা মেটে রঙবিশিষ্ট, মূলের অভ্যন্তর দিকে পীত বা হরিদ্রাবর্ণ। কাণ্ড ২-৪ ফুট উচ্চ হয়। বহু শাখাবিশিষ্ট, সরল ও নরম। পত্র পত্রদণ্ডের উভয়দিকে সমান্তরালভাবে জন্মে। পত্রিকা সংখ্যায় ৪-৭ জোড়া এবং অগ্রভাগে একটি পত্রিকা হয়। পত্রবৃন্ত ক্ষুদ্র, পত্র দেখিতে ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ গোলা, সরল, পত্রের উভয় দিক গাঢ় সবুজবর্ণ। পুষ্পবৃন্ত ক্ষুদ্র, ১-৩ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্প পুষ্পদণ্ডের উভয়পার্শ্বে জন্মে। পাপড়ি ফিকে গোলাপী রঙবিশিষ্ট। ফলটি

১ ইঞ্চি লম্বা ও চেপ্টা। বীজকোষের মধ্যস্থিত স্থান সঙ্কুচিত, শিষে ধূসরবর্ণ। শুঁটিতে ২-৩টি বীজ থাকে, দেখিতে ঈষৎ গোলাকার, চেপ্টা, চতুষ্কোণ, ⅙ ইঞ্চি, গাঢ় ধূসরবর্ণ। মার্চ মাসে ফুল ও আগষ্ট মাসে ফল হয়।

ইহার অনেকগুলি উপজাতি আছে, তন্মধ্যে G. echinata Linn নামক যষ্টিমধু দক্ষিণ রাশিয়া ও এশিয়া মাইনরে জন্মে (Hayne vi. t. 41.)। গাছের মৃত্তিকা অভ্যন্তরস্থ মূল শিকড় ও বড় বড় শিকড়গুলি তুলিয়া জলে ধৌত করে, তৎপরে উহা লম্বা লম্বা করিয়া কাটিয়া টাটকা অথবা শুষ্ক অবস্থায় বাজারে বিক্রয় হয়। আমাদের দেশে যে যষ্টিমধু বিক্রয় হয় উহা আফগানী, রাশিয়া, মিশর, তুরস্ক প্রভৃতি স্থান হইতে আমদানি হয়।

যষ্টিমধুর সাধারণ সংস্কৃত নাম ক্লীতনক। সাধারণতঃ ক্লীতনক দুই প্রকার—স্থলদেশ জাত ক্লীতনককে স্থলজ ক্লীতনক এবং জলবহুল দেশজাত যষ্টিমধুকে আনূপ ক্লীতনক বলে। মুসলমান বৈদ্যেরা তিন প্রকার যষ্টিমধুর উল্লেখ করিয়াছেন—মিশরীয়, আরবীয় ও তুরকীয়। ইহার মধ্যে মিশর দেশজাত যষ্টিমধু শ্রেষ্ঠ, আরব দেশজাত মধ্যম ও তুরস্ক দেশজাত অধম। মিশর ও আরব দেশজাত যষ্টিমধু মিষ্ট। আজকাল বাজারে যে যষ্টিমধু পাওয়া যায়, উহা পাঞ্জাব ও সিন্ধুদেশ জাত। উহা উৎকৃষ্ট নহে।

ব্যবহার্য অংশ:—মূল, মাত্রাচূর্ণ ২-৩ আনা।

মূল প্রয়োগের ঔষধার্থে ব্যবহার—উৎকৃষ্ট যষ্টিমধু দুগ্ধের সহিত পান করিলে বেশ রসায়নের কাজ করে। যষ্টিমধু ও কিস্মিস্ দুগ্ধ সহ পান করিলে মূত্ররোধ আরাম হয়। রক্তচন্দন ও যষ্টিমধু দুগ্ধে পেষণ করিয়া পান করিলে রক্তবমন নিবৃত্তি হয়। মধুর সহিত যষ্টিমধু চূর্ণ সেবন করিলে পাণ্ডুরোগ আরাম হয়। ইহা চিনি ও জলের সহিত পান করিলে হৃদ্রোগ আরাম হয়। ক্ষীণকায় ও অশক্ত ব্যক্তি দুগ্ধ ও চিনিযোগে ইহা একমাস পান করিলে বলবান হয় এবং শরীরের পুষ্টিলাভ হয়। ইহা স্নিগ্ধকর, কফনাশক ও উত্তেজক। যষ্টিমধুর গুঁড়া সেবন করিলে কাস, স্বরভঙ্গ ও শ্বাস আরাম হয়।

যষ্টিমধু চূর্ণ লেবুর রসের সহিত পান করিলে সর্দি আরাম হয়। যষ্টিমধুর কাথ, সিরাপ এবং অরিষ্ট কাসরোগ, মূত্রকৃচ্ছ্র ও পাকস্থলীর রোগে বিশেষ হিতকর। ইহা হাঁপানি, স্বরভঙ্গ ও মূত্র রোগ নাশক ও মূত্রের দাহনাশক। যষ্টিমধুর অরিষ্ট এবং ঘনে গুড়, লজেন্স্ প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। যষ্টিমধু, ধনে, মুথা, এবং অনন্তের কাথ সেবন করিলে পিত্তজ্বর আরাম হয়।

৮ তোলা যষ্টিমধু, ৬৮ তোলা শুষ্ক আঙ্গুর, ৩২ তোলা চিনি, ২ তোলা হরীতকী, ২ তোলা বহেড়া, ২ তোলা লবঙ্গ, ২ তোলা জায়ফল, ২ তোলা হরিদ্রা, ২ তোলা দারুচিনি, ২ তোলা আমলকী লইতে হইবে। প্রথমে যষ্টিমধুর কাথ প্রস্তুত করিয়া, অপরগুলি চূর্ণ করিতে হইবে। ইহাতে চিনি ও উপরোক্ত শুষ্ক আঙ্গুর দিয়া মোদক প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহা ½-১ তোলা দিবসে ২ বার সেবন করিলে, সর্দি, কাশি, ম্যালেরিয়া জ্বর এবং বর্দ্ধিত প্লীহা ও যকৃৎ আরাম হয়।

Glossary :—অংকিত অঙ্গপরিচয় :—

মূল — বমনকর, বিরেচক, বেদনানাশক, পিত্তনাশক, মূত্র বিকৃতি, কাশি, গলক্ষত এবং কাঁকড়াবিছার দংশনে উপকারী।

Fig—Bentley, Trim., Med. Pl., ii. t. 74 ; Wood-ville., Med. Bot., iii. t. 152 (1832), Lamarck, Ill., iii. t. 625, Fig. 2 (1797) ; Baillon, Dict. Bot., ii. t. 712.

Ref—Lindley Med. & Oecon Bot., 171 (1849), Pflanzenfam, iii, III, 300 (1894), Pammel, Man Poison. Pl., 528 (1911).

221. Glycyrrhiza glabra Linn. (যষ্টিমধু)

Genus—CAESALPINIA Linn.

222. C. bonducella Flem. (নাটা)

C. crispa Linn.

ভাষানুসারী নাম :—পূতিকরঞ্জ—সংস্কৃত ; নাটা, নাটাকরঞ্জ, কাঁটাকরঞ্জ—বাংলা ; কাটকরঞ্জ—হিন্দি ; নাগকেশাটা—বোম্বে ; গজগ—মহারাষ্ট্র , গজগ—কর্ণাট , গেচ্চাককায়, গাচ্চ-চাক্কাই, কাঝিচ্চিক্কা—তামিল ; গাচ্চ-চাক্কা, কলিচিকু—তেলেগু ; কন্টকি-করঞ্জ—বাবর।

প্রকীর্য্যো রজনীপুষ্পঃ সুমনাঃ পূতিকর্ণিকঃ ।
পূতিকরঞ্জঃ কৈডর্য্যঃ কলিমালক সঞ্জকঃ ॥

অন্যো গুচ্ছকরঞ্জঃ স্নিগ্ধদলো গুচ্ছপুষ্পকো নন্দী।
ঋদ্ধী চ মাতৃনন্দী মানস্যো ষড়্‌গ্রন্থো বনজঃ॥
গুচ্ছঃ কটূষ্ণতিক্তো বিষবাতার্শঃকৃমিহৃৎ।
কণ্ডূবিচর্চিকাকুষ্ঠত্বগ্দোষব্রণনাশনঃ॥

রাজনিঘণ্টুঃ প্রভদ্রাদিবর্গঃ।

নামপর্যায়ঃ—প্রকীর্য্যা, রজনীপুষ্প, সুমনা, পূতিকর্ণিক, পূতিকরঞ্জ, কৈড়র্য্য, কলিমারক—এই সাতটি নাম।

অন্যপ্রকার করঞ্জ—গুচ্ছকরঞ্জ, স্নিগ্ধদল, গুচ্ছপুষ্পক, নন্দী, ঋদ্ধী, মাতৃনন্দী, মানস্য, ষড়্‌গ্রন্থ, বনজ—এইগুলি নাম।

গুণপর্যায়ঃ—গুচ্ছ—কটু উষ্ণবীর্য, তিক্তবীর্য, বিষদোষ ও বায়ু নাশক। কণ্ডূ, বিচর্চিকা, কুষ্ঠ ও অর্শ এবং ত্বগ্দোষ নাশক।

প্রাপ্তিস্থানঃ—উত্তর, মধ্য ও পশ্চিমবঙ্গ, কোটচাঁদপুর, মুর্শিদাবাদ, বর্ধা, দক্ষিণ আসাম, হুগলী, হাওড়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনাঃ—বিস্তৃত লতানে উদ্ভিদ্। শাখাগুলি ধূসরবর্ণ ও অবনত; ইহার গাত্র ছোট, পীতবর্ণ, সিধে অবনত কাঁটা দ্বারা আবৃত। পত্র ১ ইঞ্চি কিংবা অধিক লম্বা, পক্ষাকার। পত্রিকা ১২-১৬টি থাকে। দেখিতে লম্বা ও অগ্রভাগ মোটা। পুষ্পদণ্ড লম্বা, মাথায় ঘন ঘন পুষ্প থাকে, ফুল নিচে অবনত। বহির্বাস ¼-½ ইঞ্চি, পাপ্‌ড়ি লম্বাকৃতি, পীতবর্ণ। ফল ছোট বোঁটায় থাকে, ২-৩ ইঞ্চি লম্বা। বীজ ১-২টি বড় বড় ও লম্বা, সীসার ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট। ফলের গায়ে বিস্তর খাড়া কাঁটা আছে, ফলের অগ্রভাগ সরু ও মাথায় বক্র। বোঁটার দিক সরু, মধ্যস্থল মোটা ও ঈষৎ চেপ্টা। ফল দেখিতে লটকনের ন্যায় (Bixa Orellana)। সাধারণতঃ ইহার বীজকে "কুড়্‌লে বীজ" বলে। বর্ষাকালে ফুল এবং শীতকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশঃ—বীজ, শিকড় ও পত্র।

বৈদ্যকে নাটাকরঞ্জার ব্যবহার।

উদরেঃ—(১) ক্রিমিতে নাটাকরঞ্জ—উদরস্থ ক্রিমি বিনাশার্থে মধুসহ নাটাকরঞ্জ পাতার বা ফুলের রস পান করিবে (চঃ ৫৫ অঃ)। (২) প্লীহাতে নাটাকরঞ্জ—প্লীহা রোগী শার্দূলেশ প্রক্ষেপপূর্বক নাটাকরঞ্জার পত্রের রস পান করবে (চিঃ ১৯ অঃ)।

জ্বরেঃ—মসূরিকার প্রথমাবিকার কালে পূতিকরঞ্জ—যদ্‌বিন্দু এবং মূর্চ্ছা হইলে নাটাকরঞ্জের মূলত্বক জলের সহিত পেষণ পূর্বক পান করিবে (বসন্তিকা চিঃ)।

অর্শরোগেঃ—(১) অর্শোরোগে পূতিকরঞ্জ বীজ—নাটাকরঞ্জার বীজশস্য কাঁজির সহিত পেষণ পূর্বক পান করিলে অর্শোরোগ নিবৃত্তি পায় (উদর চিঃ)। (২) অগ্নিদাহে পূতিকরঞ্জ পত্র—অর্শপীড়িত রোগীকে আহারের পূর্বে পথ্যাদ্যন্তে নাটাকরঞ্জার পত্রমূলের সেবন

করাইয়া পরে, উষ্ণ জল পান করাইয়া বমি করাইবে (অগ্নিষ চিঃ)। (৩) কফ-পৈত্তিক মসূরিকায় নাটাকরঞ্জ—নাটাকরঞ্জের পত্র বা মূলত্বক এবং আমলকীর রস, চিনি ও মধুসহ সেবন করিলে, কফপৈত্তিক মসূরিকা ও শোথ বিনষ্ট হয় (মসূরিকা চিঃ)।

মূল প্রয়োগের উদ্দেশ্যে ব্যবহার : -নাটার বীজ জ্বর নিবারক। পত্র, শিকড় ও বীজ জ্বরনাশক; বীজ শূল নিবারক, অর্শ ও অনেক সংক্রামক রোগ নিবারক। আধখানা বীজ লবণের সহিত মাখিয়া খাইলে পেট বেদনা আরাম হয় এবং শিশুদের সহিত খাইলে ম্যালেরিয়া জ্বর নাশ হয়। ইহার বীজ ভাজিয়া খাইলে এবং রেড়ির পাতার সহিত প্রলেপ দিলে একশিরা ও Hydrocele রোগ আরাম হয়। নাটা পুষ্ট ও ক্রিমিনাশক। বীজের তৈল লাগাইলে পাঁচড়া আরাম হয়। লাল রেশমের সুতায় নাটার বীজের মালা গাঁথিয়া ধারণ করিলে গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগের গর্ভপাত নিবারণ হয় এবং ঐ মালা গাছে ঝুলাইয়া দিলে গাছ হইতে ফল পতিত হয় না।

নাটার ও খোসা জল পান করিলে পালাজ্বর আরাম হয়। ইহার বীজ ঘৃতের সহিত খাইলে হিস্টিরিয়া আরাম হয় (Ainslie)। ইহা একটী বলকারক ঔষধ ও পালাজ্বর নিবারক (Pharm India)।

নাটার বীজের তৈল কানের পুঁজ নিবারণ করে এবং তাহা বীজের ক্বাথ কফকাশ ও হাঁপানি নিবারণ করে।

ইহার কচিপাতা যকৃৎ রোগে হিতকর ও বলপ্রদ (T. N Mukherjee)।

ইহার পত্র হইতে নিষ্কাশিত তৈল বাত ও পক্ষাঘাত নিবারক। ইহার বীজ পুষ্ট ও ক্রিমিনাশক। ইহা কুইনাইনের কাজ করে। ইহাকে দেশীয় কুইনাইন বলে।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

বীজ—রোগ আক্রমণ নিবারক। বলকারক, জ্বর, হাঁপানি ও অর্শ রোগে উপকারী।

কচি পাতা—যকৃৎরোগে উপকারী।

পাতা ও বীজ—প্রসবকালীন তুলনায় পুলটিস হিসাবে ব্যবহারে উপকার পাওয়া যায়।

পাতা ও ছাল—ঋতুস্রাবকারী, জ্বরঘ্ন ও ক্রিমিনাশক।

মন্তব্য :—সুশ্রুত আরগ্বধাদি, বারুণাদি, অর্কাদি ও শ্যামাদিগণে করঞ্জ পাঠ করিয়াছেন। দৈবদ্যোতিগণে চরক (সূঃ ১০ অঃ) করঞ্জ এবং সুশ্রুত (চিঃ ৩১ অঃ) করঞ্জ ও পূতিক পাঠ করিয়াছেন। সুশ্রুত করঞ্জ ও পূতিকরঞ্জকে দুইরূপের হিতকর বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 343; Bentl & Trim., Med. Pl. t. 85.

Ref.—F B.I., ii, 254, Roxb., F. I., ii. 357; B. P., i. 449; Watt., ii, Pt. i. 3; আধুনিক নামকরণ নিয়মানুসারে ইহার নাম C. Crispa Linn বলা হিবে।

222. Caesalpinia bonducella Fleming. (নাটা)

223. C. Sappan Linn. (বকম্)

ভাষানুসারী নাম :—পত্রঙ্গ—সংস্কৃত ; বকম্—বাংলা ; বকম, পতঙ্গ—হিন্দি ; বোক্কো—উড়িয়া ; পতঙ্গ—ল-বাক্কো—গুজরাট ; পতং—মহারাষ্ট্র ; পতং, ফাট্টাঙ্গি, বারতাঙ্গী—তামিল ; বকম্, বক্কাপু-চাক্কা—তেলেগু ; পতাঙ্গ—কাণাড়ী ; চপ্পাঙ্গম্—মালয় ; বকম্—আরব ; বকম্—পারস্য ; চৈঁহগিয়া—ব্রহ্মদেশ ।

পতঙ্গঞ্চৈব পত্রাঙ্গং রক্তকাষ্ঠং সুরঞ্জনম্ ।
পত্রাঙ্গং পট্টরাগঞ্চ ভার্গ্যারঞ্জক রঞ্জকঃ ॥
লোহিতং রক্তকাষ্ঠঞ্চ রাগকাষ্ঠং কুচন্দনম্ ।
পট্টরঞ্জকঞ্চৈব প্রোক্তঞ্চ চতুর্দশ ॥
পত্রাঙ্গং কটুকং রুক্ষকং শীতং চ সৌম্যকম্ ।
বাতপিত্তজ্বরঘ্নঞ্চ বিস্ফোটোন্মাদভূতহৃৎ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । চন্দনাদিবর্গঃ ।

নামপর্যায় :—পতঙ্গ, পত্রাঙ্গ, রক্তকাষ্ঠ, সুরঙ্গক, পত্রাঢ্য, পট্টরাগ, কার্য্যাঙ্গক, রঞ্জক, লোহিত, রক্তকাষ্ঠ, রাগকাষ্ঠ, কুচন্দন, পট্টরঞ্জক, সুরঙ্গ—এই চোদ্দটীনাম

গুণপর্যায় :—পত্রাঙ্গ—মধুর রস, কফ এবং পিত্তের নাশক, শীতবীর্য্য, গৌণ্য, বাতপিত্তজ্বর-নাশক, বিস্ফোট, উন্মাদ ও ভূতগ্রহ নিবারক।

জন্মস্থান :—দক্ষিণ ভারত, মধ্যদেশ, বর্মা, মলয়, থাইল্যা, মর্ত্তবান, বাঙ্গুলা, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর। আদি জন্মস্থান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া।

বর্ণনা :—ছোট কাঁটাযুক্ত ছোট বৃক্ষ। বৃক্ষের কাষ্ঠ অতিশয় শক্ত; বাহিরের কাষ্ঠ শ্বেতবর্ণ, ভিতরের কাষ্ঠ লোহ বং বিশিষ্ট ও পীতবর্ণ (Gamble)। কাঁটাগুলি ছোট, বাঁক ধরা। পত্রক ½-১ ফুট লম্ব। পত্রিকাগুলি ছোট ছোট। ফুল হরিদ্রাবর্ণ। পুষ্পদণ্ড পত্রদণ্ডের সমান লম্বা। বৃতিবর্ণ ½ ইঞ্চি। পুংকেশর ১০টি। গর্ভাশয় ধূসরবর্ণ ও নরম। ফল ৩-৪ ইঞ্চি লম্বা, ১½ ইঞ্চি চওড়া, ঈষৎ চেপ্টা। ফলের বোঁটা অল্প বক্র, প্রান্তদেশ বক্র। ফলের গায়ে কাঁটা আছে। গ্রীষ্মকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—কাষ্ঠ।

মূল গ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—অল্প কাঁটাযুক্ত ইহার ফল ও বৃক্ষত্বকের কাষ্ঠ লোহিত রং করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। বৃক্ষের কাথ চর্মরোগে হিতকর এবং ধারক ও উদরাময় নিবারক (Watt)। রক্ত লাল রং করিবার জন্যই অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। দোলের সময় যে আবীর প্রস্তুত হয় তাহা এই বৃক্ষের রং-এ তৈয়ারী করে। এই কাঠের গুঁড়া জলে মিশাইলে জল লালবর্ণ হয়, সেই জলে এরারুট অথবা টিখুর (curcuma angustifolia) অথবা মাটি মিশাইয়া পরে শুকাইলে হয়, তৎপরে ইহাতে ফটকিরি মিশ্রিত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিলেই আবীর প্রস্তুত হয়। কেহ কেহ ইহাতে carbonate of soda মিশাইয়া থাকে। Indian Pharmacopoeia মতে ইহা Logwood এর স্থানে ব্যবহৃত হইতে পারে।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণ পরিচয় :—

কাষ্ঠের কাথ—অত্যন্ত ধারক, উদরাময় এবং আমাশয়ে উপকারী। কয়েকটি চর্মরোগে—আভ্যন্তরীণ প্রয়োগে উপকারী।

Fig.—Roxb., Cor. Pl., t. 17, t. 16; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 344B.

Ref.—F.B.I., ii., 255; Roxb., F. I, ii. 357; B.P., i. 449; Prain H. H., 207; Voigt., H. S., 244.

223. C. Sappan Linn. (বকম্)

224. C. pulcherrima Swartz. (কৃষ্ণচূড়া)

ভাষানুসারী নাম :—রত্নগন্ধী সিদ্ধেশ্বর—সংস্কৃত ; কৃষ্ণচূড়া—বাংলা ; গুলেতুর—হিন্দী ; রত্নগন্ধী—তেলেগু ; ময়ূরম্—তামিল ; সংকেশরী—গুজরাট ; শেঁইসও—মারাঠা ও কোমরী—কর্ণাট ; হোয়াংকু—কোচিন চায়না ; ছেলোবারন—শিলং ; তিসিতিবনার—মালাবার।

উৎপত্তিস্থান :—সখ করিয়া বাগানে রোপণ করে। হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, ২৪-পরগণা বাঁকুড়া, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—Ainslie বলেন যে ইহা শিবপুর বোটানিক্ গার্ডেনে ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম আনীত হয়। এই গাছ দেখিতে অতি সুন্দর, ১২-১৫ ফুট উচ্চ হয়। ডালে পাতলা কাঁটা আছে। রং ধূসর বর্ণ। পত্রিকা ১২-১৮ জোড়া হয়, ½-¾ ইঞ্চি লম্বা। ফুলের বোঁটা ১-৪ ইঞ্চি লম্বা। ফুলের পাপড়ি গোলাকার, রক্তিম কোঁকড়ান, ধারের আকারযুক্ত হরিদ্রাবর্ণ। ফুলের গন্ধ মনোহর। শুঁটি চোপ্টা, প্রায় ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, সরু ও পাতলা। আশ্বিন মাস হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত ফুল হয় এবং চৈত্র মাসে ফল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—পাতা, ফুল ও বীজ।

মূল প্রয়োগের ঔষধার্থে ব্যবহার :—এই গাছের সকল অংশই ভেষজের কাজে লাগে। ইহার পত্র, ফুল ও বীজ বহু পরিমাণে বেশীর ঔষধে ব্যবহৃত হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণ পরিচয় :—

পাতা—উত্তেজক, বিরেচক, বিষনাশক।

ছাল—বিষনাশক, গর্ভপাতকারক।

ফুলের রস—জ্বর, উদরাময়নাশক, হাঁপানি, কাশি ও ম্যালেরিয়া রোগে উপকারী।

Fig.—Bot. Mag., t. 995 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 346 ; Rheede, Hort. Mal. vi t. I.

Ref.—F B.I., ii, 255 ; Roxb., F. I. ii, 364 ; B. P., i, 449 ; Watt, Pt. I, 10 ; Prain H. H., 206.

224. C. pulcherrima Swartz. (কৃষ্ণচূড়া)

225. C. digyna Rottl. (অমলকুঁচি)

ভাষানুসারী নাম :—অমলকুঁচি—বাংলা ; ভাকেরিমূল—হিন্দি ; সুরি-গটি—নেপাল ; ভাকেরিমূল—বোম্বে ; অমুলোদি—মালয়ালম।

আবাসস্থান :—কোটিয়ানপুর, বিহার, উত্তরবঙ্গ, চট্টগ্রাম, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—কাঁটাযুক্ত গুল্ম ; শাখা সকল রোমযুক্ত, বেঁকানো ও ধূসরবর্ণ কণ্টকাবৃত। পত্র

যৌগ, পত্রক ৩-৮ ইঞ্চি লম্বা, প্রত্যেক পত্রে ৮-১২ জোড়া পত্রিকা থাকে, বোঁটা ছোট, ফুল ১ ইঞ্চি দীর্ঘ, বৃন্তক ৩-৮ ইঞ্চি, বহির্ভাগ লোমযুক্ত; ৫ ভাগে বিভক্ত; ফুলের পাপ্‌ড়ি গোলাকার, দীর্ঘ, উপরের পাপ্‌ড়ি লালবর্ণ (Brandis)। শুঁটেকোষ বক্রাকৃতি, চ্যাপ্টা লম্বাকৃতি, লোমযুক্ত, ১½-২ ইঞ্চি লম্বা, বীজ প্রত্যেক শুঁটিতে ২ টী থাকে। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ ঃ—শিকড়।

মূলপ্রয়োগের ঔষধার্থে ব্যবহার ঃ—ইহার শিকড় বাকল, ৩ মাশা পরিমাণ মধু, ঘৃত, জীরা এবং চিনি মিশ্রিত করিয়া খাইলে অর্শরোগ নিবারণ হয়। ফুলের বোঁটা পৌঁজ আমাশয়াদি ঔষধে ব্যবহৃত হয়। শিকড়ের গুঁড়া জলের সহিত সেবন করিলে জ্বর আরোগ্য হয়। ইহার বলকারক শক্তি আছে।

Glossary—সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ঃ—

মূল—বলকারক। অর্শরোগে আকারবৃদ্ধি, প্রয়োগে উপকার হয়। সন্ধিবাত ও বহুমূত্রে উপকারী।

Fig:—Kirtikar & Basu, Ind Med. Pl., t. 384.
Ref—F. B. I., ii, 256; Roxb, F. I., ii, 256; B. P., i, 449; Watt ii., Pt. I. 9.

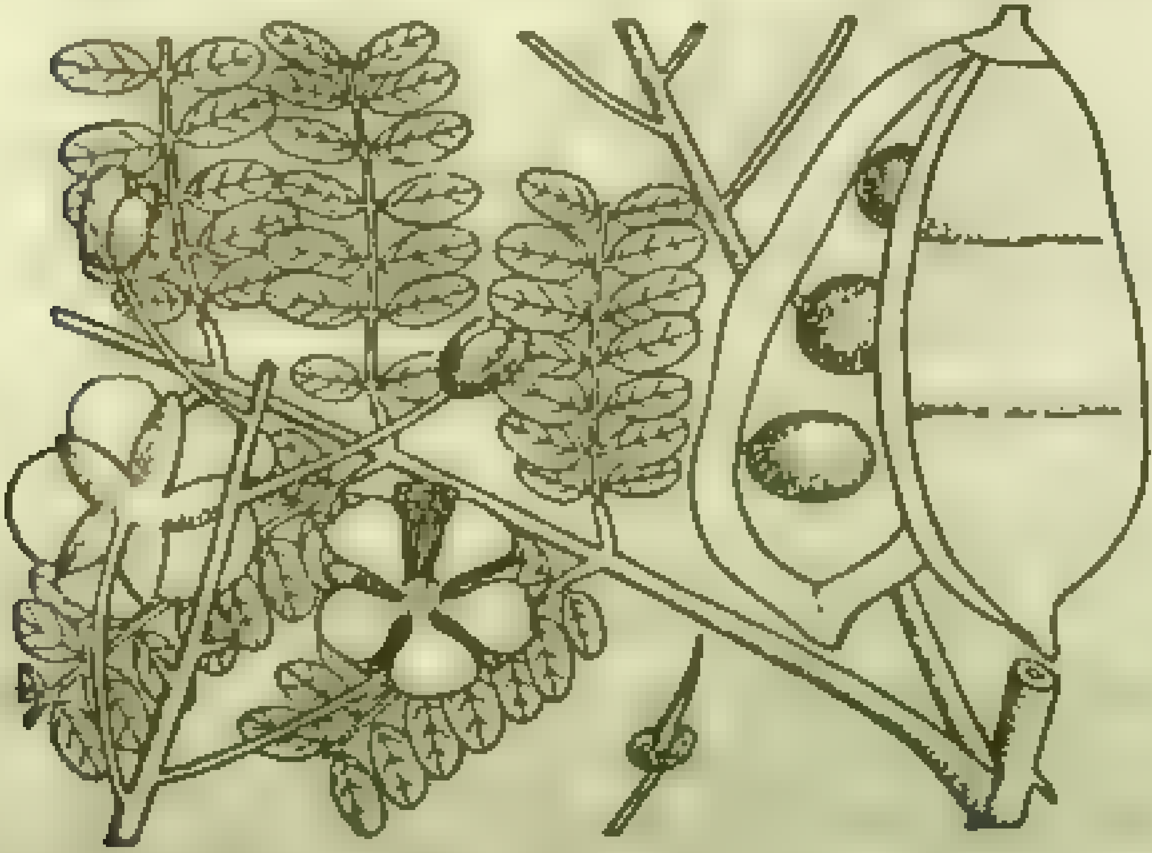

225. C. digyna Rottl. (বনমগুঁটি)

226. C. Coriaria Willd. (চৌরী)

ভাষানুসারী নাম :— চৌরী —বাংলা; দিভিদিভি —হিন্দি, দিভিদিভি —তেলেগু; ... —তামিল; ... —মারাঠী, দিবি-দিবি—গোয়া; ... —কানাড়ী। দিভিদিভি—আমেরিকা।

উৎপত্তি :— দক্ষিণ আমেরিকায়, ভারতের অনেক স্থানে বাগানে রোপিত হইয়াছে; কোটলাপুর, বেলাম, ... প্রভৃতি স্থানে চাষ করা হয়। বোটানিক্যাল গার্ডেন, শিবপুর, এই বাগান হইতে Dr Roxburgh সাহেব ... বীজ মাদ্রাজে পাঠান, ও মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে রোপণ করিয়াছিলেন।

বর্ণনা :— এই গাছের বীজ দক্ষিণ আমেরিকা হইতে ১৮০০ খৃ. বোটানিক্যাল গার্ডেনে রোপিত হয়; ১৮৩৪ খৃ: উক্ত বাগান হইতে ভারতের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। গাছ ২০|৩০ ফুট উচ্চ, পত্র দ্বিপক্ষল পত্রের ন্যায়, গাছে কাঁটা নাই। পুষ্পদণ্ডে অনেক ফুল হয়। ফলগুলি ১-৩ ইঞ্চি লম্বা, কিন্তু সোজা নহে, বক্র ও কোঁচান, ফলের বিস্তার ½ ¾ ইঞ্চি, ফল এক একটী অথবা একসঙ্গে ৩-৪টী হয়। আশ্বিন হইতে পৌষ মাসে ফুল এবং চৈত্র মাসে ফল হয়।

পূর্বকালের ভেষজার্থে ব্যবহার :— ইহার ফলি চামড়া পরিষ্কার করিবার জন্য অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। চৌরী হইতে উৎকৃষ্ট কালি প্রস্তুত হয়। ফল অতিশয় সংকোচক। ফলের গুঁড়া দিলে ... । ইহা জ্বরের ... Dr. Cornish ২৩টী রোগীকে প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ রোগীর জ্বর আরাম হইয়াছিল। মাত্রা ৩০-৬০ গ্রেণ পরিমাণ।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

গাছের শুকনা ছালের গুঁড়া—সংকোচক, বলকর,
গাছের রস—অর্শের রক্তে উপকারী।
ছাল—পুরাতন জ্বরে উপকারী।

Fig—Rock. For. Trees Hawaii, t. 47 (1917). Berg. Charakt. t. 71 Fig. 577.

Ref—Rock. For. Trees Hawaii t. 47 (1917). Berg. Charakt. t. 71, Fig. 577.

226. C. Coriaria Willd. (চৌরী)

Genus—URAIA. Desv.

227. U. lagopoides DC. (চাকুলিয়া)

ভাষানুসারী নাম—পৃশ্নিপর্ণী—সংস্কৃত, চাকুলিয়া, চাকুলে, গোয়ালে-চাকুলে—বাংলা; পীতবন, পীঠবন—হিন্দি, পেৎবা, ডওল—মহারাষ্ট্র, গোডল—বোম্বে; কটপর্ণী—উড়িয়া; কোলাকুপুলা—তেলেগু, পুরিশবী—গুজরাট, জোবে থোড়—কর্ণাট।

স্যাৎ পৃশ্নিপর্ণী কলশী মহাগুহা
শৃগালবিন্না ধমনী চ মেখলা।
লাঙ্গলিকা ক্রোষ্টুকপুচ্ছিকা গুহা
শৃগালিকা সৈব চ সিংহপুচ্ছিকা॥
পৃথক্‌পর্ণী দীর্ঘপর্ণী দীর্ঘা ক্রোষ্টুকমেখলা।
চিত্রপর্ণ্যপচ্ছিন্না চ বপুষ্যাহষ্টাদশাহ্বয়া॥
পৃশ্নিপর্ণী কটূষ্ণা তিক্তাতিসারকাসজিৎ।
বাতরোগজ্বরোন্মাদ ব্রণদাহবিনাশনী॥

রাজনির্ঘণ্টঃ। শতাহ্বাদিবর্গঃ

নামপর্যায়ঃ—পৃশ্নিপর্ণী, কলশী, মহাগুহা, শৃগালবিন্না, ধমনী, মেখলা, লাঙ্গলিকা, ক্রোষ্টুকপুচ্ছিকা, গুহা, শৃগালিকা, সিংহপুচ্ছিকা, পৃথক্‌পর্ণী, দীর্ঘপর্ণী, দীর্ঘা, ক্রোষ্টুকমেখলা, চিত্রপর্ণী, অপচ্ছিন্না, বপুষ্যা—এই ১৮টি নাম।

গুণপর্য্যায় :—পৃশ্নিপর্ণী—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, বিপাকে মধুর ত্রিদোষঘ্ন, অতিসার এবং কাশ নাশক। বাতরোগ, জ্বর, উন্মাদ, ব্রণ ও দাহনাশক।

প্রাপ্তিস্থান—নেপাল, বঙ্গদেশ, বর্ম্মা, হুগলী, হাওড়া ২৪ পরগণা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, প্রভৃতি স্থানে জঙ্গলে বাগানে অথবা মাঠের কিনারায় প্রচুর দেখা যায়। বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—নরম লোমযুক্ত গুল্ম, ৩—৪ ফুট উচ্চ। বৃন্ত—১ ইঞ্চি, পত্রিকার মধ্যক মোটা, বোঁটার দিকে গোলাকার। ত্রিপত্র বিশিষ্ট, দুইদিকে দুইটী এবং মধ্যে একটি বড় পত্রিকা থাকে। পত্রিকার শিরাগুলি উভয়দিকে সমান্তরাল। ফুলের থোপা ছোট, ঘন সন্নিবদ্ধ, ১—৩ ইঞ্চি লম্বা, ১ ইঞ্চি পুরু। পুষ্পদণ্ড শৃগালের লেজের ন্যায়। এই গাছ বর্ষাকালে জন্মে ও শীতকালে বর্দ্ধিত হয়। শাখাগুলি একটু উচ্চ ভূমিতে জন্মে। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—সমগ্র উদ্ভিদ্ ও শিকড়। মাত্রা কাথ, ৫-১০ তোলা। মূলচূর্ণ—২-৪ আনা।

বৈদ্যকে পৃশ্নিপর্ণীর ব্যবহার

জ্বরে : (১) বড় শালক, বাস্তুক, শীমবীজ, ও মুগ যব আদি, তন্মধ্যে পৃশ্নিপর্ণী শ্রেষ্ঠ (সুঃ ২৫ অঃ)। (২) **রক্তার্শোরোগে** পৃশ্নিপর্ণী—বেলশুঁঠ ও চাকুলের কাথ দ্বারা প্রস্তুত লাঘবপেয়া রক্তার্শ নাশ করে (চিঃ ৮ম অঃ)। (৩) কফজমদাত্যয়ে **তৃষ্ণায়** পৃশ্নিপর্ণী—পিপাসু কফমদাত্যয় রোগীকে শৃঙ্গবেরাদিজলের প্রস্তুত পৃশ্নিপর্ণীর পানীয় পদার্থ প্রদান করিবে। (চিঃ ১২ অঃ)।

মূত্রাঘাতে :—বাতাদির **বাতরক্তে** পৃশ্নিপর্ণী—পৃশ্নিপর্ণী ২ তোলা, জল বেরপোয়া, ছাগদুগ্ধ আধপোয়া, তিলতৈল ১ ছটাক, একত্র ক্ষীর পরিভাষানুসারে কাথ প্রস্তুত পূর্ব্বক, বাতপ্রধান বাতরক্তরোগী পান করিবে। ইহা অভিষ্যন্দকোষ্ঠ রোগীর পক্ষে প্রশস্ত (চিঃ ৫ অঃ)।

চক্ষুদত্ত :—(১) ঐকাহিক জ্বরে পৃশ্নিপর্ণী—ঐকাহিক জ্বরে রোগী শুক্লোক্ত পৃশ্নিপর্ণী মূল রক্তসূত্র দ্বারা বেষ্টনপূর্ব্বক মস্তকে ধারণ করিবে (জ্বরচিঃ)। (২) **রক্তাতিসারে** পৃশ্নিপর্ণী—অর্দ্ধজলমিশ্রিত ছাগদুগ্ধ এবং পৃশ্নিপর্ণীর কাথ একত্র করিয়া, তদ্দ্বারা যবাগূ ও পেয়া প্রস্তুত করিয়া, রক্তাতিসারীকে সেবন করাইবে (অতিসার চিঃ)। (৩) নেত্ররোগে পিল্লরোগে—পৃশ্নিপর্ণী মূলের সূক্ষ্মচূর্ণ কিঞ্চিৎ সৈন্ধব লবণ ও মরিচচূর্ণ যোগে, কাঞ্জির সহিত তাম্রপাত্রে, একত্র নিষ্পেষণ করিয়া সাতদিন মর্দ্দন করিবে। ইহা অঞ্জন করিলে পিল্লরোগ নেত্ররোগ প্রশমিত হয় (নেত্ররোগ চিঃ)

ভাবপ্রকাশ :—অধিকতর পৃশ্নিপর্ণী মূল—পৃশ্নিপর্ণীর মূলচূর্ণ ছাগমাংসযূষের সহিত তিন সপ্তাহ সেবন করিলে, ভগ্ন অস্থি সন্ধান হয় (ভগ্ন চিঃ)।

মুসলমানদের ঔষধার্থে ব্যবহার :—এই গাছটি ক্ষুদ্র গাছের একটী বর্ণনা। চাকুলে মর্দ্দিনাশক ও বলকারক (Dutt)। ইহা দুগ্ধের সহিত স্ত্রীলোকদিগকে ৭ মাসে খাওয়াইলে গর্ভস্রাব নিবারিত হয় (দুর্লভ)।

Glossary :—সংক্ষিপ্তগুণ পরিচয় :—

গাছ—বলবৃদ্ধিকারক, বমনকর, গর্ভিণী স্ত্রীলোকের সপ্তম মাসে দুধসহ প্রয়োগে গর্ভপাত নিবারণ করে।

মন্তব্য :—চরক "সন্ধানীয়ে" গণ্যসহ, শোথহর ও অঙ্গমর্দপ্রশমন বর্গে এবং 'সুশ্রুত' বিদারিগন্ধাদি ও হরিদ্রাদিগণে পৃশ্নপর্ণীর উল্লেখ করিয়াছেন। সর্পবিশেষের বিষ প্রতীকারার্থ পৃশ্নিপর্ণীর ব্যবহার হইয়া থাকে।

Fig—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t, 308 B , Burm, Fl. Ind , 68, t, 53., Fig 2.

Ref—F B. I. ii, 156 , Roxb.,F. I , iii, 366 , B. P., i. 420 ; Prain, H. H., 202 ; Voigt, H. S., 220.

227. Uraria lagopoides Desv. (চাকুলিয়া)

228. U. picta Jacq. Desv. (শঙ্করজটা)

ভাষানুসারী নাম :—শঙ্করজটা—বাংলা ; দাব্‌রা—হিন্দি ; পৃশ্নিপর্ণী—মহারাষ্ট্র। পীতবন্—গুজরাট ; পৃশ্নিপর্ণী—বোম্বে।

প্রাপ্তিস্থান :—সমগ্র বঙ্গদেশ, হিমালয় প্রদেশের ৩০০০ ফুট উচ্চ হইতে সিংহল পর্যন্ত ভূভাগে ; হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানের সাধারণ জঙ্গল স্থানে নদীর কিনারায় দেখা যায়।

বর্ণনা :—বহুবর্ষজীবী, সোজা ও খাড়া, ৩-৬ ফুটের মত। শাখা নিয়ে অবনত। পত্র ১-২ ইঞ্চি লম্বা, পত্রিকা ১-৬ টা, কখন কখন ২-৯টি হয়। পত্রিকা ১-৮ ইঞ্চি লম্বা, ½-১ ইঞ্চি চওড়া বর্শাকৃতি, অগ্রভাগ সোজা। ফুল ঘনসন্নিবদ্ধ ½-১ ফুট, পুষ্পদণ্ডে অবস্থিত। পুষ্পবৃন্ত ⅛-¼ ইঞ্চি, বিকিং বক্র। ফুল অনেক, বেগুনে বা বিশিষ্ট অথবা লালবর্ণ হয়; দল বিযুক্ত। এপিকলি চিকন লোমযুক্ত, মসৃণ ও সোহবর্ণ ফল ধরিবার সময় বোঁটা বক্র হইয়া যায়। বীজ বৃক্কাকৃতি, ১-১২টি হয়, ফিকে পীতবর্ণ। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—সমগ্র উদ্ভিদ্ ও ফল।

মূল প্রধানদের ঔষধার্থে ব্যবহার :—বোম্বাই প্রদেশে এই গাছ সর্পবিষের প্রতিষেধক বলিয়া ব্যবহৃত হয় (Dymock)। ইহার ফল বালকদিগের মুখের ক্ষতে ব্যবহৃত হয় (Stewart)

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণ পরিচয় :—

ফল—বালকদিগের মুখক্ষতে ব্যবহৃত হয়।

গাছ—সর্পবিষের প্রতিষেধক।

Fig- Kirtikar & Basu, Ind. Mld. Pl., t. 308A, Jacq. I. C., t, 567
Ref—F. B. I., ii, 155; Roxb., F. I., iii, 368; B. P. I., 420; Prain. H. H., 202; Voigt; H. S., 220, Dymock, i, 427.

228. U. picta jacq Desv. (চাকুলিয়া)

Genus—ASTRAGALUS, Tourn ex-Linn.

229. A gummifer Labill (কটিলা)

ভাষানুসারী নাম :—কটিলা—বাংলা ; আনজিরা—হিন্দি।

জন্মস্থান :—এশিয়ামাইনর, আর্মিনিয়া, পারস্য, কুর্দিস্থান, সিরিয়া, এবং হিমালয় প্রদেশ।

বর্ণনা :—ছোট গুল্মজাতীয়, ২ দুই ফিট, বহু শাখাযুক্ত গাছ। শাখায় লম্বা লম্বা শক্ত কাঁটা আছে। ছাল লালের আভাযুক্ত ধূসর বর্ণ, ইহাতে গোলাকার দাগ আছে। ছোট শাখাগুলি শ্বেতবর্ণ, পশমে আবৃত। পত্র পক্ষাকার, ১½ ইঞ্চি লম্বা ও চতুর্দিকে বিস্তৃত, পীতবর্ণ, অগ্রভাগ অতিশয় শক্ত ও ধারাল। পত্রিকা ৪-৬ জোড়া হয়, ইহার মুখ সূক্ষ্ম। ফুল ক্ষুদ্র, এক একটী অথবা ২-৩টী একত্র হয়, দেখিতে পীতবর্ণ। বীজকোষ ছোট, গোলাকার এবং একটু লম্বা, শ্বেতবর্ণ ঘন লোমে আবৃত। ফলে একটি বীজ থাকে, বীজ দেখিতে ধূসর বর্ণ ও মসৃণ। A verus oliver এবং এই গণভুক্ত অন্যান্য গাছের আঠা হইতে Tragacanth পাওয়া যায়। জুলাই-আগষ্ট মাসে লোকে গাছের ছাল নানাভাবে চিরিয়া দেয় এবং স্বাভাবিক আঠা বাহির হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—আঠা।

মূল প্রকারভেদের ঔষধার্থ ব্যবহার :—ইহার আঠা ঔষধের বটিকা প্রস্তুত করিবার জন্য বহু পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ইহা মূত্রযন্ত্র সম্বন্ধীয় রোগে এবং অন্যান্য আভ্যন্তরিক রোগে ব্যবহৃত হয়। ইহা প্রধানতঃ ঔষধের অনুপান রূপেই ব্যবহার হয়। এই আঠা দেখিতে বটের ন্যায়, ঈষৎ ধূসরবর্ণ ও পীতাভ, প্রায় গোলাকার। ইংলণ্ডের বাজারে ইহার আঠাকে "কলোয়া-গাম্" বলে। সময়ে সময়ে এই গাছের আঠার সহিত Sterculia urens গাছের আঠা ভেজাল দেয়। এই আঠা শান্তিপ্রদ। Calomel-এর সহিত এই আঠা মিশাইয়া সেবন করাইলে Calomel-এর শক্তি বাড়ে, বিশেষত বালকদিগকে উহা খাওয়াইতে কষ্ট পাইতে হয় না।

Fig—Bentl & Trim., Med. Pl. ii, t. 73 ; Lindley, Med & Oecon. Bot, 173 (1849).

Ref—Pflanzenfamil. iii, III, 295 ; Bull, Soc. Nat. Mosc., xxvi. No 4. (1853) ; Plenck., Ic. Pl. Med., vi 563.

229. Astragalus gummifer Labill (কতিরা)

XL. ROSACEAE.

Genus—PRUNUS Linn.

230. P. Communis Huds. (আলুবোখ্‌রা)

Var. insititia Hookf.

ভাষানুসারী নাম :— আরুক—সংস্কৃত। আলুবোখ্‌রা—বাংলা ; আলুবোখ্‌রা—হিন্দি ; আলুবোখ্‌রা—বোম্বে ; আলুবোখ্‌রা—পাঞ্জাব ; [illegible]—তামিল ; [illegible]—তেলেগু ; [illegible]—[illegible]।

আরুকং বীরসেনঞ্চ বীরং বীরারুকং তথা।
এক বিজ্ঞাতচতুর্দ্ধাপি পত্রপুষ্পাদিভেদতঃ ॥
আরুকাণি চ সর্ব্বাণি মধুরাণি হিমানি চ।
অর্শঃপ্রমেহগুল্মাস্র-দোষবিষ্টম্ভনাশনি চ।

রাজনিঘণ্টু :। আম্রাদিবর্গঃ ॥

নামপর্য্যায় :— আরুক, বীরসেন, বীর এবং বীরারুক—পত্র পুষ্পাদি ভেদে চারি প্রকার, জানিবে।

গুণপর্য্যায় :—সর্বপ্রকার খাদ্য—মধুর রস, শৈত্যবীর্য্য। ইহা অর্শ, প্রমেহ, তৃষ্ণা এবং রক্তদোষ নাশক।

জন্মস্থান :—হিমালয় প্রদেশ, গাড়োয়াল হইতে কাশ্মীর, ৩০০০ হইতে ৭০০০ ফুট উঁচুতে। বোটানিক্‌স্‌ গার্ডেন, দার্জিলিং।

বর্ণনা :—ইহাকে বাখ্‌বাতুল বলে : গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্‌ ; গাছে কখনও কাঁটা থাকে, কখনও কাঁটা থাকে না। পত্র ডিম্বাকৃতি কিনারা কাটা কাটা ; ফল গোলাকার, একস্থানে একটি, কখনও জোড়া জোড়া ফল থাকে। পৌষ মাসে ফুল এবং ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে ফল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—শিকড়, পত্র ও ফল।

যুক্তপ্রদেশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—আলুবোখ্‌রা বাজারে শুষ্ক অবস্থায় বিক্রয় হয়, ইহা অল্প অম্ল মৃদু বিরেচক। শরীরের ক্লান্তি ও অবসাদ অবস্থায় খাইলে বেশ প্রীতিপ্রদ হয়। ইহার শিকড় গ্রাহক ও সংকোচক এবং গাছের আঠা বাব্‌লার গঁদের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় (Dymock)। আলুবোখ্‌রা অল্প চিনি সংযোগে খাইলে শরীরের অবসাদ দূর করে।

কাঁচা আলুবোখ্‌রা, মেহ, তৃষ্ণা ও অর্শ নাশক। পত্র ধাতুবর্দ্ধক (নিকৃষ্ট্‌ রেচক)

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণ পরিচয় :—

অম্ল—বিরেচক, উত্তাপনাশক।

মন্তব্য :—মদনপাল নৃপকৃত মদনবিনোদ নামক নিঘণ্টুতে যে পত্রপুষ্পাদিকের চতুর্বিধ খাদ্যকের উল্লেখ দৃষ্ট হয় তাহাও আলুবোখ্‌রা ভিন্ন অন্য কোন বস্তু নহে। 'মৌলি' এবং ইউনানী গ্রন্থকারগণ বহুপ্রকার আলুবোখ্‌রার উল্লেখ করিয়াছেন। ইহারা পারস্য এবং আফগানিস্থানে জন্মিয়া থাকে।

মুকোষধে সেবন করিলে, আলুবোখ্‌রা, অম্ল, শীত, অগ্নিদীপক, পাচক ও মূত্ররেচক। শরীর অত্যন্ত রুক্ষ কিম্বা পিত্তাধিক্য হইলে আলুবোখ্‌রা হিতকর।

Fig :—Kirtikar & Basu ; Ind. Med. Pl., t. 391 B ; Hogg & Johnson Wild Pl., Gr. Britain, vii, t. 566.

Ref :—F. B. I., ii, 315

230. Prunus communis huds. (আলুবোখ্‌রা)

231. P. Puddum Roxb. (পদ্মক)

ভাষানুসারী নাম :—পদ্মক—সংস্কৃত; পদ্মক, পদ্মকাঠ—বাংলা; পদম—হিন্দি; পদ্মক—মহারাষ্ট্র; পদুকমহবেরি—তেলেগু।

> পদ্মকং শীতকং পীতং মালয়ং শীতলং হিমম্ ।
> শুভ্রং কেদারজং রক্তং পাটলাপুষ্পসন্নিভম্ ।
> পদ্মকাষ্ঠং পদ্মবৃক্ষং প্রোক্তং দ্বাদশনামকম্ ॥
> পদ্মকং শীতলং তিক্তং রক্তপিত্তবিনাশনম্ ।
> মোহদাহজ্বরভ্রান্তি-কুষ্ঠবিস্ফোটশান্তিকৃৎ ॥
>
> রাজনিঘণ্টু । চন্দনাদিবর্গঃ ।

নামপর্যায় :—পদ্মক, শীতক, পীত, মালয়, শীতল, হিম, শুভ্র, কেদারজ, রক্ত, পাটলাপুষ্পসন্নিভ, পদ্মকাষ্ঠ, পদ্মবৃক্ষ এই বারটি নাম।

গুণপর্য্যায় :—পদ্মক—শীতবীর্য, তিক্তরস, রক্তপিত্তনাশক, মোহ, দাহ, জ্বর, ভ্রান্তি, কুষ্ঠ এবং বিস্ফোটের শান্তিকারক।

উৎপত্তিস্থান :—সিকিম, ভুটান এবং বর্মাদেশে ইহার চাষ হয়। হিমালয় এবং খাসিয়া পর্বতে জন্মে; বোটানিক্ গার্ডেন, দার্জিলিং।

বর্ণনা :—বড় গাছ, ফুল হইলে অতি সুন্দর দেখায়। পত্র ৩-৫ ইঞ্চি লম্বা, কখনও কখনও ইহার বড় বা ছোট হয়। পত্রের কিনারা দাঁতযুক্ত ও চিক্কণ লোমবর্জিত আকৃত। পত্রবৃন্ত ১/২-৩/৪ ইঞ্চি, পুষ্পবৃন্ত লম্বা, ফুল লাল কিংবা শ্বেতবর্ণ। ফল গোলাকার, ১/২-১ ইঞ্চি পরিমাণ; ফলের শাঁস অংশ অতি অল্প, দেখিতে পীতবর্ণ কিংবা ঈষৎ লালবর্ণ। আঁটি শক্ত। কাঠের গন্ধ পদ্মফুলের ন্যায়। ইহার কাঠের বর্ণ পারুল ফুলের মত। পৌষ মাসে ফুল ও ফাল্গুন মাসে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—বীজের শাঁস, বল্কল, কাষ্ঠ। কাঠের মাত্রা ১/২-১ ১/২ আনা।

বৈদ্যকে পদ্মকের ব্যবহার।

চরক :—রক্তপিত্তে পদ্মকাষ্ঠ—পদ্মকাষ্ঠ ও রক্তচন্দন সমভাগে, তণ্ডুলোদকে পেষণ পূর্বক, চিনির সহিত, রক্তপিত্তী পান করিবে (চিঃ ৪ অঃ)।

বাগ্‌ভট :—হিক্কারোগে পদ্মকাষ্ঠ—ঘৃতযুক্ত পদ্মকাষ্ঠের ধূম গ্রহণ করিলে হিক্কা ও শ্বাস নিবৃত্তি পায় (চিঃ ৪ অঃ)।

মুসলমানদের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার শাঁস পাথুরী রোগে হিতকর এবং ডাল ও ছোট ছোট শাখাগুলি বাজারে বিক্রয় হয়। ইহা Hydrocyanic acid-এর কাজ করে। কথিত আছে, যে সকল নারীর সচরাচর গর্ভস্রাব হয়, তাহাদিগকে পদ্মকাষ্ঠ জলে পেষণ করিয়া পান করাইলে গর্ভস্রাব হইবার আশঙ্কা থাকে না।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

বীজের শাঁস—পাথুরীরোগে হিতকর।

মন্তব্য : চরক বেদনাস্থাপন বর্গে এবং সুশ্রুত অঞ্জনাদিবর্গে পদ্মক পাঠ করিয়াছেন। নিঘণ্টুকারগণ পদ্মককে গর্ভসংস্থাপক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। সুশ্রুত নারীর স্রাবের সময় অনুসারে, গর্ভিণী নারীর মাসানুমাসিক সেব্য কাথের ব্যবস্থা দিয়াছেন। এই ব্যবস্থার মধ্যে কিন্তু পদ্মকের উল্লেখ নাই। শিবদাস মধুযষ্টি দুগ্ধ, শর্করা দ্রব্যের সহিত, গর্ভস্রাব নিবারণার্থ পদ্মক ব্যবহার করিয়াছেন।

পদ্মকের বল্ক তিক্ত, বলকারক এবং জ্বরনাশক। কোন অতিরিক্ত ব্যাধির অবসানে যে দৌর্বল্য জন্মিয়া থাকে তৎপ্রতীকারার্থ এবং অস্বাভাবিক হৃৎকম্পন নিবারণার্থ ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

Fig—Wall, Pl. As. Rar., ii. 37, t. 143; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 389 A

Ref—F. B. I. ii, 314; Brandis, For. Fl., 194; Roxb. F. I., ii. 501.

231. P. puddum Roxb. (পদ্ম)

Genus—ROSA Linn.

232. R. damascena Mill (গোলাপ)

ভাষানুসারী নাম :—শতপত্রী—সংস্কৃত ; গোলাপ—বাংলা ; গোলাব—হিন্দি ; সেবতী—মহারাষ্ট্র ; সেবন্তিগে—কর্ণাটি ; তেমরিচেট্টু—তেলেগু ; রোজা—তামিল ; গুলাবি—কাশ্মীর ; পারি-বীর—বালন ; ওর্দ—আরব ; গুল্—পারস্য।

গোলাপ বহুজাতীয়। অধিকাংশ গোলাপই বিদেশ হইতে আনিয়া এদেশে চাষ করা হইয়াছে।

এখনও ধনী, রাজা, মহারাজারা বহু অর্থব্যয় করিয়া ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে গোলাপ চারা আমদানি করিয়া নিজ-নিজ বাগানে চাষ করিয়া থাকেন। ভারতের উত্তর পশ্চিমাংশে শীতপ্রধান অঞ্চলে এবং পার্বত্য প্রদেশে (প্রায় ৩০০০ ফুট উচ্চে) উৎকৃষ্ট ও প্রচুর গোলাপের চাষ হয়। আধুনিক গোলাপের চাষের বিশেষ পরিপাটির প্রয়োজন। বাংলায়, বিশেষতঃ দক্ষিণবাংলায়, ভাল গোলাপ হয় না। বিদেশীয় গোলাপ আনিয়া বসাইলে ১।২ বৎসর পরে খারাপ হইয়া যায়। মাত্র ১২ জাতীয় গোলাপের আদি জন্মস্থান ভারতের বিভিন্ন পার্বত্য প্রদেশে বলিয়া অনুমিত হয়। জংলী গোলাপ

বহু বিস্তৃত শাখাপ্রশাখা বিশিষ্ট লতা বা গুল্ম বিশেষ এবং প্রায়ই ইহাদের ফুল সাদা হয়। ভারতবর্ষে যেসব গোলাপের চাষ হয় তাহা R. alba Linn (ককেশাস পর্বত), R. centifolia Linn (ককেশাস ও আলজিরিয়া), R. damascena Mill (পশ্চিম এশিয়া), R. gallica Linn (ইউরোপ), R. indica Linn (চীন), R. rubiginosa Linn (ইউরোপ ও পশ্চিম এশিয়া), R. Sinica Ait (চীন ও জাপান)। জাতীয় গোলাপের বিভিন্ন উপজাতি বিশেষ বা রূপান্তর মাত্র।

শতপত্রী তু সুমনা সুশীতা শিববল্লভা।
সৌম্যগন্ধা শতদলা সুবৃত্তা শতপত্রিকা॥
শতপত্রী হিমা তিক্তা কষায়া কুষ্ঠনাশনী।
মুখস্ফোটহরা রুচ্যা সুরভিঃ পিত্তদাহনুৎ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। করবীরাদিবর্গঃ॥

সংস্কৃত পর্যায়:—শতপত্রী, সুমনা, সুশীতা, শিববল্লভা, সৌম্যগন্ধা, শতদলা, সুবৃত্তা, শতপত্রিকা—এইগুলি নাম।

গুণপর্যায়:—শতপত্রী—শীতবীর্যা, তিক্তরস, বিপাকে কষায় রস। কুষ্ঠনাশক, মুখের ব্রণ নাশক, রুচিকারক, সুগন্ধি এবং পিত্ত ও দাহনাশক।

উৎপত্তিস্থান:—সমগ্র ভারতবর্ষে চাষ হয়।

বর্ণনা:—বন ডালবিশিষ্ট গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, ডালে কাঁটা আছে। পত্র পক্ষাকার: পত্রিকাগুলি দাঁতযুক্ত। ফুল এক একটি থাকে। ফুলের বোঁটা ছোট। ফুল, শ্বেত, পীত, লাল ও ছিটিয়া প্রভৃতি রং বিশিষ্ট। পাপড়ি ৫টি, বড়; পুংকেশর অনেক আছে। ফল কতকটা বোঁটা ফুলের মত। গোলাপ সকলেই বাগানে চাষ করে।

ব্যবহার্য অংশ:—ফুল।

ফুলগাছের ঔষধার্থে ব্যবহার:—গোলাপ ফুলের পাপড়ি সরিষার তৈল অথবা নারিকেল তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া রৌদ্রে দিলে বা অগ্নিতে গরম করিলে যে তৈল হয় তাহা উগ্র ও মৃদু বিরেচক।

সমপরিমাণ গোলাপ ফুলের পাপড়ি চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া ভালভাবে পেষণ করিলে যে গুলকন্দ (gulkand) প্রস্তুত হয়, উহা বলকারক ও শরীরের পুষ্টিকারক। ইহা স্ত্রীলোক ও শিশুদিগের পক্ষে হিতকর। Dr. Ibn. Sina বলেন যে, তিনি, ক্ষয়কাসগ্রস্ত একটি যুবতী স্ত্রীলোককে ইহা দ্বারা আরোগ্য করিয়াছেন। গোলাপের পাপড়ির সহিত চিনি কিম্বা মধু মিশ্রিত করিয়া এই ঔষধ প্রস্তুত হয় (Dymock)। গোলাপের পাপড়ি বমননাশক।

গোলাপ জল :—এই জল প্রস্তুত করিতে হইলে এক মণ কিম্বা দেড় মণ জল ধরে এমন একটি তামা কিম্বা লোহার পাত্র আবশ্যক। পাত্রটির গলার ব্যাস ৮ ইঞ্চি হইবে। উক্ত পাত্রে প্রথমে গোলাপ ফুলের পাপড়ি দিয়া ভরিয়া তাহাতে জল ঢালিয়া দিবে। তাহার পর একটী নলযুক্ত ঢাক্‌নি দ্বারা পাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া নলটি অপর আর একটি পাত্রের সহিত যোগ করিয়া দিতে হইবে; এই পাত্রটী শীতল জলে ডুবাইয়া রাখিলে ভাল হয়। অথবা যখন জাল দেওয়া পাত্রের বাষ্প উক্ত পাত্রে আসিয়া পড়িবে তখন উহাতে শীতল জলের ছিটা দিতে হইবে। এরূপ করিলে পাত্রের অভ্যন্তরে বাষ্প জলীয় আকার ধারণ করিবে। এই জলীয় দ্রব্যই উৎকৃষ্ট গোলাপ জল।

চোলাই করিবার যন্ত্রে যেরূপে মদ চোলাই হইয়া থাকে, এই প্রক্রিয়াও ঠিক সেই প্রকার। ১০০০ গোলাপ ফুল হইতে প্রায় দেড় সের গোলাপ জল প্রস্তুত হয়, ৮০০০ গোলাপ ফুলে ১০-১২ সের জল দিতে হইবে। ইহাতে ৮ সের গোলাপ জল প্রস্তুত হইবে।

আতর প্রস্তুত প্রণালী :—গোলাপ জল প্রস্তুত হইলে উহা একটী পাত্রে রাখিয়া পাত্রের মুখ বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত করিতে হইবে, যেন উহাতে কোনরূপ ধূলা প্রভৃতি পড়িতে না পায়। পাত্রটী ২ ফুট মাটীর নীচে পুঁতিয়া সমস্ত রাত্রি রাখিলে প্রাতঃকালে গোলাপ জলের উপর আতর ভাসিবে। উহা পালকে করিয়া উঠাইয়া একটী শিশিতে তুলিতে হইবে। এইরূপে ২।৩ দিন তুলিবার পর উহাকে কিছু সময়ের জন্য রৌদ্রে দিতে হইবে। এইরূপে তোলা হইলে আতর একটী শিশিতে রাখিতে হইবে। এই আতর ৩।৪ দিন রাখিতে দিলে সবুজ বর্ণ পরিবর্তিত হইয়া পীতবর্ণ হয়।

এক লক্ষ গোলাপ ফুল হইতে ১ তোলা আতর প্রস্তুত হয়। খাঁটি আতরের মূল্য ৮০ টাকা তোলা। বাজারে যে আতর বিক্রয় হয় উহাতে চন্দন তৈল অথবা অপর কোন তৈল মিশ্রিত থাকে। গোলাপ জল ও আতর তৈয়ারীর জন্য সাধারণতঃ R. damascena এর ফুল ব্যবহৃত হয়।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

পাপ্‌ড়ি—বাহ্য প্রয়োগে সংকোচক। সমপরিমাণ মাখন চিনির সহিত আসব (গুলকন্দ) প্রস্তুত করিলে উহা রসায়নের কাজ করে এবং দেহ পুষ্ট করে।

কুঁড়ি—সংকোচক, কোষ্ঠ শুদ্ধিকারক, হৃদ্য, মস্তিষ্কের বলকারক। পিত্ত নিঃসারক এবং কফ নিঃসারক।

Fig—Kirtikar, Basu, Ind. Med. Pl. t. 317, Hayes. Hub. Pharm., t. 192.

Ref—E. B. I., ii, 364; B. F., i, 466.

232. Rosa damascena Mill. (গোলাপ)

Genus—CYDONIA Tourn.

233. C. vulgaris Pers. (বিহিদানা)

ভাষানুসারীনাম :—বিহিদানা—বাংলা ; বিহিদানা—হিন্দি ; বামহক্—কাশ্মীর ; সিয়াহৈয়া বাহলো-ফিরাই—তামিল ; সিমা-কানিয়া-ভিট্টু—তেলেগু ; সফরজল্—আরব ; বিহিদানা—কানপুর।

জন্মস্থান :—আদি জন্মস্থান ইউরোপ, দক্ষিণ ও পশ্চিম ইউরোপে ও আমেরিকায় বহু পরিমাণে বাগানে চাষ করে। ভারতের উত্তর-পশ্চিম হিমালয় প্রদেশের ৫০০০ ফুট উচ্চে চাষ হয়।

বর্ণনা : বড় গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ্, বহু বক্রাকৃতি শাখাপ্রশাখা হয়। শেকড় প্রায় পত্রে আচ্ছাদিত হইয়া থাকে। গাছের ছাল কৃষ্ণবর্ণ। ডিম্বাকৃতি অখণ্ড কিন্তু কর্তিত নহে, বৃন্ত ক্ষুদ্র। ফুল শ্বেতবর্ণ, ২ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট, বহির্ভাগ কমলের ন্যায় কর্তিত। ফল বৃহৎ, দেখিতে আপেলের মত এবং উহার গাত্রে নরম লোম আছে। ফলের অভ্যন্তরে ৫টি বিভাগ আছে। ফলে অনেক বীজ হয়। গাছে মার্চ ও এপ্রিল মাসে

ফুল হয়। এই গাছ ছাঁটিয়া না দিলে ভাল ফল হয় না। ফল খাইতে মিষ্ট ও ঈষৎ অম্ল।

ব্যবহার্য অংশ—বীজ। মাত্রা ১-৪ আনা।

মূলপ্রবাসেশের ঔষধার্থে ব্যবহার:—ফল পাচিকর। পিত্ত:শীতানাশক ও হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াবর্ধক। অনেক ব্যকারক ঔষধ প্রস্তুত কার্য্যে আরব ও পারস্য দেশীয় লোকেরা ইহা ব্যবহৃত করে। ইহার মধ, ফলের শুঁটি ও অম্ল থাকে বলিয়া অনেক শার্বৎ ঔষধ প্রস্তুত হয়। ইহার বীজ পাচিকর এবং মূত্রকারক। বীজের আঠাযুক্ত শক্তি ও পেটবেদনায় ব্যবহার হয়। বহুকালে ইহা কেলেথাবার প্রলেপ-স্বরূপ ব্যবহার হয় (Dymock)

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়:—

পাতা, কাল কুঁড়ি—সংকোচক।
ফল—সংকোচক, বল প্রদায়ক, শরীর উত্তাপ নিবারক এবং হৃদরোগে উপকারী।
বীজ—স্নিগ্ধ উদরাময়, পেটবেদনা, আমাশয়, গনোরিয়া ও জ্বরে উপকারী।

মন্তব্য:—এই দ্রব্যটি হেকিমী চিকিৎসকেরা ব্যবহার করেন। পারস্য দেশের বন্দর হইতে ভারতবর্ষে আনীত হয়। গনোরিয়া, আমাশয় এবং জ্বরে ইহার ব্যবহার বেশী। ইহার বীজ পূর্ণমাত্রায় জলে ভিজাইয়া পরের দিন কাপড়ে ছাঁকিয়া মিছরি কিম্বা চিনি সহ ব্যবহারে উদরাময় বিশেষতঃ অতিসারে রক্তস্রাব ও মূত্রের সঙ্গে জ্বালা অত্যন্ত ফলপ্রদায়ক (Surgeon G. F Poynder)। মূত্রাশয়ের পীড়া এবং গনোরিয়াতে ইহার বিশেষ উপকারিতা আছে (Surgeon Major Robb.—Ahmedabad)। উত্তর পারস্যে, ককেশাস্ অঞ্চলে ইহা পাওয়া যায়। বম্বাইর বাজারে বিহিদানা তিন প্রকার—খাদ্য, অম্ল ও কিঞ্চিৎ অম্ল। খাদ্য ও কিঞ্চিৎ অম্ল বিহিদানা আরব ও পারস্য দেশের লোকে ভক্ষণ করে। তাহাদের মতে ইহা বলিষ্ঠ ও হৃদয়ের হিতকর ও বলদ। ইহা চিনির সহিত কাস, জ্বর ও রক্তাতিসার, অজীর্ণ, গলরোগ ও উদরাময় রোগে ব্যবহৃত হয়। মূত্রাশয় সম্বন্ধীয় পীড়া ও অপাকিতার পিচকারী দিবার জন্য যে সকল দ্রব্য ব্যবহৃত হয়—বিহিদানা তাহাদের অন্যতম। বিহিদানা ভিজাইয়া অগ্নিদগ্ধ ও অত্যুষ্ণ তরল দ্রব্য দ্বারা দগ্ধস্থানে প্রলেপ দেওয়া হয় (R. N. Khorny)

Fig—Bailey, Stand. Encyclo. Hort., p 2892; Wagner, Pharm. Med. Bot., i. t 81 (1828); Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 339.

Ref—F. B. I., ii, 369; Roxb., F. I., ii, 511; Brandis, For. Fl., 205.

233. Cydonia vulgaris Pers. (বিহিদানা)

XLI. CRASULACEAE.

Genus—BRYOPHYLLUM Salisb.

234. B, calycinum Salisb. (পাথরকুঁচি)

B. Pinnatum (Lamk) OKEN

ভাষানুসারী নাম—পাষাণভেদ—সংস্কৃত, পাথরকুঁচি—বাংলা; জখম-হায়াৎ, পাথরচুর—হিন্দি; সিমাজামুদু—তেলেগু; রুনাকল্লি—তামিল।

পাষাণভেদকোঽশ্মঘ্নঃ শিলাভেদোঽশ্মভেদকঃ।
শ্বেতা চোপলভেদী চ নাগভিদ্ধিলিনর্ভকা॥
পাষাণভেদো মধুরতিক্তো মেহবিনাশনঃ।
কৃচ্ছ্র,বাতমূত্রকৃচ্ছ্রঘ্নঃ শীতলশ্চাশ্মরীহরঃ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। পর্পটাদির্বর্গঃ।

নাম পর্য্যায় :—পাষাণভেদ, অশ্মঘ্ন, শিলাভেদ, অশ্মভেদক, শ্বেতা, উপলভেদী, নাগভিৎ।
গিরিগর্ভজা—এইগুলি নাম।

গুণপর্য্যায় :—পাষাণভেদ—মধুর তিক্তরস, মেহনাশক, রুক্ষ, গুরু, মূত্রকৃচ্ছ্র এবং অশ্মরীনাশক এবং শীতবীর্য্য।

জন্মস্থান—ভারতের উষ্ণপ্রধান স্থানে, বঙ্গদেশের হুগলী, হাওড়া ২৪ পরগণা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানে সাধারণতঃ পতিত জমিতে দেখা যায়, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা—চিক্কণ কোমলযুক্ত গুল্ম, কাণ্ড ১-৪ ফুট উচ্চ। পত্রিকা ৩টি, মাংসল, ডিম্বাকৃতি, পত্রিকার কিনারা অসমান, খাঁজ কাটা কাটা, ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা। ফুল ঝুলিয়া থাকে, ২ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্পাধার ঘণ্টির ন্যায়, সবুজ, লাল ও বেগুনবর্ণের দাগ বিশিষ্ট ; কিনারায় দাঁত থাকে। পাপড়ি লাল, পুষ্পাধারের ২ গুণ, পুংকেশর ৮টি, দুই সারিতে ফুলের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত। শুঁটি ৪ ভাগে বিভক্ত, একটি করে অনেক বীজ থাকে। ইহার পাতা মাটিতে পড়িয়া থাকিলে উহার কিনারা হইতে নূতন গাছ উৎপন্ন হয়। শীতকালে ফুল, গ্রীষ্মকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ—পত্র।

মূল প্রবন্ধের ঔষধার্থে ব্যবহার—শরীরের কোন স্থানে কাটিয়া কিংবা ফাটিয়া গেলে এবং ক্ষতস্থানে, ইহার পাতা অগ্নিতে ঝলসাইয়া উক্ত স্থানে দিলে উপকার হয়।

কঙ্কণদেশে ইহার পাতার রস ½-১ তোলা, ২ গুণ ঘৃতের সহিত মিশাইয়া রক্ত আমাশয় রোগে সেবন করে। ইহার রস বিষাক্ত পোকার কামড়ে ব্যবহারে উপকার হয়। কলেরা, উদরাময় এবং রক্ত সহিত মূত্রত্যাগে এই গাছের কাঁচা ডাল ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে (Dymock)।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

পাতা—তিক্ত, ঈষদুষ্ণ করিয়া বেদনার স্থানে, ক্ষতস্থানে এবং বিষাক্ত কীট দংশনে উপকারী।

Fig.—Bot. Mag., t. 1409 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 404.

Ref.—F. B. I., ii, 403 ; Roxb., F. I., ii, 456 ; B. P., i, 470 ; Prain, H. H., 210 ; Voigt., H. S., 268.

234. Bryophyllum calycinum Salisb. (পাথরকুচি)

Genus—KALANCHOE Adans.

235. K. laciniata DC (হিমসাগর)

ভাষানুসারী নাম—বটপত্রী—সংস্কৃত ; হিমসাগর—বাংলা, হিমসাগর, পাথরচুর—হিন্দি; মালাকুক্সি—তামিল, সিমিচেট্টু—তেলেগু ; আমান্—পাথর্-মহারাষ্ট্র।

অন্যা তু বটপত্রী স্যাদম্লা ঐরাবতী চ সা।
গোধাবতীরাবতী চ শ্যামা খণ্ডুরিনাশিকা॥
বটপত্রী হিমা গৌল্যা মেহকৃচ্ছ্র বিনাশিনী।
অসলা বলদা চ কিঞ্চিদ্দীপনকারিণী॥

রাজনিঘণ্টুঃ। পর্পটাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায়—বটপত্রী, ঐরাবতী, গোধাবতী, রাবতী, শ্যামা, খণ্ডুবিনাশিকা এইগুলি নাম।

গুণ পর্য্যায়—বটপত্রী—শীতবীর্য্য, মাংসল, মেহ ও মূত্রকৃচ্ছ্র নাশক, বলকারক, অগ্নিনাশক, এবং অগ্নিদীপক।

প্রাপ্তিস্থান—দার্জিলিং, মধ্যপ্রদেশ, পাটনা, ঢাকা, হাওড়া, ২৪ পরগণা, বর্ধমান, বাঁকুড়া, প্রভৃতি

জেলার বাখরগঞ্জ পতিত জমিতে দেখা যায়; হুগলী জেলার স্থানে স্থানে দেখা যায় বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—মাংসল উদ্ভিদ, পত্রগুলি কাণ্ডের দুইদিকে পক্ষাকারে থাকে। পত্র পুরু ও করাতের ন্যায় দাঁতবিশিষ্ট, ফুল গুচ্ছভাবে ঝুলন্তভাবে থাকে, ফুল ফুটিলে গাছ হইতে ঝুলিয়া পড়ে ও সুন্দর দেখায়। ফুলের বহির্ভাগ রতি, পাপড়ি রতি, পাপড়ির গোড়াটি একের ন্যায়। যেমন কলসী গাছের ফুলের দেখা যায়। পুংকেশরগুলি প্রায় সমান; বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ—পত্র।

মূল প্রাচীনদের ঔষধার্থে ব্যবহার—কোন স্থানে আঘাত লাগিয়া ব্যথা হইলে ইহা অতিশয় ফলপ্রদ ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। কখন কখনো ইহার পাতার রস দৈহিক উপায়ে ব্যবহৃত হয় (Dymock)। অন্ত্র পরিষ্কার করিতে ও প্রস্রাব বমন করিতে ইহা একটি মূল্যবান ঔষধ (Ainslie)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত রূপপরিচয়—

পাতার রস—পেটফাঁপা, কুকুর কাটা, মচকানো ব্যথা, আঘাতজনিত ব্যথা, ফোড়া এবং ক্ষতে বাহ্য প্রয়োগে উপকারী। রক্তজনিত উদরাময় এবং আমাশয়ে আভ্যন্তর প্রয়োগে ফল পাওয়া যায়।

রস যুক্ত ছেঁচা পত্র—ব্যথা এবং ক্ষতে বিশেষ উপকারী। যে কোন প্রকারে এবং ক্ষতে বাহ্য প্রয়োগে উপকারী।

মন্তব্য—ইহা আপনা হইতে জন্মে। এই মাংসল উদ্ভিদ—পাথরকুচি এবং পর্ণবীজ নামে পরিচিত। কারণ ইহাদের পত্র ছিঁড়িয়া জমির উপর পড়িলে তাহা হইতে নূতন গাছ জন্মে। Watt মহোদয় এই বনৌষধির দুইটি ভেরাইটি উল্লেখ করিয়াছেন। K. laciniata এবং B. Calycinum। তন্মধ্যে শেষোক্ত জাতীয় বনৌষধিটির পর্ণবীজ নামকরণের সার্থকতা আছে। পর্ণবীজ সম্বন্ধে Ainslie মহোদয় লিখিয়াছেন—ইহা অন্ত্র পরিষ্কার করিতে এবং প্রস্রাব নাশ করিতে বিশেষ ফলদায়ক। বিশেষতঃ বহুৎ নালের ক্ষতে ইহা বিশেষ ফলদায়ক। ইহা স্থূল ও বিবর্ণতা অতি শীঘ্র নষ্ট করে। ১—১ তোলা মাত্রায় পাতার রস মাখনের সহিত অতিসার, আমাশয় এবং কলেরায় ব্যবহৃত হয়।

ইহার রস মস্তকে, মচকানো স্থানে এবং থ্যাৎলানো স্থানে বাহ্য প্রয়োগ করা হয়। রাজনিঘণ্টু পাষাণভেদ ও হিমসাগর ছাড়া আরও দুই শ্রেণীর পাষাণভেদের উল্লেখ করিয়াছেন—(ক) শ্বেতশিলা। (খ) সূক্ষ্মপাষাণভেদ। এই দুই জাতীয় বনৌষধি পর্বতের উপরে জন্মায়। শিলাবল্কা, শৈলজা প্রভৃতি নাম হইতে এবং অপর প্রকারের শিরিষা, নগজা প্রভৃতি নাম হইতে পর্বতজাত পাষাণভেদীকে বুঝান হইয়াছে। তাহাদের পত্র ও

মূত্রাকার হয় সকলগুলিতেই প্রশস্ত পাওয়া যাবে। বিশেষতঃ মূত্রাশয়ে পীড়া ও অন্যান্য পীড়াতে ইহাদের বিশেষ উপকারিতার কথা বাম্বিকর্ট্‌কার উল্লেখ করিয়াছেন।

Fig.—Wight. Ic t. 1158 , Kritikar & Basu, Ind. Med. Pl. t. 406.

Ref.—F. B. I. ii, 45 , Roxb., F. I., ii, 456 , B. P., i. 471 ; Prain H. H., 210 ; Voigt., H. S., 268.

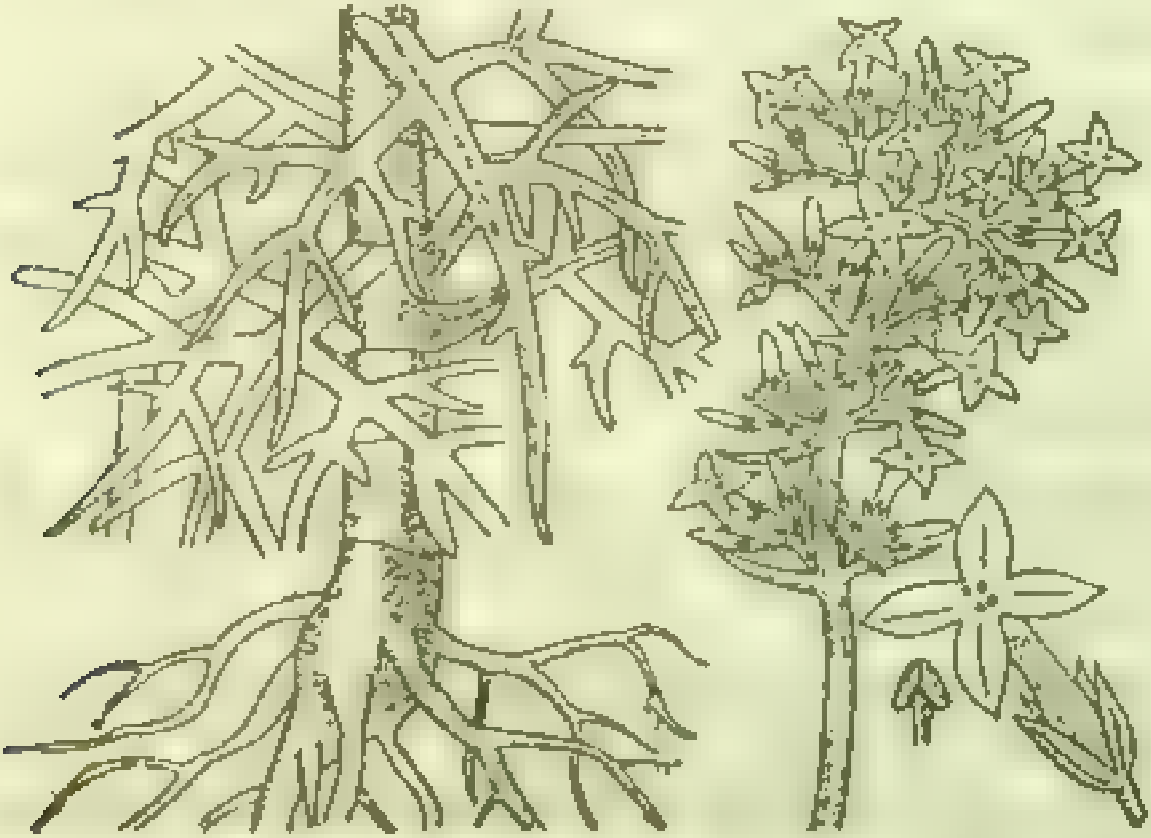

235. Kalanchoe laciniata Dc. (হিমসাগর)

XLII. DROSERACEAE.

Genus—DROSER Linn.

236. D. burmanni Vahl (মুখজালি)

ভাষানুসারে নাম—মুখজালি—বাংলা, মুখজালি—হিন্দি ; চিরা—পাঞ্জাব।

জন্মস্থান—বঙ্গের অবকাশে, সুন্দরবনে, নীলগিরি, বাঁকুড়া, বর্ধমান, গোঘাট (হুগলী) ও ছোটনাগপুরের বালুকা বা প্রস্তরময় জমিতে ও ধানক্ষেত্রে শরৎ ও শীতকালে জন্মে। ছোটনাগপুরের সর্বত্র দেখা যায়।

বর্ণনা—বর্ষজীবী ওষধি। কাণ্ড সোজা, ৬—১২ ইঞ্চি উচ্চ। পত্র চামচের মত, গাছের গোড়ায় বৃত্তাকারে জন্মে। পত্রের ধারে মাছি ধরিবার শুঁয়া থাকে। পত্রের গোড়া হইতে একটির পর আর একটি পুষ্পদণ্ড জন্মে। বৃন্ত লম্বা। ফুল শ্বেতবর্ণ, বহির্ভাগ ৫ ভাগে বিভক্ত। পাপড়ি ৫টি পুংকেশর ৫টি। বীজ অনেক ক্ষুদ্র। এই পর্যায়ভুক্ত গাছ অনেক আছে। উহারা সকলেই মক্ষিকাভুক। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়। Line এই পর্যায়ভুক্ত Aldrovonda vesiculosa Linn. নামক আর এক জাতীয় জলজ কীটভুক পত্রযুক্ত গাছ পূর্ববঙ্গের জলায় ও জলাশয়ে দেখা যায়।

ব্যবহার্য অংশ—পত্র।

লোক প্রথায় ঔষধার্থে ব্যবহার—কুমায়ুনের লোকেরা কোন স্থানে ফোস্কা তুলিবার জন্য, এই গাছের পাতা ছেঁচিয়া নির্দিষ্ট স্থানে দেয়। Drosera পর্যায়ভুক্ত সমস্ত গাছই তিক্ত কটু ও দাহকর। ইহার রস দুধে দিলে ছানা কাটিয়া যায়।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

দাহক—চর্মের উপর ফোস্কা তুলিতে বিশেষ শক্তিশালী।

Fig.—Kirtikar & Basu., Ind. Med. Pl., t. 407 ; Wight, 111, t. t. 20.
Ref.—F. B. I., ii, 424 ; B. P., i, 472 ; Prain, H. H., 210 ; Voigt. 79.

236. Drosera burmanni Vahl. (মুখজালি)

XLIII. RHIZOPHORACEAE.

Genus—RHIZOPHORA.

237. R. mucronata Lamk (খামো)

ভাষানুসারীনাম—গোরান, খামো—বাংলা ; কণ্ডালি—কানাড়া ; পিকান্ডেল্‌—মালয় ; কামো—সিন্ধু ; কাণ্ডাল—তামিল ; উপুপোনা ; আদইব পউনা—তেলেগু।

জন্মস্থান—সুন্দরবনের পশ্চিমাংশে, এই গাছ প্রায়ই সমগ্র ভারতবর্ষের সমুদ্রতীরে জন্মে।

বর্ণনা—শাখাদি গাছ ; কাঠ শক্ত, গাঢ় লাল। পত্র ৩—৭ ইঞ্চি লম্বা, ১½—৪ ইঞ্চি চওড়া, পত্রের গোড়ার দিক সরু, কতকটা রবার গাছের পাতার ন্যায়। ফুল অধিক বা অল্প পরিমাণে অবনত। বহির্বাস ৪ ভাগে বিভক্ত। পাপড়ি ৪টি, পুংকেশর ৮টি। ফল ১½—২ ইঞ্চি লম্বা, গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ। ইহার বীজ গাছের উপরেই অঙ্কুরিত হয়, সেই চারা কর্দমের উপর পড়িলে ক্রমশঃ বড় হইতে থাকে। মানুষের দ্বারা আর রোপণের আবশ্যক হয় না। এই প্রকার বীজকে Vivipary বলা হয়। চৈত্র বৈশাখ মাসে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ—ছাল।

মূল প্রকারের ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার শিকড় রক্তস্রাব ও রক্তবমন রোগে ব্যবহৃত হয়। ইহা ধারক এবং বহুমূত্র রোগ নিবারক (Journ. Soc Chemic Indus., 188)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণ পরিচয়—

গাছের ছাল—সংকোচক, বহুমূত্রে উপকারী।

Fig.—Rheede, Hort, Mal., vi., t. 34 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl. t. 408.

Ref.—F. B. I., ii. 435 ; Roxb., F. I., ii 459 ; B. P., i. 475 ; Prain, H. H., 210 ; Voigt. H. S., 41.

237 Rhizophora mucronata lamk. (বাদো)

Genus—KANDELIA

238. K. rheedii W. & A. (গোরিয়া)

K. candel (Linn) Druce

ভাষানুসারী নাম—গোরিয়া—বাংলা ; গুরিয়া—বোম্বে ; বহুনিয়া—উড়িয়া ; কণ্ডল—তামিল ; কণ্ডিগালা—তেলেগু ; কণ্ডেলি—কানাড়ী ; কন্দাল—মালয়।

জন্মস্থান—পশ্চিম সুন্দরবন ; ভারতবর্ষের সমুদ্রতীরে প্রায় সকল স্থানেই জন্মে।

বর্ণনা—চির সবুজ শাখাযুক্ত ছোট উদ্ভিদ। গাছের ছাল ½ ইঞ্চি পুরু, লাল, কাষ্ঠ অতিশয় নরম। পত্র ২—৪ ইঞ্চি লম্বা, ১½—২ ইঞ্চি চওড়া, ডিম্বাকৃতি, মাথা ভোঁতা, গোড়ার দিক সরু। উপবিভাগ শাখা মধুবর্ণ, নিম্নভাগ লালের আভাযুক্ত ধূসর বর্ণ, দণ্ড লোমযুক্ত। পুষ্পদণ্ড ১½ ইঞ্চি, সোজা, দুই শাখাবিশিষ্ট। ফুল বিস্তৃত, বহু পুংকেশর আছে। ফল ১ ইঞ্চি লম্বা। ফলের বোঁটা লম্বা। চৈত্র বৈশাখ মাসে ফুল হয়।

ব্যবহার্য অংশ—ত্বক।

মূল প্রকারের ঔষধার্থে ব্যবহার—ইহার ছাল, শুঁঠ, পিপুল ও গোলাপ জলের সহিত খাইলে বহুমূত্র রোগ আরাম হয় (Rheede)

Glossary সংক্ষিপ্ত গুণ পরিচয়—

ছাল—চূর্ণ অথবা ক্কাথ মরিচের এবং গোলাপ জলের সহিত মিশাইয়া ব্যবহারে বহুমূত্রে উপকারী।

Fig.—Hook, Ic, Pl., t. 362; Rheede, Hort Mal, vi, t. 35; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 410.

Ref.—F. B. I., ii, 437, B. P., i, 476, Kurz, For. Fl. Burma, i., 449; Prain, H. H., 211; Voigt., H. S., 41

238. K. rheedi W. & A. (গোবিরা)

XLIV. COMBRETACEAE

Genus—TERMINALIA

239. T. arjuna Bedd (অর্জুন)

ভাষানুসারী নাম—অর্জুন, পার্থ, ককুভ—সংস্কৃত; অর্জুন—বাংলা; অর্জুন, অর্জন সাদড়—হিন্দি; মাবতোল—কর্ণাট; অর্জুন সাদড়া—মহারাষ্ট্র; জেমাই মারুদ মারুদ, ভাবেমদ্দি—তামিল; মদ্দিচেট্টু, তেল্লামদ্দি, তেল্লামাড়,—তেলেগু; অর্জুন—উর্দু; অর্জুন, শঙ্খ অর্জুন—উড়িয়া।

অর্জ্জুনঃ শম্বরঃ পার্থশ্চিত্রযোধী ধনঞ্জয়ঃ ।
বৈরান্তকঃ কিরীটী চ গাণ্ডীবী শিবমল্লকঃ ॥
সব্যসাচী নদীসর্জ্জঃ কর্ণারিঃ কুরুবীরকঃ ।
কৌন্তেয় ইন্দ্রদ্রুমশ্চ বীরদ্রুঃ কৃষ্ণসারথিঃ ।
পৃথাজঃ ফাল্গুনো ধন্বী ককুভস্ত্বেকবিংশতিঃ ॥

অর্জ্জুনস্তু কষায়োষ্ণঃ কফঘ্নো ব্রণনাশনঃ ।
পিত্তশ্রমতৃষার্ত্তিঘ্নো মারুতাময়কোপনঃ ॥

রাজনির্ঘণ্টঃ । প্রভদ্রাদিবর্গঃ ।

নামপর্য্যায়—অর্জ্জুন, শম্বর, পার্থ, চিত্রযোধী, ধনঞ্জয়, বৈরান্তক, কিরীটী, গাণ্ডীবী, শিবমল্লক, সব্যসাচী, নদীসর্জ্জ, কর্ণারি, কুরুবীরক, কৌন্তেয়, ইন্দ্রদ্রু, বীরদ্রু, কৃষ্ণসারথি, পৃথাজ, ফাল্গুন, ধন্বী, ককুভ—এই একুশটি নাম।

গুণপর্য্যায়—অর্জ্জুন—কষায়রস, উষ্ণবীর্য, কফনাশক, ও ব্রণনাশক, পিত্ত, শ্রম, ও তৃষ্ণা নাশক। বায়ুরোগ বর্দ্ধক।

জন্মস্থান—ছোটনাগপুর, বিহার, পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গ, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা—বৃহদাকার গাছ ৬০-৮০ ফুট উচ্চ হয়। পত্র ৪-৮ ইঞ্চি লম্বা, ৩-৪ ইঞ্চি চওড়া, গোড়ার দিক ও অগ্রভাগ সরু, মুলকোণী, করকটা বর্দ্ধাকলকের ন্যায়। বৃন্ত প্রায় ½ ইঞ্চি। বহির্বাস ৫টি, মধু কোষযুক্ত। ফুল ছোট, শ্বেতবর্ণ বা হরিদ্রাবর্ণ, পুষ্পদণ্ডের চতুর্দিকে থাকে। পুংকেশর ১০টি। ফল ১ ইঞ্চি লম্বা, প্রায় ৫।৭ টি খাঁজ পক্ষযুক্ত। দেখিতে কামরাঙার ন্যায়, কিন্তু আকৃতিতে অপেক্ষা ক্ষুদ্র, গ্রীষ্মকালে ফুল হয়। শীতকালে ফল পাকে। Dr Brandis বলেন, ইহা বঙ্গদেশের জঙ্গলে প্রচুর জন্মে। ইহার পত্র মানুষের জিহ্বার ন্যায়, পত্রে বোঁটার দিকে ২টি অর্ব্বুদ আছে।

ব্যবহার্য অংশ—ত্বক্, ফল, পত্র, মাত্রা, চূর্ণ ২-৬ আনা।

বৈদ্যকে অর্জ্জুনের ব্যবহার।

চরক—(১) রক্তপিত্তে অর্জ্জুন—অর্জ্জুনছাল বাটিয়া জলে ভিজাইয়া রাখিয়া সেই জল, অর্জ্জুন ছালের রস বা অর্জ্জুন ছাল জলে বাটিয়া, কিম্বা অর্জ্জুন ছালের কাথ পান করিলে রক্তপিত্তের উপশম হয় (চিঃ ৪ অঃ)। (২) ব্রণাচ্ছাদনার্থ অর্জ্জুন পত্র—অর্জ্জুনপত্র দ্বারা ব্রণ আচ্ছাদিত করিবে (চিঃ ১০ অঃ)।

সুশ্রুত—শুক্রমেহে অর্জ্জুনত্বক্—যাহার শুক্রমেহ হইয়াছে তাহাকে অর্জ্জুন ছাল ও শ্বেতচন্দনের কাথ পান করাইবে (চিঃ ১১অঃ)।

বাগ্ভট—মূত্রাঘাতে অর্জ্জুন ত্বক্—মূত্ররোধ হইলে অর্জ্জুন ছালের কাথ পান করাইবে (চিঃ ১১

খ:)। (২) বাতে আর্দ্রকস্ব—বাত (কেতেকা) নাশক যোগের প্রতীকারার্থ আর্দ্রক স্বরস মধুসহ সেবন পূর্বক দেশ দিবে (চৈঃ ৩২ অঃ)।

চিকিৎসা —(১) **রক্তাতিসারে** আর্দ্রকস্ব—আর্দ্রক ছাল জলসহ সেবন পূর্বক ছাগ দুগ্ধসহ পান করিবে। ইহাতে অতিসারের রক্তস্রাব নিবৃত্তি পায় (অতিসার চিঃ) (২) **হৃদ্রোগে** আর্দ্রকস্ব—শুণ্ঠী ও আর্দ্রক ছাল ২ তোলা, পলাশ ... আধসেরা, জল সেড় পোয়া। ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া দুগ্ধাবশেষ রাখিবে। এই ক্বাথ হৃদ্রোগে সেব্য (হৃদ্রোগ চি.) (৩) **বলকারার্থ** আর্দ্রক স্বরস—আর্দ্রকছাল দুগ্ধসহ সেবন পূর্বক দুগ্ধযোগে পান করিলে, বলকার হয় (হৃদ্রোগ চিঃ)। (৪) **অগ্নিমান্দ্যে** আর্দ্রক স্বরস—সৈন্ধবযুক্ত অগ্নিমান্দ্যে ঘৃত ও মধুর সহিত আর্দ্রকরস চূর্ণ পান করিতে দিবে (অগ্নি চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ (১) **অগ্নিমান্দ্যে** আর্দ্রকস্ব—আর্দ্রকছাল গুঁড়া করিয়া বাসকের পাতার রসে ... ভাবনা দিয়া, (কাথে বা রসে কোন দ্রব্য ভিজাইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিলে উহাকে ভাবনা দেওয়া বলে) দিবসে, মধু ও সৈন্ধবের সহিত সেবন করিবে। ইহা অগ্নিবলকারক (ভাঃ প্রঃ ২য় ভাঃ) (২) **মূত্ররোধে উদাবর্তে** আর্দ্রকস্ব—মূত্র রোধ জন্য উদাবর্তে আর্দ্রক ছালের ক্বাথ পান করাইবে (ভাঃ প্রঃ ৩য় ভাঃ)।

হারীত—**মূত্রমেহে** আর্দ্রকস্ব—মূত্রমেহীকে মধু ও আর্দ্রকের ক্বাথ পান করাইবে (চিঃ ২৮ অঃ)।

বঙ্গসেন—**গ্রহণীতে** আর্দ্রকস্ব—কেশরাজ ও আর্দ্রক-ছালের অর্ধস্বরস, মধুর সহিত পান করিবে। ইহা বেদনাযুক্ত গ্রহণীতে হিতকর (গ্রহণী চিঃ)।

মূল প্রয়োগের ঔষধার্থে ব্যবহার—সংস্কৃত লেখকেরা ইহার ছাল বলকারক উগ্র ও পিত্তকর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা অধিক প্রকারে হিতকর। ছালের গুঁড়া দুধের সহিত ব্যবহারে আঘাত জনিত বেদনা আরাম হয় (Duct)। কামড়া ফোলার ছাল বা ফোলাইবার জন্য ব্যবহৃত হয় (Stewart)। ইহার ছাল বাতন, অজীর্ণনাশক এবং বল বলকারক। টাইকা পাতার রস কানের বেদনায় প্রযুক্ত হয়।

আর্দ্রকের ছাল ১ ভাগ ও জল ১০ ভাগ মিশাইয়া যে ক্বাথ প্রস্তুত হয় উহার ½ বা ১ আউন্স ব্যবহার করিলে রক্তবর্ণ, উদরাময় ও রক্ত আমাশয় আরাম হয়। ইহা শিশুর প্রকোপ নিবারণ করে ও বিষের প্রতিষেধক (Baden powell)। ছাল বিশেষভাবে সেবন করিয়া, চিনি ও গোলকের সহিত প্রত্যহ প্রাতে একসঙ্গে ব্যবহার করিলে যাবতীয় হৃদ্রোগ একেবারে আরাম হয়। 'হারীত' বলেন—আর্দ্রকছালের ক্বাথ শস্ত্রোচিতবাধক।

Glossary সংক্ষিপ্ত গুণ পরিচয়—

ছাল—বলকারক, সংকোচক, কষায়, হৃদ্রোগে রসায়ন, রক্তের প্রণালীর উপকারী, কফে উপকারী ও বিষের প্রতিষেধক।

ফল—রসায়ন

টাটকা পাতার রস—কানের ব্যথায় উপকারী

মন্তব্য—ইহার ছাল রক্তরোধক, জ্বরনাশক। ইহার ফল বলকারক এবং শরীরের অভ্যন্তরের স্রোতগুলির পাকাশয়ক অবস্থা আনয়ন করে এবং পাতার টাটকা রস কর্ণশূলের নাশক (Kirtikar & Basu)।

ইহা জ্বরনাশক এবং ইহার চূর্ণ তেলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপে মেচেতা নাশ করে (Ainslie)। নিয়মিত শুষ্ক মধুসহ তৈলের সহিত মিশ ইহা ব্যবহারে মেচেতা নষ্ট হয় (Dymock)

চরক—উক্ত প্রশমনবর্গে অর্জুনের উল্লেখ আছে (সূ: ৪ অ:)। 'চক্রদত্তের' হৃদ্রোগ চিকিৎসা পাঠ করিলে মনে হয়—অর্জুন হৃদ্রোগ সম্বন্ধে বাধ্য। কিন্তু চরক সুশ্রুতোক্ত হৃদ্রোগ চিকিৎসায় অর্জুনের নাম পর্যন্ত নাই। সম্ভবতঃ বঙ্গদেশীয় 'বঙ্গসেন বা নিয়মিত আয়ুর্বেদোক্ত হৃদ্রোগে ব্যবস্থা—'অর্জুন' মত।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med, Pl t. 414.

Ref.—F B. I., ii 447 ; Roxb., F I., Pentaptera Arjuna Roxb , ii 438 ; B. P., i, 481 ; Dymock. ii., 11.

239. T. arjuna Bedd. (অর্জুন)

240. T. belerica Retz. (বহেড়া)

ভাষানুসারীনাম :—বিভীতক—সংস্কৃত, বহেড়া—বাংলা, বহেড়া—হিন্দি; বহেড়া—পাঞ্জাব; বেহাড়া, ভাহিরা—মহারাষ্ট্র; তুন্দ্র—মালয়, তোড়ে—কর্ণাট, থান্না, তান্ড্রে-চেট্টু—তেলেগু; থন্দ্র, তনি-কয়ি, তোন্ডি—তামিল, হজ্বক—আসাম।

বিভীতকস্তৈলফলো ভূতবাসঃ কলিদ্রুমঃ।
সংবর্ত্তকস্ত বাসন্তঃ কলিবৃক্ষো বহেড়কঃ॥
হার্য্যঃ কর্ষফলঃ কলির্বিভীতোঽক্ষোঽনিলঘ্নকঃ।
বহুবীর্য্যশ্চ কাসঘ্নঃ স প্রোক্তঃ ষোড়শাহ্বয়ঃ॥
বিভীতকঃ কটুস্তিক্তঃ কষায়োষ্ণঃ কফাপহঃ।
চক্ষুষ্যঃ পলিতঘ্নশ্চ বিপাকে মধুরো লঘুঃ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। আম্রাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—বিভীতক, তৈলফল, ভূতাবাস, কলিদ্রুম, সংবর্ত্তক, বাসন্ত, কলিবৃক্ষ, বহেড়ক, হার্য্য, কর্ষফল, কলি, বিভীত, অক্ষ, অনিলঘ্নক, বহুবীর্য্য এবং কাসঘ্ন—এই ষোলটি নাম।

গুণপর্য্যায় :—বিভীতক—কটু তিক্ত, কষায় রস, উষ্ণবীর্য্য, কফনাশক, চক্ষুর পক্ষে হিতকর, পলিতনাশক, বিপাকে মধুর রস এবং লঘুপাক।

জন্মস্থান :—ছোটনাগপুর, বিহার, চট্টগ্রাম, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, মানভূম; বর্মা, হিমালয় প্রদেশ, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—৬০-১০০ ফুট লম্বা গাছ। গাছের গুঁড়ি অতিশয় লম্বা, ছাল ½ ইঞ্চি পুরু, গাঢ় ধূসর বর্ণ। কাষ্ঠ ধূসরবর্ণ কিম্বা ঈষৎ পীতবর্ণ ও শক্ত। পত্র ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা, শীতকালে পত্র পড়িয়া যায়। পত্রবৃন্ত ১-১½ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ড উন্নত, ২-৬ ইঞ্চি লম্বা, ফুল ছোট, পর্ণকোষের মধ্যে উজ্জ্বল পীতবর্ণ; পুংকেশর ১০টী। ইহার মধ্যে ৫টী বড় ও ৫টী ছোট, একটীর পর আর একটী সজ্জিত। ফল ১ ইঞ্চি লম্বা, গোলাকার ও ধূসরবর্ণ। একটী ফলে একটী বীজ থাকে। শাঁস মধুর, আঁটী শক্ত। ভারতবর্ষে বহেড়া দুই প্রকার আছে—একটীর ফলের ব্যাস ½-¾ ইঞ্চি। অপরটীর ফল বড়। গ্রীষ্মকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—ফল।

বৈদ্যকে বিভীতকের ব্যবহার।

চরক :—(১) প্রবিবিসর্পে বিভীতক :—প্রবিবিসর্পে ঔষধের বিভীতক ফলের প্রলেপ দিবে (চিঃ ১১ অঃ)। (২) শোথে বিভীতকমজ্জা—বহেড়ার শাঁস পেষণপূর্ব্বক প্রলেপ দিলে ত্রিদোষজ শোথের দাহ ও বেদনা প্রশমিত হয় (চিঃ ১৭ অঃ)।

সুশ্রুত :—অশ্মরীতে বিভীতকমজ্জা—অশ্মরীরোগে কোন প্রকার মদের সহিত বহেড়ার শাঁস পেষণ পূর্বক পান করিলে, মূত্র বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হয় এবং অশ্মরী প্রশমিত হয় (চিঃ ৫৮ অঃ)।

বাগ্‌ভট :—শ্বাসকাসে বিভীতক—শ্বাসকাসে বিভীতক লেহন হিতকর (চিঃ ৩ অঃ)। (২) **শুক্রনাশ অক্ষিরোগে** বিভীতক মজ্জা—বহেড়ার শাঁস মধুর সহিত উত্তমরূপে পেষণ করিয়া অঞ্জন করিলে, শুক্র নাম নেত্ররোগ বিনাশ পায় (উঃ ১১ অঃ)।

চক্রদত্ত : (১) কাসে বিভীতক—বিভীতক গব্যঘৃত মাখাইয়া, গোময়ের গুলির ভিতর রাখিয়া পুটের আগুনের উপর স্থাপন করিবে। কিছু পরে উদ্ধৃত করিয়া ঐ বহেড়ার ছাল মুখে ধারণ করিবে। ইহা উৎকাসির উত্তম ঔষধ (কাস চিঃ)। (২) **শ্বাস ও উৎকাসিতে** বিভীতক—কিঞ্চিৎমাত্রায় বিভীতকচূর্ণ মধুর দ্বারা অবলীঢ় করিয়া পান করিলে প্রবল উৎকাসি এবং শ্বাস অচিরাৎ প্রশমিত হয় (শ্বাস চিঃ)।

বঙ্গসেন :—অতিসারে বিভীতক—দগ্ধ বিভীতক, সৈন্ধব যোগে সেবন করিলে প্রবল অতিসার নিবৃত্তি পায় (অতিসার চিঃ)। (২) **হৃদয়গত বায়ুরোগে** বিভীতক—অশ্বগন্ধাচূর্ণ বিভীতকচূর্ণ, পুরাণ ইক্ষুগুড়যোগে, উষ্ণ জলের সহিত পান করিলে অস্বাভাবিক হৃদ্‌স্পন্দন প্রশমিত হয় (বাতব্যাধি চিঃ)।

মূলগ্রন্থের ঔষধার্থে ব্যবহার :—সংস্কৃত লেখকগণ বহেড়াকে উষ্ণ, মৃদুবিরেচক, শক্তি ও স্বরভঙ্গ নিবারক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। বহেড়ার বীজ মাদক, এবং ইহার প্রলেপ দিলে প্রদাহ নিবারণ হয় (Dutt)।

পাঞ্জাবে বহেড়া কুষ্ঠ, অর্শ, উদরাময় এবং জ্বররোগে ব্যবহৃত হয়। বহেড়ার অন্ননাশক শক্তি আছে। অর্ধপক্ক ফল বিরেচক। পক্ক ফল ধারক এবং মধু সহ মিশ্রিত করিয়া চক্ষে দিলে চক্ষুপ্রদাহ (চক্ষু উঠা) আরাম হয়। ইহার আঠা শান্তিকর ও বিরেচক (Watt)। বহেড়ার বীজে মাদকতা শক্তি আছে।

মুসলমান হাকিমেরা বহেড়াকে ধারক, বলকারক, শান্তিকর, অজীর্ণ নিবারক এবং শিরঃপীড়ার হিতকর বলিয়া বর্ণনা করেন এবং ফলের শাঁস ঔষধার্থ ব্যবহার করেন (Dymock)।

Flora of British India নামক পুস্তকে বহেড়ার তিনটী জাতি আছে বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে—Var typica, Var. beleria Roxb এবং Var. laurinoides Miq

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :

ফল :—তিক্ত, সংকোচক, রসায়ন, বিরেচক, রোমশাত্মক নিবারক, অর্শ, শোথ, উদরাময়, কুষ্ঠ, বক্ষ রোগ, অগ্নিমান্দ্য এবং মাথা ধরায় উপকারী। অর্ধপক্ক ফল—বিরেচক। পক্ক ফল—সংকোচক।

মন্তব্য : চরক—বিরেচনোপগবর্গে বিভীতক পাঠ করিয়াছেন। চরক ও সুশ্রুত তৈল যোনিগণবর্গে বিভীতক পাঠ করিয়াছেন। সুশ্রুত বলিয়াছেন—বিভীতক তৈল কৃষ্ণীকরণ—অতএব ইহা শ্বিত্র এবং অন্যান্যবিধ ত্বকের অসবর্ণের কৃষ্ণীকরণার্থ ব্যবহৃত হইতে পারে।

সৈন্ধব লবণ এবং পিপ্পলীযোগে বহেড়া চূর্ণ লেহন করিলে কাসরোগ, স্বরভেদ, গলক্ষত এবং গ্রহণীরোগের পক্ষে হিতকর। গলক্ষত রোগী ঘৃত ভর্জিত বহেড়া "মুখে রাখিয়া" খাইবে। বহেড়া অতিসার, শোথ, অর্শ, কুষ্ঠ এবং প্লীহা বৃদ্ধি রোগে সেব্য। (Khotry—2nd vol. 259 Page).

Fig—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 412 B, Rheede, Hort. Mal., iv, t. 10; Bedd., Fl. syl., t. 19.

Ref—F. B. I., ii 445, Roxb. F. I., ii, 432, B. P., i, 481; Dymock, ii, 5.

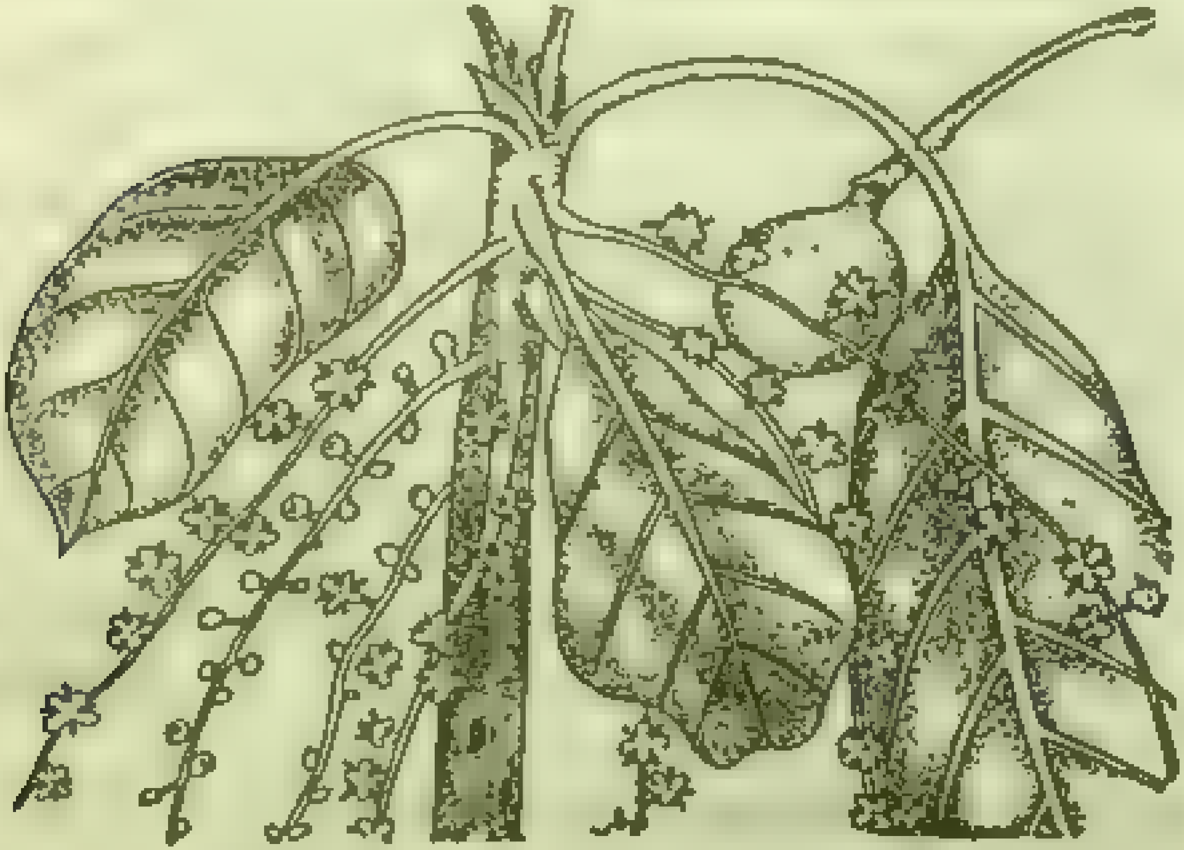

240. T. belerica Retz. (বহেড়া)

241. T. Catappa Linn. (বাদাম)

ভাষানুসারী নাম :—বাতাম—সংস্কৃত ; বাদাম—বাংলা, বঙ্গলী বাদাম—হিন্দি ; নাট্-ভুমাই, নাড়্বা-দুম্—তামিল ; নাটুবাদম্, বেদাম—তেলেগু ; নাট্‌বাদাম্—মালয়।

বাতাদো বাতবৈরী স্যান্নেত্রোপমফলস্তথা ।
বাতাম উষ্ণঃ সুস্নিগ্ধো বাতঘ্নঃ শুক্রকৃদ্ গুরুঃ ॥

বাতামমজ্জা মধুরো বৃষ্যঃ পিত্তানিলাপহঃ ।
স্নিগ্ধোষ্ণঃ কফকৃদ্বেষ্টো রক্তপিত্তবিকারিণাম্ ॥

ভাবপ্রকাশঃ । আম্রাদিবর্গঃ

নামপর্য্যায়—বাতাম, বাতবৈরী ও নেত্রোপমফল—এইগুলি নাম।

গুণপর্য্যায় :—বাদাম—উষ্ণবীর্য, স্নিগ্ধ, বায়ুনাশক, শুক্রকারক এবং গুরুপাক। বাদামের মজ্জা (শাঁস)—মধুর রস, বলকারক, পিত্ত ও বায়ু নাশক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য ও কফ কারক ; ইহা রক্তপিত্ত রোগীর পক্ষে হিতকর নহে।

জন্মস্থান :—ভারতের ও বর্মার সকল স্থানে দেখা যায় ; ইহা মালয় ও জাভা হইতে এদেশে আসিয়াছে। বঙ্গদেশ, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, হুগলী জেলায় রাস্তার ধারে রোপিত আছে। শিবপুর বোটানিক গার্ডেনে অনেক আছে।

বর্ণনা :—৭০,৮০ ফুট উচ্চ বৃক্ষ। শাখা চারিদিকে বিস্তৃত, যেন গাছটি চারিদিকে হাত ছড়াইয়া আছে। পত্র ৬-১০ ইঞ্চি লম্বা, ২-৩ ইঞ্চি চওড়া, গোড়ায় দিক সরু, মাথা বিস্তৃত, গোলাকার। শীতকালে পাতা পড়িয়া যায়। পাতা পড়িবার আগে পাতাগুলি পাকিয়া লালবর্ণ ধারণ করিয়া গাছের শোভা বর্দ্ধন করে। গাছে যখন পাতাগুলি নূতন হয় তখন উহাতে নরম রোম থাকে। বড় হইলে পত্র রোমশূন্য হয়। পত্রের বোঁটার দিক ক্রমশঃ সরু, বৃন্ত ½-¾ ইঞ্চি লম্বা। পুষ্পগুচ্ছ দুগ্ধবর্ণ। ফলে শাঁস ও ছোবড়া আছে। ফল ডিম্বাকৃতি, শক্ত, পুরু, চেপ্টা, মসৃণ, কিনারাগুলি কিঞ্চিৎ উচ্চ। ফল পাকিলে উজ্জ্বল বেগুনে রং ধারণ করে। বীজ ফলের আকৃতি। গ্রীষ্মকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—বীজ।

মূল প্রয়োগের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার ছাল ধারক ; ক্ষত প্রশমিয়া এবং প্রমেহ রোগে শান্তিকর। ইহার আঠা বসোরা (Bassora Gum) গঁদের তুল্য।

কচিপাতার রসে খোস-পাঁচড়ার, কুষ্ঠ ও পাঁচড়ার মলম তৈয়ারী হয়। পাতার রস খাইলে মাথাব্যথা ও পেট বেদনা আরাম হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ছাল :—সংকোচক, রস প্রবাহকারক, উৎকৃষ্ট শক্তিশালী বল-বর্দ্ধন।

কচিপাতার রস—খুঁজ্‌, চুলকানি এবং অন্যান্য চর্ম রোগে বাহ্যপ্রলেপ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। শূলবেদনা এবং মাথার যন্ত্রণার জন্য আভ্যন্তরীণ প্রয়োগের বিধি আছে।

বাদামের বীজের তৈল—almond oil এর পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়।

Fig. :—Rheede, Hort. Mal., iv, t. 384 , Bot. Mag , t. 3004.
Ref. :—F. B. I., ii, 444 ; Roxb., F. I., ii, 430 ; B. P., i. 481 , Watt., ii, Pt. 4. 22

241. T. Catappa Linn. (বাদাম)

242. T. Chebula Retz. (হরীতকী)

ভাষানুসারীনাম :—অভয়া, হরীতকী—সংস্কৃত, হরীতকী—বাংলা ; হরড়া—হিন্দি ; কারেধা—উড়িষা ; হিরডা—মহারাষ্ট্র ; অলিলেয়—কর্ণাট ; কদুকা—দাক্ষিণাত্য ; কাদুকাই, কদুকাই—তামিল , করক্কায়ি, কাদুকায়, করককট্টু—তেলেগু ; কটুক—মালয় ; হিলিক—আসাম, এছাড়াও আছে—

হরীতকী হৈমবতী পথ্যাহভয়া
শিবাহব্যথা চেতকিকা চ রোহিণী।
পথ্যা প্রপথ্যাহপি চ পুতনাহমৃতা
জীবন্তিকা জীবনিকা ত্রিবক্রা॥

জীবন্তী প্রাণদা জীব্যা কায়স্থা শ্রেয়সী চ সা।
দেবী দিব্যা চ বিজয়া বহ্নিনেত্রমিতাভিধা ॥

হরীতকী পঞ্চরসা চ রেচন-কোষ্ঠাময়ঘ্নী লবণেন বর্জ্জিতা।
রসায়না নেত্ররুজাপহারিণী ত্বগাময়ঘ্নী কিল যোগবাহিনী।
বীজাস্থি তিক্তা মধুরা তদন্তরং ত্বাগতঃ বা কটুরুষ্ণবীর্য্যা।
মাংসোংশতস্ত্বক্‌কষায়যুক্তা হরীতকী পঞ্চরসা স্মৃতেয়ম্ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। আম্রাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—হরীতকী, হৈমবতী, জয়া, অভয়া, শিবা, অব্যথা, চেতনিকা, রোহিণী, পথ্যা, প্রপথ্যা, পূতনা, অমৃতা, জীবপ্রিয়া, জীবনিকা, চিত্রকা, জীবন্তী, প্রাণদা, জীবা, কায়স্থা শ্রেয়সী, দেবী, দিব্যা, বিজয়া,—এই ২৩টী নাম।

গুণপর্য্যায় :—হরীতকী পঞ্চরসযুক্ত, বিরেচন, লবণ বর্জ্জিত করিয়া ব্যবহারে যাবতীয় পেটের রোগ নাশক। রসায়ন, নেত্ররোগ নাশক, চর্ম্মরোগ নাশক, এবং অন্যান্য দ্রব্যের সহিত মিলিত হইলে, নানা রোগ নাশ করে। হরীতকীবীজ—তিক্ত ও মধুর রস এবং বীজের শাঁস—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য। হরীতকীর বীজের ত্বক (উপরের আবরণ) অম্ল ও কষায় রস—এই প্রকারে হরীতকী পঞ্চ রসাত্মক।

জন্মস্থান :—ছোটনাগপুর, কুমায়ুন, দাক্ষিণাত্য, মধ্যদেশ, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান, হুগলী ও হাওড়া জেলার বাগানে রোপণ করে। বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর। উত্তর ভারতে হরীতকী গাছ বেশী বড় হয় না। দক্ষিণ ভারতে নর্ম্মদা নদীর তীরে গাছগুলি লম্বা লম্বা দেখা যায়।

বর্ণনা :—গাছ ৮০—১০০ ফুট উচ্চ হয়। কাঠ শক্ত, ধূসরবর্ণ এবং মধ্যের আঁশযুক্ত; পীতবর্ণের দাগ আছে। পত্র ৩—৮ ইঞ্চি লম্বা, ২—৪ ইঞ্চি চওড়া। শীতকালে পত্র পড়িয়া যায়। বোঁটা ১ ইঞ্চি পত্র দূরে দূরে থাকে, পত্রের মস্তক সরু ও ডিম্বাকৃতি। পত্রের শিরা ৬—৮ জোড়া। ফুল উচ্চ শিষ বিশিষ্ট। ফুলের বোঁটা ¼ ইঞ্চি, শ্বেতবর্ণ কিম্বা পীতবর্ণ, উগ্রগন্ধবিশিষ্ট। পুষ্পদণ্ড অধিক লম্বা নহে। ফলে ৫টী উন্নত শিরা আছে, উহা ১—১½ ইঞ্চি লম্বা। ফলের আকৃতি সবগুলি সমান নহে; কোনটা একটু লম্বা, কোনটা একটু খর্ব্ব। ফলে একটীমাত্র বীজ থাকে। সংস্কৃত লেখকেরা ৭ প্রকার হরীতকীর কথা লিখিয়াছেন, কিন্তু এখন মাত্র ২ প্রকার হরীতকী দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার বড় ফল গুলিকে হরীতকী ও অপক্ব ছোট ফলকে জাঙ্গি হরীতকী বলে। যে হরীতকী জলে ডুবিয়া যায় উহা উত্তম প্রকারের বলিয়া জান। ৩ তোলা ও তাহার অধিক ওজনের হরীতকী ঔষধের জন্য ব্যবহার করা উচিত অন্যথা খারাপ বলিয়া জানিবে। বৈদ্যশাস্ত্রমতে ৭ প্রকার হরীতকীর নাম উল্লেখ আছে, যথা—বিজয়া (লাউয়ের ন্যায় গোল),

রোহিণী (গোলাকার), পূতনা (পাতলা ত্বক বিশিষ্ট), অমৃতা (শাঁস অধিক ও মাংসল), অভয়া (পঞ্চরেখাবিশিষ্ট), জীবন্তী (স্বর্ণবর্ণ), চেতকী (ত্রিরেখাযুক্ত)। গ্রীষ্মকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—ফল, বীজ, ফলচূর্ণ ৪—১৬ আনা।

বৈদ্যকে হরীতকীর ব্যবহার।

চরক :—(১) অর্শরোগে হরীতকী—অর্শঃ রোগীকে ভোজনের পূর্বে গুড়ের সহিত হরীতকী সেবন করাইবে (চিঃ ৯ অঃ)। (২) উদররোগে হরীতকী—রসায়ন বিধি অনুসারে উদর রোগীকে ক্রমশঃ সহস্র হরীতকী সেবন করাইবে (চিঃ ১৮ অঃ)। (৩) পক্বাতিসারে আমপাচনার্থ হরীতকী—উষ্ণ জলের সহিত হরীতকীচূর্ণ সেবন করিলে আমদোষ বিনষ্ট হয় (চিঃ ৯ অঃ)। (৪) কামলা পাণ্ডুরোগে হরীতকী—হরীতকী গোমূত্রে সিদ্ধ করিয়া গোমূত্রে পেষণপূর্বক, কফ পাণ্ডুরোগী পান করিবে, (চিঃ ২০ অঃ)। (৫) ছর্দিতে হরীতকী—বমন নিবারণার্থ মধুর সহিত হরীতকীচূর্ণ সেবন করিবে। ইহাতে দোষ অধোগামী হইয়া বমন নিবৃত্তি পায় (চিঃ ২৩ অঃ)।

সুশ্রুত :—(১) বাতরক্তে হরীতকী—সর্ববিধ বাতরক্তে গুড়ের সহিত হরীতকী সেবন করিবে (চিঃ ৫ অঃ)। (২) সর্ববিধ অর্শে হরীতকী—প্রতিদিন প্রাতে গুড়ের সহিত হরীতকী সেবন করিবে। ইহা সর্ববিধ অর্শে হিতকর (চিঃ ৬ অঃ)। (৩) শ্লৈষ্মিক শ্লীপদে হরীতকী—গো এবং ছাগাদির মূত্রের সহিত হরীতকীচূর্ণ পান করিলে শ্লৈষ্মিক শ্লীপদ (গোদ) নিবৃত্তি পায় (চিঃ ১৯ অঃ)। (৪) গুল্মে হরীতকী—গুড়ের সহিত হরীতকী সেবন, গুল্মে হিতকর (উঃ ৪২ অঃ)। (৫) হিক্কায় হরীতকী—উষ্ণ জলের সহিত হরীতকীচূর্ণ পান করিলে হিক্কা প্রশমিত হয় (উঃ ৫০ অঃ)।

বাগ্‌ভট :—(১) অর্শের গাঢ়বিট্‌কতায় হরীতকী—অর্শরোগীর মল কঠিন হইলে গোমূত্রে হরীতকী ভিজাইয়া রাখিয়া গুড়ের সহিত সেবন করিতে দিবে (চিঃ ৮ অঃ)। (২) অশ্মরীতে হরীতকী—হরীতকীর আঁটির সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ পান করিবে। ইহা অশ্মরী (পাথরী) রোগের পক্ষে হিতকর (চিঃ ১১ অঃ)। (৩) কণ্ঠরোগে হরীতকী—হরীতকীর কাথ মধুযোগে পান করিবে। ইহা কণ্ঠরোগে হিতকর (উঃ ২২ অঃ)। (৪) বলবর্ধনার্থ হরীতকী—হরীতকী, দুগ্ধমধ্যে উত্তপ্ত করিয়া ঐ হরীতকী সেবন করিয়া, পশ্চাৎ ঐ দুগ্ধ পান করিবে। ইহা বিশেষ বলপ্রদ (উঃ ৩৯ অঃ)।

হারীত :—(১) রক্তপিত্তে হরীতকী—বাসকের রসে হরীতকীচূর্ণ সাতবার ভাবনা দিয়া পিপুলচূর্ণ ও মধুযোগে সেবন করিলে, দুর্জয় রক্তপিত্ত জয় করা যায় (চিঃ ১১ অঃ)। (২) মদাত্যয়ে হরীতকী—মদাত্যয় রোগী হরীতকীর কাথের সহিত মিশ্রিত দুগ্ধ পান করিবে (চিঃ ১৭ অঃ)।

চিকিৎসা :—(১) **বাতরক্তে হরীতকী**—পাঁচটা কিম্বা তিনটি হরীতকী ভোজন পূর্বক গুলঞ্চের কাথ পান করিলে, অতি উগ্র বাতরক্ত নিবৃত্তি পায় (বাতরক্ত চিঃ)। (২) **শোথে হরীতকী**—গোমূত্রের সহিত হরীতকী ভক্ষণ, শোথে হিতকর (শোথ চিঃ)। (৩) **বৃদ্ধিরোগে হরীতকী**—যাহার বৃদ্ধিরোগ হইয়াছে, তাহাকে গোমূত্রে সিদ্ধ হরীতকী এরণ্ড তৈলে ভাজিয়া কিঞ্চিৎ সৈন্ধব লবণের সহিত চূর্ণ করিয়া, সেবন করাইবে এবং ঈষদুষ্ণ জল পান করিতে দিবে। ইহা বহুদিনের বৃদ্ধির পক্ষে হিতকর (বৃদ্ধি চিঃ)। (৪) **চক্ষুর অভিষ্যন্দরোগে হরীতকী**—ঘৃতে ভাজিয়া চক্ষুর বহির্ভাগে প্রলেপ দিবে। ইহা বিবিধ অভিষ্যন্দে হিতকর (নেত্ররোগ চিঃ)।

স্বর প্রকাশ:—(১) **কণ্ঠের স্বর সন্নিপাতজ স্বরে হরীতকী**—তিলতৈল, ঘৃত কিংবা মধু, ইহাদের যে কোনটির সহিত হরীতকী চূর্ণ সেবন করিবে। ইহা কণ্ঠের সন্নিপাতে হিতকর (স্বরচি.)। (২) **আমাজীর্ণে হরীতকী**—শুণ্ঠের সহিত হরীতকী সেবন আমাজীর্ণ, অর্শ ও কোষ্ঠবদ্ধতায় হিতকর (অজীর্ণ চি.)। (৩) **অতিভোজন জনিত হরীতকী**—অধিক আহার জন্য অনিত মলতা উপস্থিত হইলে, হরীতকী সেবন করিবে (মদাত্যয় চিঃ)। (৪) **শিরঃশূলে হরীতকী**—ঘৃত কিংবা গুড়ের সহিত হরীতকী সেবন, শিরঃশূলে হিতকর (শিরঃশূল চিঃ)।

রসায়ন :—(১) **সশূল অতিসারে হরীতকী**—হরীতকী মধুর সহিত সেবন করিলে অতিসার নিবৃত্ত হয় এবং আম পরিপাক হয়। ইহা শূলযুক্ত অতিসারে প্রশস্ত (শূল চিঃ)। (২) **চিবুকে হরীতকী**—লৌহ পাত্রে হরিদ্রার জলে হরীতকী ঘর্ষণ পূর্বক তদ্বারা চিবুক (আঙ্গুল দ্বারা) পুনঃ পুনঃ প্রলিপ্ত করিবে (মুখরোগ চিঃ)।

মুখপ্রক্ষালনের ঔষধার্থে ব্যবহার :—একটী হরীতকীর গুঁড়া খাইলে 'বিনা দুধ' পান করিলে হাঁপানীর উপশম হয়। হরীতকী পাথরে ঘষিয়া তিল তৈলে মিশ্রিত করিয়া ক্ষতস্থানে প্রদান করিলে, আরাম হয় (Watt)। কাঁচা হরীতকী—রক্ত আমাশয় ও উদরাময় নিবারক (Dymock)।

জ্বর, কাশি, হাঁপানি, অর্শ, ক্রিমি, বাত ও মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে হরীতকী ব্যবহৃত হয়। কাল হরীতকী পুরাতন উদরাময় ও রক্ত আমাশয়, পেটফাঁপা, বমন, উৎকাশি, হাঁপা ও অন্ত্রবৃদ্ধিরোগে বিশেষ হিতকর। চিনি ও জলের সহিত চূর্ণ করিয়া ব্যবহার করিলে চক্ষু-উঠা আরাম হয়।

হরীতকী বলকারক, জীবনীশক্তি বৃদ্ধিকর এবং বার্দ্ধক্য নিবারক (Dutt)।

হরীতকী ভিজান জল মুখের ঘা নিবারক।

হরীতকীর সহিত মিলিত হইয়া নিম্নলিখিত ঔষধগুলি প্রস্তুত হয় (১) কটিবাতে—ত্রিফলা, পিপুল প্রত্যেক ১ আউন্স, দারুচিনি, এলাচ প্রত্যেক ৩ আউন্স, জল্‌পাই ৫ আউন্স এইগুলি একত্রে মিশ্রিত করিয়া গুঁড়া করিতে হয়। মাত্রা—১-২ ড্রাম। (২) বল-শক্তি-নাশে ও শোথে—ত্রিফলা ৮, দারুচিনি ৩, টগর (Valeriana Hardwickii) ৩,

পিপুল ৪, জৈত্রী (nutmeg) ৬, কাবাবচিনি ৮, লোবান আঠা (Boswellia serrata) ৮, এবং কাবুলী খুৰ্ফি (Pistacia Khinjuk) ৫ ভাগ —এইগুলি একত্র মিশ্রিত করিয়া মোদক করিবে। মাত্রা ½—১ ড্রাম।

কোষ্ঠবদ্ধতায় বিরেচনের জন্য—হরীতকী, সোঁদালের শাঁস, কটকিরির পিণ্ড, হেউতী মূল ও বহেড়া সমপরিমাণ সর্বসমেত ২ তোলা। মাত্রা ২-৪ আউন্স। এখন সোনামুখী ও রেউচিনি (Rhubard, Rheum Emody) যোগ করিয়া থাকে।

কোষ্ঠবদ্ধতায়—৫ ড্রাম হরীতকী, ১ ড্রাম রেউচিনির মূল এবং ৫ আউন্স জল, দশ মিনিট সিদ্ধ করিতে হইবে।

অজীর্ণ, জ্বর এবং বাত রোগে—ত্রিফলা, চিরতা, গুলঞ্চ—পরিমাণ ১-২ আউন্স। মাথাধরা, অগ্নিতে ক্ষতজনক, অজীর্ণ পিত্তকোপ, উদরাময় রোগে—হরীতকী ৩ ড্রাম, বহেড়া ৩ ড্রাম, শুঠ ৫ ড্রাম, বালহরীতকী ৫ ড্রাম, বাদাম তৈল ৩ ড্রাম, মধু ২ ড্রাম, এইগুলি একত্র মিশ্রিত করিয়া কাথ প্রস্তুত করিতে হইবে। মাত্রা ৩-৬ আউন্স।

ত্রিফলা, ত্রিকটু, তিন কেলা এইগুলি একত্রে ১০-১৫ গ্রেণ মাত্রায় দিনে ২ বার ঘৃত কিংবা চিনির সহিত ব্যবহার্য, ইহাকে নবশিব চূর্ণ বলে। ইহা উত্তেজক, বলকারক, ইন্দ্রিয়-শৈথিল্য-নিবারক, অগ্নি, অজীর্ণ, দৌর্বল্য এবং পাণ্ডু রোগ-নাশক। ইহা ব্যবহারে অজীর্ণে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

হরীতকীর গুঁড়া, আদা, মৌরী এবং সৈন্ধবলবণ ১০ গ্রেণ পরিমাণে দিবসে ২ বার সেবন করিলে পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং যকৃত্ বিকৃতি আরাম হয়।

১টি হরীতকী—বর্ষাকালে সৈন্ধব লবণের সহিত, শরৎকালে চিনির সহিত, শীতকালে হেমন্তকালে আদা ও শেষে পিপুলের সহিত, বসন্তকালে মধুর সহিত, ও গ্রীষ্মকালে খাণ্ডগুড়ের সহিত পান করিলে আয়ু ও বল বৃদ্ধি পায়। কথিত আছে যে, ইহা সেবনে মানুষ ১০০ বৎসর পরমায়ু লাভ করে (Hindu Mat. Med)।

হরীতকী বায়ু, পিত্ত ও কফনাশক। ইহা বায়ু, পিত্ত ও কফকে সাম্যাবস্থায় রাখিয়া শরীরকে রোগবর্জিত করে। হরীতকী সেবনে কখনও কোন অপকার হয় না, বরং উপকারই হইয়া থাকে।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণ পরিচয় :

অম্ল—সংকোচক, বিরেচক, রসায়ন, পুরাতন কফে ও রেচনার্থ বায়ু প্রকোপে হিতকারী। মুখের ঘায়ে কুলকুচি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। দন্তচূর্ণ করিয়া দাঁতের মাজন হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অর্শরোগে, দাঁতের মাড়ির ঘায়ে, উহা হইতে রক্তস্রাবে, বিশেষ উপকারী।

ছাল—প্রস্রাবকারক। অম্লরোগে রসায়ন।

মন্তব্য :—চরক—অর্শোঘ্ন, কুষ্ঠঘ্ন, কাসহর, জ্বরহর, প্রজাস্থাপন ও বয়ঃস্থাপন বর্গে হরীতকী পাঠ করিয়াছেন।

মুখ ও গলদেশের শ্লেষ্মা কলার ক্ষতবিশেষে (Aphthae) হরীতকী ব্যবহৃত হইয়া থাকে (Ainslie)। কাবুলীহরীতকী বল্য, মূত্ররোধক এবং প্লীহা ও যকৃৎ বিবৃদ্ধিতে বিশেষ হিতকর (Twining)। কাবুলীহরীতকী—অতিসার, অতিসারমূলক বিসূচিকা এবং বর্ষাকালের উদরাময়ের পক্ষে মূল্যবান ঔষধ (M. P Apiti)

Fig.—Roxb, Cor, Pl., t, 197., Brandis, For, Fl., 223, t. 29 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t, 413.

Ref. F. B. I., ii, 446 ; Roxb., F. I., ii, 433 ; Watt, vi. Pt. 4, 24 ; Dymock, ii, I., B. P., 481.

242. T. Chebula Retz. (হরীতকী)

243. T. tomentosa Bedd. (অসন)

ভাষানুসারী নাম :—পীতক, অসন,—সংস্কৃত ; অসন, পিয়াশাল—বাংলা ; সাজ্, অসনা—হিন্দী ; করাম্-বস্তু, মারাত্—তামিল ; নেল্লামাড্ডি, মাদ্দি—তেলেগু, টেম্বাবু—মালয় ; অমখি—আসাম ; সাদাড়, কলা সাদাড়্—উর্দু ; সাঁদাড়—গুজরাট ; অসন—বোম্বে।

বীজকঃ পীতসারশ্চ পীতশালক ইত্যপি।
বন্ধূকপুষ্পঃ প্রিয়কঃ সর্জ্জকশ্চাসনঃ স্মৃতঃ॥
বীজকঃ কুষ্ঠবিসর্পশ্বিত্রমেহগুদক্রিমীন্।
হন্তি শ্লেষ্মাস্রপিত্তঞ্চ ত্বচ্যঃ কেশ্যো রসায়নঃ॥

ভাবপ্রকাশঃ। বটাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—বীজক পীতসার, পীতশালক, বন্ধূকপুষ্প, প্রিয়ক, সর্জ্জক, ও অসন—এইগুলি নাম।

গুণপর্য্যায় :—বীজক—কুষ্ঠ, বিসর্প, শ্বিত্র, প্রমেহ, অর্শ, ক্রিমি, কফ ও রক্তপিত্ত নাশক। ইহা চর্ম্মের পক্ষে হিতকর, চুলের পক্ষে উপকারক এবং রসায়ন।

উৎপত্তিস্থান :—ছোটনাগপুর, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, বর্মা, মধ্য ও দক্ষিণ ভারত, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—৮০ ১০০ ফুট লম্বা গাছ। পত্র ৮—১০ ইঞ্চি লম্বা, মোটা ½ ইঞ্চি, গাছের ত্বক্ কঠিন ফাটা ফাটা, ধূসর ও কৃষ্ণবর্ণ। গাছের গায়ে লম্বা লম্বা ফাটা দাগ আছে। বাহিরের কাঠ লালের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ, ভিতরের কাঠ ধূসরবর্ণ। গাছের প্রশাখা, পুষ্পদণ্ড এবং ছোটশাখাগুলি লোমযুক্ত থাকে, মধ্যিচা-পত্রাধার দণ্ড। পত্র পক্ষ, লম্বা ও ডিম্বাকৃতি। পুষ্প ছোট, উভয়-লিঙ্গ বিশিষ্ট, বৃন্ত বিহীন পীতবর্ণ, সরল পুষ্পদণ্ডে অবস্থিত। বহিঃস্থ বাটীর মত, উহাতে ৫টা ভাগ আছে। ফল ১½—২ ইঞ্চি, ধূসরবর্ণ, পক্ষবিশিষ্ট, ½—১ ইঞ্চি বিস্তৃত। ফুল বসন্তকালে প্রস্ফুটিত হয়। ফল শীতকালে পাকে। ফুলগুলিতে প্রায়ই একপ্রকার পোকার আক্রমণ করিয়া ফলে গাল (gall) উৎপাদন করে।

ব্যবহার্য অংশ :—মূল, ত্বক্, কাঠ।

বৈদ্যকে অসনের ব্যবহার।

চরক :—রক্তপিত্তে অসনকাথ—অসনবৃক্ষের ত্বক্ অষ্টগুণ জলে পাক করিয়া দুগ্ধ ও মধুযোগে রক্তপিত্তী সেবন করিবে (চিঃ ৪ অঃ)। মাত্রা—২-৪ আনা।

সুশ্রুত :—(১) কুষ্ঠে অসন—অসন সর্বপ্রকার কুষ্ঠ নাশ করিতে পারে (চিঃ ৯ অঃ)। (২) চক্ষুঃ-কাচিতে অসনলাহ—অসনের সারবান্ কাঠ ৮ তোলা, কাশিমারি বৃক্ষের ছাল ৮ তোলা উত্তমরূপে কুট্টিত করিয়া ৮ সের জলের সহিত কাথ প্রস্তুত করিবে—চারিসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া বস্ত্রপূত করিয়া উহাতে ছটাকের পরিমাণ লৌহপাত্রে সিদ্ধ করিবে। সিদ্ধ হইবার কালে উহাতে ত্রিফলার চূর্ণ ২ তোলা এবং আমলের কাঁচা আমলকীর

বল প্রদান করিবে। যাবৎকাল বেশ সিদ্ধ হইবে, তাবৎ ইহা শীতল হইলে মধু ও ঘৃত সহ যথাবিধানে ভোজন করিতে দিবে। লঘু পরিশ্রম করিবে। যাবৎকাল জীর্ণ হইলে, মুগ ও আমলকীর যূষ প্রস্তুত করিয়া এই যূষের সহিত ঘৃত মিশ্রিত অন্ন কিম্বা লবণে ভোজন করিতে দিবে (চিঃ ১৭ অঃ)।

ব্যবহার :—(১) উপদংশে অসনসার—খদির কাষ্ঠ ও অসনসারের কাথ, গোমূত্র অথবা কিম্বা ত্রিফলাচূর্ণ সহ সেবন করিবে। ইহা উপদংশে হিতকর (উপদংশাধিকার)। (২) পাণ্ডুরোগে বালকের বালরোগে অসনমূল—অসনমূলের অস্থিচূর্ণ প্রভৃতি তণ্ডুলাদি (আমানি) দ্বারা বটী প্রস্তুত করিয়া পাণ্ডুরোগে বালককে সেবন করাইবে।

মুসলমানদের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার ছালের কাথ রক্ত-নিবারক, উদরাময় ও রক্তে বাহ্য প্রয়োগ হয়। দাঁতের ছাল চাবাইয়া পরিষ্কার করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। অসন সর্বপ্রকার দুষ্ট নিবারক। ইহার ছাল অতিসার, গ্রহণী ও প্রদররোগে হিতকর (R. N. Khory)

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :

ছালের কল্ক :—সংকোচক, নূতন অজীর্ণে (পেটের অসুখ) আভ্যন্তরীণ প্রয়োগে উপকারী। দাঁতে মাজন হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

ছাল:—গ্রাহী কারক, রক্তরোগে প্রশমন।

মন্তব্য :—চরক—উদর্দপ্রশমনবর্গে এবং সুশ্রুত সালসারাদিবর্গে অসন পাঠ করিয়াছেন। সুশ্রুত রক্তপিত্ত চিকিৎসায় অসন পুষ্পের উল্লেখ করিয়াছেন।
অসনবৃক্ষ কষায়। ইহা অতিসার, গ্রহণী এবং প্রদরে ব্যবহৃত হয়।

Fig.—Bedd., Fl. Sylv., t. 17, Kirtikar & Basu. Ind. Med. Pl., t. 415.

Ref.—F. B. I., ii 447; Roxb., F l., ii. 440, B. P. I. 481; Watt., vi. Pt. iv, 37.

243. T. tomentosa Bedd. (আসন)

Genus—ANOGEISSUS Wall.

244. A. latifolia wall (বাওরা)

ভাষানুসারী নাম :—ধব, নববৃক্ষ, ধবলবৃক্ষ, মধুরত্বক—সংস্কৃত , বাওরা—বাংলা ; ধাওড়া, —ধাওরা হিন্দি, দিন্দিগ—কর্ণাট ; ধাবোড়া—মহারাষ্ট্র; ধাবিরা—বোম্বে ; বিলাইনাগ —তামিল , চেট্টু, চিরিমান—তেলেগু মকিকিবাহ্—বাগর।

ধবো দৃঢ়তরুর্গৌরঃ কষায়ো মধুরত্বচঃ।
শুক্লবৃক্ষঃ পাণ্ডুতরুর্ধবলঃ পাণ্ডুরো নবঃ ॥
ধবঃ কষায়ঃ কটুকঃ কফবাতবিনাশনঃ
পিত্তপ্রকোপনো রুচ্যো দীপনো দীপকঃ পরঃ ॥

রাজনিঘণ্টু। প্রভদ্রাদি বর্গঃ।

সাধারণ নাম :—ধব, দৃঢ়তরু, গৌর, কষায়, মধুরত্বক, শুক্লবৃক্ষ, পাণ্ডুতরু, ধবল, পাণ্ডুর, এই নয়টি নাম।

গুণপর্য্যায় :—রস—কষায় রস, বিপাকে কটুরস, রুক্ষ এবং বায়ু নাশক, পিত্তবর্দ্ধক, রুচিকারক, এবং অতিসার বন্ধকারক।

অবস্থান :—হিমালয় হইতে সিংহল পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতে সাধারণতঃ দেখা যায়। বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—বড় গাছ, ৮০ ফুট উচ্চ, শরৎকালে পত্র পড়িয়া যায়। ছাল মসৃণ, শ্বেতবর্ণের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ, ½ ইঞ্চি পুরু। কাষ্ঠ শক্ত, বাহিরের কাষ্ঠ ও শাখা পীতবর্ণ। পত্র ১½—৩ ইঞ্চি লম্বা। ফুলের ব্যাস ½—¾ ইঞ্চি ছোট বোঁটায় থাকে; বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—বল্ক ও আঠা।

লোকপ্রচারের ঔষধার্থে ব্যবহার :—এই গাছের আঠা অতিশয় গুণবান্। ইহা বৃশ্চিক ও সর্প বিষের প্রতিষেধক (Chopra)।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ছাল—তিক্ত, সংকোচক।

আঠা—রক্তাতিসার এবং সর্প বিষে উপকারী।

Fig—Wight, Ic., t 294; Royle. 111., t. 45; Bedd., Fl. Sylv. t. 15.

Ref—F. B. I., ii 450; Dymock; ii. 12, Brandis For. Fl. 227.

244. Anogeissus latifolia Wall. (ধাওয়া)

Genus—QUISQUALIS Linn.

245. Q. indica Linn (রঙ্গনবেল)

ভাষানুসারী নাম :—রঙ্গনবেল—বাংলা, রঙ্গন-কি-বেল—হিন্দি, বার্মা-সিমিরেলু—গুজরাট ; ইরাঙ্গুন-মল্লী তামিল ; রঙ্গন-মল্লী চেট্টু—তেলেগু, বিলাতী-চামেলী—মহারাষ্ট্র।

জন্মস্থান :—ব্রহ্মদেশীয় গাছ। বাংলার অনেক বাগানে রোপিত আছে। হুগলী, ঢাকা, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—লতানে গাছ, অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। কাণ্ড ছিদ্রযুক্ত, পত্র পাতলা, ধূসরবর্ণ, লোমশ ; কাণ্ডের উপরদিকে বিপরীতভাবে পত্র হয়, পত্রের অগ্রভাগ সরু, ফুল দেখিতে সুন্দর, প্রথমতঃ শ্বেতবর্ণ, পরে লাল অথবা কমলা লেবুর রং বিশিষ্ট, অবশেষে বাহিরের রং গাঢ় হয়। একই পুষ্পগুচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার ফুল দেখিতে পাওয়া যায়। ফুলের পাপড়ি ৫টি, বিস্তৃত ; ফল ১ ইঞ্চি লম্বা। মার্চ মাস হইতে ফুল ও ফল হয়, এবং বর্ষাকালে অথবা কখনও শীতকাল পর্যন্ত থাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র ও বীজ।

মুসলমানদের ঔষধার্থে ব্যবহার :—বাচ্চাদের পেটে—ক্রিমি হইলে ইহার বীজ ব্যবহার করে। ৪/৫টি বীজ মধুর সহিত দেয়। ইহাতে বড় ক্রিমি মরিয়া যায় (Ph. Ind)। ইহা অধিক মাত্রায় সেবন করিলে হেঁচকির ভাব হয়। আম্বোয়নাবাসী বালক বাতে ইহার পাতার রস পেটফাঁপা ও উদর বেদনায় ব্যবহৃত হয়। চীনদেশে ইহার পক্ব বীজ ভাজিয়া জ্বর ও উদরাময় রোগে প্রয়োগ করে (Rumphius)। পাতার রস পেট কামড়ানি ও পাকস্থলীর পীড়ায় ব্যবহৃত হয়।

Glossary—সংক্ষিপ্ত শব্দ-পরিচয় :—

বীজ—ক্রিমিনাশক।

Fig—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 519.

Ref—P. B. L, ii., 459 ; Roxb., Fl. I., ii. 457 ; B. P., i, 484 ; Prain H. H., 211.

245. Quisqualis indica Linn. ([illegible])

XLV. MURTACEAE BALRINGTONIA.

246. B. acutangula Gaertn. (হিজ্জল)

ভাষানুসারী নাম :—নদীকান্ত, দীর্ঘপত্রক, নদীজ—সংস্কৃত ; হিজল—বাংলা ; হিজল—হিন্দি ; সমুদ্রফল, ধাত্রেল, হিজ্জল—বোম্বে ; [illegible]—উড়িষ্যা ; [illegible]—মহারাষ্ট্র ; [illegible]—কর্ণাট ; [illegible]—তামিল ; [illegible]—তেলেগু।

হিজ্জলোঽম্বু নদীকান্তো জলজো দীর্ঘপত্রক।
ক্ষীরো নিচুলো ব্রহ্ম [illegible]।
হিজ্জলঃ কটুরুষ্ণশ্চ পবিত্রো [illegible]।
[illegible] ॥

[illegible] । [illegible] ।

নাম পর্য্যায় :—হিজ্জল, নদীকান্ত, জলজ, দীর্ঘপত্রক, নদীজ, নিচুল, ব্রহ্ম, [illegible]—ঔষধি নাম।

গুণপর্য্যায় :—হিজল—কটু রস, উষ্ণবীর্য্য, কুষ্ঠরোগ নাশক, বাতশ্লেষ্মনাশক, মলা-গ্রহ বাহ্য সংক্রামিত রোগের পক্ষে কারক।

প্রাপ্তিস্থান :—হিমালয় হইতে যমুনা নদীর তীরবর্তী প্রদেশ, অযোধ্যা, বঙ্গদেশ, মধ্য ও দক্ষিণ ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, হুগলী, ২৪-পরগণা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—মধ্যমাকৃতি গাছ, ৩০-৪০ ফুট উচ্চ হয়। গাছের ছাল ½ ইঞ্চি পুরু, গাঢ় ধূসরবর্ণ, কাঠ শ্বেতবর্ণ, উজ্জ্বল ও নরম। পত্র ৫ ইঞ্চি লম্বা, ২ ইঞ্চি চওড়া, দন্ত-লোমযুক্ত, বোঁটার দিকে সরু, ½—¾ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ড ১ ফুট লম্বা। ফুলের বহির্বাস ছোট, বোঁটার মাপ ½ ইঞ্চি, গোলাকার। পাপড়ি ½ ইঞ্চি, লালবর্ণ, পুংকেশর লম্বা, প্রায় লালবর্ণ। ফল ১—১½ ইঞ্চি লম্বা, ½—¾ ইঞ্চি চওড়া, মধ্যস্থল পার্শ্বাপেক্ষা বিস্তৃত। এই গাছকে ভারতীয় 'ওক' গাছ বলে। প্রায় সারা বৎসরই ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—শিকড়, বীজ, ফল।

বৈদ্যকে হিজলের ব্যবহার।

চক্রদত্ত—আমাতিসারে হিজলপত্র—হিজলের পাতার রস মধুর সহিত সেবন করিলে আমাতিসার বন্ধ করা যায় (আমাতিসার চিঃ)।

বঙ্গসেন :—চক্ষুরোগে হিজল ফল :—হিজল ফল শাখোটের পাতার রসের সহিত ঘর্ষণ করিয়া, চক্ষুতে অঞ্জন করিলে, চক্ষু হইতে জলপড়া নিবৃত্তি পায় (নেত্ররোগ চিঃ)।

দেশীয়লোকদের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার শিকড় তিক্ত এবং কুইনাইনের গুণবিশিষ্ট। বীজ উগ্র, প্রসবকালে ইহা ব্যবহৃত হয় (Watt)। বালকদের সর্দি হইলে কফের বমন-কারক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয় (Dymock)। কয়েকটি বীজ গাওয়া ঘি কিম্বা মাখনের সহিত ব্যবহার করিলে উদরাময় রোগের শান্তি হয় (Watt)। হিজল বীজের গুঁড়া নস্যরূপে ব্যবহার করিলে মাথাধরা আরাম হয় (Dutt)।

বালকদের বুকে সর্দি বসিলে ইহার বীজ গুঁড়া করিয়া খাওয়াইলে সর্দি কমিয়া যায়। ছোট ছেলেদের বমির দ্বারা কফ বাহির করাইতে বীজের গুঁড়া ২.০ গ্রেণ, দুধের সহিত খাওয়াইতে হয় (Rumphius)। হিজলের শিকড় পুকুরের মৎস্য মারিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহার ছাল ভারতীয়েরা বহুপরিমাণে এই কার্য্যে ব্যবহার করে।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপর্য্যায় :—

বীজের গুঁড়া—বমনকারক, শ্লেষ্মানিঃসারক, এবং মাথার যন্ত্রণায় নস্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

শুকমূল,ফুল ও বীজ—মৎস্য বিষ।

পাতা ও ফুল—তিক্ত, রসায়ন।

মূল—শীতলতাকারক। কোষ্ঠবদ্ধতানাশক।

পাতার রস—ধারককারক।

মন্তব্য :—চরক :—বমনোপগবর্গে হিজ্জল পাঠ করিয়াছেন।

হিজ্জল বীজ—বমনকারী এবং বায়ুনাশক। আদার সহিত ব্যবহারে, নাকের সর্দি, বাল-নালীতে সঞ্চিত সর্দি এবং বক্ষ হইতে কাস নির্গমণের বিশেষ উপকারী। হিজ্জল ফল জলে ঘষিয়া বক্ষে দিলে বক্ষবেদনা এবং পেটে দিলে পেট বেদনা, শূল এবং আধ্মান (পেটফাঁপা) প্রশমিত হয় (R. N. Khosty)। হিজ্জল বীজকে—ধাত্রীফল বলে ইহা সুপরিচিত গার্হস্থ্য ঔষধ। যখন বুকে সর্দি বসিয়া শিশুগণ কষ্ট পায়, তখন হিজ্জল বীজ জলে ঘষিয়া স্তনদ্বয়ের মধ্যদেশে ও 'কণ্ঠায়' লাগাইতে হয়। যদি অত্যন্ত কাসকষ্ট থাকে তাহা হইলে একেক গ্রেণ হিজ্জলবীজ বাটিয়া আদার রসের সহিত অথবা স্তনদুগ্ধের সহিত শিশুকে পান করাইবে। ইহাতে প্রায়ই বমন হইয়া কফ নির্গত হইয়া যায় সুতরাং কাসকষ্ট নিবৃত্তি পায়। 'এঁড়ে' লাগিয়া ছেলেদের পেট বড় হইলে, স্তনদুগ্ধের সহিত ২।০ গ্রেণ হিজ্জল বীজ সেবন করাইবে।

Fig.—Rheede, Hort. Mal., iv t. 7, Bedd. Fl. Syl. t. 203; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 427.

Ref.—F. B. I., ii, 508; Roxb. F. I., ii, 625; B. P., i. 493. Prain. H. H.; 212

246. Barringtonia acutangula Gaertn. (হিজ্জল)

247. B. racemosa. Bl. (সমুদ্রফল)

ভাষানুসারী নাম :—সমুদ্রফল—সংস্কৃত, সমুদ্রফল—বাংলা, ইজ্জল—হিন্দি; ফুলসাক, সমুদ্রফল—তামিল, সমুদ্রপণ্ড্—তেলেগু, সমুদ্রাপ্—মালয়। সমুদ্রফল—মহারাষ্ট্র।

> সমুদ্রনাম প্রথমং পশ্চাৎ ফলমুদাহরেৎ।
> সমুদ্রফলমিত্যাদি নাম বাচ্যং ভিষগ্বরৈঃ ॥
>
> ফলং সমুদ্রস্য কটূষ্ণকারি বাতাপহং ভূতনিরোধকারি।
> ত্রিদোষবাতজ্বরদোষহারি কফাময়ারাতি নিরোধকারি ॥
>
> রাজনিঘণ্টুঃ। পিপ্পল্যাদিবর্গঃ।

শাস্ত্রপর্য্যায় :—প্রথমে সমুদ্র। পরে ফল, তৎপর সমুদ্রফল—এইরূপ বৈদ্যরা বলেন।

গুণপর্য্যায় :—সমুদ্রের ফল—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, বায়ুনাশক। ভূতগ্রহনাশক। ত্রিদোষ শান্তিকারক নাশক এবং কফ দোষ ব্যাধি রোধকারক।

উৎপত্তিস্থান :—ভারতের পশ্চিম উপকূল, আন্দামান, সিংহল, সুন্দরবন, বোটানিক্যাল গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—চিরসবুজ মধ্যমাকৃতির বৃক্ষ, ৩০ ফুট উচ্চ, ত্বক লোমযুক্ত। পত্র ১০ ইঞ্চি লম্বা, ৩ ইঞ্চি চওড়া, দীর্ঘাকৃতি। বোঁটা ১/৪—১/২ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ড ১২—১৮ ইঞ্চি লম্বা। ফুল শ্বেতবর্ণ, ২১/২ ইঞ্চি লম্বা, বৃতিখণ্ডের ১১/২ ইঞ্চি। ফল ১১/২ ইঞ্চি লম্বা, ১১/২ ইঞ্চি চওড়া, ডিম্বাকৃতি। এই গাছ সচরাচর সমুদ্রের ধারে ও নদীর কিনারায় জন্মে। মার্চ-এপ্রিল হইতে ফুল হয়। শীতের প্রারম্ভে ফল পাকে।

ব্যবহার্য্য অংশ :—শিকড়, বীজ ও ফল।

মূলগ্রন্থাদির ঔষধার্থে ব্যবহার :—শিকড় কুইনাইনের ন্যায় জ্বরনাশক। ফল সর্দি কাশি ও উদরাময়ে হিতকর। বীজ পেটবেদনা ও চক্ষু প্রদাহে ব্যবহৃত হয় (Watt)। ফলের গুঁড়া নস্য ব্যবহৃত হয় এবং অন্যান্য ঔষধের সহিত মিশ্রিত করিয়া অর্শরোগে ব্যবহৃত হয়।

ফলের শাঁস দুধের সহিত সেবন করিলে আমাশয় রোগ ও শিশুরোগ প্রশমিত হয়। বীজ অত্যন্ত সুগন্ধযুক্ত; ইহা স্ত্রীলোকদের প্রসবকালে ব্যবহৃত হইয়া থাকে (T. N. Mukerjee)। গাছের ছাল, শিকড় ও বীজ তিক্ত। বাংলা দেশে মৎস্যের মত্ততা আনিবার জন্য ইহার ছাল ব্যবহার করে। বীজের গুঁড়া নস্য লইলে হাঁচি হইয়া মাথাধরা আরাম করে।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

মূল—জ্বর শক্তি ও প্রাণশক্তি বর্ধক। বিরেচক।

ফল—কাস, শ্বাস ও উদরাময়ে উপকারী

ফলের শক্ত খোসার নীচের কোমল অংশ—দুধের সহিত মিশাইয়া বাহ্যিক এবং অন্যান্য বহু রোগে উপকারী।

বীজ—শূল ও চক্ষুরোগে উপকারী।

বীজ এবং ছাল—ক্রিমি নাশক, বমনকারক, মৎস্য বিষ এবং কীটবিষ।

Fig.—Rheede, Hort. Mal., iv. t. 6, Wight, Ic, t. 152; Bot. Mag. t. 3831; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl. t. 426.

Ref—F. B. I., i. 507. Roxb. F. I., ii. 634. B. P., i. 493. Prain., H. H., 212

247. B. racemosa. Bl. (সমুদ্রফল)

Genus—CAREYA

248. C. arborea Roxb. (কুম্ভী)

ভাষানুসারী নাম :—কুম্ভী—সংস্কৃত ; কুম্বী, কুম্ভ—বাংলা ; কুম্বী, কুম্ভ—হিন্দি ; আয়মা, পেয়া, আমী—তামিল ; গাদুলজ—তেলেগু।

কুম্ভী রোমালুবিটপী রোমশঃ পর্ণচিত্রকঃ।
কুম্ভী কটুঃ কষায়োষ্ণা তথা বাতকফাপহা ॥

রাজনিঘন্টুঃ। প্রভদ্রাদির্বর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—কুম্ভী, বোমাকুম্বিউনী, বোরাম ও পর্ণতিজয় এইগুলি নাম।

গুণপর্য্যায় :—কুম্ভী কটু ও কষায় রস, উষ্ণবীর্য, মলসংগ্রাহক, বায়ু ও কফ নাশক।

জন্মস্থান :—উত্তর ভারতবর্ষ, হিমালয় পাদদেশ, বঙ্গদেশ, বর্মা, মধ্য এবং দক্ষিণ ভারতবর্ষ।

বর্ণনা :—বড় গাছ। ৩০—৪০ ফুট উচ্চ হয়। শরৎকালে পত্র পড়িয়া যায় ; পত্র ১২ ইঞ্চি লম্বা ৬ ইঞ্চি চওড়া, ডিম্বাকৃতি, বোঁটার দিক সরু। ফুল ১ ইঞ্চি ও পুষ্পদণ্ড ৩—৮ ইঞ্চি লম্বা। ফুলের বোঁটা ছোট, ফুল দেখিতে সুন্দর পাপড়ি ৪টি, ১½ ইঞ্চি, শ্বেতবর্ণ। পুংকেশর লালবর্ণ, অনেক থাকে। ফল ২½—৩ ইঞ্চি লম্বা, গোলাকার ; ফলের পশ্চাৎ দিকে বৃন্ত পর্ত। ফলের উপরে কলসীর মত দেখিতে এবং উহা বলিয়া সংস্কৃতে ইহাকে 'কুম্ভী' বলে। বীজ ½—¾ ইঞ্চি লম্বা। ছাল পুরু ও ধূসরবর্ণ। ভিতরে লালবর্ণ। মার্চ-এপ্রিলে ফুল ও জুন মাসে ফল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ : ত্বক্, ফুল, বীজ এবং ফল।

লোকপ্রবাদের ঔষধার্থে ব্যবহার :—সিকিম থাকাকালে, সর্পাঘাত হইলে সঙ্গমাত্রে ইহার ছালের প্রলেপ দিলে এবং রস পান করিলে সর্পবিষ নষ্ট হয় (Rev A Campbell)। সিংহলদেশের লোকেরা প্রসবের পর বলকারক ঔষধরূপে ইহার ফুল ব্যবহার করে। ছালের টাটকা রস মধুর সহিত পান করিলে সর্দির উপশম হয় (Dymock)। এই গাছের পাতার পুলটিস বিষাক্ত ঘায়ের পক্ষে একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। এই পাতায় মধ্যে অনেক রেশম কীট বা খাবার হইয়াছে (Commercial Plants and Drugs)। এই গাছের ছাল হইতে দড়ি প্রস্তুত হয়। ছাল ও ফুল খাইলে সর্দি ও কাশি আরাম হয় (Rheede, Hort. Mal., iii, 367)। ইহার ফল ও কাণ্ড হইতে উগ্র আঠা বাহির হয়। বন্য শূকর এই গাছের ছাল খাইতে বড় ভালবাসে (Rheede, Hort, Mal., iii, 36)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ছাল ও ফল—সংকোচক, পিত্তনাশক।

ফুল ও কচিছালের রস—মধু সহ মিশাইয়া ব্যবহারে বেদনা, কাশ এবং ঠাণ্ডালাগায় উপকারী।

ছাল—রোগ আক্রমণের প্রতিষেধক, বিষাক্তভাব নষ্ট করে, বিশেষতঃ রসস্রোতে এবং সর্পবিষে উপকারী।

মূল, ছাল ও পাতা—মৎস্যবিষ।

Fig—Roxb. Cor. Pl., iii, t. 14, t. 218 ; Bedd. Fl. Sylv., 205 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 428.

Ref.—F. B. I., ii, 511 ; Roxb., F. I., ii, 638 ; B. P., i. 492.

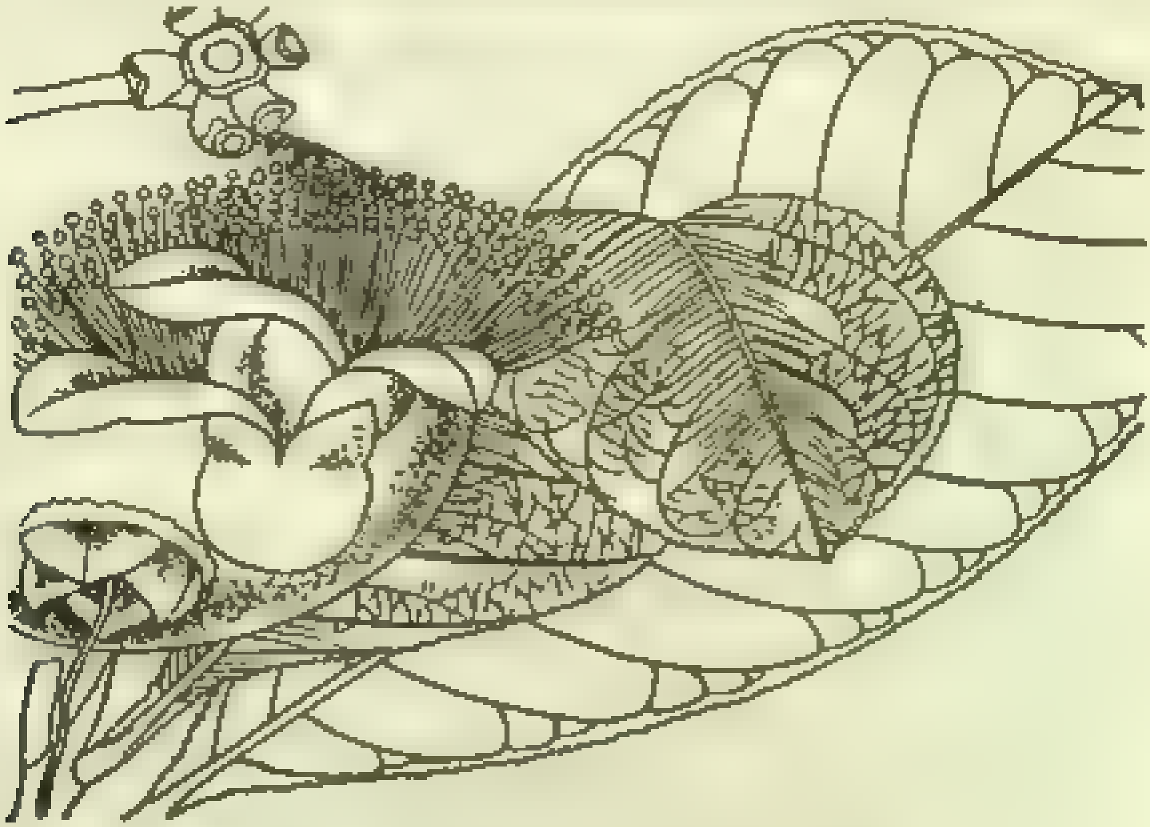

248. Careya arborea Roxb. (কুম্ভী)

Genus—EUGENIA

249. E. jambolana Linn. (কালজাম)

ভাষানুসারী :—মহাজম্বু, রাজজম্বু—সংস্কৃত ; কালজাম—বাংলা ; জামুন—হিন্দি ; মহারাষ্ট্র-জাম্বু, জাম্‌ব—মহারাষ্ট্র ; জেম্বাম্‌, নাবল—তামিল ; নের্‌ডু, নেরেডুচেট্টু—তেলেগু ; নেরলিমরম্‌, নেরিলুলা—কর্ণাট।

মহাজম্বূ রাজজম্বূঃ স্বর্ণমাতা মহাফলা।
শুকপ্রিয়া কোকিলেষ্টা মহানীলা বৃহৎফলা॥

মহাজম্বূস্তোক্তা সুমধুরকষায়া অম্লকা
বিরক্তা কফং বাতিত পক্কিমাস্য ফলঞ্চ।
বিদেহ বিষ্টম্ভ শময়তি চ শোষং বিশ্রুতে
শ্রমাতীসারার্তিবমিকফকাসপ্রশমনম্‌॥

রাজনিঘণ্টুঃ। আম্রাদিবর্গ।

নামপর্য্যায় :—মহাজম্বু, রাজজম্বু, ফলেন্দ্রা, মহাফলা, শুকপ্রিয়া, কোকিলেষ্টা, মহানীলা, বৃহৎফলা—এইগুলি নাম।

গুণপর্য্যায় :—মহাজম্বু—উষ্ণবীর্য্য, অতিমধুর রস, বিপাকে কষায় রস। শ্রমনাশক, ইহার রস ভক্ষণে অতিশয় গলার স্বরের জড়তা নষ্ট হয়। বিষ্টম্ভ নষ্ট করে। শোথ নাশক। দাহ, অতিসার নাশক। কফ ও বাতের প্রশমক।

জন্মস্থান :—ভারতের সর্বত্র এবং ব্রহ্মদেশে এই গাছ প্রচুর জন্মে, বোটানিক্ গার্ডেন শিবপুর।

বর্ণনা :—চিরসবুজ পত্রাচ্ছাদিত উদ্ভিদ্। ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে নূতন পত্র বাহির হয়। ছাল ১ ইঞ্চি পুরু ও ফিকে ধূসরবর্ণ, মসৃণ। কাষ্ঠ লাল ও ধূসরবর্ণ, মসৃণ নহে। ভিতরের কাষ্ঠ গাঢ় লালবর্ণ। পত্র ৩—৬ ইঞ্চি লম্বা। বোঁটা ½—১ ইঞ্চি। ফুল শ্বেতবর্ণ। ফল ½—১½ ইঞ্চি লম্বা, পাকিবার সময়ে প্রথমে লালবর্ণ হয়, অর্দ্ধপক্ক অবস্থায় সুন্দর বেগুনে রং বিশিষ্ট থাকে ও পাকিলে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। মে-জুন মাসে ফুল হয় ও জুন-জুলাই মাসে ফল পাকিয়া থাকে।

শাস্ত্রে জাম ত্রিবিধ বলিয়া বর্ণিত আছে। যথা—রাজজম্বু : ইহার ফল পায়রার ডিমের ন্যায়, ভারতের পার্বতীয় প্রদেশে ও সমুদ্রের কিনারায় এক প্রকার বড় জাম জন্মে, উহাকে রাজজম্বু বলে, বাঙ্গালায় যাহাকে আমরা কালজাম বলি। এই জাম বঙ্গদেশীয় অপর জাম অপেক্ষা বড়। কাকজম্বুকে চলিত কথায় বনজাম বলে (E. Fruticosa Roxb., F. B. I., ii 499 ; B. P., i. 491)। ইহা আকারে কালজাম অপেক্ষা ছোট, পাকিলে জামগুলি কালজামের ন্যায় মিষ্ট নহে। এই গাছগুলি সাধারণতঃ নদীর কিনারায় দেখা যায় এবং বীজ পড়িয়া আপনা আপনি বন-জঙ্গলে ও নদীর ধারে জন্মে। ইহা বর্ষার প্রারম্ভে পাকে। আর এক প্রকার জাম আছে উহাকে ভূমিজম্বু বলে, ইহার ফল অল্প হয়। আকৃতিতে ছোট মটর কলায়ের ন্যায়। ইহা বর্ষাকালে পাকিয়া থাকে। বাঙ্গলায় ইহাকে চলিত কথায় ক্ষুদে জাম (E. Jambolana. Var. Caryophyllifolia , B. P., i. 49) বলে। বৈদ্যক শাস্ত্রে সকল জামের গুণ প্রায় সমান বলিয়া অপর জামগুলির বিষয়ে আর পৃথক লিখিত হইল না।

ব্যবহার্য্য অংশ :—ত্বক্, পত্র, ফল ও বীজ। মাত্রা—ত্বক্ ও পত্রের রস ১—২ তোলা। বীজচূর্ণ ½—৩ আনা।

বৈদ্যকে জম্বুর ব্যবহার।

চরক :—(১) অগ্র্যাধ্যায়ে জম্বুফল—বাতজনক ফলজাতীয় দ্রব্যের মধ্যে জম্বুফল শ্রেষ্ঠ (সূ: ২৫ অ:)। (২) ব্রণরোপণার্থ জম্বুত্বক্—জম্বুত্বকের সূক্ষ্মচূর্ণ দ্বারা ক্ষত অবচূর্ণিত করিলে ক্ষত সত্বর পূরিয়া উঠে (চি: ১৩ অ:)। (৩) পিত্তজ বমনে জম্বুপল্লব—জম্বু ও আম্রপল্লবের ক্বাথ শীতল হইলে মধুযোগে পান করিবে। ইহা পিত্তজনক বমনে প্রশস্ত (চি: ২০ অ:)।

চক্রদত্ত :—(১) অতিসারের শোণিতস্রাবে জম্বুত্বক্—পিষ্ট জম্বুত্বক্ প্রচুর মধুযোগে ছাগীদুগ্ধের

সহিত সেবন করিলে অতিসারীর শোণিতস্রাব নিবৃত্তি পায় (অতিসার চিঃ)। (২) বালগ্রহণীতে জাম্‌বৃক্ষ—আম্‌রকের স্বরস ছাগীদুগ্ধসহ পান করিলে বালকের গ্রহণী প্রশমিত হয় (বালচিঃ)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ছাল—সংকোচক।

ছালের ক্বাথ—সংকোচক হিসাবে 'কুল্লি' এবং ধৌতকরণে প্রয়োগ।

ছালের টাট্‌কা রস—ছাগীদুগ্ধের সহিত মিশাইয়া বালকদিগের উদরাময়ে ব্যবহৃত হয়।

পাতার রস—আমাশয়ে উপকারী।

পাকা ফলের রস—আরক প্রস্তুত করিয়া ব্যবহারে আধ্মানিক, উদরাময় নাশক ও প্রস্রাবকারক।

ফল—প্রয়োজনানুযায়ী—সংকোচক। বহুমূত্ররোগজনিত অতিসারে উপকারী।

বীজ—বহুমূত্রে উপকারী।

মন্তব্য:—চরক ছর্দিনিগ্রহণবর্গে জাম্‌পত্র এবং পুরীষবিরজনীয় ও মূত্রসংগ্রহণবর্গে জাম্‌ পাঠ করিয়াছেন। জাম্‌ত্বক ও কুলগাছের ত্বকের স্বরস দন্তমাড়ী হইতে রক্তস্রাব, ক্ষত এবং জিহ্বা বিদারণে (জিবকাটা) বিশেষ উপকারী। পূর্বে মুঙ্গেরে জাম্‌ফল হইতে উত্তম মদ প্রস্তুত হইত (R.N. Khorey)।

Fig.—Kirtikar & Basu. Ind. Med. Pl., t. 424

Ref—F. B. I., ii, 499; Roxb., F. I., ii, 484; B. P., i, 491; Prain, H. H., 212; Voigt. H. S., 49.

249. Eugenia jambolana Linn. (কালজাম)

250. E. Jambos Linn. (গোলাপ জাম)

ভাষানুসারী নাম :—মহাজম্বু—সংস্কৃত ; গোলাপ জাম—বাংলা ; গুলাব-জমন্—হিন্দি ; পান্নীর্‌নাবল্—তামিল ; মল্‌-মরঙ্গ—তেলেগু ; অম্বজ্—মালয়।

> জম্বুলো কথিতা জম্বো রাজজম্বুর্মহাফলা।
> তথা সুরভিপত্রা চ মহাজম্বুরপি স্মৃতা।
> রাজজম্বুফলং স্বাদু বিষ্টম্ভি গুরু রোচনম্‌॥
>
> ভাবপ্রকাশ : । আম্রাদিবর্গ : ।

নাম পর্যায় :—জম্বুল, জম্ব, রাজজম্বু, মহাফলা, সুরভিপত্রা, ও মহাজম্বু—এইগুলি নাম।

গুণপর্যায় :—গোলাপ জাম—মধুর রস, বিষ্টম্ভি, গুরুপাক ও রুচিকারক।

উৎপত্তিস্থান :—বঙ্গদেশের সকল স্থানে বাগানে রোপিত আছে। বঙ্গদেশে অনেক গাছ দেখা যায়। হুগলী, হাওড়া ২৪-পরগণা, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—মাঝারি ধরনের গাছ। কাণ্ড ধূসরবর্ণ ও মসৃণ। পত্র বর্শাকৃতি। বোঁটা ও অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু। পত্র ৫-৭ ইঞ্চি লম্বা, বোঁটা ½ ইঞ্চি। ফুল সবুজের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ, ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, পুষ্পদণ্ডে একত্রে অনেক ফুল হয়। পুংকেশর ১½ ইঞ্চি লম্বা, পীত কিংবা লালবর্ণ, গোলাপফুলের ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট। ফেব্রুয়ারী মাসে ফুল হয় এবং বর্ষার প্রারম্ভে ফল পাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র।

মূল প্রয়োগের ঔষধার্থে ব্যবহার :—সাঁওতাল ও উঁরাও জাতীয় ইহার পত্র সিদ্ধ করিয়া চক্ষের ঘায়ে প্রয়োগ করে।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ছাল—সংকোচক,
ফল—যকৃত রোগে উপকারী।
পাতা—সিদ্ধ করিয়া চোখের ঘায়ে উপকারী।

Fig—Rheede, Hort. Mal., i, t. 17 ; Bot. Mag., xli, t. 1696.

Ref—F.B.I., ii, 474 ; Roxb, F.I., ii, 494 ; B.P., i, 490 ; Prain, H.H., 212.

250. E. jambos Linn. (গোলাপজাম)

251. E. Caryophyllata Thunberg. (লবঙ্গ)

ভাষানুসারী নাম:—লবঙ্গ—সংস্কৃত, লবঙ্গ—বাংলা; লোঙ্—হিন্দি, লবঙ্গকলিকা—মহারাষ্ট্র; লবঙ্—দাক্ষিণাত্য; লোং লেবঙ্গ—পাঞ্জাব। কিরাম্বু, লবঙ্গপু—তেলেগু, কিরাম্বু, কারাবাম্—তামিল।

লবঙ্গকলিকা দিব্যং লবঙ্গং দেবকং জলম্ ।
শ্রীপুষ্পং দেবকুসুমং রুচিরং বারিসম্ভবম্ ॥
শ্রীপুষ্পং তু স্মৃতং শ্রীসংজ্ঞকং তথা ।
পুষ্পকং চন্দনাদি স্যাৎ তেষাং প্রকাশনামকম্ ॥
লবঙ্গং শীতলং তিক্তং চক্ষুষ্যং ভক্তরোচনম্ ।
বাতপিত্তকফঘ্নঞ্চ তীক্ষ্ণং মূর্চ্ছানিবারণম্ ॥

অপিচ

লবঙ্গং লেখনং তীক্ষ্ণং বিপাকে মধুরং হিমম্ ।
বাতপিত্তকফানাহ ক্ষতক্ষয়োপরোধকৃৎ ॥

রাজনিঘন্টুঃ । চন্দনাদিবর্গঃ ।

নামপর্যায় :—দিব্য, লবঙ্গ, দেবক, লব, শ্রীপুষ্প, দেবকুসুম, রুচির, বারিসম্ভব, তীক্ষ্ণপুষ্প, ভৃঙ্গার, শ্রী, বারিকুসুম, চন্দনপুষ্প—এই তেরটি নাম।

গুণপর্য্যায় :—লবঙ্গ—শীতবীর্য্য, তিক্তরস, চক্ষুর হিতকর, রুচিকারক, বায়ু, পিত্ত ও কফ নাশক, তীক্ষ্ণবীর্য্য, মস্তিষ্কের রোগ নাশক। আয়ুর্বেদ—লবঙ্গ অগ্নিদীপকবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, বিপাকে মধুর রস, শীতবীর্য্য। বায়ু, পিত্ত ও কফ নাশক। শ্বাস, কাস এবং বক্ষরোগ নাশক।

উৎপত্তিস্থান :—আদিম বাসস্থান মালাক্কা দ্বীপপুঞ্জ ও সেলিবিস্ দ্বীপ। এক্ষণে সুমাত্রা, মালাক্কা, পিনাং, মরিশস্, বোর্ণিও দ্বীপপুঞ্জে চাষ হয়। আমেরিকার অন্তর্গত ব্রাজিল, গিয়ানা ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে এক্ষণে চাষ হইতেছে। বঙ্গদেশের দুই একটি বাগানে কদাচ দেখিতে পাওয়া যায়; বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুরে একটি গাছ আছে। দাক্ষিণাত্যের ত্রিবাঙ্কুরে অল্পবিস্তর চাষ হয়।

বর্ণনা :—৩০—৪০ ফুট উচ্চ গাছ। ইহার বহুসংখ্যক সরল ও অবনত শাখা চতুর্দিকে বিস্তৃত হয়। ছাল ফিকে পীতাভ ধূসরবর্ণ, মসৃণ। ডালের উপরদিকে বহুসংখ্যক, সবুজবর্ণ ৩—৫ ইঞ্চি লম্বা পত্র জন্মে। পত্রবৃন্ত ½—১ ইঞ্চি লম্বা। পত্র ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ ও মূলদেশ ক্রমশঃ সরু হইয়াছে। পত্রের উপরিভাগ উজ্জ্বল। নিম্নভাগ ফিকে, মধ্যশিরা স্পষ্ট। ফুল শাখার অগ্রভাগে পুষ্পদণ্ডে জন্মে। ফুল ছোট, এক একটি ডালে ৩টি করিয়া জন্মে। ফুলের বহির্বাস ½ ইঞ্চি লম্বা, চারভাগে বিভক্ত, ত্রিকোণাকার ও মাংসযুক্ত। পাপ্ড়ি ৪টি। উহা ফুলের কেশরগুলিকে কুঁড়ি অবস্থায় ঢাকিয়া রাখে। পুংকেশর অনেক। গর্ভাশয় বহির্বাসের অভ্যন্তরে স্থাপিত। ফল মাংসল; প্রায় এক ইঞ্চি লম্বা। ফল বহির্বাস লালবর্ণ, পাকিয়া পড়িলে বাজারের লবঙ্গের মত কৃষ্ণবর্ণ হয়। বীজ এক একটি হয়। ইহা দেখিতে বড়। সমস্ত ফলের মধ্যে থাকে। মার্চ হইতে জুন মাস পর্য্যন্ত ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ব্যবহার্য্য অংশ :—শুষ্ক ফুল ও ফলের তৈল, ফল।

বৈদ্যকে লবঙ্গের ব্যবহার।

পিপাসা ও উৎকাশিতে লবঙ্গ—পিপাসা ও উৎকাশি প্রশমনার্থ লবঙ্গের অর্দ্ধশৃত পানীয় পান করিতে দিবে। অর্দ্ধশৃতপানীয় প্রস্তুত বিধি—কুট্টিত লবঙ্গ ২ তোলা, জল /৪ সের শেষ /২ সের।

শূলপ্রশমনের ঔষধার্থে ব্যবহার :—চরকের সময় হইতে এদেশে লবঙ্গ ঔষধে ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। ইহা পাচক, পেটফাঁপা নিবারক, বায়ুনিঃসারক, পিপাসা, বমন ও পেট-বেদনা নিবারক। ইহা বৈদ্যক লবণ ও অন্যান্য মসলার সহিত ব্যবহৃত হয় (Dute)।

লবঙ্গ বাটিয়া কপালে ও নাসিকায় লাগাইলে সর্দি আরাম হয়। লবঙ্গ পোড়াইয়া উহার ধূম গ্রহণ করিলে গলার ক্ষত আরাম হয়। মুসলমান বৈদ্যগণের এই বিশ্বাস আছে যে, যদি একটি লবঙ্গ প্রত্যহ ভক্ষণ করা যায় তবে স্ত্রীলোকের গর্ভ হয় না; অপর পক্ষে তাঁহারা বলেন যে, লবঙ্গ চর্বণ করিয়া উহার লালা পুংজননেন্দ্রিয়ে প্রয়োগ করিয়া স্ত্রীসহবাস করিলে স্ত্রী ও পুরুষের সঙ্গম শক্তি বাড়াইয়া দেয়। লবঙ্গ পাকাশয়িক রোগ নিবারক ও উত্তেজক। ইহা স্ফূর্তি আনিতে এবং মস্তক-বেদনায় হিতকর।

লবঙ্গ ২ ভাগ, সিদ্ধি ২ ভাগ, পিপুল, আকরকরাদুল ৩ ভাগ এবং মধু ৮ ভাগ যোগে যে বটিকা প্রস্তুত হয় উহা অম্লপিত্ত, অজীর্ণ এবং সাধারণ দৌর্বল্যে অতিশয় গুণাধার ঔষধ।

লবঙ্গ ও শুঁঠ প্রত্যেক ৫ ভাগ, যোয়ান ও সৈন্ধব লবণ ৩ ভাগ যোগে যে চূর্ণ প্রস্তুত হয়, উহা অজীর্ণ ও অম্ল-রোগ নাশক। মাত্রা ৫ গ্রেণ।

লবঙ্গ ও চিরেতা সমভাগে চূর্ণ সেবন করিলে, ঢেঁকুর, বুকজ্বালা প্রভৃতি দূরীভূত হয়। উহা শরীরের বল বৃদ্ধির পক্ষে হিতকর।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়:—

লবঙ্গফুলের কুঁড়ি—উত্তেজক, সুগন্ধি, উদরাধ্মান নাশক, অগ্নিমান্দ্য ও পেটের বায়ুতে উপকারী।

মন্তব্য:—আয়ুর্বেদে লবঙ্গ শব্দে লবঙ্গকুসুম অর্থাৎ লবঙ্গফুলের মুকুল। লবঙ্গের ফল ও আছে। রাজনিঘণ্টুতে লবঙ্গের নামগুলির মধ্যে একটি নাম "বারিসম্ভব" আছে। দ্বীপে জন্মিয়া থাকে বলিয়াই বোধহয় লবঙ্গকে 'বারিসম্ভব' বলা হইয়াছে। এখানে বারি শব্দে বালি দ্বীপ বুঝি। বস্তুতঃ, লবঙ্গের অপর নাম—'চন্দনপুষ্প' লিখিয়াছেন। সুগন্ধিহেতু এই নাম বোধহয় কল্পিত হইয়াছিল। লবঙ্গ তৈল আছে। কিন্তু চরক বা সুশ্রুত বাগভট তৈলপ্রণালীবর্গে কিংবা রাজনিঘণ্টুকার তৈল যোনিবর্গে লবঙ্গ পাঠ করেন নাই। লবঙ্গ পচন নিবারক। প্রলেপে ইহা স্নায়ুশূলহারী। ইহা পাচক, বায়ুনাশক, সুগন্ধি, বমননিবারক ও আক্ষেপহর। বহিঃপ্রয়োগে ত্বকের লৌহিত্যোৎপাদক এবং ফোস্কা জন্মায়, অধিক স্পর্শজ্ঞানহর এবং পচন নিবারক। আভ্যন্তর ব্যবহারে ইহা রক্তসঞ্চলনক্রিয়া ও দেহের উত্তাপ বর্দ্ধিত করে, পরিপাক ও শোষণ ক্রিয়ার উপকারী। আমাশয় এবং অন্ত্রের শূল ও আক্ষেপ প্রশমিত করে। ইহা ত্বক্, লালাগ্রন্থি, বৃক্ক, যকৃৎ এবং শ্বাস বায়ুনালীর (Bronchi), শ্লৈষ্মিক কলার (Mucous membrane) উত্তেজনা বাড়ায়। সেবিত লবঙ্গ—মূত্রাশয়, ঘর্ম, পিত্ত, ত্বক এবং ফুসফুস সহিত শরীরের বাহিরে আসে। লবঙ্গ, বিরেচক ঔষধসমূহের পরিকর্ত্তিকা (griping) নিবারক সুগন্ধি ঔষধ। ইহা উদরাধ্মান নাশক ও আমাশয়ের বলকারক। অন্যান্য মশলা ও সৈন্ধবলবণের সহিত ব্যবহারে শূল, অজীর্ণ, বমন এবং অগ্নিমান্দ্যে হিতকর। বাতজ বেদনা গৃধ্রসী (sciatica), কটিশূল (lumbago),

শিরঃশূল ও স্নায়ুশূলে লবঙ্গ প্রলেপাদিরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শিরঃপীড়ায় কপালে এবং প্রাণবাতে (Coryza) নাসিকায় এ দেশীয় লোকেরা ইহার প্রলেপ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

Fig :—Bentl and Trim., Med. Pl., 112 ; Woodville, t. 193 ; Bot. Mag., tt, 2749 and 2750.

Ref :—F. B. I., ii, 506, Steph and Church. Med. Bot., by Burnt, ii, 95 ; U. S. Disp., 298.

251. Eugenia caryphyllata Thunberg. (লবঙ্গ)

Genus—MYRTUS

252. M. Communis Linn.(বিলাতী মেন্দী)

ভাষানুসারী নাম :—বিলাতীমেন্দী—বাংলা ; বিলাতীমেন্দী—হিন্দি , কুলিন্ত্রম্—তামিল , হব্‌লাস্—উরিয়া , হাব্বালাস্—পাঞ্জাব , আহ্‌লাস্—সিন্ধু।

জন্মস্থান :—ভারতে প্রচুর জন্মে, ভূমধ্যসাগর হইতে আফগানিস্তান এবং বেলুচিস্থানে জন্মে।

বর্ণনা :—গুল্মজাতীয় গাছ। ইহুদীরা এবং ইহুদী জাতিরা ইহার পত্র ধর্মসম্বন্ধীয় পর্ব্বে বরণবিধানে ব্যবহার করে। ইহা ভারতবর্ষে অনেক ঔষধে ব্যবহৃত হয়। পত্র বৃন্তহীন, ডিম্বাকৃতি, মসৃণ। ইহার বোঁটা ছোট। ফুলের পাপড়ি ৫টী, শ্বেতবর্ণ। ফল মটরের ন্যায় বড়, বেগুনে রংবিশিষ্ট (O' Shaughnessy, Beng. Disp., 333)। ফুল মাঘে ফুটে ও জ্যৈষ্ঠের মাসে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র

মূলপ্রকারের উপকারে ব্যবহার :—উক্ত বাক্যে ইহার পত্র অপস্মার, অন্ত্র, উদরাময় এবং বহুমূত্র রোগে ব্যবহৃত হয়। পত্রের কাথ মুখের ঘায়ে ধৌতরূপে ব্যবহৃত হয়। ফল ক্রিমি নাশক, উদরাময়, রক্ত আমাশয়, রক্তস্রাব, বাতে ও আভ্যন্তরীণ ক্ষতে হিতকর (Watt)।

ইহার পত্র হইতে এক প্রকার Essential oil (পরিস্রুত তৈল) বাহির হয়। উহা Paris Hospital এ বায়ুনলের ও মূত্রনলের পীড়া ও বাতে বাহ্য প্রয়োগ হয় (Pharm. Journ. 782, 1899)।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

পাতা—সংকোচক, মাথার যন্ত্রণায় উপকারী—বিশেষতঃ সন্ন্যাসরোগে। অতিসার, আমাশয়, এবং মূত্রের যে কোন রোগে উপকারী।

পাতার কাথ :—মুখ ধৌত করণে এবং শিশুদিগের মুখ রোগে উপকারী।

ফল :—উদরাময় নাশক, উদরাময়, আমাশয়, রক্তস্রাব, আভ্যন্তরীণ ক্ষত এবং বাতে উপকারী।

পাতার তৈল—রোগ প্রতিষেধক, বাতে উপকারী।

পাতা :—কাঁকড়া বিছার দংশনে উপকারী।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 417. B.
Ref.—F.B.I., ii. 462 , Roxb., F I., ii. 497; B.P., i. 486

252. Myrtus communis Linn. (বিলাতী মেন্দী)

Genus—MELALEUCA.

253. M. leucodendron Linn. (কাজুপটি)

ভাষানুসারী নাম :—কাজুপটি—বাংলা ; কেয়াপটি—হিন্দি; কাজুপুটি—বোম্বে ; কৈয়াপুতাই—তামিল।

জন্মস্থান :—ভারতে চাষ হয়। বর্মার টেনাসেরিম প্রদেশে অনেক গাছ আছে। মালয় উপদ্বীপে বহুপরিমাণে গাছ জন্মে।

বর্ণনা :—মাঝারি গাছ। ইহার ত্বক শ্বেতবর্ণ, পুরু, শোলার ন্যায় মোটা, কাণ্ড ও শাখা প্রশাখা হইতে চটা উঠিয়া যায়। কাষ্ঠ শক্ত ও ঈষৎ লালবর্ণ। পত্রের অগ্রভাগ সরু, ৩-৭ ইঞ্চি লম্বা। ফুল শীষের আকারযুক্ত শ্বেতবর্ণ, ২-৬ ইঞ্চি পুষ্পদণ্ডে স্থাপিত। পুষ্পদণ্ড কাণ্ডের অগ্রভাগ ও অগ্রভাগের পত্রের গোড়া হইতে বাহির হয়। পুংকেশর অনেক আছে। বীজকোষ ৩ ভাগে বিভক্ত (Brandis)। মার্চ-এপ্রিল মাসে ফুল হয়, ফল সেপ্টেম্বর পর্যন্ত থাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—তৈল।

মুলপ্রচারের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার তৈল মালিশ করিলে বাতের বেদনা আরাম হয়। ইহা উত্তেজক এবং ঘর্মকর (Dymock)। তৈল মালিশ করিলে চর্ম রক্তবর্ণ হয়—এই তৈল একটী শক্তিশালী ঘর্মকর ঔষধ (Watt)। British এবং Indian Pharmacopoeia তে ইহার প্রচুর ব্যবহার আছে।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

কচিপাতা ও কুঁড়ি হইতে নিষ্কাশিত তৈল—বাহ্যে আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্য, উভয়বিধ প্রয়োগের বিধি আছে। ইহা উত্তেজক, কলেরায় বহুমূল্য ঔষধরূপে প্রতিষেধক। চুলকানি দাদা চর্মের রক্তবর্ণতা কারক। চুলকানি, অন্যান্য চর্মরোগ, বিচর্চিকা এবং মেচেতায় উপকারী। বাতাবাত জনিত বিকার বাতে উপকারী।

ছাল—উত্তেজক, বলকারক।

Fig—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 420 ; Bentl & Trim., t. 108.

Ref—F. B. I., ii. 465 ; Roxb., F. I., iii, 397; B. P., i, 486 ; Dymock, ii. 23.

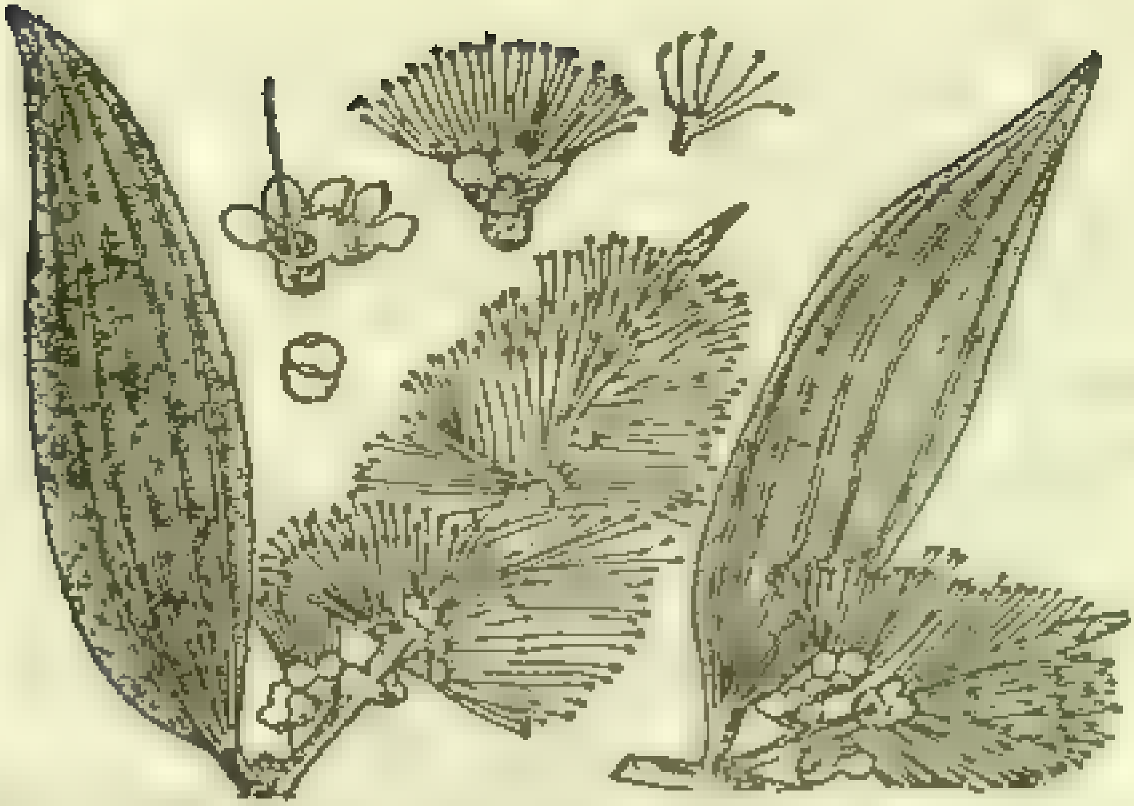

253. Melaleuca leucadendron Linn. (কাজুপাটি)

Genus—PSIDIUM.

254. P. guyava Linn. (পেয়ারা)

ভাষানুসারী নাম:—পারেবত—সংস্কৃত ; পেয়ারা—বাংলা ; আমরুদ—হিন্দি ; জমা, পেরাক—তামিল ; গোভা, জামা-কোইয়া, ইরাকায়-পাণ্ডু—তেলেগু ; কয়া—মালয়।

পারেবতম্ রৈবতম্ পারেবতকঞ্চ কিঞ্চ রৈবতকম্।
মধুস্বনমধুজকলাখ্যং পারেবতকঞ্চ সপ্তাহ্বম্ ॥
পারেবতঞ্চ মধুরং ক্রিমিবাতহারি
বৃষ্যং গুরুশ্চাতিবিদাহকঞ্চ রুচ্যম্।
মূর্চ্ছাজ্বরভ্রমবিশোষবিনাশকারি
স্নিগ্ধঞ্চ রুচ্যমুদিতং বলবীর্য্যকারি ॥

রাজনিঘণ্টু: । আম্রাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায়:—পারেবত, রৈবত, পারেবতক, রৈবতক, মধুস্বন, মধুজকল, পারেবতক—এই সাতটি নাম।

গুণপর্য্যায়:—পারেবত-মধুর রস। ক্রিমি ও বায়ুনাশক; রসায়ন, গুরু, বৃষ্য, বিদাহী নাশক ও রুচ্য, মূর্চ্ছা, জ্বর, ভ্রম, এবং শোষ নাশক; স্নিগ্ধগুণসম্পন্ন, রুচিকারক, এবং বলকারক।

উৎপত্তিস্থান:—সর্ব্বত্র ভারতে চাষ হয়। বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বর্দ্ধমান, কাশী প্রভৃতি স্থানে চাষ হয়।

বর্ণনা :—২০—৩০ ফুট উচ্চ বৃক্ষ। ইহার ছাল মসৃণ, পাতলা, ধূসরবর্ণ, ছাল পাকিলে চটা উঠিয়া যায়। কাষ্ঠ মাঝামাঝি শক্ত। পাতার অগ্রভাগ ভোঁতা, পত্র ৩—৪ ইঞ্চি লম্বা। উপরের দিক মসৃণ, নীচের দিক কোমল লোমযুক্ত, পত্রের শিরা ১৫—২০ জোড়া, সমান্তরাল ও স্পষ্ট। ফুল ১½ ইঞ্চি লম্বা, এক একটি অথবা ২—৩টি একত্রে হয়। সুগন্ধ বিশিষ্ট; ফুলের পাপড়ি বিস্তৃত, ½ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট। ফল বড়, ৩—৪ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট, গোল অথবা লম্বাকৃতি। ফলে অনেক বীজ থাকে, পাকিলে পীতবর্ণ ও মসৃণ। ইহার শাঁস লাল অথবা শ্বেতবর্ণ, অতি মিষ্ট রস বিশিষ্ট। ফুল মে-জুন মাসে হয় ও জুলাই মাস হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ফল পাওয়া যায়।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র, ত্বক্, ফল।

লোকসমাজের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ছালের কাথ বালকদের উদরাময় রোগে ব্যবহৃত হয়; পেয়ারার কচিপাতা উদরাময়ে সংকোচক ঔষধ বলিয়া কথিত আছে। পেয়ারা পাতার কাথ পান করিলে কলেরা রোগের ভেদ ও বমন নিবৃত্তি পায় (Pharm. Ind)। পেয়ারা পাতা চর্বণ করিলে দাঁতের বেদনা ও মুখের ঘা আরাম হয়।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূলের ছাল—সংকোচক, বালকদিগের উদরাময়ে উপকারী
ফল—বিরেচক।
পাতা—পেটের পেশীর সংকোচক; আমবাত এবং জ্বরে উপকারী।
পাতার কাথ—কলেরা রোগে ভেদ বমি বন্ধ করিতে উপকারী। উদরাময়ে উপকারী।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 421; Rheede, Hort, Mal., iii. t. 43, Rumph. Ambo., i. 480.
Ref.—F. B. I., ii. 468; Roxb., F. I., ii. 480; B. P., i. 487.

254. Psidium guyava Linn. (পেয়ারা)

XLVI MELASTOMACEAE.

Genus—MEMECYLON

255. M. edule Roxb. (বনে অঞ্জন)

ভাষানুসারী নাম :—অঞ্জনী—সংস্কৃত ; বনে অঞ্জন—বাংলা ; আয়চেটি—কানপুর , কশড়ু—মালয় , কসাই—তামিল , বিরানি, আলি-চেট্টু—তেলেগু ; নিরমো—উড়িয়া

জন্মস্থান :—দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম অংশে, বর্মা, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ, সিংহল।

বর্ণনা :—Roxburgh সাহেবের Flora Indica নামক পুস্তকে এই গাছ ১২ রকমের আছে বলিয়া লিখিত আছে। গাছগুলি সাধারণতঃ গুল্মজাতীয়। পত্র উজ্জ্বল সবুজবর্ণ, ৩½ ইঞ্চি লম্বা, ১½ ইঞ্চি চওড়া, চামড়ার ন্যায় শক্ত। ফুল বেগুনের আকারযুক্ত নীলবর্ণ ও গুচ্ছবদ্ধভাবে স্থাপিত ; ফলের ব্যাস ½ ইঞ্চি। পাকে বেগুনে রং বিশিষ্ট ও গোলাকার। বহির্বাস ফলে সংলগ্ন থাকে। ফল মানুষে খাইয়া থাকে। এপ্রিল-জুন মাসে ফুল ও জুন-জুলাই মাসে ফল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—পত্র ও শিকড়।

মূলপ্রকরণের ঔষধার্থে ব্যবহার :—পত্রের কাথ অম্ল-তিক্ত ও উগ্র, উহা ধারক এবং প্রমেহ ও গণোরিয়া রোগ ও চক্ষুপ্রদাহ নিবারক ; মাত্রা ২০ ফোটায় ১ ফোটা। পত্র সিদ্ধ করিবার পর ছেঁকিয়া পিচকারিতে খাইতে হয়। Dr. Peters বলেন ইহা গণোরিয়া রোগের একটি চমৎকার মহৌষধ। শিকড়ের কাথ ½-১½ মাত্রায় সেবন করিলে ঋতুস্রাব আরাম হয় (Drury)। ইহার ছাল, নারিকেল-শাঁস, মোয়ান, হরিদ্রা, কালজীরা এইগুলি সমান মাত্রায় থেঁতো করিয়া প্রলেপ দিলে ক্ষত আদি শুকাইয়া যায়।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

পাতা—তিক্তস্বাদযুক্ত, সংকোচক, সন্ধির প্রদাহে প্রলেপে উপকারী। প্রমেহে এবং গণোরিয়ায় আভ্যন্তরীণ প্রয়োগ করা হয়।
মূলের কাথ—অতিরিক্ত ঋতুস্রাবে উপকারী।

Fig.—Roxb, Pl. Coromondal. i, t. 82 , Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 429.

Ref—F. B. I., ii. 563 , Roxb., F. I., ii, 260 ; B. P., I, 497 , Dymock , ii. 35.

255. Memecylon edule Roxb (বনে অঞ্জন)

XLVII. LYTHRACEAE.

256. A. baccifera Linn. (দাদমারি)

ভাষানুসারী নাম :—অগ্নিগর্ভ—সংস্কৃত ; দাদমারি—বাংলা ; দাদমারি—হিন্দি ; বনমরিচ—বোম্বে ; দাদবুটি—পাঞ্জাব ; নিরূমেল-নেরুপু—তামিল ; অগ্নিবেন্দ্রন-পাকু—তেলেগু।

জন্মস্থান :—বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী ছোট গুল্মজাতীয় গাছ। স্যাঁতসেঁতে স্থানে জন্মে। ৬-৮ ইঞ্চি, কখন কখন ২ ফুট লম্বা হয়। পত্র ১ ১½ ইঞ্চি লম্বা। অগ্রভাগ ও বোঁটার দিক ক্রমশঃ সরু। ফুল গুচ্ছবদ্ধভাবে প্রত্যেক পত্রের গোড়া হইতে বাহির হয়। ফুলের বোঁটা ছোট। পুষ্পদল ঘণ্টাকার ; ফুলের পাপ্‌ড়ি সাধারণতঃ নাই কিম্বা ছোট। বীজকোষ গোলাকার, চেপ্টা। বীজ কৃষ্ণবর্ণ, অত্যন্ত পরিমাণে গোলাকার ; বর্ষাকাল হইতে শীতকাল পর্যন্ত ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র।

মুন্ডারীদের ঔষধার্থে ব্যবহার :—বাতের ব্যথা হইলে দেশীয় লোকেরা ইহার পাতার blisters দিয়া থাকে। টাট্‌কা পাতার রস কোন স্থানে দিলে ½ ঘণ্টার মধ্যে ফোস্কা উঠে।

শাহকোটা নামক স্থানের লোকেরা ইহা হইতে একপ্রকার মালিশ প্রস্তুত করে, চর্ম্ম লাল করিতে ইহা কপালে লাগাইতে হয়। এই পাতার থেঁতো রস গায়ে লাগাইবার অর্দ্ধঘণ্টা পরে ফোস্কা উঠিতে থাকে এবং যতক্ষণ না তুলিয়া ফেলা হয়, ততক্ষণ জ্বালা যন্ত্রণা হইতে থাকে। ইহার জ্বালা Cantharides অপেক্ষা অধিক এবং Plumbago (চিতা) অপেক্ষা কম উগ্র।

পাতার রস সেবন করিলে প্লীহা বৃদ্ধি আরাম হয় (Dr Bholanath Bose)। কিন্তু ইহা খাওয়ার পক্ষে ঠিক নহে, কারণ ইহাতে অতিশয় কষ্ট হয়। কোন দেশে ইহার রস জলের সহিত পান করাইয়া বমন এবং ভেদ করাইয়া দেয়। শুষ্ক ও কাঁচা গাছের ছাল আদা ও মধুর সহিত সেবন করিলে সবিরাম জ্বর আরাম হয়। গাছ পোড়ার ছাই তৈলের সহিত গায়ে লাগাইলে চর্ম্মরোগ আরাম হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

পাতা—তিক্ত, ফোস্কা তোলার জন্য ব্যবহৃত হয়। বাতে, বেদনায় এবং জ্বরে উপকারী। চর্ম্মরোগে উপকারী।

Fig :—Lam. Ill. t. 77, Fig. 5., Wight, Ill. t. 87; Grift., Ic, Pl. Asit. t. 580

Ref. .—F., B. I., ii, 569, Roxb., F. I., i. 426, B.P., I. 500; Dymock, ii. 37; Prain, H.H., 213.

256. **Ammannia baccifera Linn.** (দাদমারি)

Genus—LAWSONIA Linn.

257. L. alba Lamk. (মেহেদী)

L. inermis Linn.

ভাষানুসারী নাম :—মেন্ধিকা, নখরঞ্জক—সংস্কৃত ; মেহদী, মেন্দী—বাংলা ; হেনা, মেহেন্দী—হিন্দি ; মেন্দী, মেহেদী—বোম্বে ; মাঁইলাঞ্চি—মাদ্রাজ ; মরুদোন্তী, মারুদানী—তামিল ; গোরিন্টা, কম্বুগোরন্টী—তেলেগু

জন্মস্থান :—ভারতের সর্বত্র জন্মে। হাওড়া, হুগলী, ২৪-পরগণা, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানে বাগানের বেড়ায় রোপণ করে। বোটানিক গার্ডেন, শিবপুরে অনেক গাছ আছে।

বর্ণনা :—গাছ ৬ ফুট উচ্চ হয়। সচরাচর বেড়ায় রোপণ করে। পত্র ½-১½ ইঞ্চি লম্বা। পত্রের অগ্রভাগ সরু, বোঁটা ছোট ; ফুলের ব্যাস ¼ ইঞ্চি, গোচ্ছফুল, গোলাপের ন্যায় সৌরভ-বিশিষ্ট ও শ্বেতবর্ণ। ফুলের পাপ্ড়ি ⅙ ইঞ্চি। ফল মটরের ন্যায়। ইহার ফুল ও ফল সারা বৎসর ধরিয়া গাছে থাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—ছাল, পত্র ও বীজ।

মুসলমানদের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার পাতা তেলের সহিত ছেঁচিয়া কপালে লাগাইলে মাথাধরা আরাম হয়। বসন্ত হইলে ইহার রস পায়ের তলায় লাগাইয়া থাকে এবং চক্ষের উপর প্রলেপ দিলে চক্ষু নষ্ট হয় না বলিয়া কথিত আছে। নখে ও চুলে লাগাইলে নখ ও চুল রঞ্জিত হয় ; ইহার ছাল কামলা রোগে ও প্লীহা বর্দ্ধিত হইলে প্রয়োগ হয় এবং কুষ্ঠ ও চর্মরোগে হিতকর। কাথ পোড়া ঘা ও ক্ষত নিবারণ করে। বীজ মধুর সহিত ব্যবহারে শিরঃপীড়া আরাম করে। ফুলের কাথ মাথাধরা আরাম করে ও কোমরবাত সারাইয়া দিলে উপকার হয় (Dymock)।

পাতার কাথ উগ্র ও ক্ষত নিবারক, গায়ে জ্বালা হইলে এবং ঘা জ্বালা করিলে টাট্কা রস দিলে উপকার হয়। ইহার ফুল নিদ্রাকর বলিয়া বালিশে দিয়া থাকে।

তামিল দেশীয় কবিরাজেরা ইহার পুষ্পিত শাখা ও পত্র হইতে এক প্রকার বটিকা প্রস্তুত করে, উহা কুষ্ঠ এবং অপরাপর চর্মরোগের মহৌষধ (Ainslie)। অতিরিক্ত শুক্রপাতে কঙ্কন দেশীয় কবিরাজেরা ইহার পাতার রস চিনির সহিত ব্যবহার করিতে বলেন (Dymock)। ছেঁচা পাতার রস কিংবা পাতার কাথ বহুবারে প্রদান করিলে উহা নাকিয়া যায় ও বেদনা কমিয়া যায়। স্ত্রীলোকেরা ইহার পাতার রসে পা রঞ্জিত করিয়া থাকে।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ছাল—কামলা রোগে এবং বর্দ্ধিত প্লীহায়, মূত্রাশয়ের প্রদাহে উপকারী, চর্মরোগ ও কুষ্ঠরোগে হিতকর।

পাতা—বমিকের বমনার বাহ্য প্রয়োগে উপকারী। পা জ্বালায় পাতা বাটিয়া পায়ের পাতায় দিলে উপকার হয়।

পাতার ক্বাথ—গলক্ষতে সংকোচক কুল্লিরূপে প্রযোজ্য।

*পাতার রস—অনৈচ্ছিক শুক্রপাতে জল ও চিনিসহ ব্যবহারে উপকারী।

*Fig Wight, Ill. t. 87; Lamk., iii. t. 296; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 432 A.

Ref F.B.I., ii. 573; Roxb., F.I., ii, 359; Watt. vi. Pt. II, 597, Dymock, ii, 41.

257. Lawsonia alba Lamk (মেহেদী)

Genus—WOODFORDIA Salisb

258. W. floribunda Salisb. (ধাইফুল)

W. fruticosa (Linn.) Kurz.

ভাষানুসারী নাম :—ধাতকী, পার্বতী—সংস্কৃত; ধাইফুল—বাংলা; ধাঁই, ধাওরা—হিন্দি, বেলা—কানপুর, ধায়টি—মহারাষ্ট্র, ধাতিকে—উৎকল, ধাতকী, জাবলী, তাম্রপুষ্প, জাজি—তেলেগু; কেলাবই—তামিল; টাটিরা—মালয়।

ধাতকী বহ্নিপুষ্পী চ তাম্রপুষ্পী চ ধাবনী।
অগ্নিজ্বালা সুভিক্ষা চ পার্বতী বহুপুষ্পিকা॥
কুমুদা সীধুপুষ্পী চ কুঞ্জরা মদ্যবাসিনী।
ভৃঙ্গমদ্যাদিপুষ্পাখ্যা জ্ঞেয়া সা লোধ্রপুষ্পিণী।
তীব্রজ্বালা বহ্নিশিখা মদ্যপুষ্পীতিসংজ্ঞিতা॥
ধাতকী কটুরুষ্ণা চ মদকৃৎ বিষনাশনী।
প্রবাহিকাতিসারঘ্নী বিসর্পব্রণনাশিনী॥

রাজনিঘণ্টুঃ। পিপ্পল্যাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—ধাতকী, বহ্নিপুষ্পী, তাম্রপুষ্পী, ধাবনী, অগ্নিজ্বালা, সুভিক্ষা, পার্বতী, বহুপুষ্পিকা, কুমুদা, সীধুপুষ্পী, কুঞ্জরা, মদ্যবাসিনী, ভৃঙ্গমদ্যাদিপুষ্পাখ্যা, লোধ্রপুষ্পিণী, তীব্রজ্বালা, বহ্নিশিখা, মদ্যপুষ্পী—এই সতেরটী নাম।

গুণপর্য্যায় :—ধাতকী—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, মাদকতাকারক, বিষনাশক, আমাশয় এবং অতিসার নাশক। বিসর্প ও ব্রণনাশক।

জন্মস্থান :—বিহার, ছোটনাগপুর, উত্তর বঙ্গ। হুগলী জেলার পশ্চিমভাগে গোঘাট অঞ্চলে দেখা যায়।

বর্ণনা :—গুল্মজাতীয় গাছ, শাখাগুলি বিস্তৃত। গ্রীষ্মকালে ঝরে। পত্র ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, বর্শাকৃতি, বিপরীতমুখী, গোড়ার দিকে প্রায় গোলাকার কিম্বা হৃৎপিণ্ডাকৃতি। পত্রের উপর দিক ধূসরবর্ণ, কোমল লোমাবৃত, নীচের দিক কৃষ্ণ লোমাবৃত। ফুল উজ্জ্বল লালবর্ণ। একটী পুষ্পদণ্ডে ২-১৫টি ফুল ছোট বোঁটায় থাকে। বহির্বাস ½-¾ ইঞ্চি, উজ্জ্বল লালবর্ণ। পুংকেশর ১২টি, বিস্তৃত। গর্ভকেশর লালবর্ণ। ফলে বীজ অনেক থাকে। উহা ধূসরবর্ণ ও মসৃণ। ইহার ফুল শীতকালে হয় এবং বর্ষাকালে ফল পাকে।

ব্যবহার্য্য অংশ :—ফুল ও পত্র। মাত্রা ৪-৮ আনা।

বৈদ্যকে ধাতকীর ব্যবহার।

চরক—মূর্চ্ছায় ধাতকী—ধাইফুল পেষণ পূর্ব্বক মূর্চ্ছারোগীর গাত্রে মর্দ্দন করিবে কিম্বা প্রলেপ দিবে (চিঃ ৭ অঃ)।

চক্রদত্ত :—(১) ব্রণরোপণে ধাতকীপুষ্প—ধাইফুল চূর্ণ ব্রণক্ষত পূরণ করিলে শীঘ্র ব্রণরোপণ হয় অর্থাৎ ক্ষত পুরিয়া উঠে (ব্রণশোথ চিঃ)। (২) অগ্নিদগ্ধে ধাতকী—ঘৃত প্রলেপে ধাইফুল যোগ্য মাত্রায় দেবে (অগ্নিদগ্ধ চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ :—প্রবাহিকায় ধাতকী—প্রবাহিকা রোগী দধির সহিত ধাইফুল পেষণপূর্ব্বক সেবন করিবে (মঃ খঃ ১মঃ ভাঃ)।

বঙ্গসেন—অতিসারে ধাতকী—ধাতকীর কাথ্বাথ অতীব ঘন পেয়া প্রস্তুত করিয়া, উহাতে

কিঞ্চিৎ শুণ্ঠীচূর্ণ এবং দাড়িমের রস মিশ্রিত করিবে। এই যোগ জ্বরাতিসারীর পক্ষে হিতকর (জ্বরাতিসার চিঃ)।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—হিন্দুস্থানে ইহার ফুল ধারক, উত্তেজক, ইহা পেটের রোগ ও অর্শরোগে ব্যবহৃত হয় এবং মধুর সহিত ব্যবহার করিলে রক্ত প্রদর আরাম হয়।

ধাইফুল, বেল, লোধছাল, (Symplocos racemose), বালার শিকড় (Pavonia odorate) এবং গজপিপুলছাল (Sindapsus officinalis) সমপরিমাণ, ২ তোলা পরিমাণ কাথ সেবন করিলে সর্বপ্রকার অতিসার আরাম হয়।

ইহার শুষ্ক ফুল বলকারক অর্শ ও রক্ত-রোগে হিতকর এবং গর্ভাবস্থায় উত্তেজক ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

কখন কোনও লোকে রোগীর ন্যাবা নিবারণে রোগীর মুখে তিলতৈল দিয়া মাথায় পাতার রস দেয়। কথিত আছে যে, তাহার মুখের তৈল পীতবর্ণ হয় এবং পিত্ত টানিয়া লয় ও সেই তৈল ফেলিয়া দিয়া আবার তৈল দেয়—এইরূপ ২।৩ বার দিলে যখন সমস্ত পিত্ত নষ্ট হইয়া যায় তখন আর তৈল পীতবর্ণ হয় না (Dymock)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

শুষ্ক ফুল—সংকোচক, আমাশয়, রক্তস্রাব, যকৃৎ বিকৃতি এবং প্রদরের রোগে উপকারী। গর্ভিণীর পক্ষে নিরাপদে উত্তেজক।

মন্তব্য :—চরক, মূত্রবিরজনীয়, সন্ধানীয় এবং পুরীষসংগ্রহণীয় বর্গে ধাতকী পাঠ করিয়াছেন। চরক সূত্রস্থানের ২৫শ অধ্যায়োক্ত আসবযোনি পুষ্পের মধ্যে ধাতকীর উল্লেখ আছে।

সুশ্রুত :—প্রিয়ঙ্গ্বাদি ও অম্বষ্ঠাদিগণে ধাতকী পাঠ করিয়াছেন (সূঃ ৩৮ অঃ)।

ধাইফুল টক, কষায় রস। রক্তস্রাব নিরোধার্থ কিম্বা রক্তপ্রদর এবং শ্বেতপ্রদরের স্রাব বন্ধ করিবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়।

Fig.—Roxb., Cor. Pl., t. 31 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 432 B.

Ref.—F. B. I., ii. 572 ; Roxb., F. I., ii, 233 ; Watt., vi. Pt., 4, 312 ; B. P., i. 502 ; Prain. H. H., 213 ; Voigt. H. H., 502.

258. Woodfordia floribunda Salisb. (ধাইফুল)

Genus—LAGERSTROEMIA.

259. L. Flos-Reginae Retz. (জারুল)

Speciosa (Linn) Pers.

ভাষানুসারী নাম:—তিনিশ—সংস্কৃত ; জারুল—বাংলা ; জারুল, তিনিস্ব—হিন্দি ; কোবালি—তামিল ; পবালেও, চেন্নবী—তেলেগু ; তেম্বাকটা—মারাঠী ।

তিনিশঃ স্যন্দনশ্চক্রী শতাঙ্গঃ শকটো রথঃ ।
রথিকো ভস্মগর্ভশ্চ মেষী জলধরো দশ ॥
তিনিশস্তু কষায়োষ্ণঃ কফরক্তাতিসারজিৎ ।
গ্রাহকো দাহকৃন্মেহো বাতামযহরঃ পরঃ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । ধন্বন্তরিনির্ঘণ্টঃ ।

নামপর্য্যায়ঃ—তিনিশ, স্যন্দন, চক্রী, শতাঙ্গ, শকট, রথ, রথিক, ভস্মগর্ভ, মেষী, জলধর—এই দশটী নাম ।

গুণপর্য্যায়ঃ—তিনিশ—কষায় রস, উষ্ণ বীর্য্য, কফ এবং রক্তাতিসার নাশক । মলরোধক, দাহজনক এবং শ্রেষ্ঠ বাতরোগ নাশক ।

জন্মস্থান :—ছোটনাগপুর, চট্টগ্রাম, আসাম, বর্মা প্রভৃতি স্থানে জন্মে। হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানে বাগানে ও রাস্তার ধারে রোপিত আছে।

বর্ণনা :—৫০-৬০ ফুট উচ্চগাছ, গাছের কাণ্ড মোটা ও উচ্চ। শাখায় ১-৩ ইঞ্চি লম্বা শক্ত কাঁটা হয়। পত্র ৪-১০ ইঞ্চি লম্ব, বৃন্ত রোমযুক্ত। পুষ্পদণ্ড লম্বা, ফুল বড়, ঈষৎ বেগুনে, ২-৩ ইঞ্চি লম্বা চৌড়া ½ ইঞ্চি। বহির্দল শ্বেতবর্ণ ও শক্ত; ফুলের পাপড়ি ১ ইঞ্চি লম্বা; কিনারাগুলি শক্ত। ফল ১-১½ ইঞ্চি লম্বা। ডিম্বাকার বিস্তৃত, ডিম্বাকৃতি। বীজ পক্ষযুক্ত ½-¾ ইঞ্চি লম্বা, ফিকে ধূসরবর্ণ। এপ্রিল মে মাসে ফুল হয়, ফল পাকিতে প্রায় এক বৎসর লাগে।

ব্যবহার্য্য অংশ :—শিকড়।

মুখ্যাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার শিকড় ধারক এবং পত্র, ফল অনেক দেশীয় ঔষধে ব্যবহার হয়। বীজের মাদকতা শক্তি আছে। শিকড় ও পত্র বিরেচক (Rev J Raug), ছাল উত্তেজক এবং জ্বর নাশক (Surg. W D. Stewart)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

বীজ—নিদ্রাকারক।

মূল—সংকোচক, উত্তেজক এবং জ্বরঘ্ন।

ফল—বালকদিগের মুখরোগে স্থানীয় প্রলেপে উপকারী।

Fig.—Kirtikar. Basu, Ind Med Pl, t 433,
Ref.—F. B. I., ii, 577; Roxb., F I., ii, 505, B. P., i, 504, Watt, iv Pt ii, 582; Prain H.H., 213;

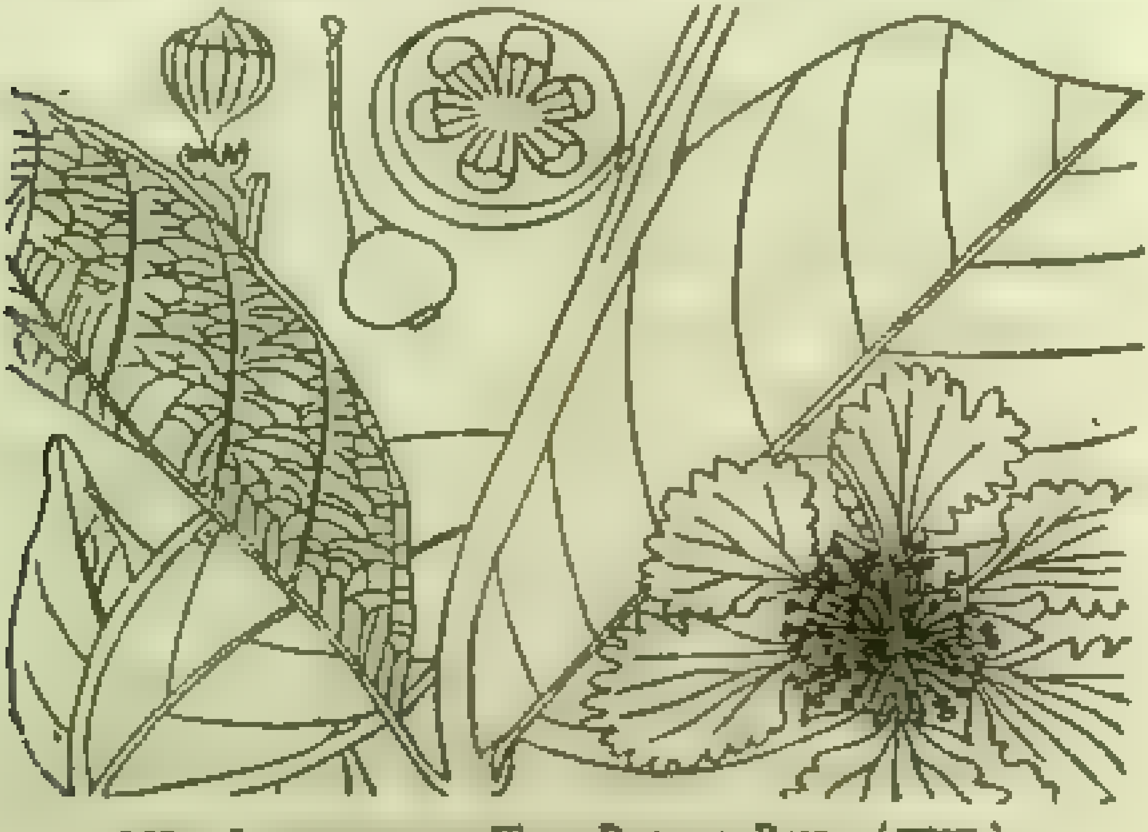

259. Lagerstroemia Flos—Reginae. Retz. (জারুল)

Genus—PUNICA Linn.

260 P Granatum Linn. (দাড়িম)

ভাষানুসারী নাম :—দাড়িম—সংস্কৃত, ডালিম—বাংলা; আনার, দাড়িম—হিন্দি, ডালিম্ব—মহারাষ্ট্র, দাড়িম—কর্ণাট; দানিম্মচেট্টু—তেলেগু, মাদলইচেচেড়ি—তামিল; দাড়িমব্—মালয়; ডালিম্—আসাম; আনার—পারস্য, ডালিম—উৎকল।

দাড়িমো দাড়িমীসারঃ কুট্টিমঃ ফলষাড়বঃ।
করকো রক্তবীজশ্চ সুফলো দন্তবীজকঃ॥
মধুবীজঃ কুচফলো রোচনঃ শুকবল্লভঃ।
মণিবীজস্তথা বল্কফলো বৃত্তফলশ্চ সঃ।
সুবীজো নীলপত্রশ্চ জ্ঞেয়ঃ সপ্তদশাহ্বয়ঃ।
দাড়িমং মধুরম্লকষায়ং কাসবাতকফপিত্তবিনাশি।
গ্রাহি দীপনকরঞ্চ লঘুত্বং শীতলং শ্রমহরং রুচিদায়ি॥
দাড়িমং দ্বিবিধমীরিতমাদ্যমম্লমেকমপরং মধুরঞ্চ।
তত্র বাতকফহারি কিলাম্লং তাপহারি মধুরং লঘু পথ্যম্॥

রাজনির্ঘণ্টঃ। আম্রাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—দাড়িম, দাড়িমীসার, কুট্টিম, ফলষাড়ব, করক, রক্তবীজ, সুফল, দন্তবীজক, মধুবীজ, কুচফল, রোচন, শুকবল্লভ, মণিবীজ, বল্কফল, বৃত্তফল, সুবীজ ও নীলপত্র—এই সপ্তদশটি নাম।

গুণপর্যায় :—দাড়িম—মধুর, অম্ল, কষায় রস, কাস, বায়ু, কফ ও পিত্তনিবারক, মলসংগ্রাহক, অগ্নিদীপক, অল্প উষ্ণবীর্য্য, শীতবীর্য্য, শ্রমনাশক এবং রুচিকারক।

পণ্ডিতেরা দুইপ্রকার দাড়িম আছে বলেন—একটি অম্ল রস এবং অপরটি মধুর রস সম্পন্ন। তাহার মধ্যে অম্লরসটি—বায়ু ও কফ নাশক এবং মধুর রস বিশিষ্টটি—দাহনাশক এবং লঘু পাক ও পথ্য।

জন্মস্থান :—দাড়িম্ব বিদেশীয় গাছ, বঙ্গদেশ, উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গে রোপিত হইয়াছে। কাবুল ও পারস্যে প্রচুর জন্মে। হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানে বাগানে দেখা যায়।

বর্ণনা :—১০-১৫ ফুট উচ্চ গাছ; শাখাগুলি গোলাকার, ছাল ধূসরবর্ণ। কাষ্ঠ ফিকে পীতবর্ণ, তাহাতে কাল দাগ আছে। ভিতরের কাষ্ঠ শক্ত। পত্র সাধারণতঃ ২-২½ ইঞ্চি লম্বা এবং ½-¾ ইঞ্চি চওড়া; পত্রের উভয় দিক মসৃণ। ফুলের বহির্বাস ১ ইঞ্চি, পাপড়ি লালবর্ণ ½ ইঞ্চি কিম্বা অধিক। ফলের ব্যাস ২ ইঞ্চি, ইহাতে লালবর্ণ রস আছে। দাড়িম গাছ দুই রকমের আছে—একটিতে কেবল ফুলফুল হয়। ইহার পাতাগুলি রক্তিমবর্ণ। অপর প্রকার গাছে সাধারণতঃ পুং এবং স্ত্রী উভয়বিধ পুষ্পই জন্মে; ফলের ভিতর অনেক বীজ আছে। এপ্রিল-মে মাসে ফুল এবং আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে ফল পাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—ফল, খোসা, শিকড়ের ছাল।

বৈদ্যকে দাড়িমের ব্যবহার।

চরক : (১)—**ঘ্রাণপ্রবৃত্তরক্তপিত্তে** দাড়িম পুষ্প রস :—দাড়িম পুষ্পরসের নস্য গ্রহণ করিলে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব নিবৃত্তি পায় (চি: ৪ অ:)। (২) **রক্তার্শে** দাড়িমত্বক্ :—দাড়িম ত্বকের কাথ শুণ্ঠীচূর্ণযোগে পান করিলে অর্শোজনিত রক্তস্রাব বিনাশ পায় (চি: ৯ অ:)।

হারীত : (১)—**মুখপ্রবৃত্তরক্তপিত্তে** দাড়িমফলত্বক্—দাড়িমফলত্বকচূর্ণ চিনির সহিত লেহন করিলে, মুখ হইতে রক্তপাত প্রশমিত হয় (চি: ১ অ:)। (২) **চলিতগর্ভে** দাড়িমপত্র—যে নারী গর্ভিণী অর্থাৎ যাহার প্রায়ই গর্ভস্রাব হয়, তাহার গর্ভস্রাব আশঙ্কা নিবারণার্থ তাহাকে গর্ভের মাসে দাড়িমপত্র ও শ্বেতচন্দন, দধি ও মধুর সহিত আলোড়িত করিয়া পান করাইবে (চি: ৫৯ অ:)।

চক্রদত্ত : (১)—**সরক্ত অতিসারে** দাড়িমত্বক্—কুটজ ও দাড়িমত্বক্ সমভাগে কাথ প্রস্তুত করিয়া মধুযোগে পান করিলে, সরক্ত দুর্নিবার অতিসার বন্ধ করা যায় (অতিসার চি:)। (২) **অরোচকে** দাড়িম ফল রস—দাড়িমের ফলরস বিটলবণ ও মধুযোগে মুখে ধারণ করিলে অসাধ্য অরুচিও প্রশমিত হইয়া থাকে (অরোচক চি:)। (৩) **উপদংশে** দাড়িমত্বক্—দাড়িমত্বক্ ফলের চূর্ণদ্বারা উপদংশের ক্ষত অবচূর্ণিত করিলে ক্ষত রোপণ হইয়া যায় (উপদংশ চি:)।

বঙ্গসেন : (১)—অরুচিজ **মুখবিরসতায়** দাড়িমবীজ—চিনিসহ পিষ্ট দাড়িমবীজ কিংবা শর্করা মিশ্রিত দাড়িম ফলরস, কিস্‌মিস্ ও দাড়িমবীজ কল্কযোগে গ্রহণ করিয়া মুখে ধারণ বা গণ্ডূষ করিলে অন্ন রোগীর মুখবিরসতা বিনষ্ট হয় (অরু-চি:)। (২) **রক্তাতিসারে** দাড়িমাদ্য অবলেহ—কুট্টিত আর্দ্র কুটজের ত্বক্ ৮ তোলা, ৬৪ তোলা জলে পাক করিয়া ১৬ তোলা অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া বস্ত্রপূত করিবে। ইহাতে ১৬ তোলা দাড়িমফল রস মিশ্রিত করিয়া পুনঃ পাক করিবে। অতঃপর ঘন গাঢ় হইলে নামাইবে। এই অবলেহ শক্তি অনুসারে অর্ধ ১ তোলা সেবন করিলে কুটজমূল সহিত রক্তাতিসারীর জীবন রক্ষা করিবে (অতিসার চি:)।

ভাবপ্রকাশ : (১)—**রক্তাতিসারে** কোমল দাড়িম ফল—আর্দ্র কুট্টিত কুটজত্বক্ ৪ তোলা কাঁচা দাড়িম ফলের খোসা ৪ তোলা—৬৪ তোলা জলে কাথ প্রস্তুত করিয়া ৮ তোলা অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। এই কাথ মধুর সহিত পান করিলে প্রবল রক্তাতিসার নিবৃত্তি পায় (অতিসার চি:)। (২) **আমাজীর্ণে** দাড়িম ফল—দাড়িম ফল পুরাতন গুড়ের সহিত ভোজন করিলে আমাজীর্ণ প্রশমিত হয়। ইহা অর্শঃ প্রভৃতি গুহ্যরোগে এবং কোষ্ঠবদ্ধে প্রশস্ত (অজীর্ণ চি:)।

মূত্রপ্রবাহের উদ্বোধনার্থে ব্যবহার :—কিছু কবিরাজেরা দা ফলের রস ও টাটকা ফল

বলকারক বলিয়া বর্ণনা করেন। ফলের খোসা ও ফুল, লবঙ্গ, দারুচিনি, ধনে, গোলমরিচের সহিত সেবন করিলে উদরাময় ও অজীর্ণ আরাম হয়। ইহার বীজ ও শাঁস পাকযন্ত্রের পরিপোষক (U. C. Dutt) আরবেরা ইহার শিকড়ের ছাল সংকোচক বলিয়া বর্ণনা করেন এবং ইহা ফিতার ন্যায় বৃহৎ ক্রিমির পক্ষে হিতকর। টাট্‌কা শিকড়ের ২ আউন্স পরিমাণ, ১½ পাইন্ট জলে সিদ্ধ করিয়া ½ পাইন্ট অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে উহা অল্প শীতল হইলে এক মাত্রা মধুর সহিত ২ ঘণ্টা অন্তর সেব্য। কখনও কখনও ইহাতে উদরাময় হয় কিন্তু ক্রিমি নাশের পক্ষে ইহা একটি যথার্থ ঔষধ (Dymock)। দাড়িম গাছের ছাল, অহিফেন, লবঙ্গ, দারুচিনি প্রভৃতির সহিত ব্যবহার করিলে রক্তামাশয় এবং আমাশয় নিবৃত্তি পায়। জোলাপ লইয়া পরদিন ইহার ছালের ক্বাথ পান করিলে ক্রিমি বাহির হইয়া যায় (Pharma Ind.)।

দাড়িম শিকড়ের ক্বাথে গুড়চূর্ণ সেবন করিলে অর্শরোগীর রক্তস্রাব নিবারণ হয়। দাড়িমের বীজ হৃদ্‌বিকারক এবং শাঁস হৃৎপিণ্ডের উত্তেজক (Hindu Met. Med.)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :

ফুলের ছাল এবং গাছের ছাল—সংকোচক, ক্রিমিনাশক, বিশেষতঃ ফিতা ক্রিমিতে অত্যন্ত উপকারী।

ফলের খোসা—লবঙ্গ, দারুচিনি, ধনে, গোলমরিচের ন্যায় গন্ধদ্রব্যের সহিত সেবন করিলে, উদরাময় এবং আমাশয় নিবৃত্তি পায়।

বীজ—অগ্নিদীপক।

ফল—বলকারক ও অগ্নিদীপক।

ফলের টাট্‌কা রস—শীতল ও উত্তাপনাশক।

মন্তব্য—দাড়িমের রস এবং ও ফল বিশেষে সেব্য। দাড়িমের খোসা ও ফুল, জৈত্রী, দারুচিনি, ধনে, মরিচ প্রভৃতি সহ শিশুর হাঁপানির অতিসার এবং রক্তপিত্তে জ্বর বিদ্যমান না থাকিলে প্রযোজ্য। দুর্বাঘাসের রসে দাড়িম ফুল, পেষণ পূর্বক নস্য গ্রহণ করিলে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব নিবৃত্তি পায়। মূলত্বকের ক্বাথ ক্রিমিঘ্ন, অন্ত্র হইতে ফিতার মত ক্রিমি নষ্টার্থ ইহার ক্বাথ সেবিত হইয়া থাকে (R. N. Khorey)।

চরক—হৃদ্য ছর্দিনিগ্রহণ এবং অম্লস্কন্ধবর্গে দাড়িম পাঠ করিয়াছেন।

Fig—Bent. & Trim, Med. Pl., t. 113 ; Wight., Ill, t. 97 ; Kirtikar & Basu., Ind. Med. Pl., t. 435.

Ref—F. B. I., ii, 581; F.I., ii. 499 ; Watt., ii, Pt. I, 368; B. P., i, 505 ; Prain H. H., 214.

260. Punica granatum Linn (দাড়িম)

XLVIII. ONAGRACEAE.

Genus—JUSSIAEA Linn.

261. J. suffruticosa Linn. (বনলবঙ্গ)

ভাষানুসারী নাম :—ভূলবঙ্গ, জলকীলক—সংস্কৃত, বনলবঙ্গ—বাংলা ; বন-লবঙ্গ—হিন্দি, পান-লবঙ্গ—মহারাষ্ট্র ; করম্বাম্পু—মালয়, নিরকরাম্বু—তামিল, ফিলাপিচেন্ত্রাম্—তেলেগু।

জন্মস্থান :—বঙ্গদেশের সকল স্থানে প্রায়ই দেখা যায়।

বর্ণনা :—গুল্ম জাতীয় গাছ। ৩-৬ ফুট উচ্চ, ডালগুলি বহু শাখাবিশিষ্ট। পত্র ৩ ইঞ্চি লম্বা, ½ ইঞ্চি চওড়া, কিনারাও সরু, বোঁটা ছোট, ফুলদণ্ড ছোট। ফুলের পাপড়ি ৪টি, পীতবর্ণ। বীজকোষ ১-২ ইঞ্চি লম্বা, গোলাকার ও ৮টি শিরাবিশিষ্ট। ফল দেখিতে লবঙ্গের ন্যায়। অগ্রদেশে লবঙ্গের ন্যায় ফুল থাকে। এই গুল্ম বর্ষজীবী, এক বৎসরের মধ্যে মরিয়া যায়। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—সমগ্র গাছ।

মধ্যপ্রদেশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার শিকড়ের কাথ অতিসারে ব্যবহার করিলে খুব ফল হয় (Wood, Plants of Coutra, Nagpur)। মালাবার দেশে এই গাছের কাথ পেটকামড়ানি ও পেট ফাঁপায় ব্যবহার করে। ঘোলের সহিত ব্যবহার করিলে

মূত্রকর, বিরেচক ও ক্রিমিনাশক। Miller বলেন যে ইহার ফল মরিচের ন্যায় এবং ইহা আমেরিকা দেশীয় J. repens এর ন্যায়। ইহা দুগ্ধ সহিত ব্যবহারে বিরেচক (Mat. Ind., ii. 66)। ইহার বাকলের গুণ সম্বন্ধে ভারতীয় অনেকেই বিশেষরূপে জ্ঞাত আছে।

Fig.—Rheede, Hort. Mal., ii. t. 53; Lamk., Ill., t. 280, Fig. 3.
Ref.—F. B. I., ii., 587; B.P., i. 507; Voigt, H. S., 33; Prain, H. H., 214.

261. Jussiaea suffruticosa Linn. (বনলবঙ্গ)

262. J. repens Linn. (কেশরদাম)

ভাষানুসারীনাম:—কর্ণাট, নাবলী—কড়ু; কেশরদাম, মলাগিপুলী, কাঁচড়াদাম, জলচুকলোর—বাংলা; জল-চৌলাহ্—হিন্দি; পিরুনকাং—মহারাষ্ট্র; নেল্লুগ্র—কর্ণাট।

মহাবাহ্রী তু মৎস্যাক্ষী বাহ্লী তোয়পিপ্পলী।
মৎস্যাদনী মৎস্যগন্ধা লাঙ্গলী শকুলাদনী ॥
অগ্নিজ্বালা চিত্রপত্রী প্রাণদা জলপিপ্পলী।
তৃণশীতা বহুশিখা স্বাদিতোয়া জলোদ্ভবা ॥
মহাবাহ্রী কটুস্তীক্ষ্ণা কষায়া মুখশোষণী।
ব্রণকীটাতিসারঘ্নী রক্তদোষবিবন্ধনী ॥

রাজনির্ঘণ্টুঃ। শতাহ্বাদির্বর্গঃ।

নামপর্যায় :—জলপিপ্পলী, শারদী, তোয়বল্লী, মৎস্যাদনী, মৎস্যগন্ধা, লাঙ্গলী, শকুলাদনী, অগ্নিজ্বালা, চিত্রপর্ণী, প্রাণদা, কর্ণশফলী, তৃণশীতা, বহুশিখা —এই তেরটি নাম।

গুণপর্যায় :—জলপিপ্পলী—কটুরস, তীক্ষ্ণবীর্য, বিপাকে মধুর রস মুখশোধক, ব্রণ ও কীটাদি দংশন জনিত শোথনাশক রক্তদোষনিবারক।

জন্মস্থান :—হুগলী, হাওড়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় প্রায়ই পুকুর কিংবা বিলে ভাসিয়া থাকে অথবা পুকুরের কিনারায় কাদায় লতাইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

বর্ণনা :—লতানে জলজ উদ্ভিদ, পুকুর অথবা বিলের উপরে বা কিনারায় জন্মে। পত্র একান্তর, আয়তাকার গোলাকার, বৃন্তের দিকে সরু, দেখিতে কতকটা পালঙ্গের মত ½-১½ ইঞ্চি লম্বা, লোমযুক্ত, স্থানে স্থানে রক্তবর্ণ, উপরের পাতা ১-২ ইঞ্চি লম্বা, প্রায় বৃন্তহীন। ইহার প্রত্যেক গাঁইট হইতে শ্বেতবর্ণ শিকড় বাহির হয়। ফুলের পাপড়ি ৫-৬টি, ½ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি, শ্বেতবর্ণ, দেখিতে অনেকটা চুটীর মত। ফল ½-১½ ইঞ্চি লম্বা, গোলাকার, মসৃণ ও লোমাবৃত। বীজ মসৃণ। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—সমগ্র উদ্ভিদ।

মূল রোগের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার রস মলমধ্যের ক্ষুধা। ইহার পত্র, কাণ্ড, দাড়িম, নারিকেল, লাক্ষা ও একটি কাঁচা বেল একত্র সিদ্ধ করিবে। উক্ত তেল পুরাতন ক্ষত ও বিস্ফুটে দিয়া রাখিলে এবং পাতার সিদ্ধ জল পান করিলে শীঘ্রই আরাম হয়।

Fig —Rheede, Hort Mal., ii, t. 51 ; Hook, Bot Misc, iii 300 t. 40.
Ref —F B I., ii 587 , Roxb., F I., ii. 401 , B.P. i 507 , Prain H.H., 214 , Voigt. H.S., 33.

262. J. repens Linn. (কেশরদাম)

Genus—TRAPA Linn.

263. T. bispinosa Roxb. (পানিফল)

ভাষানুসারীনাম :—শৃঙ্গাটক—সংস্কৃত, পানিফল—বাংলা; সিঙ্ঘাড়া—হিন্দী, সিঙ্ঘাড়,—তামিল; পরিকেশঙ্গ; কুব্যাকস্—তেলেগু, শিঙোড়া—গুজরাট; কভির-গোলায়—মালয়। শিঙাড়ে—মহারাষ্ট্র।

শৃঙ্গাটকঃ শৃঙ্গকন্দো জলবল্লী জলাশ্রয়া।
শৃঙ্গকন্দঃ শৃঙ্গমূলী বিষাণী মত্তনাশকঃ।
শৃঙ্গাটকঃ শোণিতপিত্তহারী লঘুঃ সরো বৃষ্যতমো বিশেষাৎ।
ত্রিদোষ-তাপ-শ্রম-শোষহারী রুচিপ্রদো মেহসমার্তহেতুঃ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। মূলকাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—শৃঙ্গাটক, শৃঙ্গকন্দ, জলবল্লী, জলাশ্রয়া, শৃঙ্গকন্দ, শৃঙ্গমূলী, বিষাণী—এই সাতটি নাম।

গুণপর্যায় :—শৃঙ্গাটক—রক্তপিত্ত নাশক, লঘুপাক, বিরেচক, অতি শুক্রকারক, ত্রিদোষ, দাহ, শ্রম এবং শোষ নাশক, রুচিকারক এবং প্রমেহ বৃদ্ধিকারক।

উৎপত্তিস্থান :—বঙ্গদেশের, ছোটনাগপুরের বহু পুকুরে ও বিলে দেখা যায়। হুগলী, হাওড়া, ২৪ পরগণা, বর্ধমান, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুরের পুকুরে আছে।

বর্ণনা :—ইহা একটি ভাসমান বিস্তৃত জলজ লতা। পত্র ২ ইঞ্চি চওড়া এবং ২½–৩ ইঞ্চি লম্বা, পত্রের কিনারাগুলি করাতের ন্যায় দাঁত বিশিষ্ট। বৃন্ত ৪-৬ ইঞ্চি, শসস্থূল। ফুল ½ ইঞ্চি লম্বা, বিস্তৃত, কোমল লোমযুক্ত এবং দুই কোণে দুইটি বাঁকান কাঁটাযুক্ত। পানিফলের অপর একটি জাতি আছে, যথা, T. incisa (F.B.I. ii 590); ইহা প্রধানতঃ ছোটনাগপুরে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার ভাসমান পত্র ১ ইঞ্চি লম্বা, দাঁতযুক্ত। বোঁটা ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত। ফল ½ ইঞ্চি বিস্তৃত; চারি কোণেই এক একটি কাঁটা আছে, ইহার মধ্যে ২টি কাঁটা ছোট। বর্ষাকালে ফুল ও শীতের প্রারম্ভে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ—ফল।

মূল প্রবন্ধের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ফলের শাঁস স্নিগ্ধ, বলকারক। ইহা পিত্তপ্রকোপ ও উদরাময়ে ব্যবহৃত হয়। পানিফল পুলটিস্ হিসাবে বহু পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। (Punjab Products)। বিছা কামড়াইলে পানিফল ছেঁচিয়া দিলে যন্ত্রণার অবসান হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়

পানিফলের শাঁস—শীতল, উদরাময় এবং রক্ত প্রবাহে উপকারী।

Fig.—Rheede, Hort. Mal. xi. t. 33; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 437

Ref. F.B.I., ii. 590; Roxb., F.I. ii., 428; B.P., i. 508; Prain B.H., 214

263. Trapa bispinosa Roxb. (পানিফল)

XLIX. SAMYDACEAE.

Genus—CASEARIA Jacq.

264. C. tomentosa Roxb. (চিল্লা)
C. elliptica Willd.

ভাষানুসারী নাম :—চিল্লা—বাংলা ; চিল্লা—হিন্দি ; কর্ক—সাঁওতাল ; কাদিচাই-বুটি—তামিল ; চিল কাম্বুনি, গাদম্বা—তেলেগু , বোকেরী—মহারাষ্ট্র , পাতাকাবারা-বাসন ;

জন্মস্থান :—হিমালয় প্রদেশ, অযোধ্যা, পূর্ববঙ্গ, মধ্য ও দক্ষিণভারত, ব্রহ্মদেশের অনেকস্থানে দেখা যায়।

বর্ণনা :—গুল্মজাতীয় গাছ, ২-৪ ফুট উচ্চ। শাখাগুলি সূক্ষ্ম। পত্রের কিনারা করাতের ন্যায়। সকল পত্রের বৃন্ত সমান নহে, কোনটি অতি সূক্ষ্ম, কোনটি বা ৩ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হইয়া থাকে। পুষ্পাধার ½ ইঞ্চি, ফুলের বৃন্তি লোমযুক্ত। পুংকেশর দল ছোট, ৭-১০টি। ইহা C. esculenta এর সমরূপ চিত্রিত (Rheede, Hort, Mal., v. 50)। ইহার ছাল Mallotus philippinensis (কমলাগুঁড়ি) সহিত ভেজাল দিয়া থাকে। মার্চ হইতে মে মাস পর্যন্ত ফুল ও ফল পাওয়া যায়।

ব্যবহার্য অংশ :—ফল ও পত্র।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—Roxburgh বলেন যে দক্ষিণ-ভারতের পাহাড়ী লোকেরা ইহাকে বিরেচক ঔষধরূপে ব্যবহার করে। পশ্চিম ভারতে ইহা যকৃৎ বৃদ্ধি এবং অর্শরোগের ঔষধ বলিয়া বিশেষখ্যাতি আছে। ছাল ৯০-১২০ গ্রেণ, ১ পাইন্ট জলে সিদ্ধ করিয়া সিকি পরিমাণ থাকিতে নামাইয়া দিবসে তিনবার সেবন করিলে এবং শিকড় বাটিয়া অর্শের বলিতে লাগাইলে অর্শ আরাম হয়।

ছালের ক্বাথ সেবন করিলে রক্তের শক্তি বাড়াইয়া দেয়। ইহার শিকড়ে এটা পাক আছে। ইহা বহুমূত্র রোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। শিকড়ের অরিষ্ট ১০-২০ গ্রেণ পরিমাণ ব্যবহার করিলে পুরাতন রক্ত রোগ আরাম হয়। এই গাছের ফল মৎস্যের পক্ষে বিষের ন্যায় কাজ করে (Stewart)। পত্র ও ফলের শাঁস মূত্রকর।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

ফল—মৎস্যবিষ

ছাল—তিক্ত, দোষে বাহ্যপ্রয়োগে ব্যবহৃত হয়।

ফলের শাঁস—প্রস্রাবকারক

Fig.—Brandis, Fo. Fl., 243, t. 31, Wight., i. t. 1846 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 439.

Ref :—F. B. I., ii, 593, Roxb., F. I., ii., 421 ; B. P., i. 509 ; Watt, ii, Pt. i. 209

264. Casearia tomentosa Roxb. (চিলা)

L. PASSIFLORACEAE.

Genus—CARICA Linn.

265. C. papaya Linn. (পেঁপে)

ভাষানুসারী নাম :—পেঁপে—বাংলা, পেপিয়া—হিন্দী ; পাপ্পালি, পাপ্পাই—তামিল ; বাপ্পাই—তেলেগু ; পেপেয়াম্—বান্দর।

বাসস্থান :—ইহার আদির বাসস্থান দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিল (Brazil) নামক স্থানে; তথা হইতে পর্তুগীজেরা প্রথম এদেশে আনে এবং এখন ইহা ভারতের সর্বত্রই বাগানে চাষ হইতেছে। বঙ্গদেশের হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্ধমান, রাঁচি, মহীশূর, মধ্যে প্রভৃতি স্থানে। বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—১০-২৫ ফুট উচ্চ গাছ, গোলাকার। শাখা-প্রশাখা প্রায়ই হয় না। গাছ পুরাতন হইলে দুই একটি শাখা বাহির হয়। পত্র তালপত্রের ন্যায় হস্তাকার, ইহাতে ৭টি ভাগ থাকে। বৃন্তটি নলের মত, প্রায় ৩ ফুট লম্বা। পুংপুষ্প পত্রের গোড়া হইতে বাহির হয়। পুং ও স্ত্রীপুষ্প সাধারণতঃ ভিন্ন গাছে জন্মে। পুং পুষ্পের পুষ্পাধার গোলাকার, স্ত্রীপুষ্পের পুষ্পাধার ৫ ভাগে বিভক্ত। ফল লম্বা ও প্রায় গোলাকার, দেখিতে অনেকটা ছোট লাউ এর ন্যায়; পাকিলে পীতবর্ণ আভাযুক্ত রং হয়। ফলের ভিতর অনেকগুলি কৃষ্ণবর্ণ ও কফবর্ণ বীজ থাকে। কাঁচা ফলে ক্ষতের মত দুধ আঠা থাকে। প্রায় সারাবৎসরই ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য :—ফল, পত্র, আঠা।

লোকপ্রচারের ঔষধার্থে ব্যবহার :—পেঁপের আঠা টাট্‌কা আঠার সহিত মিশাইয়া খাইলে লিভার বড়ো শীঘ্র কমিয়া যায়। পেঁপে রক্ত অর্শ, প্লীহার রোগ ও অজীর্ণে হিতকর। পেঁপের আঠা কৃমিনাশক (Dr. Fleming)। পেঁপের টাট্‌কা আঠা, ১ ড্রাম, মধু, ০·৫ ড্রাম, গরম জল একত্র মিশ্রিত করিয়া আর গরম থাকিতে একবারে খাইয়া দুই ঘণ্টা পরে ক্যাস্টর অয়েল খাইতে হইবে—এইরূপে উপর্যুপরি দুই দিন খাইলে কৃমি নষ্ট হইয়া যায়। পূর্ণ বয়স্কের পক্ষে উপরোক্ত মাত্রায় ব্যবহার্য। ১০ বৎসরের অধিক বালকদের পক্ষে অর্ধেক এবং তাহার কম বয়সের পক্ষে ¼ ভাগ খাইতে হইবে। ইহা যদি পেটের অসুবিধাজনক অসাধারণ হয় তবে চিনির জল ব্যবহার করিবে (O' Shaughnessy)।

ভারতীয় স্ত্রীলোকেরা বলেন, যদি কোন গর্ভবতী স্ত্রীলোক পেঁপের আঠা খায় তবে তাহার গর্ভপাত হয়। তাহাদের ধারণা এই যে পেঁপে খাইলেই গর্ভপাত হইতে পারে। পেঁপের আঠা ১ ড্রাম, সমপরিমাণ চিনি এইরূপ তিন ভাগ করিয়া ৩ বার খাইলে

যকৃৎ বৃদ্ধি কমিয়া যায় (Ind. Med. Gazette)। পেঁপের আঠা পরিপাক কার্য্যের সহায়তা করে। পত্রের রস হৃদ্‌রোগ এবং জ্বরে হিতকর। পেঁপের আঠা কৃমিনাশক ও গ্রহণীরোগ নিবারক। পেঁপের শিকড় তিক্ত, ইহা পাকাশয়ের বল বৃদ্ধি করে।

Glossary —সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

অপক্বফলের দুধের মত রস—রৌদ্রে পুড়িয়া চামড়ার উপর যে দাগ হয় এবং অন্যান্য দাগ ইহাতে নষ্ট হয়। ইহা কৃমিনাশক, বিশেষতঃ, ফিতাকৃমির পক্ষে উপকারী।

পাকাফল—অগ্নিদীপক, উদরাময় (পেট ফাঁপা) নাশক ; প্রস্রাবকারক।

বীজ—কৃমিনাশক, ঋতুস্রাবকারক, পিপাসা নিবারক।

Fig—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 440.

Ref—F. B. I., ii. 599 ; Roxb. F. I., iii. 824 ; B. P., i. 514 ; Prain , H. H., 215.

265. Carica papaya Linn. (পেঁপে)

LI. CUCURBITACEAE.

Genus—TRICHOSANTHES Linn.

266. T. palmata Roxb—(মাকাল)
T. bracteata (Lamk.) Voigt

ভাষানুসারী নাম :—মহাকাল, বিশাল—সংস্কৃত ; মাকাল—বাংলা ; লাল-ইন্দ্রায়ণ, মাকাল—হিন্দি ; কুমাড়ে—বোম্বে ; কণ্ডল—মহারাষ্ট্র ; কোবাইরৈ—তামিল , আবুজ্‌ল্‌, কাকি-দোণ্ডা—তেলেগু ; টিট্টা-তোণ্ডালা—সিংহল ; অন্‌ধোল—আরব ; হুজল-হন্‌ল—পারস্য ।

মহেন্দ্রবারুণী রম্যা চিত্রবল্লী মহাফলা ।
সা মাহেন্দ্রী চিত্রফলা ত্রপুষী ত্রপুসা চ সা ॥
আত্মরক্ষা বিশালা চ দীর্ঘবল্লী বৃহৎফলা ।
স্যাদ্ বৃহদ্বারুণী সৌম্যা [illegible] ॥
মহেন্দ্রবারুণী জ্ঞেয়া পূর্বোক্তগুণ ভাগিনী ।
রসে বীর্য্যে বিপাকে চ কিঞ্চিৎ এষা গুণাধিকা ॥

রাজনিঘণ্টু : । গুড়ুচ্যাদিবর্গঃ ।

নামপর্যায় :—মহেন্দ্রবারুণী, রম্যা, চিত্রবল্লী, মহাফলা, মাহেন্দ্রী, চিত্রফলা ত্রপুষী, ত্রপুসা, আত্মরক্ষা, বিশালা, দীর্ঘবল্লী, বৃহৎফলা, বৃহদ্বারুণী, সৌম্যা—এই চোদ্দটি নাম ।

গুণপর্যায় :—মহেন্দ্রবারুণী—পূর্বোক্ত মাকাল লতার ফলের মত গুণ সম্পন্ন :—অর্থাৎ ইহা কটু রস বিপাকে তিক্তরস শীতবীর্য্য, রেচক, গুল্ম, পিত্ত, উদরী, শ্বাস, কৃমি, কুষ্ঠ এবং জ্বর নাশক । কেবলমাত্র রসে, বীর্য্যে এবং বিপাকে মাকাললতা অপেক্ষা অল্পাধিক গুণসম্পন্ন ।

প্রাপ্তিস্থান :—হিমালয় হইতে সিংহল পর্যন্ত ভারতের সর্বত্র জঙ্গলে দেখা যায় । মির্জাপুর, বঙ্গদেশের হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, ২৪-পরগণা । বোটানিক্‌ গার্ডেন, শিবপুর ।

বর্ণনা :—বৃক্ষারোহীলতা, ৩০–৪০ ফুট লম্বা হয় । পত্রের ব্যাস ২–৬ ইঞ্চি, পত্র তিন অংশে বিভক্ত । দেখিতে অনেকটা করাঙ্গুলিবৎ । পত্রের গোড়ার দিক হৃৎপিণ্ডাকৃতি । কিনারা দাঁতযুক্ত । পুষ্প ১·৩ ইঞ্চি, শ্বেতবর্ণ, একলিঙ্গ বিশিষ্ট । পাপড়ি ৩ ইঞ্চি, ইহার গোড়া পীতবর্ণ, পুং পুষ্প একসঙ্গে দুইটি করিয়া বাহির হয়, ইহার বৃন্ত ৬ ইঞ্চি, লম্বা । ফলের ব্যাস ১½–২ ইঞ্চি, উজ্জ্বল লালবর্ণ, ফলের গায়ে ১০টি লেবু রং-এর দাগ আছে । ফলের শাঁস সবুজবর্ণ, শাঁসে বীজ অনেক আছে । প্রত্যেক বীজ ⅓–½ ইঞ্চি লম্বা, চেপ্টা, মসৃণ, ধূসরবর্ণ । বীজে তৈল আছে । আর এক জাতীয় মাকাল আছে

মহাকাল (T. bracteata Kurz) বড় মাকাল বলে (Kurz. Journ. Asiat. Soc. Pt. ii, 99, 1877)। বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—ফল ও শিকড়।

দেশজ চিকিৎসায় ব্যবহার।

চরক :—জলপীড়ার চিকিৎসা—মাকালের মূল পেষণ করিয়া জলে গুলিয়া দিলে জলপীড়া (ডুবকো) নিবৃত্তি পায় (গৌরোগ চিঃ)।

মূল প্রকারের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ফল গুঁড়া করিয়া নারিকেল তৈলের সহিত ফুটাইয়া নাক ও কানের ঘায়ে দিলে ঘা আরাম হয় (Ainslie)। মাকালের ফল বিষাক্ত বলিয়া কথিত আছে, ইহা তামাকের সহিত মিশাইয়া কাককে খাইতে দিলে কাক মরিয়া যায় (Roxburgh)। গবাদি পশুর বক্ষপ্রদাহে ও অন্ত্রের রোগে ইহা ব্যবহৃত হয় (Wight)। বঙ্গদেশে ইহার ফল হাঁপানিরোগে ধূমপানরূপে ব্যবহৃত হয়। মাকালের শিকড়। ত্রিফলা ও হরিদ্রা সমপরিমাণ যোগে যে বটিকা প্রস্তুত হয়, উহাতে মিশ্রিত মধু করিয়া 'কর্ণপাকিয়া' রোগীর পক্ষে উপকারী (Dymock)। ফলের রস কিংবা শিকড়ের কাথ, তিল তৈলের সহিত গরম করিয়া স্নান করিবার সময় তৈলরূপে ব্যবহার করিলে, মস্তকশায়ী মাথাধরা ও আধকপালে আরাম হয় (Watt)। কানে পুঁজ হইলে এই তৈল কানে দিলে পুঁজ আরাম হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ফল—ধূমপানরূপে ব্যবহারে হাঁপানি আরাম হয়। বিরেচক। নারিকেল তৈলের সহিত ফুটাইয়া যে তৈল প্রস্তুত হয়—তাহা ব্যবহারে নাকের ও কানের ঘা আরাম হয়।
মূল—পশুদিগের অন্ত্রের রোগে উপকারী। ইহা সমপরিমাণ কলোসিন্থের সহিত মিশাইয়া বাটাইয়া প্রলেপে কার্বাঙ্কলে বিশেষ উপকারী। সরিষার তৈলের সহিত ফুটাইয়া ব্যবহারে মাথার যন্ত্রণায় উপকারী।

Fig :—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 442 B, Wight, Ill, t. 104. & 105.

Ref :—F. B. I., ii, 606 ; Roxb., F.I., iii, 704 ; B.P., i. 518 ; Watt, vi. Pt. iv, 84 ; Voigt. H. S., 58.

266. Trichosanthes palmata Roxb. (মাকাল)

267 T. cordata Roxb. (ভুঁইকুমড়া)

ভাষানুসারীনাম ঃ—বিদারী, ভূমিকুষ্মাণ্ড—সংস্কৃত; ভুঁইকুমড়া—বাংলা; বিলাইকন্দ, সেতী, বিলেয়াকন্দ—হিন্দি; ভুঁই-কোহলা—মহারাষ্ট্র; ফগ্‌ভেলানোকন্দ—গুজরাট; ভূমিকোহলে—কোঙ্কণ; নেলগুম্বল—কর্ণাট; নেলগুম্মুডু, গৌপালকিন্দ—তেলেগু; ভুঁই-কখারু—উড়িয়া; সর্গালি-মুন্দ্রা—আসাম।

বিদারিকা স্বাদুকন্দা সিতা শুক্লা শৃগালিকা।
বিদারী বৃষকন্দা চ বিড়ালী বৃষবল্লিকা॥

ভূকুষ্মাণ্ডী স্বাদুলতা গজেষ্টা বারিবল্লভা।
ক্রোষ্টী কন্দফলা চেতি মনুসংখ্যাহ্বয়া মতা॥

বিদারী মধুরা শীতা গুরুঃ স্নিগ্ধাস্রপিত্তজিৎ।
ক্রোষ্টী চ বলকৃৎ পুষ্টি-স্তন্য বীর্য্যবিবর্দ্ধনী॥

রাজনিঘণ্টুঃ। মূলকাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় ঃ—বিদারিকা, স্বাদুকন্দা, সিতা, শুক্লা, শৃগালিকা, বিদারী, বৃষকন্দা, বিড়ালী, বৃষবল্লিকা, ভূকুষ্মাণ্ডী, স্বাদুলতা, গজেষ্টা, বারিবল্লভা, কন্দফলা—এই চোদ্দটি নাম।

গুণপর্যায় :—বিদারী—মধুর রস, শীতবীর্য, গুরুপাক, পিত্তরক্তনাশক, বাতপিত্তনাশক, কফকারক, পুষ্টিকারক, বলকারক এবং বীর্যবর্দ্ধনকারী।

উৎপত্তিস্থান :—উত্তর ও পূর্ববঙ্গ, সেক, খাসিয়া পাহাড়, তেরাই পাহাড়, কাছাড় এবং নেপাল।

বর্ণনা :—বহুদূর বিস্তৃত লতা, কাণ্ডে ঘন লোম আছে। পত্র ৬-৮ ইঞ্চি লম্বা, কিনারা খাঁজযুক্ত ও করতলের ন্যায়। খাঁকড়ী ১-২ ফুট লম্বা, খাঁকড়ীতে ৩টি প্রশস্ত শাখা আছে। ফুল এক দিক বিশিষ্ট। পুষ্পদণ্ড ৪ ইঞ্চি লম্বা, অতিশয় শক্ত। পুষ্পদণ্ডে ঘন পল্লব আছে, ১২ ইঞ্চি লম্বা। ফল হাকালের মত উজ্জ্বল লালবর্ণ, মস্তক কমলা লেবুর রং বিশিষ্ট। ইহার কন্দ স্বাদে তিক্ত, কটু ও কষায়, দেখিতে পীতবর্ণ। বরিশাল ও চট্টগ্রামের লোকে ইহাকে ভূমকুমড়া বলে। প্রকৃত ভূমিকুষ্মাণ্ড স্বাদে মধুর এবং উহার কন্দে শ্বেতবর্ণ আঠা আছে এবং কন্দ দেখিতে শ্বেতবর্ণ। প্রকৃত ভূঁইকুমড়ার ল্যাটিন নাম Ipomoea digitata. L. অথবা Convolvulus paniculate Linn। ইহা বঙ্গের সর্বত্র জন্মে। ইহাও লতানে গাছ। শালিগ্রাম বৈদ্য বলেন, যাহার কন্দ ভূলার মত, বর্ণ রক্ত ও শ্বেত এবং প্রতি শাখায় ৭-৮টী পত্র থাকে তাহাই ক্ষীরবিদারী (I. digitata).

ব্যবহার্য অংশ :—শিকড় ও মূল।

বৈদ্যকে বিদারীর ব্যবহার।

চর্ম্ম :—(১) **বিসর্পে** বিদারী—বিদারীকন্দ ধৌত গব্যঘৃতসহ পেষণপূর্বক বিসর্পে প্রলেপ দিবে (চিঃ ১১ অঃ)। (২) **মূত্রের বৈবর্ণ্যে ও কৃচ্ছ্রতায়** বিদারী—বিদারীকন্দ সহ যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া, কিম্বা ক্ষীরপরিভাষানুসারে পক্ব বিদারী ক্বাথ পান করিলে, মূত্রের বিবর্ণতা কিম্বা মূত্রকৃচ্ছ্র নিবৃত্তি পায় (চিঃ ২২ অঃ)।

মূত্রযন্ত্র—বাজীকরণার্থ—বিদারী—ভূমিকুষ্মাণ্ডের চূর্ণ, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ গব্যঘৃত এবং মধুসহ সেবন করিলে বাজীকরণবিধান হয় (চিঃ ২৬ অঃ)।

চক্রদত্ত :—(১) **বিষমজ্বরে** বিদারী—আম দেওয়া দুগ্ধ, তিলতৈল, গব্যঘৃত, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও ইক্ষু রস এবং মধু একত্র মন্থনপূর্বক বিষমজ্বরী পান করিবে (জ্বর চিঃ)। (২) **শিরঃশূলে** বিদারী—ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস চিনি সহ শিরঃশূলে সেব্য (শূল চিঃ)। (৩) **স্তন্যবর্দ্ধনার্থ** বিদারী—বাগ্ভটোক্ত, সুরার সহিত বিদারীকন্দচূর্ণ সেবন করিলে প্রসূতির স্তন্য বর্দ্ধিত হয় (স্ত্রীরোগ চিঃ)।

মূলপ্রবাদের ঔষধার্থে ব্যবহার :—

ইহার কন্দ একটি মূল্যবান্ বলকারক ঔষধ এবং Columba এর সমগুণবিশিষ্ট ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয় (Roxb)। সাঁওতাল জেলায় ইহার শুষ্ক মূল ২-৪ গ্রেন পরিমাণে উত্তেজক

ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহার শুষ্ক শিকড়ের গুঁড়া ১০ গ্রেণ পরিমাণ ব্যবহার করিলে গ্রীবা, বক্ষ ও পাকস্থলীর বিবৃদ্ধি আরাম করে এবং টাট্‌কা শিকড় তৈলের সহিত মিশাইয়া ক্ষতের মধ্যে প্রয়োগ হয় (Taylor's Topography, Dacca)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

মূল—বলকারক। শুষ্ক করিয়া গুঁড়া করিয়া বর্দ্ধিত গ্রীবা এবং বক্ষে উপকারী। তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ক্ষতের মধ্যে ব্যবহৃত হয়।

শুকমূল—উত্তেজক ঔষধ হিসাবে গণ্য হয়।

মন্তব্য :—চরক কুষ্ঠঘ্ন, বর্ণ্য, কণ্ঠ্য এবং কেশোপগবর্গে বিদারী পাঠ করিয়াছেন। বিদারীকন্দ—বলকারক। আর্ত্তব রক্তের অতিরিক্ততায় ইহা সেবন করিলে রক্তস্রাব নিবৃত্তি পায়। গোধূম, দুগ্ধ, মধুসহ বিদারীকন্দের প্রলেপ প্রস্তুত করিয়া ক্ষীণ, দুর্বল, অতিসার ও অতিরিক্তস্রাব শিশুকে সেবন করান হইয়া থাকে (Khorry)।

Fig—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 442 A
Ref—F. B. I., ii, 608 ; Roxb., F. I., iii, 703 ; B. P., i, 518.

267. ৭ T. cordata Roxb. (কুঁইডুমকা)

268. T dioica Roxb. (পটোল)

ভাষানুসারী নাম :—পটোল—সংস্কৃত ; পটোল—বাংলা ; পালওয়াল, পরবল, পারভার—হিন্দি ; পটোল—উড়িয়া ; পলওয়াল—পাঞ্জাব ; পটোল—গুজরাট ; কোম্‌-পুদালৈ—তামিল ; কোম্‌-পট্‌লা—তেলেগু ; পোতলী—কর্ণাট ; মোম্বরকোড়ি—কাঙ্কুন।

স্যাৎ পটোলঃ কটুফলঃ কুলকঃ কর্কশচ্ছদঃ।
রাজনামা বৃত্তফলঃ পাণ্ডুঃ পাণ্ডুফলো মতঃ॥
বীজগর্ভো নাগফলঃ কুষ্ঠারিঃ কাসমর্দ্দকঃ।
পঞ্চাঙ্গিকফলো জ্যোৎস্নী কুষ্ঠঘ্নঃ ষোড়শাহ্বয়ঃ॥
পটোলঃ কটুতিক্তোষ্ণঃ কফপিত্তকাসজিৎ।
কণ্ডূকুষ্ঠি কুষ্ঠাদহ্ জ্বরদাহার্ত্তিনাশনঃ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। গুড়ূচ্যাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—পটোল, কটুফল, কুলক, কর্কশচ্ছদ, রাজনাম, বৃত্তফল, পাণ্ডু, পাণ্ডুফল, বীজগর্ভ, নাগফল, কুষ্ঠারি, কাসমর্দন, পঞ্চ, বাজিফল, জ্যোৎস্নী, এবং কুষ্ঠ—এই ষোলটি নাম।

গুণপর্য্যায় :—পটোল—কটু তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, রক্তপিত্ত ও ক্রিমিনাশক। ইহা কণ্ডূতি, কুষ্ঠ, চর্মদোষ, জ্বর ও দাহ নিবারক।

জন্মস্থান :—সমগ্র ভারতবর্ষে চাষ হয়। হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলায় চাষ হয়।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী লতা, বহুদূর বিস্তৃত হয়। লতার প্রত্যেক গাঁইট হইতে মূল বাহির হয়। পত্র বন্ধুরে। গাছ একলিঙ্গ বিশিষ্ট ; পত্র ৩ ইঞ্চি লম্বা ও ২ ইঞ্চি বিস্তৃত, হৃৎপিণ্ডাকৃতি। পত্রের অগ্রভাগ সরু, বোঁটা পশমযুক্ত, ½ ইঞ্চি লম্বা ; শাখাটী ৩-৮ ইঞ্চি লম্বা। পুংপুষ্প জোড়া জোড়া থাকে। স্ত্রীপুষ্পের পুষ্পবৃন্ত অতি ক্ষুদ্র, পুষ্পনল ১½ ইঞ্চি লম্বা, সরু। ফল ২-৩½ ইঞ্চি, লম্বাকৃতি কিম্বা ঈষৎ গোলাকার, কাঁচা পাতিসবুজ রং বিশিষ্ট। বীজ ⅓-½ ইঞ্চি, চেপ্টা। কিনারায় ঢেউখেলান। Dr. Roxburgh বলেন, ইহার পুংকেশর ৫টি আছে। আয়ুর্বেদ-মতে যে পটোল আমরা খাই, তাহা ঔষধার্থে ব্যবহারের যোগ্য নহে ; উহা বন্যজাত পটোল, উহার ফল তিক্ত, পত্র অতিশয় কর্কশ ও লোমযুক্ত। T. Cucumerina Linn. কেই আসল পটোল বলিয়া আয়ুর্বেদে ব্যবহার করা হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—পত্র, ফল ও গাছের লতা ; ক্বাথ ৫-১০ তোলা ; রস—১-২ তোলা।

বৈদ্যকে পটোলের ব্যবহার।

চরক :—(১) **রক্তপিত্তে** পটোলপত্র—কাথকল্পাদির অবস্থা অনুসারে প্রযুক্ত পটোলপত্র, রক্তপিত্তের প্রশমক (চিঃ ৪ অঃ)। (২) **মদাত্যয়রোগে** পটোল—পত্র সহিত পটোলের কাঁটার কাথ করিবে; তণ্ডুলোদকে এই কাথ, মুক্তনিষ্ঠীবনাদি পীড়িত মদাত্যয় রোগীকে পান করাইবে (চিঃ ১২ অঃ)। (৩) **শোথে** পটোলপত্র—শোথ-রোগীকে যদি শাক সেবন করাইতে হয়, তাহা হইলে তিক্তপল্তাই প্রশস্ত (চিঃ ১৭ অঃ)। (৪) **বিষদোষে** পটোল শাক——সর্বপ্রকার বিষদোষের পক্ষে তিক্তপল্তা প্রশস্ত (চিঃ ২৩ অঃ)। (৫) **উরুস্তম্ভে** পটোলশাক—তিক্তপল্তা জলে সিদ্ধ করিয়া, তৈলে সন্তলনপূর্বক বিনা লবণে, উরুস্তম্ভরোগীকে সেবন করাইবে (চিঃ ২৭ অঃ)।

সুশ্রুত :—**রক্তপিত্তে** পটোলপত্র—ঘৃতভর্জিত তিক্তপল্তা রক্তপিত্ত রোগীর পক্ষে হিতকর (উঃ ৪৫ অঃ)।

চক্রদত্ত :—(১) **পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে** পটোলপত্র—ত্রিফলা ও পল্তার যূষ পিত্তশ্লেষ্মজ্বর রোগীর পক্ষে হিতকর (জ্বঃ চিঃ)। (২) **জ্বরে** শাকার্থ পটোল—জ্বর রোগীকে শাক দিতে হইলে তিক্তপল্তা বা পল্তা দিবে (জ্বঃ চিঃ)। (৩) **পিত্তজ্বরে**—পটোলপত্র—পল্তা ও যবের কাথ প্রস্তুত করিবে। এই কাথ শীতল হইলে, মধুযোগে মধুর করিয়া পিত্তজ্বরীকে পান করাইবে। ইহা পিত্তজ্বরের তৃষ্ণা ও দাহ নিবারক (জ্বর চিঃ)। (৪) **বাতব্যাধিতে** পটোলফল—পটোলের যূষ লঘু, রুচ্য ও বাতঘ্ন (বাতব্যাধি চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ :—পিত্তজ বমন রোগে প্রথমেই পটোল মূলের কাথ পান করাইবে (মঃ খঃ ৪ ভাঃ)।

মূল প্রয়োগের ঔষধার্থে ব্যবহার :—কাঁচা পটোলের রস বিরেচক ও বামক, পটোলের পত্র ও ফলের কাথ অন্তরাদির ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয় (Dutt)। প্রাচীন কবিরাজেরা পটোলের শিকড় চূর্ণরোগে ব্যবহার করিতেন (Pharm. Ind.)।

শোথরোগীকে বন-পটোলের রস খাওয়াইলে শোথের উপকার হয়।

পটোলের মূল খাইলে অতিশয় অবস বোধ হয় (K. L. Dey).

পল্তা, বাসক, মুথা, হরিদ্রা, বিজব, কন্টকারী, ত্রিফলা প্রত্যেক দুই তোলা, দারচিনি, নিমের শিকড় প্রত্যেক ৩ তোলা, চিরতা ৪ তোলা এইগুলির কাথ একত্রে মিশ্রিত করিয়া খাইলে কামলা ও শোথ আরাম হয়। মাত্রা ১ ড্রাম, গোমূত্রের সহিত ব্যবহার্য।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

পাতা—মলবিবাপ পটোলপত্র ও ধনিয়ার কাথ জ্বর নাশক ও বিরেচক।

মূল—মৃদুবৎ বিরেচক। বমনকর ও তিক্ত।

ফল—স্তম্ভক রোগে উপকারী।

বনপটোলের টাট্কা রস—তিক্ত, বিরেচক ও বমনকর।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 443.

Ref —F. B. I., ii, 609 ; Roxb., F. I., iii. 701 ; B. P., i, 517 ; Watt vi, Pt. 4, 83 ; Prain H. H., 215 ; Voigt, H. S., 58.

268. T. dioica Roxb. (পটোল)

269. T. anguina Linn. (চিচিঙ্গা)

ভাষানুসারী নাম :—চিচিণ্ডা, খতিগুনী—সংস্কৃত , চিচিঙ্গা, হোপা—বাংলা , চাচিণ্ডা, চুচিণ্ডী—হিন্দি ; ঢুপড়ী, কাককোলা—কর্ণাট ; পড়বালা—কানপুর , পড়বাল—বোম্বে ; পোড়ীচুচিনী—মহারাষ্ট্র ; নিক-পোটল—নেপাল।

খতিগুনী খট্টাৰী খট্টা পর্বতুলপালিকা ঢুপা।
খট্টাপাঙী ঘন্তা কাকোলী কোলপালিকা নবধা ॥
খতিগুনী কটুস্বাদু পিত্তিহা সন্তাপপিত্তলোমকী।
বাতাধমলোধকরী গুরুধাতুরোচকরী চ।

রাজনির্ঘণ্টুঃ। মূলকাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—খতিগুনী, খট্টাৰী, খট্টা, পর্বতুলপালিকা, ঢুপা, খট্টাপাঙী, ঘন্তা, কাকোলী ও কোলপালিকা—এই নয়টি নাম।

গুণপর্যায় :—খতিগুনী—কটুরস, বিপাকে মধুর রস, শীতবীর্য, সন্তাপ ও পিত্তরোগনাশক ; বায়ুবর্দ্ধক, গুরুপাক ও অরোচকনাশক।

জন্মস্থান :—আদি জন্মস্থান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, ভারতের সর্বত্র আর ও অধিক পরিমাণে চাষ হয়।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী লতানে উদ্ভিদ ; পত্র হৃৎপিণ্ডাকৃতি ও ৫টি কোণযুক্ত, পত্রের উভয়দিকে কোমল লোম আছে। ইহার আঁকড়ী ১½-২ ফুট লম্বা। পুং পুষ্প লম্বা বোঁটায় ধরে এবং স্ত্রীপুষ্প এক একটি পৃথক ধরে। ইহার বোঁটা ছোট, পুং পুষ্পের একই শাখায় হয়। ফল ৫ ফুট লম্বা এবং ব্যাস ১-১½ ইঞ্চি। বীজ চেপ্টা বেলনাকার, একটি ফলে অনেক বীজ হয়। চাষের চিচিঙ্গা বন-চিচিঙ্গা অপেক্ষা লম্বা। বোধ হয় বন-চিচিঙ্গার চাষের উন্নতি করিয়া এই চিচিঙ্গা হইয়াছে (C. B. Clarke)। বর্ষাকালে চিচিঙ্গার ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—ফল

মূল প্রকাশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার ফল বন-চিচিঙ্গার মত। বীজ বিরেচক। পাকা চিচিঙ্গা জোলাপের কাজ করে। ইহার বীজ ক্রিমি ও জ্বরনাশক। পাতার রস টাকে দিলে টাক আরাম হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

বীজ—বিষ।

ফল—বিরেচক, ক্রিমিনাশক, বমনকারক।

Fig.—Bot. Mag., t. 722 ; Lamk., Ill. t. 794.
Ref.—F.B.I., ii, 610 ; Roxb, F.I., iii, 701 ; B.P., i. 518 ; Prain H.H., 216

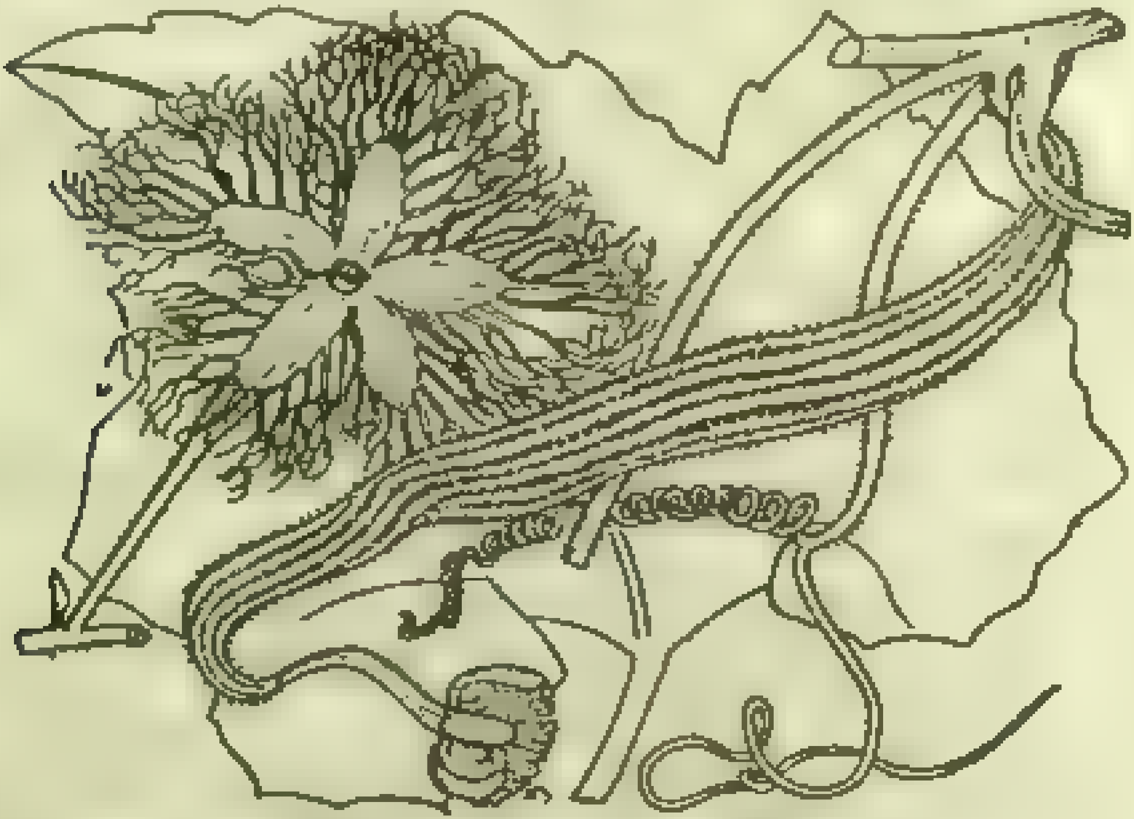

269. T. anguina Linn. (চিচিঙ্গা)

270. T. cucumerina Linn. (বনচিচিঙ্গা)

ভাষানুসারীনাম :—বনচিচিঙ্গা, বনপটল—বাংলা ; জংলি-চিচিণ্ডা—হিন্দী ; জিঙ্গি-পোট্লো —কানপুর । কটু-পটোলম—মালয় ; পুডেল—তামিল ; [illegible], ছোট-পোটল—তেলেগু ; [illegible]—পাঞ্জাব ।

বাসস্থান :—সমগ্র ভারতবর্ষ ও সিংহল ; বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান ও ২৪-পরগনা, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর ।

বর্ণনা :—এই উদ্ভিদ চিচিঙ্গার ন্যায় ; সুতরাং পৃথক বর্ণনা অনাবশ্যক । ফল ১—৩ ইঞ্চি লম্বা, মোচার মত, বীজ ¼—½ ইঞ্চি, ঢেউ খেলান, চেপ্টা । শাঁস লালবর্ণ, কদলীর শাঁসের মত (C.B. Clarke) । বর্ষাকাল হইতে শীতকাল পর্য্যন্ত ফুল ও ফল হইয়া থাকে ।

ব্যবহার্য অংশ :—লতা, পাতা ও বীজ ।

মূলপ্রত্যঙ্গের ঔষধার্থে ব্যবহার :—মুসলমান বৈদ্যেরা বলেন যে, ইহা ফোঁড়া ও ক্রিমির পক্ষে হিতকর । ইহার—১৮০ গ্রেণ পরিমাণ লতা একরাত্রি জলে ভিজাইয়া একটাক পরিমাণ জলে মধু মিশ্রিত করিয়া প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে সেবন করিলে প্রবল জ্বর আরাম হয় । বনচিচিঙ্গা ও ধনিয়ার ক্বাথ, আদা ও মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে প্রবল জ্বর আরাম হয় । চিচিঙ্গা পাতার রস যকৃতের উপর লাগাইলে জ্বরের উপশম হয় (Dymock) ।

ইহার বীজ অতিসার রোগে হিতকর । কাঁচা চিচিঙ্গা এবং উহার কাঁচা [illegible] ক্বাথ চিনি মিশ্রিত করিয়া খাইলে পরিপাক বৃদ্ধি করে ; ইহা ক্রিমি ও জ্বর নাশক । শিকড়ের রস ২ আউন্স পরিমাণ সেবন করিলে অতিশয় উদরাময় দেখা দেয় ।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

ফল—তিক্ত, বিরেচক ।

মূলের রস—বিরেচক ।

পাতা এবং ডাঁটা—ইহার ক্বাথ [illegible], ও চর্ম্মরোগে, উপকারী । [illegible] কারক ।

বীজ—ক্রিমিনাশক, পাকস্থলীর রোগে উপকারী এবং [illegible] ।

শাক—[illegible] । [illegible], রোগারম্ভের প্রতিষেধক, [illegible] । ফোঁড়া ও ক্রিমিতে উপকারী ।

Fig.—Rheede, Hort, Mal, viii. t. 15 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 444.

Ref.—F. B. I., ii. 609 ; F. I., iii, 702 ; B. P., i. 518 ; Prain H. H., 215.

270. T. cucumerina Linn. (বনচিচিঙ্গা)

Genus—LAGENARIA Seringe.

271. L. vulgaris Seringe (লাউ)

ভাষানুসারী নাম :—অলাবু, তুম্বী, ইক্ষ্বাকু—সংস্কৃত ; লাউ—বাংলা ; কদু, লৌকী—হিন্দি ; গোরখতুম্বী—মহারাষ্ট্র ; সোরাক্কাই—তামিল ; সোরাকায়া—তেলেগু ; বোগা-লাউ—আসাম।

গোরক্ষতুম্বী গোরক্ষী মহালাবুর্ঘটাভিধা।
দুগ্ধালাবুর্ঘটালাবুঃ দুগ্ধতুম্বী চ সপ্তধা॥
দুগ্ধতুম্বী মধুরা শিশিরা পিত্তহারিণী।
গুরু সন্তর্পণী রুচ্যা বীর্য্যপুষ্টিবলপ্রদা॥

অপরঞ্চ

ক্ষীরতুম্বী দুগ্ধতুম্বী দীর্ঘবৃন্তফলাভিধা।
ইক্ষ্বাকুঃ কটুতুম্বী দীর্ঘবীজা মহাফলা।

ক্ষীরিণী দুগ্ধবীজা চ লম্ববীজা পয়স্বিনী ।
মহাফলা হ্যলাবুশ্চ প্রলম্বী শরতুম্বিকা ॥
তুম্বী মধুরা স্নিগ্ধা পিত্তঘ্নী গর্ভপোষকৃৎ ।
বৃষ্যা বাতহরা চৈব বলপুষ্টিবিবর্দ্ধনী ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । মূলকাদিবর্গঃ ।

নামপর্যায়ঃ—গোলকদুরী, লোকী, বধালাবু, খটে, দুগ্ধালাবু, ঘটালাবু, ও দুগ্ধতুম্বী—এই সাতটি নাম। অন্যটির নাম—ক্ষীরতুম্বী, দুগ্ধতুম্বী, দীর্ঘবৃন্তফলা, ইক্ষ্বাকু, কটিরবধা, দীর্ঘবীজা, মহাফলা, ক্ষীরিণী, দুগ্ধবীজ, লম্ববীজা, পয়স্বিনী, মহাফলা, অলাবু, প্রলম্বী, ও শতকুম্বিকা।

গুণপর্যায়ঃ—দুগ্ধতুম্বী—অতিমধুর রস, স্নিগ্ধ, পিত্তনাশক, গুরুপাক, মলভেদী, রুচিকারক, বলবীর্য্য এবং পুষ্টিবৃদ্ধিকারক।

তুম্বী—অতিমধুর রস, স্নিগ্ধ, পিত্তনাশক, গর্ভের পোষণকারক, বলকারক, বায়ুনাশক, বল এবং পুষ্টিবৃদ্ধি কারক।

প্রাপ্তিস্থানঃ—সমগ্র ভারতে চাষ হয়, হাওয়াই, কাশ্মীর, সুমাত্রা।

বর্ণনাঃ—লতানে গাছ, অনেকদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। পত্রের ব্যাস ৬ ইঞ্চি, অভিন্ন বৃত্ত, ৫টি কোণবিশিষ্ট। পুংদণ্ড ৬ ইঞ্চি, স্ত্রী-পুংদণ্ড ১ ইঞ্চি। পুষ্পদল ½ ইঞ্চি, কোমল লোমযুক্ত। পাপড়ি ১—২ ইঞ্চি। ফল ১½—২ ফুট লম্বা, কখনও আরও বড় হয়। বীজ ½—⅔ ইঞ্চি লম্বা, ½ ইঞ্চি পুরু ও চেপ্টা, ইহাতে সমান্তরাল দাগ আছে। মিষ্ট লাউ সাধারণতঃ দুই জাতীয়,—গোলকদুরী ও ক্ষীরতুম্বী। কটু জাতিদের নাম—ইক্ষ্বাকু ও কটুতুম্বী। বর্ষাকাল হইতে শীতকাল পর্য্যন্ত ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ব্যবহার্য্য অংশঃ—বীজ ও শাঁস।

বৈদ্যকে অলাবুর ব্যবহার।

পাথ্‌রীঃ—অশ্মরীতে তুম্বীবীজ—লাউবীজ চূর্ণ মধুসহ লেহনযোগে সপ্তাহ পান করিলে সঞ্চিত অশ্মরী (পাথ্‌রী) মূত্রমার্গ দ্বারা পতিত হয় (চি ১১ অঃ) চূর্ণমাত্রা ৬—৮ আনা।

ভাবপ্রকাশঃ—প্রমেহে অলাবু—অলাবু চূর্ণ করিয়া চিনি ও মধুযোগে মোদক প্রস্তুত করিবে। প্রমেহ শান্তির জন্য এই মোদক সেব্য (বঃ রঃ ৪ ভাগ)।

মূত্রাঘাতের উপকারার্থে ব্যবহারঃ—লাউয়ের বীজ হইতে একপ্রকার তৈল প্রস্তুত হয়,

উহা মাথাধরার পক্ষে হিতকর। নাটার শাঁস মূত্রকর এবং পিত্তনিবারক। ইহা পুলটিসে ব্যবহৃত হয়। নাটা পাতার রসে চিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে রক্ত দোষ ও কামলা রোগ আরাম হয় (Drury)। তিক্ত নাটা বিরেচক। প্রবলভাবে মাথা বেদনা থাকিলে ও মূল বর্দ্ধিত থাকিলে ইহা প্রযুক্ত হয় (Watt)। প্রলেপ আকারে ব্যবহার করিলে পাহাড়ের লোক উরু জ্বালা নিবারণের জন্য ব্যবহার করে। তিক্তনাটা জোলাপের কাজে ব্যবহৃত হয়। ইহা শূল রোগের কাজে ব্যবহৃত হয় (Dymock)। প্রসূতির যোনিদেশে ক্ষত হইলে তিক্তনাটার পাতা ও লোধ্‌ বৃক্ষ (Simplocos racemosa) সমপরিমাণে সেবন করিয়া প্রলেপ দিলে ক্ষত আরাম হয়। ক্ষতে পোকা ধরিলে তিক্ত নাটার চূর্ণ করিয়া ঘাঁয়ের মধ্যে দিলে পোকা মরিয়া যায়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়।

নাটার্ণাস—বমনকারক, বিরেচক, হাত পায়ের জ্বালায় ব্যবহৃত হয়।

পাতারস—চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবহারে কামলা রোগ আরাম হয়।

মন্তব্য :—নাটা বীজের তৈল শিরঃ পীড়ার বাহ্য প্রয়োগে উপকার হয়। বীজচূর্ণ (৵০---।০ আনা মাত্রায়) শিরঃ পীড়া নাশক, এবং বলকারক জ্বরনাশক। প্রবলভাবে এলোপাথি উপসর্গে মাথার চুল ফেলিয়া দিয়া ইহার শাঁস বাটিয়া প্রলেপ দিলে উপকার পাওয়া যায়। ইহা পিত্তনাশক, জ্বর নাশক এবং প্রদাহকারক। বালকদিগের অতিসারে পাতার রস আভ্যন্তর প্রয়োগ করা হয় (V Vimmagudian, Madras)। তবকনা নাটা-এর শাঁস কোষ্ঠশুদ্ধিকারক ঔষধের সহযোগী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ইহা কয়েক প্রকার বিষনাশক ঔষধরূপেও ব্যবহৃত হয়। ইহার ফলের বীজ সিদ্ধ করিয়া প্রলেপরূপে প্রয়োগে বৃদ্ধি অণ্ডের পক্ষে উপকারী—(G.C. Ganguli—Hospital Asstt)। পাকা ফলের খোসার যে অংশ ফলে লাগিয়া থাকে, উহা গুড়াইয়া জলে মিশিয়া প্রয়োগে বিষাক্ত সর্পের দংশনজনিত বিষে বিশেষ উপকারী। বিশেষতঃ শীতকালীন দংশনে উপকারী (Hony. Surgeon. P. Kinsley, Ganjam)। নাটার পীতবর্ণ মূল চিনি সহ ব্যবহারে কামলা রোগ উপশম করে। বাতনাশক ঔষধের অনুপানরূপে ব্যবহৃত হয়।

Fig.—Lamk. Ill. t. 795 ; Wight. Ill. t. 105 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 446.

Ref.—F.B.I., ii. 613 ; Roxb. F.I., iii. 718 , B.P., i. 519 ; Prain. H. H., 216.

271. Lagenaria vulgaris Seringe. (লাউ)

Genus—LUFFA Cav.

272. L. acutangula. Roxb. (ঝিঙা)

ভাষানুসারী নাম :—ধারাকোশাতকী, ঝিঙ্গক—সংস্কৃত ; ঝিঙা—বাংলা ; তোরাই, ঝিঙা—হিন্দি ; দোড়কা—মহারাষ্ট্র , হীরীরে—কর্ণাট , পিকুন্‌কাই—তামিল ; তুরুকাই, বীরকাই, ধারাকোশাতকী, তরোই—তেলেগু।

কোশাতকী ধামফলা সুপুষ্পা কর্কোটকী জালনি-পীতপুষ্পা।
ধারাফলা দীর্ঘফলা সুকোশা ধারার্গবঃ স্যাদ্দশনামকোঽয়ম্ ॥
ধারাকোশাতকী স্নিগ্ধা মধুরা কফপিত্তনুৎ
ঈষদ্বাতকরী পথ্যা রুচিকৃদ্বলবীর্যদা।

রাজনির্ঘণ্টঃ। মূলকাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—কোশাতকী, ধামফলা, সুপুষ্পা, কর্কোটকী, পীতপুষ্পা, ধারাফলা, দীর্ঘফলা, সুকোশা, ধারার্গব—এই নয়টি নাম।

গুণপর্যায় :—ধারাকোশাতকী—স্নিগ্ধ, মধুর রস, কফ ও পিত্তনাশক। কিঞ্চিৎ বায়ুকারক, বিরেচক, রুচিকারক, বল ও বীর্যবর্দ্ধক।

জন্মস্থান :—ভারতের সর্বত্র চাষ হয়, হুগলী, ঢাকা, বর্দ্ধমান, প্রভৃতি জেলায় চাষ হয়।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী লতা, অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, শাঁকড়ী ২-৩ ফুট, পত্রের ব্যাস ৮ ইঞ্চি,

প্রায় গোলাকার। পত্রে ৫টা কোণ আছে, কিনারা কর্তিত ও কোমল লোমযুক্ত, বোঁটা ২ ইঞ্চি। পুং পুষ্পদণ্ড ৩ ইঞ্চি, ফুল সাধারণতঃ পুষ্পদণ্ডের উপরিভাগে থাকে; পাপ্‌ড়ি ৫টি, সংযুক্ত। পুংকেশর ৩টি। স্ত্রীপুষ্প পৃথক পৃথক হয়। ইহা ১-৩ ইঞ্চি লম্বা; ফল ৫-১০ ইঞ্চি, অথবা আরও বড় হয়, ইহাতে ১০টি উঁচু শিরা আছে। বীজ ঘনভাবে অনেক থাকে। দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ, ½ ইঞ্চি লম্বা। ফুল বৈকালে ফুটিয়া থাকে। বর্ষা ও শরৎকালে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—বীজ ও পত্র।

মূলপ্রচারকের ঔষধার্থে ব্যবহার :—বীজ বিরেচক। ইহা হইতে এক প্রকার তৈল বাহির হয়। পত্রের রস কুষ্ঠ রোগে হিতকর। টাট্‌কা পত্রের রস বালকদিগের চক্ষে দিলে বাহিরে চক্ষু ফুলিয়া যাওয়া বন্ধ হয়।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

বীজ—বমনকারক ও বিরেচক।

টাট্‌কা পাতার রস—চোখে বিন্দু বিন্দু দিলে চোখের পাতার নীচে এবং চোখের পাতার পাশে ছোট ছোট দাগ নষ্ট হয়।

পাতার গুঁড়া—প্লীহার প্রদাহ, অর্শ এবং কুষ্ঠ ব্যাধিতে ব্যবহৃত হয়।

Fig :—Kirtikar & Basu., Ind., Med. Pl., t. 448 ; Field and Garden Crops, Pt., II., t. 62.

Ref :—F. B. I., ii, 615 ; Roxb, F. I., iii, 713 ; B, P., i, 520 ; Watt., v. Pt. I. 96 ; Prain H., H., 216.

272. Luffa acutangula Roxb. (ঝিঙা)

273. L. amara Roxb. (ঘোষালতা)

ভাষানুসারী নাম :—কোষাতকী—সংস্কৃত ; ঘোষালতা, তিক্ত ধুন্দুল—বাংলা ; কড়ইতরই, বিয়নি—হিন্দী ; কড়ুদোডকী—মহারাষ্ট্র ; কাহিরে—কর্ণাট ; পথাব—মালয় ; রাম-তরাই—বোম্বে ; বীর, উত্তেরণি, বেরিবীরা—তেলেগু ; পেপিরহাহ্—তামিল।

কোষাতকী কৃতচ্ছিদ্রা জালিনী কৃতবেধনা।
ক্ষেড়া সুভিক্ষা ঘন্টালী মৃদঙ্গফলিনী তথা ॥
কোষাতকী তু শিশিরা কটুকাম্লকষায়কা।
পিত্তবাতকফঘ্নী চ মলাধ্মানবিশোধিনী ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। গুড়ুচ্যাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় : কোশাতকী, কৃতচ্ছিদ্র, জালিনী, কৃতবেধনা, ক্ষেড়া, সুভিক্ষা, ঘন্টালী মৃদঙ্গফলিনী—এই আটটি নাম।

গুণপর্যায় :—কোষাতকী—শীতবীর্য, কটুরস, বিপাকে অম্লকষায় রস, পিত্ত, বায়ু ও কফনাশক। মলজনিত পেটফাঁপা নাশক

জন্মস্থান :—ভারতের সর্বত্র দেখা যায়। হুগলী, বর্দ্ধমান, ২৪-পরগণায় স্থানে স্থানে দেখা যায়।

বর্ণনা :—ইহা ঝিঙারই সমতুল্য। ফল ৩-৫ ইঞ্চি লম্বা এবং ফলের গায়ে ১০টি লম্বা লম্বা শিরা থাকে। ফলের ব্যাস ১½ ইঞ্চি, ভিতরের শাঁস শ্বেতবর্ণ, শসার ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট। বীজ ধূসরবর্ণ এবং উহাতে ছোট কাল দাগ আছে। পত্র ও ফল তিক্ত। ঘোষালতার ফুল শরতের প্রথমে হয়। শীতকালে ফল পুষ্ট হয়, এবং পৌষমাসে গাছ মরিয়া যায়। পাকা ফলের অগ্রভাগ খসিয়া একটী গোলাকৃত ছিদ্র হয়। এই জন্য ইহার আর একটি নাম—কৃতছিদ্রা।

ঘোষালতা আরও দুইপ্রকারের আছে, যথা—L. echinata Roxb—ইহার ফুল শ্বেত ও পীতবর্ণ, এই লতা উত্তরবঙ্গ ও সিন্ধুপ্রদেশ স্থানে দেখা যায়। আর একপ্রকার ঘোষালতা আছে যাহাকে L. graveolens Roxb বলে। ইহার ফল আকারে বড়। ইহা বিহার, ছোটনাগপুর ও উত্তর-পশ্চিম মধ্যভারতে দেখা যায় (B. P., i. 520; Prain H. H., 216; Voigt, 57)। ইহার লতা বহুদূর বিস্তৃত হয়। কখনও কখনও অন্যান্য গাছে উঠিয়া থাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—ফল, লতা ও পাতা। মাত্রা—ফল ও পাতার ক্বাথ ৫-১০ তোলা।

মুসলমানদের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার বীজ জোলাপের মত শক্তি থাকে বলিয়া

কোষাতকী বলে। হিন্দু বৈদ্যেরা ইহার পক্ক ফলের অন্তর্গত রস নানাপ্রকার ব্যবহার করেন। পক্ব ফলের রস বমনকারক। ইহা তিক্ত, মূত্রকর এবং প্লীহাবৃদ্ধিরোগে ব্যবহৃত হয় (Pharm. Ind)। পত্রের রস শিশুদিগের কফরোগে এবং বিষাক্ত প্রাণীর দংশনে বাহ্যিক প্রয়োগ হয়। ফলের শাঁস খাইলে Colocynth-এর ন্যায় ভেদ ও বমন হয়। শুষ্ক ফল গুঁড়া করিয়া কামলা রোগে—নস্য স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। ঘোষালতার শিকড়, অনন্তমূল, মিশ্রী ও চিনি সমপরিমাণ সংমিশ্রিত রোগে উপকারী।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণ পরিচয় :—

পাতা—রেচক, বিরেচক, চর্মরোগ, হাঁপানি প্রভৃতিতে উপকারী। তিক্ত বমনকারক, প্রদাহ নাশক। প্লীহাবৃদ্ধিতে উপকারী।
ফল ও বীজ—বমনকারক ও রেচক।
বীজের গুঁড়া—আমাশয়ে উপকারী।

Fig :—Bot. Mag., t. 1638 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 449.
Ref :—F. B. I., ii, 615 , Roxb., F. I., iii, 715 , B. P., i, 520 ; Voigt, S. 57.

273. L. amara Roxb. (ঘোষালতা)

274. L. aegyptiaca Mill. (ধুন্দুল)

ভাষানুসারী নাম : -হস্তিকোশাতকী—সংস্কৃত ; ধুন্দুল—বাংলা ; ঘিয়াতড়াই—হিন্দি ; পারিসদোড়কা—মহারাষ্ট্র ; দহরীবে—কর্ণাট , অটীবীর, হুলীবার্ড—তেলেগু ; পিছু—তামিল ; টুরিই-পিচ্চ্কু—মালয়।

হস্তিকোশাতকী হস্তা বৃহৎকোশাতকী তথা ।
মহাকোশাতকী বৃত্তা গ্রাম্যকোশাতকী শরাঃ ॥
হস্তিকোশাতকী স্নিগ্ধা মধুরাধ্মানবাতকৃৎ ।
বৃষ্যা ক্রিমিকরী চৈব প্রশমদ্রোপশী চ সা ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । মূলকাদিবর্গঃ ।

নামপর্য্যায় :—হস্তিকোশাতকী, হস্তা, বৃহৎকোশাতকী, মহাকোশাতকী ; বৃত্তা, গ্রাম্য-কোশাতকী ও শরা—এই কয়টী নাম।

গুণ-পর্য্যায় :—হস্তিকোশাতকী—স্নিগ্ধ, মধুর রস, পেটফাঁপা ও বায়ু কারক। বলকারক, ক্রিমিকারক এবং জলদোষনাশন কারক।

উৎপত্তিস্থান :—ভারতের সর্বত্র চাষ হয়।

বর্ণনা :—লতানে উদ্ভিদ, পত্রের ব্যাস ৮ ইঞ্চি, ইহাতে ৫টী কোণ আছে, খাঁজযুক্ত। পুং পুষ্পের বোঁটা ৩ ইঞ্চি লম্বা। উক্ত শিরবিশিষ্ট লতা। পাপড়ি ৫টি, ½ ইঞ্চি লম্বা, পীতবর্ণ ; পুংকেশর ৩টি ; স্ত্রীপুষ্প আলাদা থাকে, যেমন ঝিঙা লাউ প্রভৃতিতে থাকে। পুষ্পদণ্ড ১—৩ ইঞ্চি লম্বা। ফল ৫—১০ ইঞ্চি লম্বা, কখনও এক হাত লম্বা হয়। উহাতে ১০টি শিরা থাকে। বীজ ½—½ ইঞ্চি, কৃষ্ণবর্ণ, ধার পক্ষযুক্ত। বর্ষাকালে ফুল ও ফল হইতে আরম্ভ হয়, শীতের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত থাকে।

ব্যবহার্য্য অংশ :—বীজ ও ফল।

মুলপ্রবাদের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার বীজ বমনকারক। ইহা হইতে এক প্রকার তৈল প্রস্তুত হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত অর্থপরিচয় :—

বীজ—বমনকারক ও বিরেচক।

Fig—Rheede, Hort, Mal., viii. t. 8 ; Wight, Ic., t. 499 ; Kirtikar & Basu. Ind. Med. Pl., t. 447.

Ref—F. B. I., ii, 614 ; Roxb., F. I., iii. 712 , B.P., i. 520 ; Watt. v, Pt. I, 96 ; Prain ; H. H., 216

274. L. aegyptiaca Mill. (ধুন্দুল)

Genns—BENINCASA Savi

275. B. cerifera Savi. (কুঁচিকুমড়া)

ভাষানুসারী নাম :—কুষ্মাণ্ড—সংস্কৃত, কুঁচিকুমড়া, চালকুমড়া—বাংলা; কুমড়া, কুমড়া, পেঠা, ভুতুয়া—হিন্দী, কোহলে—মহারাষ্ট্র, কখারু, পানিকখারু—উড়িয়া; কুহল, কোহল—গুজরাটী; পুশানি, কুমুলি—তামিল; গুম্মাডি, বুদিদি—তেলেগু;

কর্কোটিকা তু কুষ্মাণ্ডী কুষ্মাণ্ডী তু বৃহৎফলা।
পুষ্পফলা স্যাৎ কুষ্মাণ্ডা নাগপুষ্পফলা মুনিঃ ॥
কুষ্মাণ্ডকং মধুরশীতকরং ... ।
বিদ্ ... ॥
বৃষ্যং স্বাদু ... ।
কুষ্মাণ্ডং ... ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। মূলকাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—কর্কোটিকা, কুষ্মাণ্ডী, কুষ্মাণ্ডী বৃহৎফলা, পুষ্পফলা, কুষ্মাণ্ডা, নাগপুষ্পফলা, মুনি,—এইগুলি নাম।

গুণপর্য্যায় :—কুষ্মাণ্ড—মূত্রাঘাতনাশক, (মূত্ররোধ) প্রমেহনাশক, অশ্মরীনাশক, ভেদনকারী, বিন্দু বিন্দু প্রস্রাবে উপকারী, তৃষ্ণানাশক, জীর্ণজ্বরের পুষ্টিকারক, বলকারক, অতি মিষ্টরস, অরোচকনাশক, রক্ত এবং শ্লেষ্ম পিত্তনাশক, বৈদ্যেরা বলেন যে, ইহা চিত্ত বিকৃতিতে বিশেষ উপকারী

জন্মস্থান :—ইহার আদিম বাসস্থান জাপান ও যবদ্বীপ। ভারতের সর্বত্র চাষ হয়। হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, যশোহর।

বর্ণনা :—আরোহী লতা, ডাঁটার ও পাতায় সাদা লোম আছে। পত্রের ব্যাস ৪-৬ ইঞ্চি, বৃন্ত ৩-৪ ইঞ্চি। পুং পুষ্পদণ্ড ৩-৪ ইঞ্চি, স্ত্রী পুষ্পদণ্ড ১-২ ইঞ্চি, বহির্ব্বাস সবুজ। কুমড়োর মত পাঁপড়িযুক্ত। ফুল হরিদ্রাবর্ণ। ফল ১-১½ ফুট লম্বা, গোলাকার ও লোমযুক্ত, পাকিলে ফলের গায়ে সাদা দাগ হয়। বীজ ½ ¾ ইঞ্চি। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—ফল, লতা। মাত্রা—শুষ্ক ফল চূর্ণ—৪-৮ আনা; কুষ্মাণ্ড ক্ষার—২-৪ আনা, বীজশস্যকল্ক—২-৪ তোলা, মূলচূর্ণ—২-৪ আনা।

বৈদ্যকে কুষ্মাণ্ডের ব্যবহার।

চক্রদত্ত (১) :—অবস্থা বিশেষে রক্ত বমনকালে কুষ্মাণ্ডরস—ক্ষেত্রপাপড়া ও যষ্টিমধু (অনেক যষ্টিমধু বাজারে পাওয়া যায়, অল্প মাত্রায় ইহা অনিষ্টকারী নহে। যষ্টিমধু বীজ বাদ) অতিমাত্রায় ভোজন করিলে যে রক্তক্ষরণ হয় তৎপ্রতীকারার্থ কুষ্মাণ্ডরস ক্ষেত্রের সহিত সেব্য (রক্তপিত্ত চিঃ)। (২) উন্মাদে কুষ্মাণ্ড রস—পুরাতন কুষ্মাণ্ডের রস যষ্টিচূর্ণ ও মধুযোগে পান করিবে। ইহা উন্মাদ রোগের পক্ষে সিদ্ধ ঔষধ (উন্মাদ চিঃ)। (৩) অশ্মরীরোগে কুষ্মাণ্ড রস—পুরাতন জল ও যবক্ষারযোগে কুষ্মাণ্ডরস পান করিবে। ইহা সেবনে মূত্ররোধ নিবৃত্তি পায়। ইহা শর্করা ও অশ্মরীরোগেও হিতকর (অশ্মরী চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ :—(১) বাতে কুষ্মাণ্ডশিফা—উষ্ণ জলের সহিত কুষ্মাণ্ডমূলচূর্ণ পান করিলে বাত নিবৃত্তি পায় (বাত চিঃ) (২) মূত্ররোধে কুষ্মাণ্ডবীজ—বস্তিদেশে কুষ্মাণ্ড-বীজের প্রলেপ দিলে মূত্ররোধ প্রশমিত হয় (মূত্রাঘাত চিঃ)। (৩) শূলে কুষ্মাণ্ডক্ষার—সম্যক কুষ্মাণ্ডের শস্য অতি পাতলা ও ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। অনন্তর কুম্ভমধ্যে স্থাপন করিয়া মুখ ঢাকা দিয়া, সচ্ছিদ্র গোময়বিমিশ্রিত মৃত্তিকা ও বস্ত্রদ্বারা উত্তমরূপে রোধ করিয়া, রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। অনন্তর আগুনে চড়াইয়া, যাবৎ মৃদু অঙ্গারে পরিণত না হয়, তাবৎ জ্বাল দিতে হইবে। যাহাতে একেবারে ভস্ম না হয় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। চুলী হইতে এইরূপ অবস্থায় পাত্র নামাইয়া, স্বাভাবিক শীতল হইলে (বহুক্ষণ পরে শীতল হইলে) ঢাকা

সরা ঘুরিয়া, তদভাবে ঘৃত অথবা গ্রহণ করিয়া চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ ৩ আনা মাত্রায় লইয়া কিঞ্চিৎ শুণ্ঠীচূর্ণ যোগে জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া বহু মূত্রাকার রোগী পান করিবে।

বঙ্গসেন :—পরিণামশূলে উপরোক্ত কুষ্মাণ্ডখণ্ড ব্যবহার করিতে বলিয়াছেন।

মূলপ্রবন্ধের ঔষধার্থে ব্যবহার :—কুঁচি কুমড়া পিত্তঘ্ন, বলকারক, পুষ্টিকর, মূত্রকর ও বক্ষ উৎকাসের মহৌষধ। ফলের টাটকা রস সেবন করিলে ও ফলের একটু টুকরা কপালে দিলে আভ্যন্তরিক রক্তস্রাব নিবৃত্তি পায়। আয়ুর্বেদ মতে ইহা অপস্মার (eyilepsy) ও উন্মাদের আয়ুর্বিক মহৌষধ। ইহার টাটকা রস চিনির সহিত পান করিলে আয়ুর্বিক রোগ আরাম হয় (W. C. Dutt)।

কুমড়া বীজ ক্রিমিনাশক। বীজের তৈল ½ আউন্স পরিমাণ একবার কিংবা দুইবার ২ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিলে Taenia আরাম হয় (Ind. pharm)। টাটকা রস এক ছিটাক পরিমাণ সেবন করিলে নূতন অজীর্ণ রোগে উপকার পাওয়া যায় (Sur. Sakharam Arjun).

পক্ক কুমড়া স্নিগ্ধ, অজীর্ণ ও রক্তপিত্তনাশক। শস্য ফলের রস বিরেচক এবং শ্বাসকাশরোগ শরীরের পক্ষে ইহা বিশেষ হিতকর। পক্ক কুমড়া ক্ষয় রোগের পরিপোষক (Dutt) এবং প্রমেহ রোগে ব্যবহার করিলে শুক্রতারল্যের সহিত আরোগ্য হয় (Watt)।

অর্শরোগীরা কুমড়ার রসে অর্শের গুটিকে ঘুঁটে সেবন করিয়া থাকে ও সকালবেলা সেবন করিলে অর্শ আরাম হয়।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ফল—বিরেচক, প্রস্রাবকারক, রসায়ন, বাজীকরণ, উত্তাপনাশক, অর্শরোগে বিশেষ হিতকর এবং আভ্যন্তরিক যে কোন স্থান হইতে রক্তস্রাবে বিশেষ উপকারী।
ফলের রস—উন্মাদ, অপস্মার এবং বাতুলতায় উপকারী।
বীজ—ক্রিমিনাশক।
বীজের তৈল—ক্রিমিনাশক।

Fig :—Rheede, Hort. Mal., vııı., t. 3 , Kirtikar. & Basu , Ind. Mal,. Pl., t. 451 ;

Ref :—F. B. I., ıı, 616 ; Roxb. F. I., iii, 718 ; B.P. i. 521., Prain. H. H., 216.

275. Benincasa cerifera Savi. (কুঁচিকুমড়া)

Genus—BRYONOPSIS.

BRYONIA -Linn.

276. B. laciniosa (Linn). Naud. (বাসা)

ভাষানুসারী নাম :—লিঙ্গিনী, বহুপত্রা—কঙ্কুক ; বাসা—বাংলা ; গড়ঙ্গনাক—হিন্দি ; শিবাবোলা—নেপাল ; কাওয়ালি-চি-তোন—বোম্বে ; বিয়োকন্—বাগান ।

লিঙ্গিনী বহুপত্রা ঈশ্বরী শৈবমল্লিকা ।
স্বয়ম্ভূর্লিঙ্গসম্ভূতা লিঙ্গী চিত্রফলাহ্বয়া ॥
পঞ্চপত্রী লিঙ্গজা দেবী চণ্ডাপত্রিণী তথা ।
শিবজা শিববল্লী চ বিজ্ঞেয়া ষোড়শাহ্বয়া ॥
লিঙ্গিনী কটুরুষ্ণা চ দুর্গন্ধা চ রসায়নী ।
সর্বসিদ্ধিকরী দিব্যা জ্ঞেয়া রসনিয়ামিনী ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । গুড়ূচ্যাদিবর্গঃ ।

নামপর্য্যায়:—লিঙ্গিনী বহুপত্রা, ঈশ্বরী, শৈবমল্লিকা স্বয়ম্ভূ, লিঙ্গসম্ভূতা, লিঙ্গী চিত্রফলা, অমৃতা, পত্রেশী, লিঙ্গজা, দেবী, চণ্ডাল, অম্বিকা, শিবজা, শিববল্লী—এই ষোলটি নাম।

গুণপর্য্যায়:—লিঙ্গিনী কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, দুর্গন্ধযুক্ত, রসায়ন, সর্বসিদ্ধিকারী, দিব্য, বশকারী ও রসের নিয়ামক।

উৎপত্তিস্থান:—হিমালয় হইতে সিংহল পর্য্যন্ত ভারতের সর্বত্র জন্মে। হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানে জঙ্গলের কিনারায় জন্মে, তবে সচরাচর দেখা যায় না।

বর্ণনা:—বর্ষজীবী আরোহী লতা, কখন কখন অধিক দিন থাকে। লতায় দুইভাগে বিভক্ত আঁকড়ী থাকে। নিম্নস্থ ফুল ও [illegible] হয়। কাণ্ড অতিশয় নরম ও স্বল্প লোমযুক্ত। একান্তরভাবে পত্র। পত্র ৩-৬ ইঞ্চি। কিনারা করাতের ন্যায়। উপরিভাগ খসখসে। বৃন্ত ১-২½ ইঞ্চি। ফুল ফিকে পীতবর্ণ, ছোট ছোট [illegible]টি থাকে, পত্রের গোড়া হইতে ফুল বাহির হয়। পুংপুষ্পের বোঁটা ১ ইঞ্চি অপেক্ষা কম; স্বল্পলোমযুক্ত, স্ত্রীপুষ্প আরও ছোট। ফুলের পাপড়ি ৫টি। ফল ঈষৎ গোলাকার, ব্যাস ½ ইঞ্চি, সবুজবর্ণ। ইহাতে শ্বেতবর্ণ দাগ থাকে। ফলের অগ্রভাগে [illegible] ন্যায় শুষ্ক ফুল লাগিয়া থাকে। এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ:—সমগ্র গাছ।

মুসলমানদের ঔষধার্থে ব্যবহার:—গাছে ফল থাকিতে উহা সংগ্রহ করিতে হয়। ইহা তিক্ত, মৃদু বিরেচক এবং বলকারক (Dymock)।

Glossary:—**সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়:**—

গাছ—তিক্ত, কোষ্ঠবদ্ধতানাশক, রসায়ন, বলবর্দ্ধক এবং পাকাশয়ের [illegible] উপকারী।

পাতা—প্রদাহে উপকারী।

Fig.—Wight. Ic., t. 500; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 464.

Ref.—F. B. I., ii. 622; Roxb., F. I., iii. 728, B. P., i. 526; Prain. H. H., 218; Voigt. H. S., 55; আধুনিক নামকরণানুসারে ইহাকে Bryonopsis laciniosa Naud বলা হিয়ছে।

276. B. laciniosa Naud. (বালা)

Genus—COCCINIA
CEPHALANDRA—Schrad.

277. C. indica Naud. (তেলাকুচা)
C. cordifolia (Linn.) Cogn.

ভাষানুসারীনাম :— বিম্বী, বিম্বিকা—সংস্কৃত ; তেলাকুচা—বাংলা ; বিম্ব কন্দুরী—হিন্দি, কড় তোণ্ডলী—মহারাষ্ট্র ; ঘোলী ঘোলী—গুজরাট ; তীতকুন্দুরা—কর্ণাট ; তেতলি—বোম্বে ; কোভাই—তামিল ; দোণ্ডা—তেলেগু।

অথ জগতি মধুরবিম্বী মধুবিম্বী বাহুবু (বি) ম্বিকা তুণ্ডী।
রক্তফলা রুচিরফলা গোষ্ঠফলা পীলুপর্ণী চ॥
বিম্বী তু মধুরা শীতা পিত্তাস্রকফাপহা।
অনলরুচিকরা রম্যা কামজিৎ গৃহবিম্বিকা॥

রাজনিঘণ্টুঃ। মূলকাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—মধুরবিম্বী, মধুবিম্বী, বাহুবিম্বিকা, তুণ্ডী, রক্তফলা, রুচিরফলা, উষ্ঠফলা, পীলুপর্ণী—এইগুলি নাম।

গুণপর্যায় :—বিবং—মধুর রস, শীতবীর্য, পিত্ত, বাত ও কফনাশক, রক্তদোষ এবং জ্বর, ও কাস নাশক।

জন্মস্থান :—ভারতবর্ষে এবং বঙ্গদেশের সর্বত্র জন্মে। হুগলী, হাওড়া, ২৪ পরগণা, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলায় জঙ্গলের কিনারায় ও বাগানের বেড়ায় দেখা যায়, বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনা :—বহুজীবী লতা, আঁকড়ী আছে, গাছে জড়াইয়া উঠে। পত্রের ব্যাস ৪ ইঞ্চি। ৫টী কোণ আছে, খাঁজযুক্ত, বোঁটা ১ ইঞ্চি। পুং পুষ্পদণ্ড ১ ইঞ্চি। স্ত্রী পুষ্পদণ্ড প্রায় ½ ইঞ্চি। স্ত্রীকেশর লম্বা, পুংকেশর ৩টি থাকে। সুপক্ব ফল উজ্জ্বল লালবর্ণ, লম্বাকৃতি, মসৃণ, ১-২ ইঞ্চি লম্বা, ½-১ ইঞ্চি চওড়া। ফলে শাঁস হয়, বীজ অনেক থাকে। শীতকাল ব্যতীত বৎসরের প্রায় সকল ঋতুতেই ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—মূল, পত্রের রস। মাত্রা—মূল ও পাতার রস ১-২ তোলা।

মূলপ্রকাণ্ডের ঔষধার্থে ব্যবহার :—দেশীয় কবিরাজেরা ইহার শিকড়ের সহিত অপরাপর ধাতু ঘটিত ঔষধ বহুমূত্র রোগে প্রয়োগ করে (W.C. Dutt)। কঙ্কন দেশে তেলাকুচার শিকড়ের গুঁড়া ও পাতার রস ঘামে ঘর্ম উৎপাদনের জন্য সমস্ত দেহে প্রলেপ দেয়। কাঁচা ফল চর্ব্বণ করিলে জিহ্বার ঘা আরাম হয় (Dymock)। শুষ্ক শিকড়ের ছাল প্রত্যেকবারে ৩০ গ্রেণ পরিমাণ সেবন করিলে কাশি সর্দি আরাম হয়। তেলাকুচার পত্র ঘৃতে ভাজিয়া ঘায়ে প্রয়োগ করে।

কোন স্থানে ফোড়া উঠিলে ইহার পত্র ফোড়ায় বসাইয়া দিলে ফোড়া আরাম হয়। তেলাকুচার রস গণোরিয়া রোগে হিতকর। ইহা কফ, পাণ্ডু, শোথ, শ্বাস ও কাসনাশক। ফল বাতনাশক।

একপ্রকার তেলাকুচা আছে উহাকে বাঙ্গালায় কুন্দুরুকী বলে। তেলাকুচা তিক্ত, কুন্দুরুকী মিষ্ট। ইহা রক্তপিত্ত ও শোথ নাশক এবং মলমূত্র শোধক। Moodeen-Sheriff বলেন যে দাক্ষিণাত্যে Caper root এর বদলে ইহার শিকড় বিক্রয় হয়। Ainslie বলেন দক্ষিণভারতে ইহার পাতার রস কোন ক্ষেত্রে কাশরোগে প্রয়োগ হয়।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণ পরিচয় :—

পাত ও মূলের রস—বহুমূত্রে ব্যবহৃত হয়।

পাতা—চর্ম্ম রোগে বাহ্যতঃ ব্যবহৃত হয়।

শাঁস—গণোরিয়ায় আভ্যন্তরিক প্রয়োগ বিধি আছে।

Fig.—Rheede, Hort. Mal., viii, t. 14 ; Hook., Ic., Pl., t. 138 ; Wight, Ill., t. 105 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 462 A.

Ref.—F. B. I., ii, 621 ; Roxb., F. I., iii, 708 ; Watt, ii, Pt. I, 252 ; B. P., i, 528 ; Prain, H., H. 217.

277. C. indica Naud. (তেলাকুচা)

Genus—CITRULLUS. Neck.

278. C. Colocynthis Schrad. (ইন্দ্রবারুণী, রাখালশশা)

ভাষান্তরী নাম :—ইন্দ্রবারুণী—সংস্কৃত ; রাখালশশা—বাংলা ; কোটি ইন্দ্রায়ণ—হিন্দি ; ইন্দ্রবারুণী—মহারাষ্ট্র ; পেইকুম্‌মুট্টি—তামিল ; পেট্টাইকুম্‌মুট্টি—তামিল ; ইন্দ্রি-দুস্-কা—তেলেগু।

ঐন্দ্রীন্দ্রবারুণ্যরুণা মৃগাক্ষী
গবাক্ষী ক্ষুদ্রসহেন্দ্রচির্ভিটা।
মৃগ্যাদনী বিশালী অমর্কর্ণিকাখ্যা
বাজিপুচ্ছা মৃগপা চ তাম্রকা ॥
বৃহৎফলী গবাক্ষী চ পীতপুষ্পেন্দ্রবারুণী।
ক্ষেমপুষ্পী বৃহৎফলা বারুণী বারকর্কটিকা ॥
অশ্বকর্ণিকাকর্কটিকা শতপুষ্পী বিশালিকা।
অমৃতাবিষয়ী চ ক্ষেত্রানর্কটিকাখ্যাতা ॥

ইন্দ্রবারুণিকা ট্রিকো বাট্‌লীকা ও রোক্সবী।

কুষ্মাণ্ডোৎপন্ন-ক্রিসিস্কুক্তাগণ।

মাকালফল্‌ঃ। অঙ্গ্‌ড়ালিকর্মাঃ।

নাম পর্য্যায়ঃ—ঐন্দ্রী, ইন্দ্রবারুণী, অরুণা, বৃগাদনী, গবাদনী, সুরূপন্নী, ইন্দ্রচির্ভিটী, মৃগ্যা, বিষাী, অরকর্ণিকা, অমরা, মাতা সুবর্ণা, সুফলা, তারকা, বৃষকাক্ষী, গবাক্ষী, পীতপুষ্পী, ইন্দ্রবল্লী, হেমপুষ্পী, ক্ষুদ্রফলা, বারুণী, বালকপ্রিয়া, রক্তবীজ, বিষলতা, শক্রবল্লী, বিশালা, অমৃতা, বিষঘ্নী—এই উনত্রিশটি নাম।

গুণপর্য্যায়ঃ—ইন্দ্রবারুণী—তিক্তরস, বিপাকে কটুরস, শীতবীর্য্য, বিরেচক, গুল্ম, পিত্ত, উদরী, শ্লেষ্ম, ক্রিমি, কুষ্ঠ ও জ্বর নাশক।

জন্মস্থানঃ—ভারতের সকল স্থানে বনে, দক্ষিণ ভারতের ত্রিবাঙ্কোর সমুদ্রস্থানে এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতে বনের কিনারায় ও রাস্তার ধারে দেখা যায়। হুগলী, বাঁকুড়া, ২৪-পরগনা ও বর্দ্ধমান জেলায় মাঠে মাঠে পতিত জমিতে দেখা যায়। বোটানিক্ গার্ডেন, শিবপুর।

বর্ণনাঃ—ইহা বনলতা, গাছের ডাঁটা ও পাতা লোমযুক্ত। পত্র তরমুজ পাতার ন্যায় খণ্ডিত, ২-২½ ইঞ্চি এবং মোটা ১ ইঞ্চি। পত্রমূলের নিকট হইতে ফুল ও আঁকড়ী বাহির হয়। ফুলের আকৃতি ঘন্টার মত; উপরিভাগ ৫ অংশে বিভক্ত। ফুলের পাপড়ি ½ ইঞ্চি, ত্রিভাকৃতি, ফিকে পীতবর্ণ, মধ্যস্থলে লোম থাকে। ফল মসৃণ, সবুজ এবং শ্বেতবর্ণ। বীজ ¼—½ ইঞ্চি। ফল গোলাকার, ব্যাস ২½—৩ ইঞ্চি। ফল দেখিতে তরমুজের ন্যায়, আকারে একটু ছোট। বীজ ফলের শাঁসে জোড়া থাকে। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশঃ—ফল ও শিকড়। মাত্রা, ১-২ তোলা; চূর্ণ ৩-৬ আনা।

বৈদ্যকে ইন্দ্রবারুণীর ব্যবহার।

সুশ্রুতঃ—কামলারোগে ইন্দ্রবারুণী—ইন্দ্রবারুণীর মূলের রস গুড়ের সহিত সেব্য। বিরেচক বলিয়া ইহা কামলারোগে হিতকর (উঃ ৪৪ অঃ)।

চক্রদত্তঃ—(১) বৃদ্ধিরোগে ইন্দ্রবারুণী—ইন্দ্রবারুণীর মূলের রস এরণ্ডতৈল সহ মর্দ্দন পূর্ব্বক গোদুগ্ধের সহিত তিনদিন সেবন করিলে সকল প্রকার বৃদ্ধি নিবৃত্তি পায় (বৃদ্ধি চিঃ)। (২) গণ্ডমালায় ইন্দ্রবারুণী—ইন্দ্রবারুণীর মূল, গোমূত্র সহ পেষণ পূর্ব্বক পান করিলে ঘোর গণ্ডমালা বিনষ্ট হয় (গণ্ডমালা চিঃ)। (৩) অন্তঃশল্য নির্হরণার্থ ইন্দ্রবারুণী—অন্তঃশল্য নির্হরণ অর্থাৎ শরীরের কোন স্থানে যদি কাঁকর, কাঁটা কি অন্য কোন শল্য

বিষ থাকে তবে তাহা বাহির করিবার জন্য, ইন্দ্রবারুণীর মূল পেষণ পূর্বক সেই দন্তাবিদ্ধস্থানে প্রলেপ দিবে (রসপ্রদীপ চিঃ)। (৪) উন্মাদে ইন্দ্রবারুণী—ইন্দ্রবারুণীর পাকা ফল গোমূত্রে পেষণ পূর্বক নস্য করিলে ব্রহ্মরাক্ষসগৃহীত উন্মাদ দূর করা যায় (উন্মাদ চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ :—সন্নিপাতে ইন্দ্রবারুণী—ইন্দ্রবারুণীমূল কিঞ্চিৎ পিপুল ও গুড় সহ পেষণ পূর্বক সেব্য। ইহা সন্নিপাতে হিতকর (মঃ খঃ ২য় ভাঃ)।

মুসলমানদের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার শিকড় প্রমেহের রোগ ও বাতে হিতকর। আরবদেশে ইহার শিকড় কিম্বা ফল Nux Vomica (কুচিলার) সহিত মিশাইয়া ফোড়ার প্রলেপ লেপ ও পুলটিস্ স্বরূপ ব্যবহার করে। ইহার শিকড়ের প্রলেপ বালকদিগের প্লীহা বৃদ্ধিতে ব্যবহৃত হয়। মুসলমান বৈদ্যেরা ইহাকে Harzl বলেন; তাঁহাদের মতে ইহা অতিশয় বিরেচক ও শোথ রোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী। শোথ, বৃদ্ধি, কামলা ও প্লীহার রোগে কোষ্ঠবদ্ধ হইলে ইহা বেশ হিতকর ও কার্যকরী ঔষধ। জরায়ুর উপর ইহার কার্য অধিক, ইহার স্বেদ প্রদান করিলে জরায়ুর আনয়ন করে। ইন্দ্রবারুণীর বীজ বিরেচক, বীজের তেল ব্যবহার করিলে চুল পাকে না। ইহার শিকড়ের পুলটিস্ দিলে স্ত্রীলোকদিগের স্তনের আরাম হয়।

কবিরাজী মতে বটিকা ইন্দ্রবারুণী শিকড় রোগে প্রস্তুত হয়। সাবুর ১ ভাগ ইহার শাঁস, এলাচ, পিপুল, হরিতকী, আকরকরাদ্বুল (Pellitory root) প্রত্যেক ৫ ভাগ—এইগুলি ইহার রসে বাটিয়া ২০ গ্রেণ পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই বটিকা টাট্কা জলের রসের সহিত মিশাইয়া পান করিলে পেটের পীড়া ও জ্বর আরাম হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

ফল ও বীজ—বিরেচক।

মূল—বিরেচক, শ্বাসরোগ, কামলা, মূত্রাশয়ের রোগ এবং বাতে উপকারী।

ফল ও মূল—সর্পবিষের প্রতিষেধক।

Fig—Wight, Ic., t. 498; Bentl. & Trim, 114, Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 460.

Ref—F. B. I., 620; Dymock, ii 59; Roxb., F. I., iii, 719

278. Citrullus colocynthis Schrad. (ইন্দ্রবারুণী রাখালশশা)

279. C. Vulgaris Schrad. (তরমুজ)

ভাষানুসারী নাম :—কলিঙ্গ—সংস্কৃত ; তরমুজ—বাংলা ; তরবুজ—হিন্দি ; কলিঙ্গ—মহারাষ্ট্র ; কোমে—কর্ণাট ; পিট্‌কা—তামিল।

রাংগলফলঃ কলিঙ্গশ্চিত্রফলশ্চিত্রবল্লিকশ্চিত্রঃ।
মধুরফলো বৃত্তফলো বৃত্তাকফলো রাংগলো নবধা।
কলিঙ্গো মধুরঃ শীতঃ পিত্তদাহশ্রমাপহঃ।
বৃষ্যঃ সন্তর্পণো বল্যো বীর্য্যপুষ্টিবিবর্দ্ধনঃ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ : মূলকাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—রাংগলফল, কলিঙ্গ, চিত্রফল, চিত্রবল্লিক, চিত্র, মধুরফল, বৃত্তফল, বৃত্তাকফল এবং রাংগল—এই নবটি নাম।

গুণপর্য্যায় :—কলিঙ্গ—মধুররস, শীতবীর্য্য, পিত্ত, দাহ, ও শ্রমনাশক। বৃষ্য, সন্তর্পণ, বলকারক, বীর্য্য ও পুষ্টি বর্দ্ধক।

উৎপত্তিস্থান :—সমগ্রভারতে চাষ হয়। হুগলী, হাওড়া, ২৪পরগনা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানে চাষ হয়।

বর্ণনা :—লতানে উদ্ভিদ, ক্ষেত্রে লতাইয়া বৃদ্ধি পায়। লতা শিরাযুক্ত ; শাখাগুলি শক্ত এবং নরম লোমাবৃত। বোঁটা ২ ইঞ্চি। পত্র ৩-৫ ইঞ্চি লম্বা। ২-৩ ইঞ্চি বিস্তৃত। ত্রিকোণাকৃতিবৎ

পত্র বোঁটার দিকে হৃৎপিণ্ডাকৃতি। ফুল এক একটী জন্মে। পুংকেশর ৩টী। গর্ভমুণ্ড গর্ভাশয়ের সহিত মিলিত ও গোলাকার। ফল বড়, গোলাকার, গাঢ় সবুজবর্ণ। শাঁস লালবর্ণ, ঈষৎ পীত ও লালবর্ণ। কখন বা গাঢ় লালবর্ণ হয়। বীজ চেপ্টা সবগুলি সমান নহে। লাল অথবা কৃষ্ণবর্ণের হয়। গ্রীষ্মকালে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—বীজ, ফল।

মুসলমানদের ভেষজার্থে ব্যবহার :—ইহার বীজ স্নিগ্ধকর, মূত্রকর ও শক্তিবর্দ্ধক। ইহার রস মিশ্রী ও চিনি সহ খাইলে শরীর স্নিগ্ধ হয় ও পিপাসা নিবারিত হয় (Dymock)। তরমুজের রস সান্নিপাতিক (Typhus) জ্বরের প্রতিষেধক।

তিক্ত তরমুজকে সিন্ধুদেশে Kirbut বলে। ইহা বিরেচক (Watt)। তরমুজের আর এক জাতি আছে। উহাকে C. fistulosus Stocks বলে। ইহার শাঁস মোটা। পক্ব ফলের স্বাদে তিক্ত। ইহার শক্ত খোসা আছে। ইংরাজীতে উহাকে Water-melon বলে। ইহা পাঞ্জাবে জন্মে, তথায় এপ্রিল হইতে অক্টোবর মাসে চাষ হয় (Watt)।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ফল—স্নিগ্ধ, প্রস্রাবকারক।

বীজ—স্নিগ্ধ, বাজীকরণ, রসায়ন, প্রস্রাবকারক।

Fig—Hook. Kew, Journ. Bot., iii, t. 3; Kirtikar & Basu, Ind. Med., Pl., t. 461.

Ref—F.B. I., ii, 621; Roxb., F.I., iii, 719; Watt, ii, Pt I, 252; B.P., i, 523; Dymock, ii, 63.

279. C. vulgaris schrad. (তরমুজ)

Genus—CUCUMIS. Linn.

280. C. Melo Linn. (কাঁকুড়, ফুটি)

ভাষানুসারীনাম :—কর্কটী— সংস্কৃত ; কাঁকুড়, ফুটী—বাংলা , কাঁকড়ি—হিন্দি , ফুটীকাকড়ী—উৎকল , কাকড়ি—মহারাষ্ট্র ; খুরবোজে—কর্ণাট ; মকলোন, খরমুজা মেলন— দেশের মূলায়নকায়্—তামিল ।

> অথ কর্কটী কটুফলা মূত্রাফলিকা চ পীতলা মূত্রফলা ।
> ত্রপুষী চ হস্তিপর্ণী লোমশকণ্টা চ মূত্রলা নবাভিধা ॥
> কর্কটী মধুরা শীতা রুচিকৃৎ কফপিত্তজিৎ ।
> রক্তদোষহরা লঘ্বী মূত্ররোধার্ত্তিনাশনী ॥
> মূত্রাঘাতোশ্মরীহরং মধুমূত্রকারী
> কৃচ্ছ্র্‌ঘ্নী প্রশমনং বিনিহন্তি পিত্তম্ ।
> শান্তি প্রেমতৃষ্ণাতিহিতাদি কুরুতে
> রোষাপহং লঘু চ কর্কটিকাফলং স্যাৎ ॥

রাজনিঘণ্টু : মূলকাদিবর্গঃ ।

নামপর্য্যায় :—কর্কটী, কটুফলা, মূত্রাফলিকা, পীতলা, মূত্রফলা, ত্রপুষী, হস্তিপর্ণী, লোমশকণ্টা মূত্রলা—এই নয়টী নাম ।

গুণপর্য্যায় :—কর্কটী—মধুর রস, শীতবীর্য, বিপাকে তিক্তরস, কফ ও পিত্ত নাশক, রক্তদোষনাশক, পাকিলে মূত্রাঘাতনাশক ।

কর্কটিকার ফল—মূত্রাঘাতনাশক, মধুমূত্রকারক, মূত্রকৃচ্ছ্রনাশক, পিত্তনাশক । পিপাসা ও বমননাশক, অতিদাহ নিবারক, শুক্রজনক, রোষনাশক এবং লঘুপাক ।

জন্মস্থান :—ভারতবর্ষের সর্বত্র চাষ হয় । হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়ায় চাষ হয় ।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী লতা, লতিয়ে জড়াইয়া বৃদ্ধি পায় । পত্র গোলাকার কোণযুক্ত । উভয়লিঙ্গ বিশিষ্ট গাছ । পুংপুষ্প বিরুদ্ধ, কোনবস্তুমি ফুলের ভিতর হয় । স্ত্রীপুষ্প কম সংখ্যায় হয় । ফল গোলাকার ও লম্ব , উভয় দিকে ক্রমশঃ সরু । ফলের গায়ে ৮–১০টী শিরা থাকে । ফল পাকিলে হরিদ্রাবর্ণ হয় এবং আপনি ফাটিয়া যায় । বীজ শ্বেত । খরমুজা জাতীয় গাছকে বাঙ্গালায় কাঁকুড় বা ফুটী বলে । বাঙ্গালায় অনেক স্থানে বিশেষতঃ নদীর ধারে চাষ হয় । ফল চৈত্রমাসে হয় এবং বৈশাখের প্রথমে পাকে । ইহা কচি অবস্থায় কাঁচা খায় অথবা রন্ধন করিয়া খায় । ইহার আর এক জাতির চাষ বাঙ্গলায় হয় । উহাকে C. utilissimus অথবা লোমশ বলে । এই গাছ বর্ষায় চাষ হয় । কাঁচা ফল তিক্ত, পাকিলে ফুটীর মত খায় । অন্যত্র দেশে যে খরমুজা জন্মে উহার সংস্কৃত নাম চির্ভিট । বঙ্গদেশীয় কাঁকুড়কে সংস্কৃতে এর্ব্বারু বলে ।

ব্যবহার্য অংশ :—বীজ ও মূল ।

বৈদ্যকে কর্কটীর ব্যবহার।

চরক :—মূত্রকৃচ্ছ্রে কর্কটীবীজ—কিস্‌মিসের কাথের সহিত কর্কটীবীজ উত্তমরূপে পেষণপূর্বক পান করিবে। ইহা সর্বপ্রকার মূত্রকৃচ্ছ্রের পক্ষে হিতকর (চিঃ ২৬ অঃ)।

সুশ্রুত : (১)—মূত্ররোধক উদাবর্ত্তরোগে কর্কটীবীজ—জলের সহিত কর্কটীবীজ পেষণপূর্বক কিঞ্চিৎ সৈন্ধবলবণ-যোগে মূত্ররোধজাত উদাবর্ত্তে পান করিবে (উঃ ৫৫ অঃ)।
(২) মূত্রাঘাতে কর্কটীবীজ— কর্কটীবীজ ১–২ তোলা কিঞ্চিৎ সৈন্ধব লবণ যোগে পেষণপূর্বক কাঁজির সহিত পান করিলে মূত্ররোধ নিবৃত্তি পায় (উঃ ৫৮ অঃ)।

মুসলমানদের ঔষধে ব্যবহার :—বীজ শান্তিকর ও মূত্রকর, ইহা খাইলে প্রস্রাব সরল হয়। ফল পাচক, অম্লরোগে ব্যবহার হয়। ইহার বীজের তৈল বড় পুষ্টিকর (Watt) এবং স্নিগ্ধ বিরেচক ; ইহার ৩০ গ্রেন পরিমাণ বীজ বাটিয়া জল ও চিনির যোগে পান করিলে মূত্ররোগ ও প্রস্রাবের জ্বালা নিবারিত হয় (U. C. Dutt)।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণ পরিচয় :—

বীজ—স্নিগ্ধ, বলকারক,

অশ্মরীঘ্ন—প্রস্রাবকারক, পুরাতন চিকিৎসায় উপকারী।

Fig—Kirtikar & Basu, Ind. Med Pl., t. 457B.
Ref—F.B.I., ii, 620 , Roxb., F. I. iii. 220 ; B.P., i, 522 ; Prain, H.H. 217
Voigt, H. S., 58,

280. C. Melo Linn. (কাঁকুড়, ফুটী)

281. C. Sativa Linn. (শশা)

ভাষানুসারীনাম :—ত্রপুষী—সংস্কৃত ; শশা—বাংলা ; বালমখীরা, খীরা—হিন্দি ; তৌষী কর্কটী—মহারাষ্ট্র ; কঙ্কখারি—উৎকল ; বোম্বকইরা, কেলাবিকাই—তামিল ; মহেবেহগি, বোলাকয়—তেলেগু।

ত্রপুষী পীতপুষ্পী কণ্টালুত্রপুসকর্কটী।
বহুফলা কোষফলা সা তুন্দিলফলা মুনিঃ॥
স্যাৎ ত্রপুষীফলং রুচ্যং মধুরং শিশিরং গুরু।
অশ্মপিত্তবিদাহার্তি-বান্তিকৃচ্ছ্রঘ্নমূত্রলম্ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। মূলকাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—ত্রপুষী, পীতপুষ্পী, কণ্টালু, ত্রপুসকর্কটী, বহুফলা, কোষফলা, তুন্দিলফলা, মুনি—এইগুলি নাম।

গুণপর্যায় :—ত্রপুষী ফল—রুচিকারক, মধুর রস, শীতবীর্য, গুরুপাক, অশ্ম, পিত্ত, বিদাহ, ও পিপাসানাশক এবং মূত্রকারক।

উৎপত্তিস্থান :—ভারতের সর্বত্র চাষ হয়। হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়ায় চাষ হয়।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী লতা, শক্ত লোমযুক্ত, বহুস্থানে চাষ হয়। পাঁকুড়ী এক একটি থাকে। পত্রের ব্যাস ৩-৫ ইঞ্চি, হৃৎপিণ্ডাকৃতি, ৫টি কোণবিশিষ্ট, পত্রের বোঁটা ২-৩ ইঞ্চি লম্বা। ফুলের পাপড়ি ½ ইঞ্চি। স্ত্রীপুষ্প পীতবর্ণ, কক্ষদেশ হইতে বাহির হয়, ফল এক একটি পৃথক পৃথক জন্মে, বোঁটা ছোট। পুংপুষ্প গুচ্ছযুক্ত ও ৫ ভাগে বিভক্ত, ইহার পুংকেশরগুলি ফুলের ভিতর থাকে। ফল সাধারণতঃ লম্বাকৃতি, ৫-১২ ইঞ্চি লম্বা, ১½ ইঞ্চি মোটা, সূক্ষ্মলোমযুক্ত, ফলের গায়ে কাঁটা থাকে, উহার মুখগুলি কৃষ্ণবর্ণ। ফল পাকিলে পাণ্ডুবর্ণ অথবা পীতবর্ণ। ফলে বীজ অনেক থাকে, উহা মসৃণ, শ্বেতবর্ণ, লম্বা ও চেপ্টা, উভয়দিক ক্রমশঃ সরু। ভাদ্রমাসে বাজারে যে শশা হয় উহাকে ভাদুরে শশা, চৈত্রমাসে জমিতে চাষ করিয়া যে শশা জন্মে উহাকে ক্ষিতি শশা বলে।

ব্যবহার্য অংশ :—বীজ, ফল ও পত্র।

মূত্রাঘাতরোগের উপকারার্থে ব্যবহার :—বীজ মূত্রকর। ইহার পত্র জিরার সহিত সিদ্ধ করিয়া এবং ভাজিয়া গুড়ের সহিত খাইলে গলার 'ঘায়ে' উপকার হয়। শশা-বীজের তৈল মূত্ররোধনাশক।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

রুচ্য—রুচিকারক, মিষ্টতাকারক।
বীজ—স্নিগ্ধ, মূত্রল, প্রস্রাবকারক।

Fig.—Roxb., Hort. Mal., viii, t. 6, Royle, Ill., t. 47; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 459.

Ref.—F.B.I., ii, 620, Roxb., Fl., iii, 720; Watt. ii, Pt, ii, 632; B.P., i, 523; Prain H.H., 217.

281. C. sativa Linn. (শশা)

Genus—CUCURBITA Linn.

282. C. maxima Duch. (মিঠাকুমড়া)

ভাষানুসারী নাম :—মিঠাকুমড়া—বাংলা; মিঠাকদ্দু—হিন্দি; পরাঙ্গিক্কাই—তামিল; গুম্মাডি—তেলেগু; মথন্—মালয়।

আবাসস্থান :—সমগ্র ভারতবর্ষ; বাংলার হুগলী, হাওড়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, ২৪-পরগণা প্রভৃতি স্থানে চাষ হয়।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী লতা। পত্রের ব্যাস ৬-৯ ইঞ্চি। কাণ্ড লোমযুক্ত এবং নব লোম থাকে। আঁকশী ২-৪ টি হয়। পত্র ৫ ভাগে বিভক্ত। বৃন্ত পত্রের দৈর্ঘ্যের সমান। ফুল এক একটী হয়। হরিদ্রাবর্ণ। পুংকেশর ৩টী। ফুলের ভিতর থাকে। স্ত্রীপুষ্পবৃন্ত ১½ ইঞ্চি.

ইহার বোঁটা অপেক্ষাকৃত মোটা ও নরম। এক বোঁটায় একটী ফল ধরে। ফলে হরিদ্রা-বর্ণ শাঁস থাকে। বীজ নখাকৃতি, চেপ্টা, ১ ইঞ্চি লম্বা ১/২ ইঞ্চি চওড়া, ধূসরবর্ণ বা সাদাবর্ণ। এই কুমড়া বাড়ীর নিকটস্থ বাগানে মাচায় অথবা চালায় জন্মে। কার্ত্তিক হইতে ফাল্গুন মাসে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—বীজ।

মুখ্যব্যবহারাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :— বীজ অনেক ঔষধে ব্যবহৃত হয়। বীজের তৈল স্নায়বিক রোগে হিতকর। কুমড়ার শাঁস পুলটিসে ব্যবহৃত হয় (Watt)। পাকা ফলের বোঁটা শুষ্ক করিয়া জলে বাটিয়া প্রলেপ দিলে, সকল প্রকার বিষাক্ত পোকার বিষ নষ্ট করে। (Watt)

Glossary :— সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

বীজ—ক্রিমিনাশক বিশেষতঃ ফিতাক্রিমিনাশক। মূত্রকারক, রসায়ন।
বীজের তৈল—স্নায়ুদৌর্বল্যে রসায়ন।

Fig :—Kritikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 462 B.
Ref :—F. B. I., ii, 622; B. P., i, 524; Wall. Cat. 6720; Prain, H. H., 217

282. Cucurbita maxima Duch. (বিলাতিকুমড়া)

283. C. pepo DC (কুমড়া, কেতকুমড়া)

ভাষানুসারী নাম :—কর্কারু—সংস্কৃত , কুমড়া, কেতকুমড়া—বাংলা ; সফেদ্-কুমড়া, সফেদ্-কদ্দু—হিন্দি ; সুরাইকদি—তামিল , বুদ্দে কুমাড়ী—তেলেগু

কুষ্মাণ্ডী তু ভৃশং লঘ্বী কর্কারুরপি কীর্তিতা।
কর্কারুর্গ্রাহিণী শীতা রক্তপিত্তহরা গুরুঃ।
পক্বা তিক্তাগ্নিজননী সক্ষারা কফবাতনুৎ॥

ভাবপ্রকাশঃ । শাকবর্গঃ ।

নামপর্যায় :—অতিশয় লঘু কুমড়াকে কুষ্মাণ্ডী ও কর্কারু বলে।

গুণপর্যায় :—কর্কারু—গ্রাহক, শীতবীর্য, রক্তপিত্তনাশক ও গুরুপাক। পাকা কর্কারু—তিক্তরস, অগ্নিপ্রদীপক, ক্ষারযুক্ত, এবং কফ ও বায়ুনাশক।

জন্মস্থান :—ভারতের সর্বত্র চাষ হয় ; বঙ্গদেশের হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, প্রভৃতি জেলায় অধিক চাষ হয়।

বর্ণনা :—বর্ষজীবীলতা, পত্রের ব্যাস ৮-১০ ইঞ্চি। শক্ত ও রুক্ষ লোমাবৃত। বোঁটা পাতার সমান লম্বা। পুংপুষ্পের বোঁটা ৪ ইঞ্চি, স্ত্রীপুষ্পের ১½ ইঞ্চি। ফল ও বীজ সাদা কুমড়ার ন্যায়। ইহার আর এক জাতি আছে, উহাকে C. moschata Duch বলে (F.B.I, ii. 622 , B.P., i 524 ; Prain, H.H.,218)। ইহার বাংলা নাম কেতকুমড়া। শীতের পর হইতে ফুল হয় ও গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ফল পাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—বীজ ও পত্র।

মূলগ্রন্থাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—বীজ কৃমিনাশক। কোন স্থান অগ্নিতে দগ্ধ হইলে পাতার রস লাগাইলে আরাম হয় (Atkinson)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

বীজ :—কৃমিনাশক। বিশেষতঃ ফিতা কৃমিনাশক।

পাতা :—পোড়ায় বাহ্যপ্রয়োগে ব্যবহৃত হয়।

Fig.— Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 463.

Ref.—F. B. I., ii, 622 ; Roxb., F. I., iii, 718 , B. P., i., 528; Prain. H.H., 217.

283. C. Pepo DC. (কুমড়া, বেলকুমড়া)

Genus—MOMORDICA Linn.

284. M. cochinchinensis Spreng. (কাঁকরোল)

ভাষানুসারী নাম :—কর্কটকী—সংস্কৃত ; কাঁকরোল—বাংলা ; কাঁকরোল—হিন্দি ; কাটোলী কাকোলী—মহারাষ্ট্র ; মধুবাগাল—কর্ণাট ; আগ্‌জির—তেলেগু ; কন্টোল্—গুজরাট।

কর্কোটকী পাণ্ডুফলা মনোজ্ঞা চ মনস্বিনী।
বোধনা বন্যকর্কোটী দেবী কণ্টফলাপি চ॥
কর্কোটকী কটূষ্ণা চ তিক্তা বিষবিনাশিনী।
বাতঘ্নী পিত্তহচ্চৈব দীপনী রুচিকারিণী॥

রাজনিঘণ্টুঃ। মূলকাদিবর্গঃ

নামপর্যায় :—কর্কোটকী, পাণ্ডুফলা, মনোজ্ঞা, মনস্বিনী, বোধনা, বন্যকর্কোটি, দেবী, কণ্টফলা—এইগুলি নাম।

গুণপর্যায় :—কর্কোটকী—কটূষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, বিপাকে তিক্ত রস, বিষ নাশক, বাতনাশক, পিত্তনাশক, দীপনী, এবং রুচিকারক।

জন্মস্থান :—পূর্ববঙ্গ, চট্টগ্রাম, রংপুর, কুচবিহার, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলার জঙ্গলে জন্মে ও কোন কোন স্থানে চাষ হয়। কেনাশরিফ, বাজিশাহী।

বর্ণনা :—বহুবর্ষজীবী লতা। পত্রের ব্যাস ৪-৫ ইঞ্চি। হৃৎপিণ্ড ডিম্বাকৃতি পত্র সাধারণতঃ ৩ খণ্ডে বিভক্ত, কোমল লোমযুক্ত, কিনারা দাঁতযুক্ত। পুংদণ্ডে অনেক ফুল হয়। পুংপুষ্প ২-৩ ইঞ্চি। পাপড়ি ১-২ ইঞ্চি লম্বা, শ্বেত ও পীতবর্ণের দাগ আছে। স্ত্রীপুষ্পদণ্ড ১-২ ইঞ্চি; ফল ২-৫ ইঞ্চি, ডিম্বাকৃতি। অগ্রভাগ সরু, উজ্জ্বল লালবর্ণ কাঁটাযুক্ত। অগ্রভাগ ঠোঁটের ন্যায়। গায়ে কাঁটা আছে, একটি ⅛ ইঞ্চি উচ্চ। বীজটি ½ ইঞ্চি লম্বা এবং ⅓ ইঞ্চি সরু, চেপ্টা, কিছু কৃষ্ণবর্ণ, কিনারা ঢেউ খেলান। বঙ্গদেশে ইহাকে হিকরোলা বলে। বঙ্গদেশ ও আসামের এই সব স্থানে পতিত ভূমিতে প্রচুর জন্মে। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—বীজ ও শিকড়।

মুলপ্রকারণের ঔষধার্থে ব্যবহার :—বীজের শাঁস কাশিতে খায়, ইহা সর্দি ও বক্ষ বেদনায় হিতকর। স্ত্রীলোকেরা প্রসব হইলে যে ঝাল খায় ইহার বীজের গুঁড়া তাহার একটি উপকরণ; কখন কখন ইহার সহিত মাখন মিশ্রিত করিয়া ব্যবহৃত হয়। কথিত আছে, এই ঝাল ব্যবহারে শরীরের বেদনা ও অবসাদের গ্লানি দূর হয়। ইহার শিকড়ের প্রলেপ মাথায় দিলে কেশ পতন বন্ধ হয় ও কেশ বাড়িয়া উঠে।

Glossary:—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

বীজ—কাশে উপকারী এবং বুকের অসুখে উপকারী। মূত্রের বেগ বর্ধিত করে।

Fig. :—Bot. Mag., 5145; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t.455A.
Ref. :—F.B.I., ii, 618; Roxb. F. I., iii, 709; B.P., i, 532; Prain, H. H., 217; Voigt. H.S., 56.

284. Momordica cochinchinensis *Spreng.* (কাঁকরোল)

285. M. charantia Linn. (করলা)

ভাষানুসারী নাম :—কারবেল্ল—সংস্কৃত ; করলা, উচ্ছে—বাংলা ; করেলী, করেলা—হিন্দি ; কারেল্লে—মহারাষ্ট্র ; কারেলা, কড়বাকেলা—গুজরাট ; করলা—উৎকল ; কাকারা—তৈলঙ্গ ; হাগল—কর্ণাট ; কিল্লা—আরব ; করেন—হেমেন্দ্র ; পাভাকরৈ—তামিল ; কড়্‌বোন—আসাম ; করল—বাদর।

কারবেল্লং কঠিল্লং স্যাৎ কারবেল্লী ততো লঘুঃ।
কারবেল্লং হিমং ভেদী লঘু তিক্তম বাতলম্॥
জ্বরপিত্তকফাস্রঘ্নং পাণ্ডুমেহক্রিমীন্ হরেৎ।
তদ্‌গুণা কারবেল্লী স্যাৎ বিশেষাদ্ দীপনী লঘুঃ॥

ভাবপ্রকাশ : । শাকবর্গ।

নামপর্যায় :—কারবেল্ল ও কঠিল্ল এই দুইটী করলার নাম। ক্ষুদ্রজাতি করলাকে অর্থাৎ উচ্ছেকে কারবেল্লী বলে।

গুণপর্যায় :—করলা, শীতবীর্য্য, ভেদক, লঘুপাক, তিক্তরস, বাতপ্রকোপক। জ্বর, পিত্ত, কফ, রক্ত দোষ, পাণ্ডু, মেহ ও ক্রিমি নাশক। উচ্ছেতে ও এই সকল গুণ আছে, অধিকন্তু অগ্নিদীপক ও লঘুপাক।

জন্মস্থান :—সর্বপ্রকারেই চাষ হয়। বঙ্গদেশের হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানে চাষ হয়।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী লতা, আঁকড়ী এক একটী হয়। পত্রের ব্যাস ১-৩ ইঞ্চি, গোলাকার, লোমযুক্ত, মসৃণ, গোড়ার দিক খণ্ডিত। খণ্ডগুলি অসমান এবং ভিতরে বিভক্ত। পুং পুষ্পদণ্ডে এক একটী গোলাকার ফুল হয়। পাপড়ি ½-¾ ইঞ্চি, পীতবর্ণ। স্ত্রী পুষ্পদণ্ড ২-৪ ইঞ্চি, সরলেখ। ফল ১-৩ ইঞ্চি, কখনও ৬-৭ ইঞ্চি হয়, ফলের অগ্রভাগ মোটা—উভয়দিকে ক্রমশঃ সরু। ফলের গায়ে অনেক অর্ধুদের ন্যায় কাঁটা আছে, উহা দেখিতে ত্রিকোণাকার। বীজ ½ ইঞ্চি, চেপ্টা, কিনারা ঢেউ খেলান, চিত্রবিচিত্র করা। প্রায় সারা বৎসরই ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ—ফল, লতা, পত্র ও মূল। মাত্রা, পত্ররস ১-২ তোলা, বমনার্থে ১০ তোলা।

বৈদ্যকে কারবেল্লের ব্যবহার।

মুখরোগ :—বালকদের কারবেল্ল—উচ্ছেপত্রের রস দ্বারা শক্ত ফুস্কুড়ি বাহকের হিতকর (চিঃ ৫ খঃ)।

চক্ষুরোগ :—(১) নবজ্বরে পাকার্থ কারবেল্ল—জ্বরযোগীর সেবনার্থ উচ্ছেশাক ব্যবহার করিবে (বঙ্গ চিঃ)। (২) অম্লপিত্তরোগে কারবেল্ল—উচ্ছেপাতার রস হরিদ্রাচূর্ণ যোগে পান করিবে। ইহা দাহ, জ্বর, বিস্ফোট ও বমন নাশক। (৩) অন্তঃপ্রবিষ্ট যোনিতে

কারবেল্ল—উচ্ছেলতার মূলের প্রলেপ দিলে, অন্তঃপ্রবিষ্ট যোনি বহির্নিঃসৃত হইয়া থাকে (যোনিব্যাপদ্ চিঃ)।

ভাবপ্রকাশ:—বিসূচীকায় কারবেল্ল—উচ্ছেলতার কাথ, তিলতৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বিসূচীকা প্রশমিত হয় (মঃ খঃ ২য় ভাগ)।

মূলপ্রত্যাংশের ঔষধার্থে ব্যবহার:—করলা বলকারক, পরিপাকযন্ত্রের দোষনাশক, বাত, গেঁটেবাত, মৈথা ও রক্তের পক্ষে হিতকর ও ক্রিমিনাশক। পাতার রস ½ অর্দ্ধ তোলা, দারুচিনি, এলাচ প্রভৃতির সহিত মিশাইয়া বমনকারক ও বিরেচক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। পায়ের তলা জ্বালা করিলে উচ্ছেপাতার রস দিলে আরাম হয়। উচ্ছেপাতা গোলমরিচের সহিত বাটিয়া চক্ষুর চতুর্দিকে প্রলেপ দিলে রাতকানা আরাম হয় (Dymock)। উচ্ছে ও উচ্ছেপাতা ক্রিমিনাশক এবং অর্শ, কুষ্ঠ ও কামলা রোগে হিতকর। ইহার শিকড় রক্তস্রাব নাশক ও সংকোচক। পত্রের টাট্কা রস মৃদু বিরেচক, ইহা বালকদিগকে জোলাপের বদলে দেওয়া যাইতে পারে। উচ্ছেপাতার রস জ্বর নাশক (Watt)।

ঋতুনাশ রোগে ইহার পাতার রস খাইলে ঋতুস্রাব আনয়ন করে (Watt)।

Glossary:—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়:

পাতার রস—বমনকারক, বিরেচক, রক্তের প্রবাহে উপকারী, পায়ের পাতা জ্বালাতে উপকারী।

মূল ও পত্র—ক্রিমিনাশক, অর্শ, কুষ্ঠ, ও কামলায় উপকারী।

মূল—সংকোচক, অর্শে উপকারী

ফল—ঋতুদীপক।

মন্তব্য:—Roxburgh (পৃঃ ৩০৩) Dymock (২য় খণ্ড ৭১ পৃঃ) হবুষার বাংলা নাম, ভ্রমবশত কারবেল্ল অর্থাৎ উচ্ছে লিখিয়াছেন। বস্তুতঃ, কারবেল্লীর পর্য্যায় নির্দ্দেশে বলিয়াছেন—"কারবীর: কারবল্লিকা নানাপ্রকারেন্ন পটুঃ। উক্তপ্রকার যোগবল্লী কারবেল্লী সুকান্তকঃ"। রাজনির্ঘণ্টুর হবুষা নির্দ্দেশ স্থলে কথিত হইয়াছে "হবুষা কটুকবল্লী বিপুলা চুলবীয়কে, বিশ্বরে চ বিবরণা হবুষা কেতকী অবেৎ"। সুতরাং নিঘণ্টুদ্বয়ের মতে হবুষা শব্দের ভ্রমবশত কারবেল্লার্থ দুষ্ট। নিঘণ্টুদ্বয়ে কারবেল্লীর কোন দীপ্তি হয় নাই। কিন্তু ভাবপ্রকাশকার বলিয়াছেন—"কারবেল্লং কঠিল্লং স্যাৎ কারবেল্লা ফলোক্তঃ" এতদ্দ্বারা উচ্ছের নাম কারবেল্লী। বৈদ্যকে কুত্রাপি ভ্রমবশত কারবেল্লার্থে হবুষা শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় না। হবুষা, করলা ও উচ্ছে উভয়কেই বুঝাইতে পারে।

কারবেল্লর ফল, বীজ পত্র—এবং পঞ্চাঙ্গ "বাত্ত্বি" রোগে উপকারী। সমস্ত গাছ, মূল ও চূর্ণ করিয়া, তদ্দ্বারা মুখমণ্ডল ও অঙ্গের বাহ্য অংশ মর্দন করিবে। (R. N. Khorry 2nd Part. 314 page)

Fig—Bot. Reg., t. 980 ; Rheede, Hort, Mal., viii, t. 9010 ; Bot. Mag., t. 2455.

Ref —F. B. I., ii, 616 ; Roxb., F. I., iii, 707 ; Watt. v. Pt. I, 256 ; B. P., i. 521 ; Prain, H. H., 216

285. M. charantia Linn. (করলা)

286. M. dioica Roxb. (কাঁকরোল)

ভাষানুসারী নাম :—কর্কটী—সংস্কৃত ; কাঁকরোল, ঝি-করলা—বাংলা ; খেকসা, গোলকান্দু—হিন্দি ; পলুপাগল—তামিল ; আকাকারা—তেলেগু ; বহিরিলা—আসাম ; এরিম্পাবল্—মালয় ।

করকা কারবল্লী চ চীরিশত্রুঃ কটিল্লকা ।
সুষবী কটুকলা পীতপুষ্পা হ্যুগ্রবল্লিকা ॥
কারবল্লী সুতিক্তোক্তা দীপনী কফবাতজিৎ ।
অরোচকঘ্না চৈব রক্তদোষঘ্নী চ সা ॥

রাজনিঘন্টুঃ । মূলকাদিবর্গঃ ।

নামপর্যায় :—করকা, কারবল্লী, চীরিশত্রু, কটিল্লকা, সুষবী, কটুকলা, পীতপুষ্পা, বহুবল্লিকা—এইগুলি নাম ।

গুণপর্য্যায় :—কারবেল্লা—শক্তিতে তিক্ত, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপক, কফ এবং বায়ু নাশক, অরোচক নাশক ও রক্তদোষনাশক।

জন্মস্থান :—বাঙ্গলার অনেক স্থানে চাষ হয়, দাক্ষিণাত্যে প্রচুর জন্মে। হুগলী, ঢাকা, বর্দ্ধমান জেলায় চাষ হয়।

বর্ণনা :—বহুবর্ষজীবী লতা ; শিকড় আলুর মত, আঁকড়ি আছে, ডাঁটা চেপ্টা, উজ্জ্বল। পাতা ছোট বড় হয়। পত্র ২-৩ ইঞ্চি, ত্রিধাকৃতি। ৩-৫টি অংশে বিভক্ত। কিনারা কর্ত্তিত। বোঁটা ১-১½ ইঞ্চি, কোমল লোমযুক্ত। ফুল ফিকে পীতবর্ণ। এক একটি হয়। বোঁটা ২ ইঞ্চি কোমল লোমযুক্ত। পুং পুষ্পের নীচে কচি পাতাগুলি ইহাকে বেষ্টিয়া থাকে। ফুলের পাপড়ি ½-১ ইঞ্চি লম্বা, শক্ত লোমযুক্ত। ফল ২ ইঞ্চি লম্বা ও ডিম্বাকৃতি, পাকিলে ফাটিয়া যায়। বীজ ½-১ ইঞ্চি চেপ্টা, শাঁস লালবর্ণ, ফল খাইতে তিক্ত। যেগুলি চাষ হয় সেগুলি কম তিক্ত, তরকারীতে ব্যবহৃত হয়। বাঙ্গলায় ইহাকে কেহ কেহ ঝি-করলা বলে। বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—সমগ্র গাছ।

মুখপ্রচারেদের ঔষধার্থে ব্যবহার :—করলাপাতা, নারিকেল, মরিচ, রক্তচন্দন, এবং অপরাপর মসলা যোগে বাটিয়া প্রলেপ দিলে বাতাদিরো আরাম হয় (Rheede)। ইহার শিকড় রক্তার্শে ও পেটবেদনায় ব্যবহৃত হয়, মাত্রা ৩০ গ্রেণ। করলাগাছের গুঁড়া অথবা শুষ্ক ফলের শাঁস নাকে দিলে সর্দি বাহির হয়। পুং গাছের শিকড় নাসিকায় ক্ষরিত রক্ত আরাম করে। অপক্ব ফলের তরকারী রোগীর পক্ষে মুখরোচক।

Glossary : সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূল—ঘষে করিয়া ব্যবহারে অর্শের রক্ত বন্ধ করে। মূত্রাশয়ের রোগে উপকারী। সেঁকো করিয়া গায়ে প্রলেপের ন্যায় ব্যবহারে প্রদাহসংযুক্ত প্রবলজ্বরের তাপ কমাইয়া দেয়। সর্পদংশনে এবং বিছার কামড়ে বিশেষ উপকারী, মূলের রস রোগের প্রতিষেধক।

শুষ্কফলের গুঁড়া—অথবা করলাগাছের গুঁড়া নাকে দিলে দুর্গন্ধযুক্ত পূঁযাক্ত সর্দি বাহির হয়।

Fig.—Wight, Ic., t. 505 & 506 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 454.

Ref.—F. B. I. ii, 617 ; Roxb., F. I., iii, 709 ; B. P., i. 521 ; Prain., H. H., 217 ; Voigt., H. S., 56.

286. M. dioica Roxb. (বনকরলা)

Genus—MUKIA Arn.

287. M. scabrella Arn. (আগমুখী)

ভাষানুসারী নাম :—আগমুখী, গোয়ালকাঁকড়ী—বাংলা ; আগমকি, বিলারী—হিন্দি ; পুট্টিবুদম্—তেলেগু ; আগমার্কি—মুরাঠী ; মুসুমুসুক্কাই—তামিল ।

বাসস্থান :—ভারতের সকল স্থানে, এবং বাংলাদেশের হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বর্ধমান প্রভৃতি স্থানে প্রায়ই দেখা যায়।

বর্ণনা :—লতানে গাছ, ডাঁটা সবলজ, ও শক্ত লোমযুক্ত। পত্র ২-৩ ইঞ্চি, করাতের দাঁত, বোঁটা ছোট, কখনো ১ ইঞ্চি হয়। ফুল ১/৪–১/২ ইঞ্চি, হ্যাম বিশিষ্ট পীতবর্ণ। ফল ১/৪–১/২ ইঞ্চি, উজ্জ্বল লালবর্ণ। বীজ [illegible], চেপ্টা। ফুল বৎসরের সকল সময়েই হয়। শীতের প্রারম্ভে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—ফল।

স্থানীয় লোকেদের ঔষধার্থে ব্যবহার :—দাঁতের ব্যথা দূর করে। পিত্তের ব্যথা, পেটফাঁপা ও

দাঁতের বেদনা নিবারক (Atkinson)। লতার রস ও কচিপাতা মৃদু বিরেচক এবং কর্ণরোগের বেদনা ও বিবধিরতায় ব্যবহৃত হয় (Watt)। ইহার পাতার রস গর্ভবতী স্ত্রীলোকের গর্ভকালীন শোথ রোগে ব্যবহৃত হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

মূল—কাথ করিয়া ব্যবহারে পেটের বায়ুর উপশম করে এবং চর্বন করিলে দাঁতের বেদনার উপশম হয়।

কচিপাতা ও লতার রস :—মৃদু বায়োবর্ধক, বাধাবেদনা ও বহুমূত্র রোগে উপকারী।

বীজ :—কাথ করিয়া ব্যবহারে বলকারক। গা-হাত পা কামড়ানিতে বেঁটে করিয়া লাগাইলে উপকার হয়। বিশেষতঃ পিঠের কামড়ানিতে উপকারী।

Fig—Wight. Ic., t. 501 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med, Pl., t. 465.
Ref—F. B. I., ii. 623 , Roxb. F. I., iii, 724 ; B, P., i, 525.

287. Mukia scabrella Arn. (বাগমুরী)

Genus—ZEHNERIA. Endl.

288. Z. Umbellata Thw. (কুনারী)

ভাষানুসারী নাম :—কুনারী, বিলারী—বাংলা ; কাবালী—হিন্দি ; তিতাম্মা—তেলেগু।

জন্মস্থান :—চট্টগ্রাম, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলার বন জঙ্গলের মাঝে জন্মে।

বর্ণনা :—কাঁটার ভিতর লোম থাকে। পত্রের বৃন্তগুলি অতিশয় লম্বা, বোঁটা ছোট, পত্রের বৃহৎ অংশটি ১-৩ ইঞ্চি, সরু ত্রিকোণাকার, গোড়ার দিক হৃৎপিণ্ডাকৃতি। ধারিতে দন্তাকৃতির। উভয় লিঙ্গবিশিষ্ট লতা, পুংপুষ্পদণ্ড ২-৪ ইঞ্চি এবং স্ত্রীপুষ্প ছোট বোঁটায় এক একটি থাকে। ফল উজ্জ্বল লালবর্ণ ও লম্বাকৃতি, ফলের পশ্চাৎ ভাগ ক্রমশঃ সরু। ফলে বীজ প্রায় ১২টি থাকে, কখনও ২-৩টি থাকে। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ফুল হয়, ফল পাকিতে দুই মাস লাগে।

ব্যবহার্য্য অংশ :—মূল ও পত্র।

মুসলমানদের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার শিকড়ের রস, জিরা, চিনি ও দুধের সহিত মিশ্রিত করিয়া, শুক্র মেহে প্রমেহ ও শ্বেতপ্রদরে ব্যবহার করে। কোন স্থানে জোলাপ দাদ লাগিয়া ফুলিয়া উঠিলে ইহার পাতার রস দিলে শীঘ্র উপকার হয় (Dymock)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

মূলের রস—জিরা, চিনি ও দুধ সহযোগে ব্যবহারে প্রমেহে ধাতুক্ষয়ে উপকারী।

পাতার রস—প্রদাহযুক্ত স্থানে ব্যবহারে উপকার পাওয়া যায়।

Fig.—Rheede, Hort. Mal., viii. t. 26 ; Kirtikar & Basu. Ind. Med. Pl. t. 466B.

Ref.—F.B.I., ii, 625 ; Roxb., F.I., iii. 710 ; Watt., vi. Pt. IV, 355 ; B.P. i, 525 , Dymock, ii, 90 ; আধুনিক নামকরণ অনুসারে এই লতাকে Melothria heterophylla Cogn বলা হয়।

288. Zehneria umbellata Thw.- (কুন্দরী)

LII. CACTEAE

Genus—OPUNTIA Tourn-ex Mill

289. O dillenii Hav. (ফণিমনসা)

ভাষানুসারী নাম :—কন্থারী—সংস্কৃত ; ফণিমনসা, নাগফণা—বাংলা ; নাগফণা—হিন্দি ও মহারাষ্ট্র ; নাগফণ—কর্ণাট ; নাগদালি—তেলেগু ; নাগফালী—তামিল ; নাগমুল্লা—কল্লী—মালয়।

কন্থারী কন্থরী কন্থা দুর্ধর্ষা তীক্ষ্ণকণ্টকা।
তীক্ষ্ণগন্ধা ক্রূরগন্ধা দুষ্প্রবেশাঽষ্টকাহ্বয়া ॥
কন্থারী কটু তিক্তোষ্ণা কফবাতনিকৃন্তনী।
শোফঘ্নী দীপনী রুচ্যা রক্তগ্রন্থিবিনাশনী ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। শাল্মল্যাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—কন্থারী, কন্থরী, কন্থা দুর্ধর্ষা, তীক্ষ্ণকণ্টকা, তীক্ষ্ণগন্ধা, ক্রূরগন্ধা, দুষ্প্রবেশা—এই আটটি নাম।

গুণপর্যায় :—কষায়ী—কটু তিক্তরস, উষ্ণবীর্য, কফ ও বায়ু নাশক, শোথনাশক, অগ্নিদীপক, রুচিকারক এবং রক্তদুষ্টি সংক্রান্ত রোগ নাশক।

জন্মস্থান :—আমেরিকা দেশীয় গাছ। ভারতের সর্বত্র দেখা যায়। হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বর্ধমান জেলায় পতিত জমিতে জন্মায় অথবা বাগানের বেড়ায় রোপণ করে।

বর্ণনা :—কাঁটাযুক্ত গুল্ম। ইহার কাণ্ড চেপ্টা এবং ইহাতেই পত্রের কাজ হয়। সারা গায়ে শক্ত শক্ত কাঁটা আছে। গাছের পাতা নাই। ফুল এক একটি হয়। উভয়লিঙ্গ বিশিষ্ট। দেখিতে ছোট পদ্মফুলের ন্যায় ও পীতবর্ণ। পাপ্‌ড়ি এক একটি যুক্ত, ইহা ফুলের গোড়ায় সংলগ্ন। ফল শাঁসযুক্ত। বীজ অনেক থাকে। আমেরিকা দেশে এক হাজারের অধিক ফণিমনসা জাতীয় গাছ আছে। বর্ষার সময় ইহার ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—ফল ও পত্র, রস।

মুষ্টিযোগের উপকারার্থে ব্যবহার :—ভারতীয় লেখকগণ ও পোর্টুগীজেরা ইহার ফল উৎকাশি ও হাঁপানী নিবারক বলিয়া প্রশংসা করেন। ফলের সিরাপ ১ চামচ করিয়া দিবসে ৩।৪ বার সেবন করিলে তরল সর্দি, কাশি আরাম হয়। গর্ভকালীন হাঁপানীতে যখন অন্য ঔষধে ফল হয় না, তখন ইহার রস সকালবেলা সেবন করিলে ২০ ঘন্টার মধ্যে উৎকাশি আরাম হইয়া যায়। কয়েকটি রোগীকে ব্যবহার করিতে দিয়া বিশেষ ফল হইয়াছে (Dymock)। ইহার পাতা (চেপ্টা কাণ্ড) সেঁকিয়া পুলটিস্ দিলে আক্রান্ত স্থানের উত্তাপ কমিয়া যায় (Ainslie)। ইহার ফুলের রস মাত্রা ১০ ফোঁটা, চিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে কোষ্ঠবদ্ধতা আরাম হয়। ফল খাইলে প্রস্রাব রক্তবর্ণ হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ফল—উত্তাপজনক, গলার বিকারে উপকারী। অর্ধসিদ্ধ করিয়া প্রয়োগে হুপিংকাশি (ঘুংড়িকাশি) কমিয়া যায়। সিরাপের আকারে ব্যবহারে হাঁপানীর টান সহ কাশিতে এবং রোগা শ্লেষ্মরোগে উপকারী।

দুধের ন্যায় রস—বিরেচক।

পাতা—বাটিয়া পুল্টিসের ন্যায় ব্যবহারে প্রদাহ এবং গরম নষ্ট করে। দ্রব করিয়া চক্ষুতে ব্যবহারে 'চোখওঠা' আরাম হয়। গরম করিয়া ফোড়ায় ব্যবহারে, ফোড়া শীঘ্র ফাটাইয়া দেয়।

গাছ—সর্পদংশনে উপকারী।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 469, B.
Ref.—F. B. I., ii, 657; Roxb. F. I., ii, 475; B. P., i, 531; Prain., H. H., 218

289. Opuntia, dillenii Hav. (ফণিমনসা)

LIII. FICOIDEAE

Genus—TRIANTHEMA Linn.

290 T. monogyna Linn. (সাবুনী)
T. Portulacastrum Linn.

আঞ্চলিক নাম :—সাবুনী, [illegible]—বাংলা ; লাল-সাবুনী—হিন্দি ; [illegible]—তামিল ; [illegible]—তেলেগু ; [illegible]—পাঞ্জাব ; [illegible]—মহারাষ্ট্র।

বিস্তার :—ছোটনাগপুর, পূর্ব এবং পশ্চিমবঙ্গ, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা। পতিত জমি ও বাগানের জমিতে সাধারণতঃ জন্মে। ইহা [illegible] দেশীয় গাছ।

বর্ণনা :—[illegible] ; [illegible]। [illegible]। [illegible]।

১০-১২টি। বীজকোষ জোট এবং পাকায় পুরুত্বিত থাকে। ফলে একটী বীজ থাকে, দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ। বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়। অনেকে ইহা শ্বেত পুনর্নবা বলিয়া ব্যবহার করে।

ব্যবহার্য অংশ :—মূল ও পত্র।

মূলপ্রাদেশিক ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার শিকড় তিক্ত, বাইরে বমন উৎপাদন করে। ইহা আদার সহিত কাঁথা করিয়া ব্যবহার করিলে দাস্ত হয়। টাইফা বাইতে দিই। (Ainslie)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :

শ্বেতবর্ণের গাদুরীর পাতা—প্রদাহনাশক, বিভিন্ন কারণে উদ্ভূত যকৃতের দোষ কিংবা যকৃতের দোষে উপকারী। বিশেষতঃ উদরীতে উপকারী। বালকদিগের যকৃৎ, হৃদরোগ এবং অর্শের চিকিৎসায় উপকারী।

ফলের কাঁথা—তিক্ত, বিরেচক, গর্ভপাতকারক এবং ঋতুস্রাবকারী।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 470; Wight Ic., t. 228.

Ref.—F. B. I., ii, 660, Roxb., F. I., ii, 445, B. P., i. 533 Prain H. H., 218. আধুনিক প্রামাণ্য অনুসারে ইহাকে Trianthema portulacastrum Linn. বলা হয়েছে।

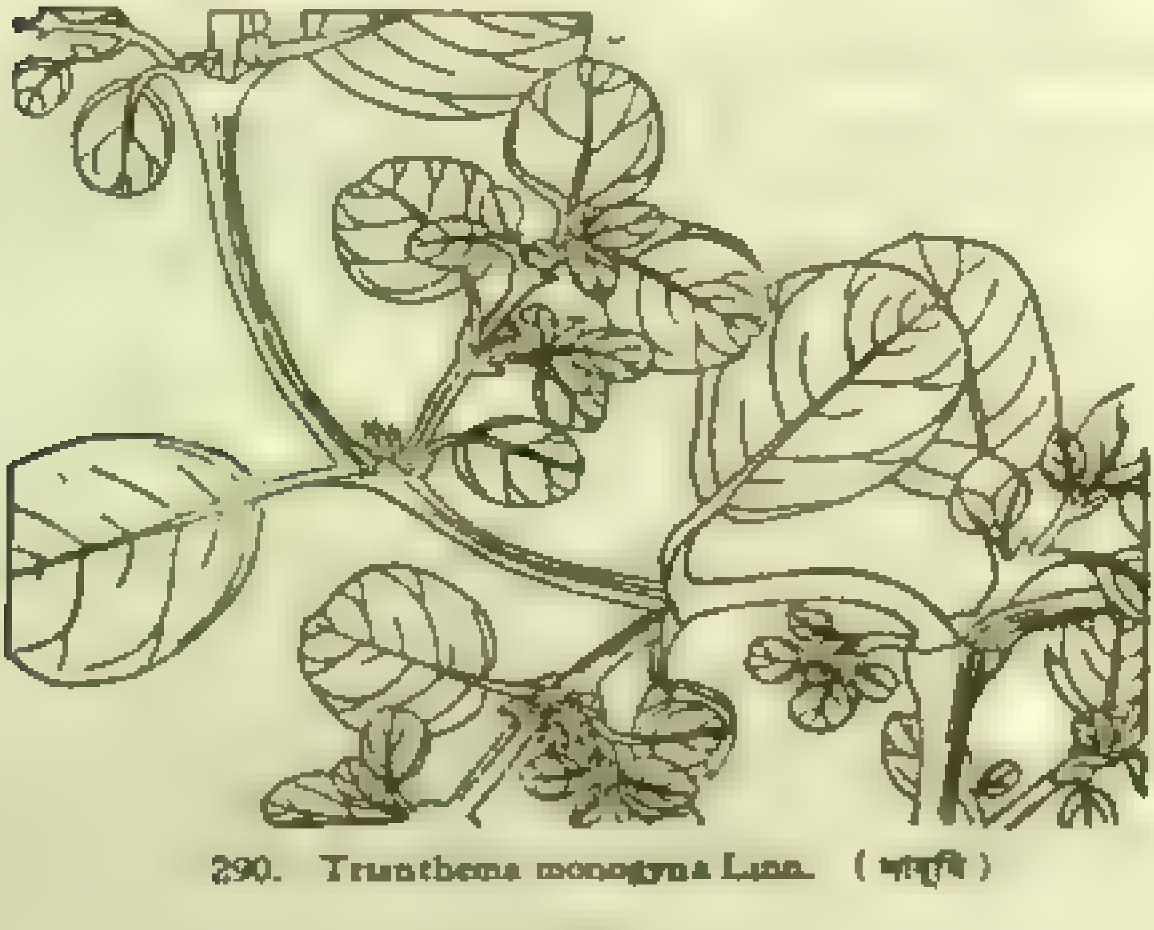

290. Trianthema monogyna Linn. (গাদুরি)

Genus—MOLLUGO Linn.

291. M. spergula Linn. (গীমাশাক)

ভাষানুসারী নাম :—গ্রীষ্মসুন্দরক, গোজিহ্বা, কবিতক —সংস্কৃত ; গীমাশাক—বাংলা ; গিমা—হিন্দি ; কাচনতারাই—তামিল ; চাতারাশিরাসু—তেলেগু ; কৈয়াজিরা—মালয় ; ঝারশি—মহারাষ্ট্র।

গোজিহ্বা কুষ্ঠমেহাস্র-কৃচ্ছ্র জ্বরহরী লঘুঃ।

ভাবপ্রকাশঃ। শাকবর্গঃ।

নামপর্যায় :—গোজিহ্বা।

গুণপর্যায় :—ইহা লঘুপাক এবং কুষ্ঠ, মেহ, রক্তদুষ্টি, মূত্রকৃচ্ছ্র ও জ্বর প্রশমক।

জন্মস্থান :—বঙ্গদেশের সকল স্থানে পুকুরের কিনারায় জন্মে।

বর্ণনা :—চতুর্দিকে বিস্তৃত শয়ান বর্ষজীবী উদ্ভিদ্। পত্র ½-১ ইঞ্চি, সাধারণতঃ বোঁটার চারিদিকে বিস্তৃত, লম্বাকৃতি। বোঁটা ⅛ ইঞ্চি। পাপড়ি ⅛-⅙ ইঞ্চি লম্বা; পুংকেশর ৫-১০টি। বীজাধারে বীজ অনেক থাকে, দেখিতে গোলাকৃতি। Mollugo hirta Thunb. নামে আর এক জাতীয় শাক আছে। ইহার নির্দিষ্ট বাংলা নাম নাই, কেহ কেহ ইহাকে কাঠ্‌খিরে বলে। উক্ত প্রকার শাকের ফুল শ্বেতবর্ণ। বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—সমস্ত উদ্ভিদ্। মাত্রা, রস ১-২ তোলা।

মুলপ্রান্তদেশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহা পাচক, অজীর্ণ নিবারক ও বিষ দোষ নাশক। প্রসবান্তিক স্রাব বন্ধ হইলে এই শাক খাইলে স্রাব নির্গত হইয়া থাকে (Ainslie)। ইহার রস বাতিক তৈলসহ কানে দিলে কানবেদনা আরাম হয়। গাছকোটা নামক স্থানে ইহার রস এবং M. hirta র রস চর্মরোগ নিবারক বলিয়া ব্যবহার করে। (Dymock, Pharm, Ind., ii, 103)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

শাক—অগ্নিদীপক, কোষ্ঠবদ্ধতানাশক, প্রতিষেধক। অল্প একটু তৈল গরম করিয়া ইহার রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবহারে কানকট্‌কটানি আরাম হয়।

শাকের রস—চর্মরোগে এবং চুলকানিতে উপকারী।

Fig.—Rheede, Hort. Mal., i, t. 24 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t, 474.

Ref.—F. B. I., ii, 662 ; Roxb., F. I. ii, 360 ; B. P., i, 533 ; Prain, H. H., 219.

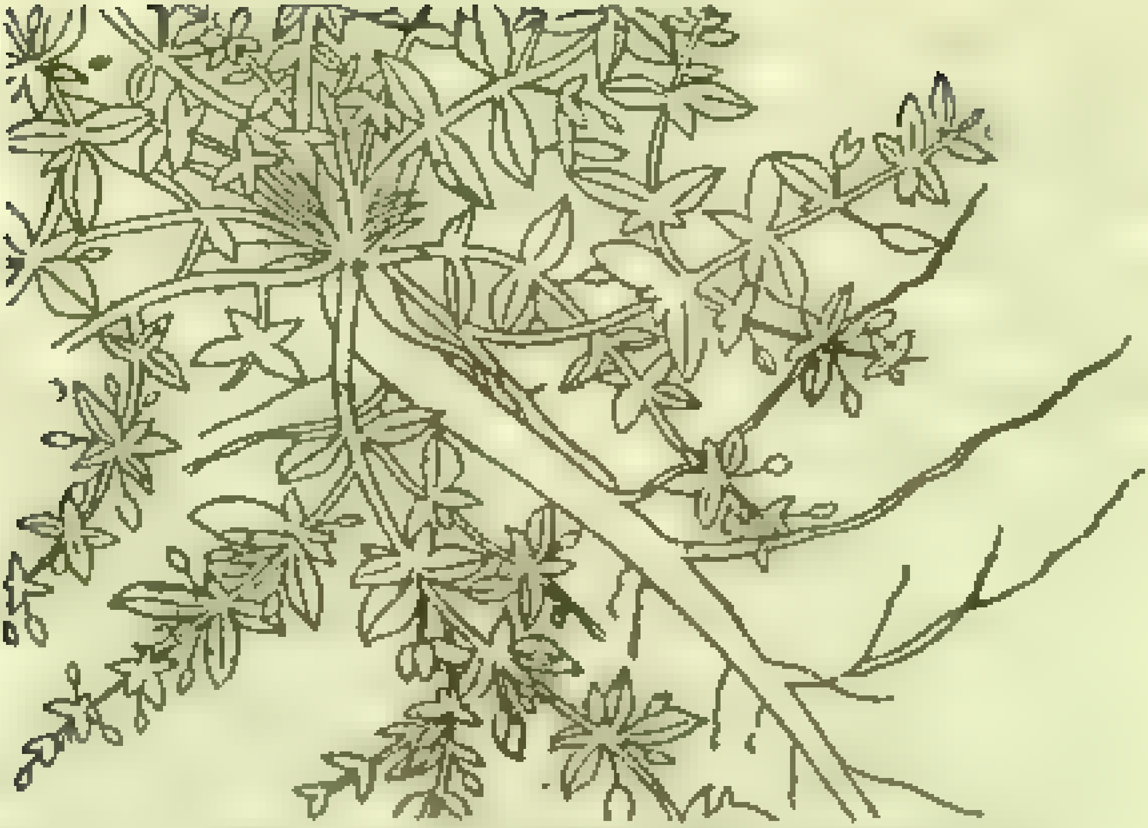

291. Mollugo spergula Linn. (গিমাশাক)

LIV. UMBELLIFEREAE.

Genus—HYDROCOTYLE (Tourn) Linn.

292. H. asiatica Linn. (থুলকুড়ি)

C. asiatica (Linn.) Urban.

ভাষানুসারীনাম : মণ্ডূকপর্ণী—সংস্কৃত ; থুলকুড়ি—বাংলা ; ব্রহ্মমণ্ডূকী—হিন্দি ; বল্লকীকেরি, কাদাবাই—তামিল ; মণ্ডূকব্রাহ্মী, ব্রাহ্মী—তেলেগু ; ব্রাহ্মী—বোম্বে ।

মণ্ডূকপর্ণী মাণ্ডূকী ত্বাষ্ট্রী দিব্যা মহৌষধী ।
ব্রাহ্মী হিমা সরা তিক্তা লঘুর্মেধ্যা চ শীতলা ॥
কষায়া মধুরা স্বাদু-পাকায়ুষ্যা রসায়নী ।
স্বর্য্যা স্মৃতিপ্রদা কুষ্ঠ-পাণ্ডুমেহাস্রকাসজিৎ ।
বিষশোথজ্বরহরী তদ্বন্মণ্ডূকপর্ণিনী ॥

ভাবপ্রকাশঃ । গুড়ূচ্যাদিবর্গঃ ।

নামপর্যায় :—মণ্ডূকপর্ণী, মাণ্ডূকী, ত্বাষ্ট্রী, দিব্যা ও মহৌষধি। এইগুলি নাম।

গুণপর্যায় :—ব্রাহ্মী—শীতবীর্য, সারক, তিক্ত-কষায়-মধুররস, লঘু, মেধা, শীতল, মধুর বিপাক, আয়ুষ্কর, রসায়ন, স্বরহিত, স্মৃতিপ্রদ, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, মেহ, রক্তদোষ, বিষ, শোথ ও জ্বরনাশক। ব্রাহ্মীর যে গুণ, মণ্ডূকপর্ণীরও সেই সকল গুণ।

জন্মস্থান :—বঙ্গদেশ ও দক্ষিণ-ভারত। হুগলী, ঢাকা, ২৪পরগণা, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলার পুকুরের কিনারায় ও আর্দ্রস্থানে জন্মে।

বর্ণনা :—ভূলুণ্ঠিত লতা, বহুবর্ষজীবী, কখন কখন ২।৩ বৎসর থাকে। পত্র ½—২½ ইঞ্চি, কাণ্ডের দুইদিকে বাহির হয়। পত্র দেখিতে অনেকটা পটল পত্রের ন্যায় কিন্তু আকারে একটু ছোট, পত্রের অগ্রভাগ গোলাকার। পুষ্পদণ্ড ½ ইঞ্চি। ফুলের বোঁটা ছোট, সাধারণতঃ ৩টি একত্রে হয়। পুষ্প ক্ষুদ্র, ঈষৎ নীলের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ অথবা লালবর্ণ। ফল ⅙-⅛ ইঞ্চি, শক্ত, গুরু। বীজকোষ লম্বা, রুক্ষ, আর চেপ্টা। ফুল বসন্তকালে হয় এবং ফল গ্রীষ্মকালে ধরে। গাঁটা হইতে শিকড় বাহির হয়।

থুলকুড়ির পত্র ব্রাহ্মীর ন্যায় মাটিতে লুটিত থাকে ও গ্রন্থি হইতে মূল নির্গত হয়। কিন্তু তফাৎ এই যে, ইহার পত্র, অল্প পরিমাণে গোলাকার ন্যায়, একপ্রকার গন্ধ বিশিষ্ট ও স্বাদে তিক্ত। আর একপ্রকার থুলকুড়ি আছে তাহাও অনেকটা ব্রাহ্মীর মত। ইহার পত্র ব্রাহ্মী অপেক্ষা ছোট, গোল, পাতাগুলি মোটা, ইহার বোঁটা থুলকুড়ি অপেক্ষা লম্বা, কিন্তু শক্ত, পত্রের স্বাদ কষায় ও তিক্ত।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র, মাত্রা,স্বরস—১-২ তোলা। মূলচূর্ণ ½—২ আনা।

বৈদ্যকে মণ্ডূকপর্ণীর ব্যবহার।

চরক : (১) রসায়নার্থ মণ্ডূকপর্ণী—রসায়নার্থী, থুলকুড়ির স্বরস দুগ্ধের সহিত পান করিবে (চিঃ ১ অঃ)। (২) কফক্ষীণে মণ্ডূকপর্ণী—থুলকুড়ি মূলচূর্ণ, ক্রমশঃ মাত্রা বর্দ্ধিত করিয়া, দুগ্ধের সহিত পান করিবে। ঔষধ সেবন কালে আহারের বর্জ্জন পূর্ব্বক কেবল দুগ্ধপান করিতে হইবে। কফক্ষীণ রোগগ্রস্ত মনুষ্য ইহা সেবন করিলে বলা-রোগ্য পুষ্টিলাভ করিবে (চিঃ ১৩ অঃ)। (৩) উদররোগে থুলকুড়ি—উদর রোগী, থুলকুড়ির শাকে কিম্বা জলে সুসিদ্ধ বা স্বেদিত করিয়া, অম্ল, লবণ ও স্নেহ বিনা ভোজন করিবে। জলাহার পরিত্যাগ করিতে হইবে। তৃষিত হইলে জলপান না করিয়া থুলকুড়ির স্বরস পান করিবে। এই বিধি একমাস কাল পালনীয় (চিঃ ১৮ অঃ)।

সুশ্রুত :— মেধা ও আয়ুষ্কামনার্থ মণ্ডূকপর্ণী :—মেধা ও আয়ুষ্কামী শুদ্ধদেহ ব্যক্তি আহারাদি ভোজন পরিত্যাগ পূর্ব্বক কুটী প্রবেশ করিয়া সহস্র মন্ত্রাভিমন্ত্রিত মণ্ডূকপর্ণীর স্বরস দুগ্ধের সহিত আলোড়িত করিয়া পান করিবে কিম্বা স্বরস পানানন্তর পশ্চাৎ

দুধ পান করিবে। তাহা পরিপাক পাইলে দুধ অথবা ঘিয়ের সহিত যবাগূ তিন মাস ভক্ষণ করিবে। ঐ যবাগূ পরিপাক পাইলে দধি, দুধ ও ঘৃত ব্যবহার করিবে। এইরূপ করিলে বলবর্দ্ধনী শক্তিবিশিষ্ট ও শতবর্ষজীবী হওয়া যায়। পিষ্ট থুলকুড়ির বিল্ব-ফলাকার পিণ্ড, দুধের সহিত আলোড়ন পূর্বক সেবন করিলে মেধাবী ও শতবর্ষজীবী হইতে পারা যায়।

মুসলমানদের ঔষধার্থে ব্যবহার :—বালকদিগের পেটের অসুখে এবং জ্বরে পাতার কাথ ব্যবহৃত হয়। কোন স্থানে আঘাত লাগিলে অথবা থেত্‌লাইয়া গেলে ইহার পাতার রস দেয় (Ainslie)। থুলকুড়ির ৩টি কিম্বা ৪টি পাতা ছেঁচিয়া জিরা ও চিনির সহিত বালকদিগকে প্রত্যহ দিলে অথবা ইহার রস খাইলে রক্ত আমাশয় ও উদরাময় আরাম হয় (Dymock)। ইহার পত্র কুষ্ঠ ও চর্মরোগে হিতকর। ইহার পত্র উপদংশ ও চর্ম রোগে বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ প্রয়োগ হয় (Dymock)।

ভারতের কোন কোন স্থানের লোকে ইহার পত্র গুঁড়া করিয়া স্মরণশক্তি বৃদ্ধির জন্য দুধের সহিত পান করিতে উপদেশ দেন। ইহা অগ্নির বলকারক। গাছের গুঁড়া পরিপাক যন্ত্রের দোষ ও মূত্রের দোষ নিবারক। মাত্রা ১০ গ্রেণ পরিমাণ দিবসে ৩ বার সেব্য। থুলকুড়ি বহু পরিমাণ ব্যবহার করিলে মাথা ধরা ও অবসাদ আনয়ন করে।
ইহা নূতন ও পুরাতন পারদ ঘটিত রোগ, শোথ, কুষ্ঠ ও অপরাপর চর্মরোগ, গলগণ্ড, ফোড়া ও পুরাতন বাতরোগে যাব নিবারণ করিয়া রোগ আরাম করিয়া দেয়। থুলকুড়ির কাথ স্ত্রীলোকদের অনিয়মিত ঋতু রোগে ব্যবহার্য ঔষধ। কুষ্ঠ, গলগণ্ড ও পারদ ঘটিত প্রদাহে ও ক্ষতে ইহার গুঁড়া ৩—৫ গ্রেণ মাত্রায় দিবসে ৩ বার ব্যবহার্য। গুঁড়া ক্ষত স্থানে কিম্বা টাটকা পাতার পুল্‌টিস্ দিতে হয়। ইহার প্রয়োগে কুষ্ঠরোগী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে অনেকটা আরোগ্য লাভ করে।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

শাক—প্রয়োজনীয় বলবৃদ্ধি কারক। চর্মরোগ, কুষ্ঠ, বাতুলতা রোগ ও রক্ত দুষ্টিতে রসায়ন তুল্য কাজ করে।

পত্র—স্মরণশক্তি বৃদ্ধিকারক ও রসায়ন। পারদঘটিত রোগ হইতে উদ্ভূত চর্মরোগে বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ প্রয়োগের বিধি আছে।

মন্তব্য :—চরক সংজ্ঞাস্থাপনবর্গে ব্রাহ্মী পাঠ করিয়াছেন। চক্রপাণি লিখিয়াছেন "ব্রাহ্মা ব্রাহ্মী"।

Fig—Rheede. Hort. Mal., t. 46 ; Wight. Ic., t. 565
Ref—F. B. I. ii, 669 ; Roxb., F I., ii, 88 ; B. P., i. 535 ; Dymock, ii, 107 ; Prain. H. H. , 219.

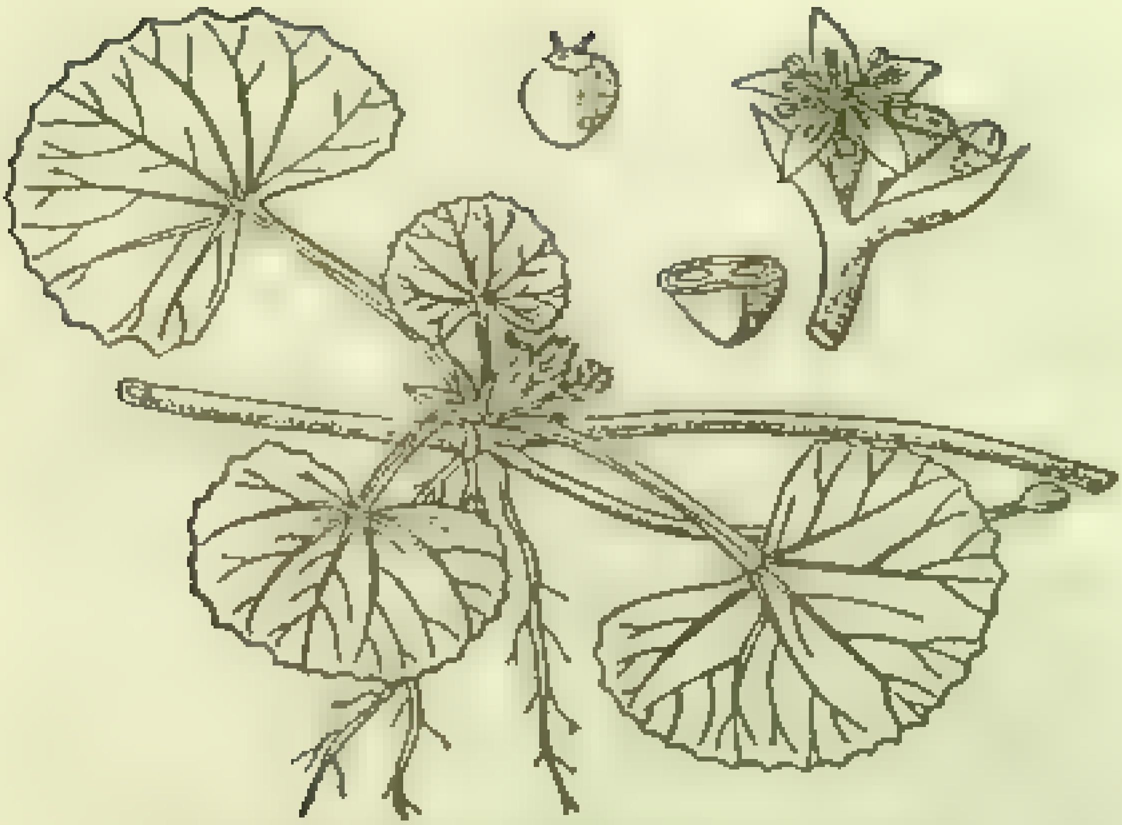

292. Hydrocotyle asiatica Linn. (থুলকুড়ি)

Genus—CUMINUM (Tourn) Linn.

293. C. cyminum Linn. (জীরা)

ভাষানুসারী নাম—জীরক—সংস্কৃত ; জীরে—বাংলা ; সিয়াজিরা—হিন্দি ; জীরা-জিলাকার—তেলেগু ; জিরে—মহারাষ্ট্র ; জীরিগে—কর্ণাট ; শাহজীরা—গুজরাট ; শিরাই শিরাগার—তামিল।

জীরকো জরণো জীরো জীর্ণো দীপ্যশ্চ দীপকঃ।
অজাজিকো বহ্নিমুখো মাগধশ্চ সুবাসকঃ॥
জীরকং কটুরুক্ষঞ্চ বাতঘ্নং দীপনং পরং।
গুল্মাধ্মানাতিসারঘ্নো গ্রহণীক্রিমিবিকৃৎপরঃ॥
গৌরাদিজীরকস্ত্রোঽজাজী স্যাৎ শ্বেতজীরকঃ।
কণাহ্বা কণজীর্ণা চ কণা জীর্ণঃ সিতাজিকঃ।
জ্ঞেয়া দীর্ঘকণা চৈব সিতাজাজী কণাহ্বয়া॥
গৌরাজাজী হিমা রুক্ষা কটুর্মধুরদীপনী।
ক্রিমিঘ্নী বিষঘ্নী চ চক্ষুষ্যাধ্মাননাশিনী॥

কৃষ্ণা তু জরণা কালী বহুগন্ধা চ মেদিনী।
কটুমেদিনিকা রুচ্যা নীলা নীলকণা স্মৃতা॥
কাশ্মীরজীরকা বর্ষা কালী স্যাৎ গর্ভশোধনী।
কালমেষী সুগন্ধা চ বিজ্ঞেয়া বাষ্পতুল্যকা॥
জরণা কটুকৃষ্ণা চ কফশোফনিকৃন্তনী।
রুচ্যা জীর্ণজ্বরঘ্নী চ চক্ষুষ্যা গ্রহণীহরা॥
রাজনিঘণ্টুঃ। পিপ্পল্যাদিবর্গঃ।

নাম পর্য্যায়—জীরক, জরণ, অজাজী, কণা, দীপ্য, দীপক, অজাজিক, বর্ত্তিকা, মাগধ—এই নয়টি নাম। শুক্ল, অজাজী, শ্বেতজীরক, কণাহ্বা, কণজীর্ণ, কণা, দীপ্য, সিতাজিক, দীর্ঘকণা, সিতাজাজী এই দশটি—গৌরাদি জীরকের নাম। কৃষ্ণা, জরণা, কালী, বহুগন্ধা, মেদিনী, কটুমেদিনিকা, রুচ্যা, নীলা, নীলকণা, কাশ্মীরজীরকা, বর্ষা, কালী, গর্ভশোধনী, কালমেষী, সুগন্ধা—এই পনেরটি কৃষ্ণ জীরার নাম।

গুণ পর্য্যায়—জীরক—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, বাতনাশক, শ্রেষ্ঠ অগ্নিদীপক, রুক্ষ, পেটফাঁপা, অতিসার, গ্রহণী ও ক্রিমিনাশক। শ্বেতজাজী—শীতবীর্য্য, রুচিকর, কটু মধুর রস, অগ্নিদীপক, ক্রিমিনাশক, বিষনাশক, চক্ষুষ্য ও পেটফাঁপা নিবারক। কৃষ্ণজীরা—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, কফ ও শোথনাশক, রুচিকর, জীর্ণ জ্বর নাশক, চক্ষুষ্য ও গ্রহণী নাশক।

জন্মস্থান—ভারতের কাশ্মীর গাড়োয়াল, বঙ্গদেশের হুগলী জেলায় অল্প পরিমাণে চাষ হয়।

বর্ণনা—ইহার কাণ্ড ১—৩ ফুট লম্বা; সরল ও বহু শাখা বিশিষ্ট উদ্ভিদ্। পত্র পক্ষাকার। গাছের নিম্নপত্রের শেষ অংশটি ½—¾ ইঞ্চি, উপরের পাতা ¾—১ ইঞ্চি। পাপড়ি ৩—৮ টি, ½—¾ ইঞ্চি, অসমান। ফল ⅙—⅛ ইঞ্চি, বীজের আকারযুক্ত ধূসরবর্ণ। ভারতবর্ষে আয়ুর্ব্বেদের সময় হইতে কালজিরা ঔষধ রূপে প্রচলিত আছে। এই জীরা ইউরোপ হইতে এদেশে আসিয়াছে। মুসলমান বৈদ্যেরা ইহাকে Kuruya বলিত। শীতের শেষে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ—ফল।

বৈদ্যকে জীরকের ব্যবহার।

চক্রদত্ত—(১) বিষমজ্বরে জীরকচূর্ণ—পুরাণ গুড়ের সহিত কৃষ্ণজীরা সেবন করিলে বিষমজ্বর নিবৃত্তি পায় (জ্বর চিঃ)। (২) রক্তপিত্তে শ্বেতজীরা—রক্তপিত্ত রোগীর উদগার ও নিঃশ্বাসে রক্তগন্ধ অনুভূত হইলে শ্বেতজীরাচূর্ণ মিশ্র চিনি সহ সেব্য (রক্তপিত্ত—চিঃ)। (৩) বৃশ্চিকদংশনে জীরক—বিছা কামড়াইলে জীরার, ঘৃতসৈন্ধবযুক্ত ঈষদুষ্ণ জীরকের কল্ক দ্বারা প্রলিপ্ত করিলে দংশনজ্বালা নিবৃত্তি হয় (বিষ—চিঃ)

ভাবপ্রকাশ—বিষমজ্বরে অজাজী—অজাজীচূর্ণ পুরাণ গুড়ের সহিত সেবিত হইলে বিষমজ্বর নাশ করে (জ্বর চিঃ)।

বঙ্গসেন—মুখপাকে কৃষ্ণজীরক—কৃষ্ণজীরক, কুষ্ঠ এবং ইন্দ্রযব একত্রে তিনদিন চর্বণ করিলে মুখের ক্ষত ও দৌর্গন্ধ্য প্রশমিত হয় (মুখ রোগ চিঃ)।

মূল প্রকারের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহা কৃমিনাশক ও ধারক বলিয়া হেকিমেরা বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা মূত্রকর এবং রজঃস্রাবক গর্ভের স্ফীতিতে এবং চর্মের উপর প্রলেপে দিতে ইহার ব্যবহার হয় (Dymock)।

মন্তব্য :—চরক মূত্রপ্রশমনবর্গে অজাজী পাঠ করিয়াছেন। ধন্বন্তরি—জীরকের পর্য্যায়ে পীতাখ্য শব্দ পাঠ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার মতে জীরক শব্দে পীতজীরক। রাজনিঘণ্টুকার জীরকের বর্ণজ্ঞাপক কোন পর্য্যায়ের উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং তাঁহার মতে জীরকের বর্ণ জানা যায় না। ইহা বায়ুনাশক, সুগন্ধি, পাচক ও উষ্ণ। ইহা অরুচি, অজীর্ণ, গ্রহণী, উদরাধ্মান ও অতিসারে ব্যবহৃত হয়। চক্রদত্ত গ্রন্থে অতিসার রোগে কুটজলেহের অন্যতম উপাদান রূপে জীরক প্রদত্ত আছে। অজীর্ণ রোগে অজাজীর ভূরি ভূরি প্রয়োগ দেখা যায়।

অগ্নিমান্দ্য রোগে কপিথ (কয়েৎবেল), তক্র, চাঙ্গেরী (আমরুল) প্রভৃতির সহিত অজাজী সেবনে অগ্নি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। যোনিব্যাপৎ চিকিৎসায় বচ, সৈন্ধব, ধৈবন, যবক্ষার প্রভৃতির সহিত জীরক চূর্ণ সেবন করিতে দেওয়া হয়। চরক রক্তপিত্ত চিকিৎসায় জীরার সহিত ছাগদুগ্ধ সেবন করিতে বলিয়াছেন। চরক অর্শ রোগে জীরকের ব্যবহার প্রচুর পরিমাণে করিয়াছেন। সুশ্রুত মহাবাতব্যাধি চিকিৎসা অধ্যায়ে জীরকাদি দীপনীয় গণের কাথদ্বারা সিদ্ধ ঘৃতের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহা শীতবীর্য্য এবং প্রমেহরোগে ইহার ব্যবস্থা আছে। বেদনা ও প্রদাহ নিবারণের জন্য বাহ্য প্রলেপরূপে ব্যবহৃত হয়। অন্য ঔষধের সহিত ইহার প্রয়োগ (আভ্যন্তর ব্যবহার) বায়ুনাশক ও নানাপ্রকার উদরাধ্মান নাশক। (Asstt. Surgeon, Nihal Singh, Saharampur), গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের পিত্ত প্রকোপ ও বিবমিষাতে লেবুর রস সহ ইহার প্রয়োগ বিধি আছে (P' F. L. Ratton M. D)। প্রসবের পর স্তন্যদুগ্ধ বর্দ্ধনরূপে মৌরীর সঙ্গে জীরার (শ্বেত জীরকের) আভ্যন্তরীণ প্রয়োগ ব্যবস্থা আছে (Civil surgeon R. Grey)। কয়েকটি জীরার বীজ অল্প ঘৃত সহ মিশ্রিত করিয়া তামাকের ন্যায় কলিকাতে সাজিয়া উহার ধূমপান করিলে হিক্কা প্রশমিত হয় (Major D. R. Thompson M, D, C. I. E)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ফল :—বায়ুনাশক, উত্তেজক, উদরাধ্মাননাশক ; সংকোচক, অগ্নিমান্দ্য ও অতিসারে উপকারী। বাজার মশলা হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

বীজ :—অর্শরোগে উপকারী।

Fig :—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t 485 A
Ref—F. B. I., ii, 718 ; Dymock, ii. 119.

293. Cuminum cyminum Linn. (জীরা)

Genus—CARUM Rupp. ex Linn.

294. C. Capticum Benth. (জোয়ান)

ভাষানুসারীনাম:—যবানী, যবানি, দীপ্য—সংস্কৃত ; জোয়ান—বাংলা ; অজবাইন, অজোয়ান, অজবান—হিন্দী ; অজমা—গুজরাট ; ওবা—মহারাষ্ট্র ; ওম—কর্ণাট, ওমন—তামিল ; বামু, ওমান্—তেলেগু ; নাংখা—ফারসী ; কমূন মুলুকী—আরবী।

যবানী দীপ্যকো দীপ্যো বস্তগন্ধো যবাগ্রজঃ।
দীপনী চোগ্রগন্ধা চ বাতারিস্তু কফাপহঃ॥

যবজো দীপনীয়শ্চ শূলহন্ত্রী যবাহ্বিকা।
উগ্রা চ তীব্রগন্ধা চ জ্ঞেয়া পঞ্চদশাহ্বয়া॥

যবানী কটুতিক্তোষ্ণা বাতার্শঃ শ্লেষ্মনাশনী।
শূলাধ্মানক্রিমিচ্ছর্দি-নাশনী দীপনী পরা॥

রাজনিঘণ্টুঃ। পিপ্পল্যাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় ঃ—যবানী, দীপ্যক, দীপ্য, যবসাহ্ব, যবাগ্রজ, দীপনী, উগ্রগন্ধা, বাতারি, ভূকদম্বক, যবজ, দীপনীয়, শূলহন্ত্রী, যবানিকা, উগ্রা, তীব্রগন্ধা—এই পনেরোটি নাম।

গুণপর্য্যায় ঃ—যবানী—কটুতিক্তরস, উষ্ণ বীর্য্য, বাত, কফ ও মেদোনাশক। শূল, আনাহ, (পেটফাঁপা), ক্রিমি ও পিপাসানাশক এবং অগ্নিদীপক।

জন্মস্থান ঃ—ভারতের সর্ব্বত্র চাষ হয়। হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানে চাষ হয়।

বর্ণনা ঃ—গুল্মজাতীয় গাছ, মাঠে চাষ হয়; কাণ্ড ১-৩ ফুট, শাখা ও পাতাযুক্ত; পত্র ৬-১০টি হয়, ২½-৪ ইঞ্চি, কোমল লোমযুক্ত। ফল ½ ইঞ্চি, গোলাকার। ইহা সাধারণে জানে বলিয়া বিশেষ বর্ণনা করা হইল না। শীতের শেষে ফুল ও গ্রীষ্মকালে ফল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ ঃ—বীজ।

বৈদ্যকে যবানীর ব্যবহার।

চরক ঃ—অর্শে যবানী চূর্ণ—রোগীকে শিধু নামক আয়ুর্ব্বেদোক্ত মদ্য বিশেষের সহিত অর্দ্ধতোলা যবানীচূর্ণ পান করাইবে।

হারীত (১) নখরোগে যবানী—নখমূল হইতে রক্তস্রাব হইলে পিষ্ট যবানী বাঁধিয়া নখমূলে ধারণ করিবে (চিঃ ৩৩ অঃ)।

(২) গলগণ্ডিকায় যবানী—গলগণ্ডিকা হইলে নিদ্রাকালে মুখে যবানী রাখিবে (চিঃ৪৪ অঃ)

চক্রদত্ত ঃ—(১) শীতপিত্তে যবানী—পথ্যাভোজনপূর্ব্বক পুরাতনগুড়ের সহিত যবানীচূর্ণ সেবন করিলে সপ্তাহে উদর্দ প্রশমিত হয় (শীতপিত্ত চিঃ)। (২) কোষ্ঠগত ক্রিমিরোগে পারসীক যবানী—প্রথমতঃ গুড় সেবন করিয়া পরে বাসিজলের সহিত পিষ্ট পারসীক যবানী পান করিলে কোষ্ঠগত ক্রিমি নির্গত হয় (ক্রিমি চিঃ)।

মুসলমানদের ঔষধার্থে ব্যবহার ঃ—প্রবীণ লেখকদের মতে ইহা উত্তেজক, বলকারক এবং ক্রিমি নিবারক। ইহা পেট ফাঁপা, অম্ল উদগার এবং উদরাময়ে ব্যবহৃত হয়, এবং কখন কখন হিং, হরীতকী ও সৈন্ধব লবণযোগে কলেরা রোগে ব্যবহার হয়। গলার ঘায়ে অপরাপর ঔষধের সহিত যোয়ান ব্যবহার হয়। যোয়ান হইতে যোয়ানের আরক প্রস্তুত হয়, ইহা অম্ল ও অজীর্ণে হিতকর। যবানী পেটবেদনা ও পেটের রোগের ঔষধ বলিয়া আয়ুর্ব্বেদে বিধান আছে। যথা—

যবানী হিঙ্গুসিন্ধুত্থক্ষার সৌবর্চ্চলাভয়াঃ।
সুরামণ্ডেন পাতব্যা গুল্মশূল নিবারণাঃ॥

চক্রদত্তঃ।

অর্থাৎ যোয়ান, হিং, সৈন্ধব লবণক্ষার, যবক্ষার, প্রত্যেকটি ১০ গ্রেণ অথবা ২০ গ্রেণ ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে হয়।
যোয়ান ও গুড় এক সপ্তাহ সেবন করিলে আমবাত (urticaria) আরাম হয়।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ফল—প্রতিষেধক, বায়ুনাশক, উদরাময়নাশক, উত্তেজক, বমনে, উদরাময়ে উপকারী, স্বাসী শ্বাসিয়ত্রো বিশেষ উপকারী।

মন্তব্য :—গলগ্রন্থি (Tonsilitis) রোগে, শ্বেতরোগে এবং অর্শ রোগে ইহার ব্যবহার আছে। চরকে—অর্শ, গুল্ম এবং অতিসারে ইহার ব্যবহারের উল্লেখ আছে। হারীত সংহিতায় 'গলগ্রন্থিকা' বা (Tonsilitis) রোগে অনবরত যোয়ান মুখে ধারণ করিবার কথা উল্লেখ আছে। শ্বেতশিত্র ও উদরাময়রোগে পথ্যাশী হইয়া পুরাতন গুড় সহ অনেক-দিন নিয়মিতভাবে যোয়ান সেবন করিতে দিলে রোগের উপশম হয়। চরক বলেন :—অর্শ রোগে বিট লবণ ও ঘোল সহ যমানীচূর্ণ সেবনে অগ্নির দীপ্তি, বায়ু ও মলের অনুলোম হয়। চরক যমানীকে বাত শ্লেষ্মপ্রশমনের অগ্রগণ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পাচন ও দীপন ঔষধির মধ্যে যমানী অগ্রগণ্য। ইহা কামোদ্দীপক, বীর্যাবর্দ্ধক, বায়ুনাশক, মূত্রকারক, অর্শ ও উদররোগনাশক। প্লীহা, অর্শ, বিবমিষা ও শূলরোগে হিতকারক। গলশূল ও হৃদ্রোগে অপকারক ও পিত্ত নিঃসারক। যমানী তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, বায়ুনাশক, প্রস্রাবকারক, অন্নস্বাদবৃদ্ধিকারক, বমনরোধ, কফ নিঃসারক, অম্লরসনাশক, পক্ষাঘাত ও বাত-বেদনানাশক, বায়ু ও দৃষ্টিশক্তির প্রসাদক, অর্শ-প্রভাবের বলবৃদ্ধিকারক, কর্ণব্যাধি শূল, যকৃৎ, প্লীহা, হিক্কা, অজীর্ণ, বমি ও মূত্র সংক্রান্ত পীড়ায় ফলপ্রদ। প্রায়ই ব্যবহারে ইহা অত্যন্ত আক্ষেপনিবারক, উত্তেজক এবং বায়ুনাশক রসায়ন ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পেটফাঁপা, অজীর্ণ, অতিসার, এমনকি কলেরা রোগেও উপযোগিতা দৃষ্ট হয়। যথোপযুক্ত মাত্রায় হরীতকী, সৈন্ধব লবণ ও হিং সহযোগে পিষ্ট করিয়া ব্যবহৃত হয়। প্রতিশ্যায় রোগে কফ নিঃসরণ দ্রবীভূত করিবার জন্য ইহা কফবিনাশক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহার মূল বায়ুনাশক ও প্রস্রাবকারক। মূত্রকৃচ্ছ্র ও পেটের দোষ থাকিলে ইহার মূল ব্যবহৃত হয়। উদরের অস্ত্রীভিক্রম শব্দ দূর করিবার পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী। বিশেষতঃ এরণ্ডতৈল ও তজ্জাতীয় ঔষধ ব্যবহারে যে বিবমিষা ও পেট কামড়ানি উপস্থিত হয় তাহা হ্রাস করিবার পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী (Waring)।
সর্পদংশন ও বিছাদংশনজনিত বিষনাশে আয়ুর্বেদে ইহার উপকারিতা স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু ইহা সর্পবিষ বা বিছাবিষের প্রতিষেধক নহে। যদিও ইহার বীজ হইতে Thymol (থাইমল) প্রস্তুত হয় তথাপি ইহাকে সর্বপ্রকার কৃমিনাশক ঔষধরূপে গণ্য করা যায় না (Mhaskar & Caius)। ইহা Hookworm (হুকওয়ার্ম) জাতীয় কৃমি দমন করিতে উপযোগী। অন্য জাতীয় কৃমিনাশে ইহার উপযোগিতা অল্পই

দেখা যায়। (Mhaskar & Caius)। পুরাতন গলক্ষতে যবক্ষার কষায় জলের সহিত অন্যতম উপাদানরূপে মিশ্রিত করিয়া পুনঃ পুনঃ ব্যবহার গ্রীষ্মপ্রধান দেশে আছে। (Dr. Bidie)। **বালকের ক্রিমিজনিত পেট ফাঁপা রোগে :**—যোয়ানচূর্ণ ২ আনা ও মিছরিচূর্ণ ।০ প্রত্যহ প্রাতে সপ্তাহকাল জলসহ খালিপেটে সেব্য।

শীতপিত্তরোগে :—প্রাতে ।০ আনা যোয়ান ও পুরাতন গুড় ।।০ আনা, বৈকালে কাঁচা হলুদ বা আদা ।০ আনা, পুরাতন গুড় ও লবণ সহ ব্যবহারে শীতপিত্ত, উদর্দ প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

পুরাতন অজীর্ণে :—যোয়ান ২ আনা, হরীতকী ২ আনা, সৈন্ধব লবণ ১ আনা, লেবুর রসসহ প্রাতে সেবনে পুরাতন অজীর্ণ আরোগ্য হয়। ইহা অগ্নিদীপক ও কোষ্ঠ পরিষ্কারক। যকৃতের দোষে লেবুর রসের পরিবর্তে কালমেঘ পাতার রস বাটিয়া বড়ী করিয়া শুকাইয়া ব্যবহারে উপকার হয়।

Fig.—Wight, Ic, t. 566 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 477 B.

Ref.—F.B.I., ii, 682 ; Roxb., F.I., ii, 91 ; B.P., i, 536 ; Dymock, ii, 116 ; Prain, H.H., 220.

294. Carum Copticum Benth. (যোয়ান)

295. C. Roxburghianum Benth. (রাঁধুনী)

ভাষানুসারী নাম :—অজমোদা—সংস্কৃত, রাঁধুনী—বাংলা; অজমোদা হিন্দি; অজমোদা—মহারাষ্ট্র; অজমোদা—কর্ণাট; অজমোদা জোয়া—কানপুর, বোড়ী অজমোদা—গুজরাট, অমতী-ওমান, আশমতাগম্—তামিল; রাম, আজ্যামোদাপাচ্চোমন্—তেলেগু, হাবুন কর্ফুসেবফস্—আরব।

> অজমোদা খরাহ্বা চ বস্তমোদা চ মর্কটী।
> মোদা গন্ধদলা হস্তিকারবী গন্ধপত্রিকা॥
> মায়ূরী শিখিমোদা চ মোদাঢ্যা বহ্নিদীপিকা।
> ব্রহ্মকোশী বিশালী চ হৃদ্যগন্ধোগ্রগন্ধিকা।
> যোজিনী ফলমুখ্যা চ বহুচন্দ্রাভিধা স্মৃতা॥
> অজমোদা কটুরুক্ষা তীক্ষ্ণা কফবাতহারিণী রুচিকৃৎ,
> শূলাধ্মানারোচকজঠরাময়নাশিনী চৈব॥
> রাজনিঘণ্টুঃ। পিপ্পল্যাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—অজমোদা, খরা, বস্তমোদা, মর্কটী, মোদা, গন্ধদলা, হস্তি-কারবী, গন্ধপত্রিকা মায়ূরী, শিখিমোদা, মোদাঢ্যা, বহ্নিদীপিকা, ব্রহ্মকোশী, বিশালী, হৃদ্যগন্ধা, উগ্রগন্ধিকা, যোজিনী, ফলমুখ্যা, এই আঠারটি নাম।

গুণপর্যায় :—অজমোদা—কটুরস, উষ্ণবীর্য, রুক্ষ, কফ ও বায়ুনাশক, রুচিকারক। শূল, আধ্মান, অরুচি, এবং পেটের পীড়া নাশক।

জন্মস্থান :—সর্বপ্রকারের চাষ হয়, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া জেলায় চাষ হয়।

বর্ণনা :—কাণ্ড ১-৩ ফুট উচ্চ, অনেক শাখাপ্রশাখা আছে। পত্র পক্ষাকার, পাতার খণ্ডের অংশটী ১·$\frac{1}{2}$ ইঞ্চি। পুষ্পবৃন্ত ৮-১০টী, পুষ্পচ্ছত্র-$\frac{1}{8}$ ইঞ্চি। ফল $\frac{1}{16}$-$\frac{1}{2}$ ইঞ্চি, গোলাকার ও ডিম্বাকৃতি, পীতবর্ণ, ইহাতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দাগ আছে। কার্ত্তিকমাস হইতে চৈত্রমাস পর্য্যন্ত ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—ফল

মূল প্রয়োগের উদ্দেশ্যে ব্যবহার :—

ইহার বীজ সর্দ্দি কাশিতে, বমন ও মূত্রযন্ত্রের রোগে বিশেষ উপকারী। ইহা অপরাপর ঔষধযোগে অগ্নি ও অজীর্ণরোগে ব্যবহৃত হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

বীজ—উদরাধ্মান নাশক, উত্তেজক, অগ্নিদীপক এবং অতিসারে, হুপিংকাশি, বমন ও মূত্রাশয়ের রোগে উপকারী।

Fig.—Wight, Ic., t. 335; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 480
Ref—F.B.I., ii, 682; Roxb., F.I., ii, 97, B.P., i. 536; Prain. H.H., 219.

295. C. roxburghianum Benth (রাঁধুনি)

Genus—CORIANDRUM (Tourn.) Linn.

296. C. sativum Linn. (ধনে)

ভাষানুসারী নাম :—ধান্যক, ধান্য, কুস্তুম্বুরু—সংস্কৃত ; ধনে—বাংলা ; কোথ্‌মির—হিন্দি, ধনে, কোথিম্বীর—মহারাষ্ট্র ; ধানা, কোথমীর—গুজরাট, কোত্তমল্লি—তামিল। কোত্তিমির, ধনিয়ালু—তেলেগু ; কোত্তম্বালারি—মালয়, কশ্‌বুরা—আরব।

ধান্যকং কুস্তুম্বুরু ধান্যং ধান্যেয়ং ধনিকং তথা ।
কুস্তুম্বুরুস্তাবলিকা ছত্রধান্যং বিতুন্নকম্ ॥
সুগন্ধিঃ শাকযোগ্যশ্চ সূক্ষ্মপত্রো জনপ্রিয়ঃ ।
ধান্যবীজো বীজধান্যং বেধকং বোতুকাহ্বয়ম্ ॥
ধান্যকং কটু শীতং কষায়ং পিত্তনাশনম্ ।
জ্বরকাসতৃষাচ্ছর্দি-কফহারি চ দীপনম্ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । পিপ্পল্যাদিবর্গঃ ।

নামপর্য্যায় :—ধান্যক, ধান্যাক, ধাক, ধান্যেয়, ধনিক, কুস্তুম্বুরু, জাবনিকা, ছত্রধান্য, বিতুন্নক, সুগন্ধি, শাকযোগ্য, সূক্ষ্মপত্র, জনপ্রিয়, ধান্যবীজ, বীজধান্য, বেধক—এই ষোলটী নাম।

গুণপর্য্যায় :—ধান্যক—মধুর ও কষায় রস, শীতবীর্য্য, পিত্তনাশক; জ্বর, কাস, তৃষ্ণা, বমি ও কফনাশক এবং অগ্নিদীপক।

উৎপত্তিস্থান :—সমগ্রভারতে চাষ হয়। হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, ২৪-পরগণা ও বাঁকুড়া জেলায় চাষ হয়।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী গাছ, বহু শাখা ও প্রশাখা বিশিষ্ট ও সূক্ষ্মলোমযুক্ত। নীচের পত্র ত্রিধাকৃতি ও লম্বা, উপরের পত্র সরু ও লম্বা। পুষ্পদণ্ডে পত্র থাকেনা অথবা ছোটপত্র থাকে। বাহিরের ফুল অসমান ও উজ্জ্বল, পাপ্‌ড়ি দ্বিধাকৃতি, শ্বেতবর্ণ কিম্বা ঈষৎ বেগুনে, ফল গোলাকার, ফাটিলে দুইখানা হইয়া যায়। শীতের শেষে ফুল ও ফল থাকে হইয়া।

ব্যবহার্য্য অংশ :—সমগ্র উদ্ভিদ্।

বৈদ্যকে ধান্যকের ব্যবহার।

চরক :—বাতোল্বণ অর্শে ধান্যক—শুঁঠ ও ধনের কাথ বাতোল্বণ অর্শরোগী অনুপান করিবে "অন্তে তক্রং মধ্যে বা"—এই বাগ্‌ভট বচনবলাৎ ভোজনের মধ্যে বা অন্তে পান করিবে (চিঃ ৯ অঃ)।

বাগ্‌ভট :—তোয়দোষজ তৃষ্ণায় ধান্যক—জলাদিদোষজনিত তৃষ্ণায় চিনি ও মধুসহ ধনের কাথ হিতকর (চিঃ ৭ অঃ)।

হারীত :—বাতজ্বরে ধান্যক:—ধনেচূর্ণ ২ তোলা, জীরাচূর্ণ ১ তোলা, কৃষ্ণজীরাচূর্ণ ১ তোলা, গুড়পাক বিধানানুসারে পাক করিবে। ইহা বাতজ্বরে হিতকর (চিঃ ২৬ অঃ)।

চক্রদত্ত :—(১) অজীর্ণে ধান্যক—পূর্ব্বদিবসে কৃত ধনের কাথ পর দিবস প্রাতে চিনির সহিত পান করিবে। ইহা বহুদিনের অজীর্ণও বিনষ্ট করিতে পারে (অম্ল চিঃ)। (২) অতিসারে ধান্যক—ধনে ও বালার কাথ তৃষ্ণাদাহাতিসার নাশক (অতিসার চিঃ)।

বঙ্গসেন :—(১) পিত্তাতিসারে ধান্যক—ধনের কল্ক ও চতুর্গুণ জল সহ দুগ্ধ পাক করিয়া পিত্তাতিসারীকে পান করাইবে (অতিসার চিঃ)। (২) আমাজীর্ণে ও শূলে ধান্যক—ধনে ও শুঁঠের কাথ আমাজীর্ণ প্রশমক, শূলনাশক ও বস্তিশোধক (অজীর্ণাধিকার)। (৩) শিশুর কাসশ্বাসে ধান্যক—ধনে ও চিনি তণ্ডুলোদকে পেষণ পূর্ব্বক শিশুকে পান করাইবে। ইহা শিশুর কাসশ্বাস নাশক (বালরোগাধিকার)।

মুসলমানদের ঔষধার্থে ব্যবহার :—হেকিমদের মতে ধনে স্নিগ্ধকর ও কৃমিনাশক। ইহা হইতে একপ্রকার চক্ষুর ধৌত প্রস্তুত হয়, ইহাদ্বারা চক্ষু ধৌত করিলে বসন্তরোগে চক্ষুর তারা নষ্ট হয় না। তবে পেটফাঁপা নিবারক, বলকারক, মূত্রকর, এবং কামোদ্দীপক।

শুক্র করে এবং Volatile oil পেট ফাঁপার উত্তম ঔষধ। ধনে পাতার রস কপালে লাগাইলে মাথাধরা আরাম হয়।
এতদ্ভিন্ন উহার তেল কসাইবার জন্য খাদ্যে ও মশলার কাজে ব্যবহৃত হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ফল—সুগন্ধি, উত্তেজক, উদরাধ্মান নাশক, প্রস্রাবকারক, রসায়ন, অগ্নিদীপক, বমনের রোধনাশক, উষ্ণাঙ্গনাশক ও কামোদ্দীপক।

বীজ—দুর্গন্ধযুক্ত নিঃশ্বাসে চিবাইয়া খাইলে গন্ধ দূরীভূত হয়।

মন্তব্য :—চরক, তৃষ্ণানিগ্রহণ ও শীতপ্রশমন বর্গে ধন্যাক পাঠ করিয়াছেন। সুশ্রুত গুড়ূচ্যাদি-বর্গে কুস্তুম্বুরু পাঠ করিয়াছেন। মাংস বা ব্যঞ্জন সুগন্ধি করণার্থে ধনের শাক ব্যবহৃত হয়। বালির সহিত ধনের ক্বাথের প্রয়োগ, বেদনাবিবর্জিত কৌষ্ঠিক পক্ষে হিতকর। ধনের তৈল সুগন্ধি ও বায়ুনাশক। ইহা নিউর‍্যালজিয়া, আমবাত, বাত প্রভৃতিরোগে প্রযোজ্য।

Fig—Wight., Ic. t. 516 & Ill., t. 11, Fig 9, Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 485C.

Ref.—F.B.I., ii., 717 ; Roxb. F. I., ii. 94 ; Watt., ii. Pt. II. 566 ; B.P., i, 540, Prain.H. H., 220.

296. Coriandrum sativum Linn. (ধনে)

Genus—DAUCUS (Tourn) Linn.

297. D. carota Linn. (গাজর)

ভাষানুসারী নাম : গর্জর—সংস্কৃত ; গাজর—বাংলা ; গাজর—হিন্দি ; পিতাকন্দ—তেলেগু ; গাজ্জার—তামিল ; বাট লামুলা—মহারাষ্ট্র ; বাট্ লামুলা—কর্ণাট ।

গৃঞ্জনং শিখিমূলঞ্চ পীতকঞ্চ সুমূলকম্ ।
স্বাদুমূলং সুপীতঞ্চ নারঙ্গং পীতমূলকম্ ॥
গৃঞ্জনং মধুরং রুচ্যং কিঞ্চিৎকটু কফাপহম্ ।
আধ্মানক্রিমিশূলঘ্নং দাহপিত্ততৃষাপহম্ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । মূলকাদিবর্গঃ ।

নাম পর্য্যায় : গৃঞ্জন, শিখিমূল, পীতক, সুমূলক, স্বাদুমূল, সুপীত, নারঙ্গ, পীতমূলক—এইগুলি নাম ।

গুণপর্য্যায় :—গৃঞ্জন—মধুর রস, রুচিকারক, বিপাকে ঈষৎ কটুরস, কফনাশক । আধ্মান, ক্রিমি, শূলনাশক এবং দাহ, পিত্ত, ও তৃষ্ণানাশক ।

জন্মস্থান :—আদি জন্মস্থান ইউরোপ ও এশিয়া ; সমগ্র বঙ্গদেশে চাষ হয় ; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বোটানিক গার্ডেন, শিবপুরে চাষ হয় ।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী উদ্ভিদ্ ; কখনও অধিক দিন থাকে । কাণ্ড ১-৪ ফুট । পত্র ২-৩ ইঞ্চি পক্ষযুক্ত, ইহাতে শক্ত, লোম থাকে । পুষ্পদণ্ডের পত্র অনেক, ৩টি খাঁজকাটা বিশিষ্ট, ফুলের পাপ্‌ড়ি খিলাকৃতি, শ্বেতবর্ণ, উজ্জ্বল । ফল ⅛ ইঞ্চি, শ্বেতবর্ণ । শীতের শেষ হইতে গ্রীষ্মের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত ফুল ও ফল হয় ।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র, শিকড় ও বীজ ।

মূল প্রয়োগের উদ্দেশ্যে ব্যবহার—বীজ বাতিক দৌর্বল্যনাশক ও বলকারক । ইহা মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া রাখিলে গাঁজাইয়া একপ্রকার মদ প্রস্তুত হয় । পত্র ও বীজের কাথ সেবন করিলে প্রসববেদনা বর্দ্ধিত হয় ও শীঘ্র গর্ভবতীকে প্রসব করায় । ইহার শিকড় মৃদু বিরেচক (Stewart) ।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

বীজ—সুগন্ধি, উত্তেজক, আধ্মাননাশক, মূত্রাশয়ের রোগে উপকারী । উষ্ণবীর্য, ও স্নায়ুদৌর্বল্যে বলকারক, কামোদ্দীপক । গর্ভাশয়ের যাতনায় উপকারী ।

Fig.—Wight, Ill., t. III. Fig. 7, Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t 485B.
Ref.—F. B. I., ii, 718 ; Roxb., F. I., ii, 90 ; B. P., i, 541 ; Prain. H. H., 220 ; Voigt., H. S., 23.

297. Daucus carota Linn. (গাজর)

Genus—FERULA Tourn. ex. Linn.

298. Ferula foetida Regil(হিঙ্গু)

ভাষান্তরনামানি—হিঙ্গু—সংস্কৃত, হিং—বাংলা ; হিঙ্গ—হিন্দি ; হিঙ্গ—মহারাষ্ট্র ; হেঙ্গ—কর্ণাট ; পেরুঙ্গায়াম্—তামিল ; ইঙ্গুব—তেলেগু , হিঙ্গু—বোম্বে ।

হিঙ্গুগ্রগন্ধং ভূতারির্বাহ্লীকং জন্তুনাশনম্ ।
শূলগুল্মাদিবিকোষমুগ্রবীর্যং চ রামঠম্ ॥
অগূঢ়গন্ধং জরণং ভেদনং সূপধূপনম্ ।
দীপ্যং সহস্রবেধীতি জ্ঞেয়ং পঞ্চদশাভিধম্ ॥
রুচ্যং হিঙ্গু কটূষ্ণং চ ক্রিমিবাতকফাপহম্ ।
বিবন্ধাধ্মানশূলঘ্নং চক্ষুষ্যং জন্তুনাশনম্ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । পিপ্পল্যাদিবর্গঃ ।

[নাম পর্য্যায়—হিঙ্গু, উগ্রগন্ধ, ভূতারি, বাহ্লীক, জন্তুনাশন, শূলগুল্মাদিবিকোষ, উগ্রবীর্য, রামঠ, অগূঢ়গন্ধ, জরণ, ভেদন, সূপ, ধূপন, দীপ্য, সহস্রবেধী—এই পনেরটি নাম ।

গুণপর্য্যায়—তিক্ত রস, কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, ক্রিমি, বায়ু ও কফনাশক। বিবন্ধ, আনাহ ও শূল-নাশক। চক্ষুর হিতকর এবং গুল্মনাশক।

উৎপত্তিস্থান—আফগানিস্তান, কাশ্মীর।

বর্ণনা—বহুবর্ষজীবী গাছ, ৬-৮ ফুট লম্বা। পত্র কোমল রোমযুক্ত, ২-৩ পক্ষযুক্ত; পত্রদণ্ডের উভয় দিকে জোড়া জোড়া পত্র বাহির হয় এবং অগ্রভাগে একটী পত্র থাকে। পত্রের কিনারা কর্ত্তিত। নিম্নের পত্র ১-২ ফুট, ত্রিভাগকৃত। পত্রদণ্ডের শেষভাগের খণ্ডটী পুরু ও পত্রহীন। ফল ½ ইঞ্চি লম্বা, ¼ ইঞ্চি চওড়া, পার্শ্বদেশে মসৃণ লোম থাকে।

ব্যবহার্য্য অংশ—আঠা।

বৈদ্যকে হিঙ্গুর ব্যবহার।

চরক—অগ্রযোগ্য হিঙ্গু—ছেদনীয়, দীপনীয়, অনুলোমিক এবং বাতকফ প্রশমন দ্রব্যের মধ্যে হিঙ্গু শ্রেষ্ঠ (সূঃ ২৫ অঃ)।

চক্রদত্ত—ক্রিমিদন্তে হিঙ্গু—আধা হিং গরম গরম ক্রিমি ভক্ষিত দন্তে ধারণ করিবে (মুখরোগ চিঃ)।

যুক্তপ্রদেশের ঔষধার্থে ব্যবহার—হিঙ্গু ক্রিমিনাশক, আক্ষেপনিবারক, বায়ু নিঃসারক, স্নায়বিক উত্তেজক, মৃদুবিরেচক ও হিষ্টিরিয়ারোগ নিবারক। ইহা হাঁপানী, হুপিং কাশি, পেটফাঁপায় হিতকর। হিঙ্গু বালকদিগের নিউমোনিয়া এবং অন্ত্রপ্রদাহের শেষ অবস্থায় বিশেষ হিতকর (Dymock)। ইহার পিচকারী ক্রিমিনাশক ও পেটবেদনায় ব্যবহৃত হয়। সূতার মত ক্রিমিতে ইহার প্রয়োগ হয়।

হিঙ্গু বহুকাল হইতে ভারতে চলিত আছে। নির্ঘণ্টকার ইহাকে নানাবিধ নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। হিঙ্গু 'বোখারা' হইতে আসে বলিয়া ইহাকে বাহ্লীক এবং ইহা ব্যবহার করিলে শূল রোগ বিনাশ পায় বলিয়া ইহাকে শূলনাশক বলে। বোম্বে শহরের আব্দেলিয়া মোহেব্বান নামক একজন বণিকের নিকট হইতে হিঙ্গু সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানিতে পারা গিয়াছে। যেখানে হিঙ্গু গাছ আছে সেই স্থানটিতে উক্ত বণিক অনেক দিন ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন হিঙ্গুগাছ গোলাপের নিকটবর্ত্তী প্রান্তরে স্তূপাকারে জন্মে। ইহার উপরিভাগের শিকড়ের ব্যাস ২ ইঞ্চির অধিক হয় না। হিঙ্গু সংগ্রহকারীরা গাছের গোড়ার মাটী সরাইয়া শিকড়ের উপরিভাগ কাটিয়া দেয়, দুই তিন দিন পরে আবার আঠা জমিলে খানিকটা শিকড় কাটিয়া ফেলে। এইরূপে প্রত্যেক-বারে কর্ত্তিত ভাগ হইতে যে আঠা পাওয়া যায় তাহাই হিঙ্গু নামে অভিহিত। ইহা চর্ম্মবদ্ধ হইয়া ভারতের বোম্বাই বন্দরে বিক্রীত হয়, ইহাকে আফগানেরা হিঙ্গু বলে। উপরিলিখিত ব্যবসায়ী দেশ হইতে যে মাল পাঠাইয়া দেন, উহার অধিকাংশ আঠা

প্রথমে দুধের প্রায়, পরে শুষ্ক হইয়া ধূসরবর্ণে পরিণত হয়। Ferula Narthex Boiss গাছ হইতেও হিং পাওয়া যায়। (Boiss.Flora.Orientalis, ii.994, 1872)। বড় বাজারে হিংকে কাবুলাদেরী হিং বলে। বড় হিং ইহা অপেক্ষা ভাল নহে। কারণ ইহার সহিত বাবলার আঠা ও অপরাপর দ্রব্য মিশ্রিত করে। অধুনা ইহার সহিত আলুর টুকরা পর্যন্ত মিশ্রিত করে। F. alliacea Boiss., F.foetida Regel F Narthex Boiss, প্রভৃতি গাছ হইতে হিং উৎপন্ন হয় তবে ইহাদের গুণের বিভিন্নতা ও আকারগত পার্থক্য আছে।

১৮৮৪ খৃঃ Dr. Peters যখন কোয়েটায় থাকিতেন তখন পুষ্পিত হিংগাছ দেখিয়াছিলেন। তিনি যে গাছের নমুনা (speci mens) পাঠাইয়াছিলেন, উহা E. M. Holmes সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, গাছটি F. foetida Regel। Dr. Peters ও উক্ত গাছের গুল্ম নিকৃষ্ট দেখিয়া একই ধারণা করিয়াছিলেন। আফগানিস্থানের Report-এ দেখা যায় যে, গাছ একটু পরিণত হইলে উহার গাত্র হইতে দুধের মত আঠা বাহির হয় এবং উহা ঘন হইলেই হিং হয়। ভারতীয় হিংয়ের মূল্য কান্দাহারী ও বোখারানী হিং অপেক্ষা কম।

উৎকৃষ্ট হিং চেপ্টা, উহার গায়ে বালুকাকণা লাগিয়া থাকে। উহার উপরিভাগ পীতাভ, ভাঙ্গিলে মুক্তার মত শ্বেতবর্ণ দেখায় বাতাস লাগিলে উজ্জ্বল লালবর্ণ, অবশেষে ফিকে ধূমিত্রা-বর্ণ হয়।

Dr. Aitchison বলেন যে, ইহার দুধের মত আঠা হইতে ব্যবসায়ীরা হিং প্রস্তুত করে। তিনি আরও বলেন যে, হিরাটে "Towah" নামক এক প্রকার লালবর্ণ কর্দম আছে। ইহা হিংয়ের সহিত মিশ্রিত করে, ইহাকেই কান্দাহারী হিং বলে।

Mr. Bellow বলেন যে, হিংগাছের মূল কাটিয়া যে আঠা বাহির হয় তাহাই মূল্যবান হিং, আর হিংয়ের সহিত পাতার খুঁটি মিশ্রিত থাকিলে তাহার মূল্য কম হয়। কান্দাহারী হিং বলিতে আমদানী হয় এবং উহাতে চাপ দিয়া একপ্রকার লালের আভা-যুক্ত তৈল বাহির। আসল হিং লালের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ। হিং ভাজিয়া ব্যবহার না করিলে বমন হইতে পারে।

ত্রিকটুক-যমজোদা সৈন্ধবং জিরকে দ্বে সমধরণ ধৃতানামষ্টমো হিঙ্গুভাগঃ।
প্রথম কবলভুক্তং সর্পিষা চূর্ণমেতজ্জনয়তি জঠরাগ্নিং বাতরোগাংশ্চ হন্যাৎ॥
ভৈষজ্য-রত্নাবলী।

অর্থাৎ শুকোবাবা হিং আদা, পিপুল, গোলমরিচ, যোয়ান, জীরা), কালজীরা, সৈন্ধবলবণ সকলগুলি সমপরিমাণ গুঁড়া করিতে হয়। মাত্রা ১০–২০ গ্রেণ, ইহা চাউল ও ঘৃতযোগে ব্যবহারে অগ্নিবৃদ্ধি পায় এবং বাতরোগ দূরীভূত করে।

হিঙ্গু ও মাষকলাই জলের অভাবে বাটিয়া মলের উত্তাপ দ্বারা ধূম গ্রহণ করিলে হাঁপানীর টান প্রশমিত হয়, ইহাকে হিঙ্গুবর্তী ধূম বলে। হিঙ্গু এবং aloes প্রত্যেকটি ১½ গ্রেণ পরিমাণ লইয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে, পরে উহার সহিত মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে হিক্কা ও ঐ প্রকারের অন্যান্য আক্ষেপিক রোগ আরাম হয়।

দুই গ্রাম পরিমাণ হিং জলে গলিয়া গুলিবে। সেই জল দ্বারা বস্তিক্রিয়া করিলে টাইফয়েড জ্বরজনিত পেটফাঁপা, কলেরা, বালকদের তড়কা ও পেটফাঁপা নিবারিত হয়। হিং এর গুঁড়া, এলাচ, আদা, সৈন্ধবলবণ প্রত্যেকটি ১ গ্রেণ পরিমাণ লইয়া গুঁড়া করিবে, ঐ গুঁড়া বালকদের পেট-বেদনা ও পেটফাঁপায় বিশেষ হিতকর। ইহা দুর্বল, শীর্ণ বালকদের তড়কায় ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। হিং, যোয়ান, ত্রিফলা এবং সৈন্ধবলবণ প্রত্যেকটি ১০ গ্রেণ গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে পেট-বেদনা একেবারে কমিয়া যায়। বালকদের হুপিং কাশিতে বক্ষস্থলে হিং এর প্রলেপ দিলে কাশির উপশম হয়। ৫ গ্রেণ হিং ১ গ্রাম জলে মিশাইয়া নাসিকায় প্রবেশ করাইয়া দিলে দারুণ মাথাধরা কমিয়া যায়। আফিং ও হিং দাঁতের গর্তে প্রবেশ করাইয়া দিলে দাঁতবেদনা আরাম হয়।

হিঙ্গু, কর্পূর এবং গোলমরিচ প্রত্যেকটি ১ গ্রেণ, আফিং ½ গ্রেণ—এইগুলি একত্র করিয়া যে বটিকা প্রস্তুত হয় তাহা কলেরার প্রথম অবস্থায় এবং উদরাময় রোগে অতি সুফলপ্রদ ঔষধ। অল্প পরিমাণ হিঙ্গু ভাজিয়া রসুন এবং তালের মিছরি বা গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রসূতি স্ত্রীলোককে প্রাতঃকালে খাওয়াইলে প্রসবান্তিক স্রাব নির্গত হইয়া শরীর স্বস্থ হয় এবং ইহা খাওয়াইলে গর্ভস্রাবপ্রবণ স্ত্রীলোকদিগের আর গর্ভস্রাব হইবার ভয় থাকে না। ২০ গ্রেণ পরিমাণ হিং এর ৩০ টি বটিকা করিবে, ইহাতে প্রত্যেক বটিকা ১½ গ্রেণ হইবে। এই বটিকা দিবসে দুইবার সেবন করিলে গর্ভস্রাবের কোন আশঙ্কা থাকে না। এই মাত্রা ক্রমে বাড়াইয়া ১০টি বটিকা প্রত্যহ সেবন করিবে, তৎপরে কমাইয়া গর্ভ হওয়া পর্যন্ত ব্যবহার করিবে। ইহাতে আর গর্ভস্রাব হইবে না।

কাঁচাহিং, আদা, পিপুল, গোলমরিচ, যোয়ান, (Cumen) জিরা, কালজিরা এবং সৈন্ধবলবণ প্রত্যেক সমভাগ লইয়া গুঁড়াইবে ও মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—১০-২০ গ্রেণ। চাউলধোয়া জল ও ঘৃতযোগে প্রাতে ব্যবহার করিলে ক্ষুধাবৃদ্ধি, পরিপাকশক্তি বৃদ্ধি এবং পেটফাঁপা আরাম হয়। এই গুঁড়াকে হিঙ্গু অষ্টচূর্ণ বলা হয়। কেহ কেহ ইহার সহিত লেবুর রস মিশাইয়া বটিকা প্রস্তুত করিতে বলেন। ইহাতে হজমশক্তি বৃদ্ধি পায় ও অজীর্ণরোগ আরাম হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

গাছের কষ—শ্বাসকৃচ্ছ্রবিকার কফনের ঘনতায় উপকারী। পেটের পীড়ার প্রতিষেধক। আধ্মান, বায়ুরোগ এবং মূর্ছারোগে উপকারী।

বীজ—উত্তেজক, সুগন্ধি, অগ্নিদীপক, আধ্মান নাশক, ঋতুস্রাব কারক।

পাতা—ঋতুস্রাব কারক।

মূল—বিরেচক

বিজের তৈল—ক্রিমিনাশক।

মন্তব্য :—চরক, দীপনীয়, শ্বাসহর এবং সংজ্ঞাস্থাপন বর্গে এবং সুশ্রুত, পিপ্পল্যাদি ও শিরোবিরেচন বর্গে হিঙ্গু পাঠ করিয়াছেন। বৈদ্যকোক্ত হিঙ্গুশব্দ, হিঙ্গুবৃক্ষের নির্যাস বাচক, বৃক্ষ বাচক নহে।

Fig.—Bent. and Trim., t. 127; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl, t. 483

Ref—F. B. I., ii 708; Dymock, ii. 141

298. Ferula foetida Regel. (হিং)

Genus FOENICULUM Adans.

299. F vulgare Gaertn. (মৌরী)

ভাষানুসারী নাম :—মিশ্রেয়া, তালপর্ণী, মধুরা, মধুরিকা—সংস্কৃত; মৌরী—বাংলা; সৌঁফ—হিন্দি; বড়ী শেপ—মহারাষ্ট্র; বরিয়ালী—গুজরাট; পেদ্দজিল্ কুরর সোপু—তেলেগু, সোহিকিরে, সোহিকিরাই-তামিল, রাজিয়ানজ্—আরব।

মিশ্রেয়া তালপর্ণী চ তালপত্রা মিশিস্তথা।
শালেয়া স্বাদ্বীতশিবা শালীনা বনজা চ সা॥
অবাক্‌পুষ্পী মধুরিকা ছত্রা সংহিতপুষ্পিকা।
স্বপুষ্পা সুরসা বজ্রা জ্ঞেয়া পঞ্চদশাহ্বয়া॥
মিশ্রেয়া মধুরা স্নিগ্ধা কটুঃ কফহরা পরা।
বাতপিত্তোপশমনী গ্রীহাকৃমিবিনাশনী॥

রাজনিঘণ্টুঃ। শতাহ্বাদিবর্গঃ।

নামপর্যায় :—মিশ্রেয়া, তালপর্ণী, তালপত্রা, মিশি, শালেয়া, শীতশিবা, শালীনা, বনজা, অবাক্‌পুষ্পী, মধুরিকা, ছত্রা, সংহিত পুষ্পিকা, সুপুষ্পা, সুরসা বজ্রা—এই পনেরটি নাম।

গুণপর্যায় :—মিশ্রেয়া—মধুরস, স্নিগ্ধ, বিপাকে কটুরস। উত্তম কফনাশক। বাতপিত্ত দোষনাশক, গ্রীহা এবং কৃমিনাশক।

জন্মস্থান :—ভারতের সর্বত্র চাষ হয়, ছোটনাগপুর, চট্টগ্রাম, হুগলী, হাওড়া, ২৪ পরগণা ও বর্ধমানে প্রচুর উৎপন্ন হয়।

বর্ণনা :—লম্বা গুচ্ছ, লোমযুক্ত, বর্ষজীবী উদ্ভিদ্। পত্র নাই, কখন ছোট ছোট পত্র থাকে, ফুলের বহির্বাস নাই, পাপ্‌ড়ি পীতবর্ণ। ফল সরু লম্বা, শিরাযুক্ত।

ব্যবহার্য অংশ :—শিকড় ও বীজ। মাত্রা, বীজচূর্ণ ১—৩ আনা, কাথ ৫-১০ আনা, শীতকষায় ১৫ তোলা, তৈল ১-৩ বিন্দু।

মূলগ্রন্থাদেশের ঔষধার্থে ব্যবহার :—মৌরী উত্তেজক ও কৃমিনাশক। ইহার শিকড় মূত্রকর ও জোলাপের কাজ করে। মৌরী মনোবিক্রিয়ার রোগ নিবারক (Watt)।

মিশ্রেয়া তদ্গুণা প্রোক্তা বিশেষাদ্ যোনিশূলনুৎ।
রুক্ষোষ্ণা পাচনী কাসবমিশ্লেষ্মানিলান্ হরেৎ॥

ভাবপ্রকাশঃ।

ইহা উৎকৃষ্ট যোনিশূলনাশক, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, পাচক, কাস, বমি, শ্লেষ্মা ও বায়ুনাশক। মৌরী বালকদের অন্ত্রের উপর বিশেষ কাজ করে। এই কারণে বালকদিগের রোগের হিতকর। অধিক পরিমাণে ব্যবহারে মত্ততা আনয়ন করে। মৌরীর তৈল কপালে দিলে মাথা বেদনা, পেটে দিলে পেট বেদনা, দন্তমাড়িতে দিলে দাঁত ও কর্ণে দিলে কান বেদনা আরাম হয় (R. N. Khory)।

Glossary —সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :

বীজ—উত্তেজক, সুগন্ধি, বায়ুনাশক, উদরাধ্মান নাশক, কফস্রাব কারক।

পাতা—প্রস্রাবকারক।

মূল—বিরেচক।

বীজের তৈল—কৃমিনাশক।

Fig.—Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 477. Woodville, Med. Bot t, 8.

Ref.—F. B.I., ii,695. Roxb, F l., ii 94; B. P, i, 537, Prain, H. H, 220.

299. Foeniculum vulgare Gaertn. (মৌরী)

Genus SESELI Linn.

300. S. indicum W & A. (বনজোয়ান)

ভাষানুসারি নাম :—বনযমানী সংস্কৃত ; বনজোয়ান—বাংলা ; কিরামিরি-অজোয়ান—বোম্বে।

প্রাপ্তিস্থান :—চট্টগ্রাম, পশ্চিমবঙ্গ, হুগলী, ঢাকা, ২৪-পরগণার স্থানে স্থানে পতিত জমিতে দেখা যায়।

বর্ণনা :—সরল বর্ষজীবী ওষধি। ৪—১২ ইঞ্চি উচ্চ গাছ, অনেক ডালপালা আছে। পত্র কর্তিত, ২ পক্ষবিশিষ্ট, ডিম্বাকৃতি, বিভক্ত এবং নরম লোমযুক্ত। বহির্বৃতি নাই। পুষ্পবৃন্ত ৪—১০টি, ½ ইঞ্চি। স্ত্রীপুষ্পবৃত বিযুক্ত; ফুল শ্বেত ও ঈষৎ লালবর্ণ। ফল গোলাকার, ডিম্বে পীতবর্ণ, 1/12—1/10 ইঞ্চি লম্বা। বীজকোষ দুইভাগে বিভক্ত। শীতের শেষে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ—বীজ ; মাত্রা—১৫—২০ গ্রেণ।

মুসলমানদের ঔষধার্থে ব্যবহার :—বায়ুনাশক, পেটফাঁপা নিবারক, ক্রিমিনাশক। ইহা শিশু চিকিৎসায় বিশেষ উপকারী (Moodeen Sherif).

Glossary—সংক্ষিপ্ত রূপপরিচয়—

বীজ—উত্তেজক, উদরাধ্মান নাশক। বায়ুনাশক। গরম ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

Fig.—Wight, Ic., t. 569.

Ref.—F.B.I., ii, 693 ; Roxb., F.I., ii, 92 ; Watt., vi. pt. 2 ; B.P., 538 ; Prain, H.H., 220.

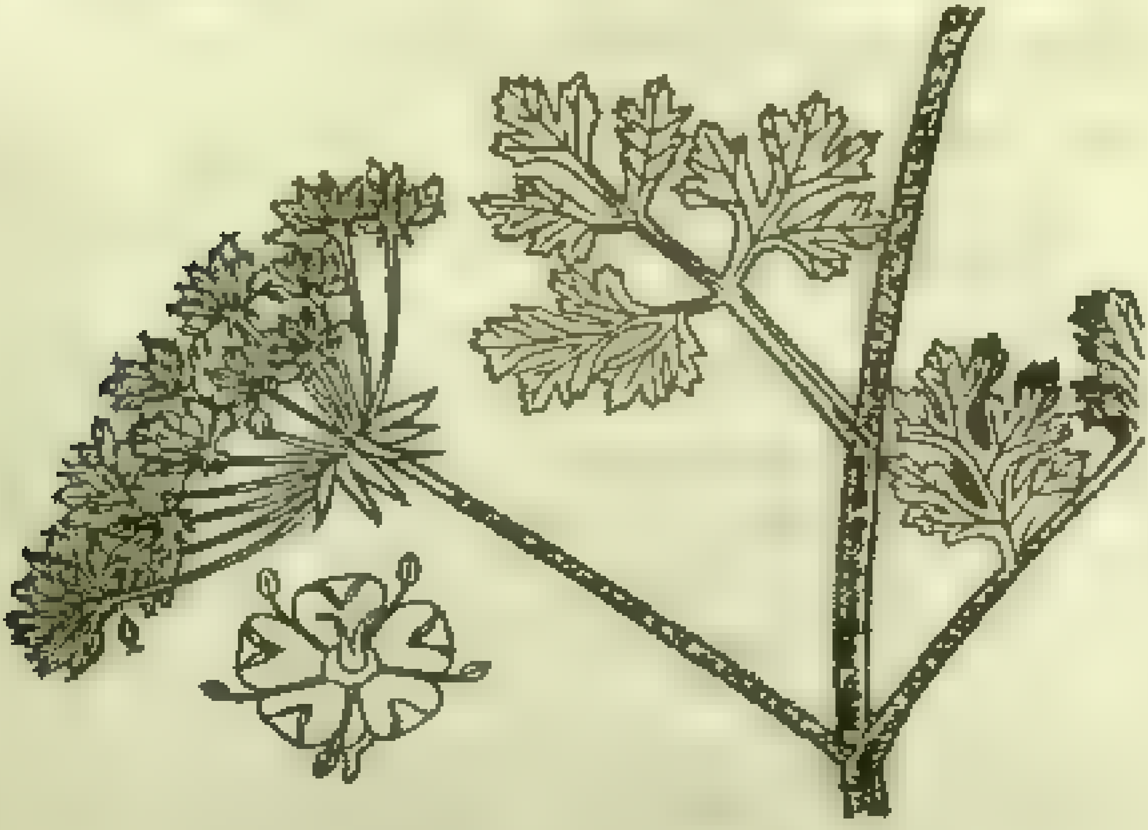

300. Seseli indicum, W. & A., (বনজোয়ান)

Genus—PEUCEDANUM Linn.

301. P. Sowa Kurz. (শলুফা)

ভাষানুসারীনাম :—শতপুষ্পা—সংস্কৃত ; শুল্‌ফা—বাংলা ; সোয়া—হিন্দি ; বালন্তশোপ—মহারাষ্ট্র ; সুবানীতাসী—গুজরাট ; সবসিগে—কর্ণাট ; শেকসমাণ্‌ডেট্‌—তেলেগু ; শিভেতরবরকস—আরব।

শতপুষ্পা শতাহ্বা চ মধুরা কারবী মিসিঃ।
অতিলম্বী সিতচ্ছত্রা সংহিতচ্ছত্রিকাপি চ॥
শতপুষ্পা লঘুস্তীক্ষ্ণা পিত্তকৃৎ দীপনী কটুঃ।
উষ্ণা জ্বরানিলশ্লেষ্ম-ব্রণশূলাক্ষিরোগহৃৎ॥

ভাবপ্রকাশঃ। হরিতক্যাদিবর্গঃ

নামপর্যায় :—শতপুষ্পা, শতাহ্বা, মধুরা, কারবী, মিসি, অতিলম্বী, সিতচ্ছত্রা, সংহিতা ও ছত্রিকা, শতাকী, অবাক্পুষ্পী, প্রভৃতি নাম।

গুণপর্যায় :—শুল্‌ফা—লঘুপাক, তীক্ষ্ণবীর্য, পিত্তকারক, অগ্নিদীপক, এবং বিপাকে কটুরস। ইহা জ্বর, বায়ু, শ্লেষ্মা, ব্রণ, শূল এবং চক্ষুরোগ নাশক।

উৎপত্তিস্থান :—বঙ্গদেশে, হুগলী, ২৪পরগনা, বর্ধমান প্রভৃতি জেলায়, চাষ হয়।

বর্ণনা :—বর্ষজীবী উদ্ভিদ্, ১—৩ ফুট উচ্চ। পত্র ২—৩ ইঞ্চি, পক্ষাকার ; পত্রের শেষ অংশ ½-১ ইঞ্চি ; ফুলের পাপ্‌ড়ি অনেক, ½ ইঞ্চি। পুষ্পদণ্ডে পত্র নাই। পাপড়ি পীতবর্ণ, বৃতিপুষ্পদণ্ড ও ছোট। ফল ⅙-⅕ ইঞ্চি, গন্ধ গন্ধযুক্ত। শীতকালে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—পত্র এবং ফল।

মুসলমানদের ঔষধার্থে ব্যবহার :—মুসলমান বৈদ্যেরা ইহাকে পেটফাঁপা নিবারক, মূত্রকর এবং ঋতু কারক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার কাথ স্ত্রীলোকদিগের প্রসবের পর খাইতে দিলে উহাদের হৃৎপিণ্ডের কার্য্য আনয়ন হয়। ইহার পত্র তৈলে ভিজাইয়া ফোড়ায় প্রলেপ দিলে উহা বসিয়া যায় অথবা ফাটিয়া যায় (Dymock)।

Fig.—Kirtikar & Basu. Ind. Med Pl., t. 494 ; Wight, Ic., t. 572.
Ref.—F. B. I., ii, 709 . Roxb ; F. I., ii. 94 ; B. P., i. 540, Prain, H. H., 220.

301. Peucedanum Sowa Kurz (শুলফা)

LV. CORNACAE

Genus ALANGIUM Lamk.

302. A. lamarckii Thw. (বাঘ আঁকড়া, আঁকোড়)

ভাষানুসারীনাম :—অঙ্কোট, অঙ্কোল—সংস্কৃত ; আঁকোড়, বাঘ আঁকড়া—বাংলা, ঢেরা—হিন্দি ; অঙ্কোলীমুক্ত—মহারাষ্ট্র , অঙ্কোলা—গুজরাট ; উড়ীকে, আড়কোলম্ তেলু., অঙ্কোলাম্—তেলেগু , অলঞ্জি—তামিল , ইরিন্জিল—মালয় ।

অঙ্কোটো দীর্ঘকীলঃ স্যাদঙ্কোলশ্চ নিকোচকঃ ।
অঙ্কোটকঃ কটুস্তীক্ষ্ণঃ স্নিগ্ধোষ্ণস্তুবরো লঘুঃ ॥
রেচনঃ ক্রিমিশূলাম-শোফগ্রহবিষাপহঃ ।
বিসর্পকফপিত্তাস্র-মূষিকাহিবিষাপহঃ ॥
তৎফলং শীতলং স্বাদু শ্লেষ্মঘ্নং বৃংহণং গুরু ।
বল্যং বিরেচনং বাত-পিত্তদাহক্ষয়াস্রজিৎ ॥

ভাবপ্রকাশঃ । গুড়ুচ্যাদিবর্গঃ ।

নামপর্য্যায় :—অঙ্কোট, দীর্ঘকীল, অঙ্কোল, ও নিকোচক—এইগুলি নাম।

গুণপর্য্যায় :—অঙ্কোট—কটু, বিপাকে কষায়রস, উষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, লঘুপাক, রেচক। ইহা ক্রিমি, শূল, আমদোষ, শোথ, গ্রহবেগ, বিষ বিসর্প কফ, রক্তপিত্ত, মূষিকবিষ, ও সর্পবিষ নাশক। ইহার ফল—শীতবীর্য্য, স্বাদু, শ্লেষ্মানাশক, গুরু ও কফনাশক। ইহা বলকারক, বিরেচক এবং বায়ুপিত্ত, দাহ, ক্ষয় ও রক্তদুষ্টিনাশক।

জন্মস্থান :—অযোধ্যা, বঙ্গদেশ, মধ্য ও দক্ষিণ ভারতবর্ষ, হুগলী, হাওড়া, ২৪পরগণা, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলার জঙ্গলের মধ্যে ও রাস্তার কিনারায় অথবা রেলের লাইনের ধারে দেখা যায়।

বর্ণনা :—এই গাছ দেখিতে অতি সুন্দর, বঙ্গদেশে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। গাছগুলি ১০-২০ ফুট উচ্চ হয়, ছাল ½ ইঞ্চি পুরু, ধূসর বর্ণ। এইগাছে উগ্রগন্ধ শাখা কন্টক আছে; পত্র ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা, ১-২ ইঞ্চি চওড়া, বৃন্ত ¼ ইঞ্চি। পত্র লম্বা, অগ্রভাগ সরু, বোঁটার দিক ক্রমশঃ সরু হইয়াছে। শাখাদের উভয়দিকে জোড়া জোড়া পত্র হয়, অগ্রভাগে একটি পত্র থাকে। পত্রের কিনারা করাতের দাঁতের মত, পত্র ওলট বড়, ফুল সাদা। পাপড়ি ৫-১০টি, সাধারণতঃ ৬-৭টি; পুংকেশর ২০—৩০টি থাকে। ফল ½—¾ ইঞ্চি, কৃষ্ণবর্ণ অথবা লালবর্ণ (Brandis), দেখিতে পদ্ম বৈঁচের মত। আকারে পাঁচ ফলের মত; এবং ইহার শাঁস খাঁজকাটা শক্ত, ফলের উপরটি খুব কোমল লোমযুক্ত অথবা শুষ্ক লোমযুক্ত। ফলের উপরের আচ্ছাদন শক্ত (Hooker)। ইহার ডাল হইতে ছড়ি প্রস্তুত হয়। খাঁকোলের ছড়ি বেশ শক্ত। গাছের পত্র, ফুল এবং ফল বৎসরের সকল সময়েই দেখা যায়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—মূল ও ফল।

বৈদ্যকে অঙ্কোটের ব্যবহার।

সুশ্রুত :—(১) কাষ্ঠকার্ত্তিক বিষে অঙ্কোটমূল—কাষ্ঠ বিষযুক্ত হইলে, জিহ্বা, দাঁতের মাড়ী ও ওষ্ঠ শোথ হয়। ইহার প্রতীকারার্থ অঙ্কোট মূলের ছাল চূর্ণ করিয়া, শীতল জলে মধুর সহিত অল্পে অল্পে ঘর্ষণ করিবে কিম্বা প্রলেপ দিবে (কঃ ১ম অঃ)। (২) অঞ্জনগতবিষোপদ্রবে অঙ্কোট মূল—বিষাক্ত অঞ্জন ব্যবহারে অন্ধত্ব জন্মে, ইহার প্রতীকারার্থ অঙ্কোট মূলের অঞ্জন ব্যবহার করাইবে (কঃ ১ম অঃ)। ইহার ফলের রস বিরেচক।

বাগ্ভট—মূষিকবিষে—অঙ্কোটমূল—অঙ্কোটমূলের ছাল, ছাগীর মূত্রে পেষণ করিয়া পান ও লেপন করিলে সর্বপ্রকার মূষিকবিষ বিনষ্ট হয় (উঃ ৩৮ অঃ)।

চক্রদত্ত :—অতিসারে অঙ্কোটমূল—অঙ্কোটমূলের অর্দ্ধ ১ তোলা, তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণ পূর্ব্বক পান করিলে সর্বপ্রকার অতিসার ও গ্রহণী প্রশমিত হয় (অতিসার চিঃ)।

এ মাত্রা অনুনা প্রযোজ্য নহে। (২) গরদোষে অংকোটমূল—অংকোটমূলত্বকের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া ঘনীভূত না হওয়া পর্যন্ত পুনঃপাক করিবে। এই রসক্রিয়াকার ক্বাথ পর্যাপ্ত মধু সহ লেহন করিবে। ঔষধ সেবনের পূর্বে রোগীকে তিলতৈল খাওয়াইয়া বমন দিবে। ইহা গর দোষ নাশক (বিষ চিঃ)। উপবিষ সেবন জন্য উপদ্রবকে গরদোষ বলে।

ভাবপ্রকাশ :—কুকুরবিষে অংকোটমূল—অংকোটমূলকল্ক পর্যাপ্ত তণ্ডুল সহিত পেষণ করিয়া পান করিবে। ইহা কুকুর বিষ নাশক (ভাঃ প্রঃ ৪ খণ্ডঃ)।

মুসলমানদের ঔষধার্থে ব্যবহার :—মুসলিম লেখকেরা ইহার শিকড়কে উষ্ণ ও কটু বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার ফলের রস মৃদু বিরেচক, ক্রিমি ও পেটফাঁপা নিবারক। কোন বিষাক্ত বস্তুতে কামড়াইলে ইহা ব্যবহৃত হয়। ইহার মূল শক্তি কফ, বমনকারক, পাঃ বা বাতের জ্বালা, অতিসার, ও রক্তস্রাবে হিতকর এবং ইহা মূত্র রোগের মহৌষধ (Dutta)।

দেশীয় চিকিৎসায় ইহার শিকড়ের ছাল ক্রিমি নাশক ও বিরেচক। কং দেশে ইহার শাখাসমূহ পুলটিস্ বাতের বেদনায় প্রযুক্ত হয় (S. Arjun)। ইহার শিকড় তিক্ত এবং চর্মরোগে হিতকর। ৫০ গ্রেণ ওজনের শিকড়ের ছাল একটা উৎকৃষ্ট বমনকারক ঔষধ (Moodeen Sheriff)। Moodeen Sheriff আরও বলেন যে, ইহা Ipecacuanha র স্থানে প্রয়োগ করা চলে এবং ইহা আমাশয় কিংবা অন্যান্য রোগে বেশ কাজ করে। বমন, মূত্রনাশ এবং জ্বরের পক্ষে শিকড়ের ছাল ১০ গ্রেণ। ইহার কুষ্ঠ ও উপদংশ রোগ আরাম করিবার শক্তি আছে।

Glossary সংক্ষিপ্ত রূপপরিচয় :—

মূলেরছাল—বিরেচক, ক্রিমিনাশক। জ্বরে এবং চর্মরোগে উপকারী।

শাখা—বাতের বেদনায় পুলটিস্ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

মন্তব্য :—উপরোক্ত বিষ চিকিৎসায় অনেক ক্ষেত্রে অংকোটের ব্যবহার দেখা যায়। একাধিক বিষ চিকিৎসায় আর অংকোট অবশ্য নাই। সুশ্রুতের কল্প স্থানের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে বৃশ্চিক বৃহত্যাদির বিষ চিকিৎসায় লিখিত আছে। সুশ্রুতের বর্ণিত মূ (মূষিকবিষ) চিকিৎসায় অংকোট ব্যবহৃত হয় নাই; কিন্তু বৃশ্চিকবিষ চিকিৎসায়, বৃশ্চিকদষ্ট রোগীকে বমন করাইবার জন্য অংকোট প্রয়োগ করা হইয়াছে। সুশ্রুতের পরবর্তী চিকিৎসাগ্রন্থে অংকোট কল্পের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। নিঘণ্টুকার—অংকোট ফলকে 'তাম্রফল' বলিয়াছেন। নিঘণ্টুকার অংকোটের একটি নাম দিয়াছেন "রেচী"। কিন্তু চক্রদত্ত অংকোটকে "সংগ্রাহী" বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। চক্রদত্ত ও বঙ্গসেন উভয়েই অতিসারের চিকিৎসায় সংগ্রাহীরূপে অংকোট ব্যবহার করিয়াছেন।

সফোটস্থলকে অতি হিত। চর্মরোগ নাশক বলিয়া ইহার যে খ্যাতি আছে, তাহা অমূলক নহে। যদি দীর্ঘকাল ব্যবহার করা যায় তাহা হইলে চর্মরোগ প্রশমন করে। ইহা আকন্দের অপেক্ষা অধিকতর বমনপ্রদ।

Fig :—Rheede, Hort. Mal., iv. H 17, 26; Wight, Ill., t. 96, Kirtikar and Basu, Ind Med. Pl., t. 487 A.

Ref :—F B. I., ii, 741, Roxb., F. I. ii. 502, B. P., I. 545; Prain, H. H., 221.

302. Alangium lamarckii Thw (বাঘ-আঁকুড়া, আঁকোড়)

LVI RUBIACEAE

Genus ANTHOCEPHALUS A. RICH

303. A. Cadamba Miq (কদম)

ভাষানুসারী নাম :—কদম্ব, নীপ—সংস্কৃত ; কদম, বারাকদম—বাংলা ; কদম, বারাকদম—হিন্দী , কোডাই-কদম—তামিল ; কদম্ব, কড়িমিটেট্টি—তেলেগু ; কদম—গুজরাট ; নীলকদম, ধুলিকদম—মহারাষ্ট্র ; ধূলিকদম্ব—কর্ণাট ; কদম—আসাম।

কদম্বো বৃত্তপুষ্পশ্চ সুরভির্ললনাপ্রিয়ঃ।
কাদম্বর্য্যঃ সিন্ধুপুষ্পো মহাঢ্যঃ কর্ণপূরকঃ।
ধারাকদম্বঃ প্রাবৃষ্যঃ পুলকী ভৃঙ্গবল্লভঃ।
মেঘাগমপ্রিয়ো নীপঃ প্রাবৃষেণ্যঃ কদম্বকঃ॥
কদম্বস্তিক্তকটুকঃ কষায়ো বাতনাশনঃ।
শীতলঃ কফপিত্তার্ত্তিনাশনঃ শুক্রবর্দ্ধনঃ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। প্রভদ্রাদিবর্গঃ।

নামপর্য্যায় :—কদম্ব, বৃত্তপুষ্প, সুরভি, ললনাপ্রিয়, কাদম্বর্য্য, সিন্ধুপুষ্প, মহাঢ্য, কর্ণপূরক, এইগুলি কদম্বের নাম এবং ধারাকদম্ব, প্রাবৃষ্য, পুলকী, ভৃঙ্গবল্লভ, মেঘাগমপ্রিয়, নীপ, প্রাবৃষেণ্য ও কদম্বক—এই কয়টি ধারাকদম্বের নাম।

গুণপর্য্যায় :—কদম্ব—কটুতিক্তরস, বিপাকে কষায় রস, বায়ুনাশক, শীতবীর্য, কফ ও পিত্ত-নাশক, এবং শুক্রবর্দ্ধক।

জন্মস্থান :—উত্তর ও পূর্ববঙ্গে অযত্নে জন্মে। পশ্চিমবঙ্গে ও উত্তরভারতে রোপণ করে। মধ্যভারতের সেগুন জঙ্গলে দেখা যায়।

বর্ণনা :—৩০-৫০ ফুট উচ্চ সরল গাছ। ছাল গাঢ় ধূসরবর্ণ, উপরের ছাল পাতলা, পাইলের ন্যায় ফাটিয়া পড়িয়া যায়। কাষ্ঠ শ্বেত ও পীতবর্ণের দাগ-বিশিষ্ট, এবং নরম। পত্র ৫-৯ ইঞ্চি লম্বা, ডাবঢাব ন্যায় শক্ত, উপরিভাগ উজ্জ্বল, নিম্নভাগ কোমল লোমযুক্ত। ফুল ফিকে লেবু-রং বিশিষ্ট। পরাগ শ্বেতবর্ণ; রাত্রিকালে ফুলের সুগন্ধি বাহির হয়, ফুলের বোঁটা ১-১½ ইঞ্চি। ফল ছোট লেবুর ন্যায়; শাঁসযুক্ত। বীজ অতিশয় ক্ষুদ্র। ফুল বর্ষাকালে হয়; পরে ফল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—ছাল, পত্র ও ফল। ছালের রস ১-২ তোলা; ছালচূর্ণ ১-২ আনা।

বৈদ্যকে কদম্বের ব্যবহার।

চরক :—(১) জ্বরপ্রশমনার্থে কষায়—কদম্বের ছাল দ্বারা দুগ্ধ আস্থাপিত করিবে (চিঃ ১০ অঃ)। (২) মূত্রের বৈবর্ণ্যে ও মূত্র ত্যাগ কালে—কদম্বের কাথ ও মধুযুক্ত দুগ্ধ যথাবিধি পাক করিয়া পান করিলে মূত্রের বিবর্ণতা ও মূত্রকৃচ্ছ্র নিবৃত্তি পায় (চিঃ ২২ অঃ)।

মুষ্টিযোগাদির ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার ছাল জ্বরনাশক ও বলকারক। ইহার ছালের রস চূর্ণ, অহিফেন এবং ফটকিরি সমপরিমাণে মিশাইয়া অক্ষিকোটরের চতুর্দ্দিকে দিলে চক্ষুপ্রদাহ আরাম হয় (Dymock)। কদম্বপাতার কাথ করে ও মুখের ঘায়ে দিলে ক্ষত সারিয়া যায়। ক্বচিৎ লোকে বন কুইনাইন (Wild Cinchona) বলে। ইহার ফলের রস জীরাচূর্ণ ও চিনির সহিত সেবন করিলে শিশুর বমন নিবারিত হয়। জ্বরের প্রবল অবস্থায় যখন অতিশয় পিপাসা হয় তখন ইহার ফলের রস সেবন করিলে পিপাসা নিবারিত হয় (R. N. Khory)। ক্ষত স্থানে বেদনা, শুক্রশোধন ও বমনের জন্য কদম্ব-নির্য্যাস হিতকর (চরক)।

Glossary—সংক্ষিপ্ত তথ্যপরিচয় :—

ছাল—বলকারক, জ্বরঘ্ন, সংকোচক এবং সর্পবিষে উপকারী।

পাতার ক্বাথ—বালকদিগের মুখের ঘায়ে এবং যে কোন মুখের ঘায়ে 'কুলি' হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

মন্তব্য :—চরক বমনোপগবর্গে নীপ এবং বেদনাস্থাপনবর্গে 'কদম্ব' এবং শুক্রশোধনবর্গে কদম্ব নির্যাস পাঠ করিয়াছেন। সুশ্রুত—রোধ্রাদি এবং ন্যগ্রোধাদিগণে কদম্বের উল্লেখ করিয়াছেন। ডাঃ উদয়চাঁদ, চিরঞ্জীব ও কৌটী 'ধারাকদম্বের' বাংলা নাম 'কেলিকদম' লিখিয়াছেন। 'বৈদ্যকশব্দসিন্ধু' সঙ্কলয়িতাও উঁহাদের মতানুসারে গ্রন্থে পরিচিত হইয়াছেন। 'কেলিকদম্বের' সংস্কৃত নাম যে ধূলিকদম্ব, ধারাকদম্ব নয়, ইহা ইতঃপূর্বেই বিস্তারিতভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। Roxburgh কেলিকদম্বের (Nauclea tetrandia) উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার জন্মস্থান শ্রীহট্ট, আকৃতি ৮-১২ হাত উচ্চ, কাণ্ড সরল, পুষ্পকাল বৈশাখ। ইহাকে ক্ষুদ্রকদম বা একপ্রকার কেলিকদম বলা যায়।

Fig—Bed. Fl. sylv., 127, t. 35; Kirtikar. & Basu, Ind. Med. Pl., 489 A

Ref—F.B.I., iii. 23; Roxb., F.I., i, 512; B.P., i. 551; Prain, H. H.; 221; Voigt. 375.

303. Anthocephalus cadamba Miq (কদম)

Genus CINCHONA Linn.

304. C. Officinalis Linn. (কুইনাইন)

ভাষানুসারী নাম :—কুইনাইন—বাংলা ; কুইনাইন—হিন্দি ।

বাসস্থান :—কুইনাইন গাছের আদি বাসস্থান দক্ষিণ আমেরিকা, পেরু, বলিভিয়া প্রভৃতি দেশ ; এখানে ভারতের নীলগিরি এবং দার্জিলিং এ মাংপু, খাসিয়া ও জয়ন্তী পাহাড় অঞ্চলে চাষ হইতেছে। দক্ষিণবঙ্গ চৈনাবলীতে যে ভাবে সরকারের কুইনাইন গাছের চাষ হইত উহা বর্তমানে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বাংলা দেশে অল্প পরিমাণে কুইনাইনের চাষ হয়। অন্যান্য কুইনাইন গাছের ছাল অতি উৎকৃষ্ট।

বর্ণনা :—এই গাছ ২০-৩০ ফুট উচ্চ হয়। গাছের কাণ্ড গোলাকার ও লম্বা, গাছের অগ্রভাগ শাখাময়। ছাল ধূসরবর্ণ রেখা ও ফাটলযুক্ত পরিপূর্ণ, ভিতরের পীতবর্ণ নব শাখা, কিঞ্চিৎ রোমশ ও মসৃণ। পত্র বিপরীতমুখী, ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা, বিস্তৃত, চিক্কণ সবুজবর্ণ। বৃন্ত ঈষৎ লালবর্ণ। ফুল মঞ্জরি, ছোট ছোট; পুষ্পদণ্ড বহু শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট, পুষ্পদণ্ডের অগ্রভাগে গুচ্ছাকারে ফুল হয় ; ফুল দেখিতে গোলাপী, মধ্যে সাদা কিংবা শ্বেতবর্ণ। ফল ডিম্বাকৃতি, ½ ইঞ্চি, লাল ও ধূসরবর্ণ। বীজ ছোট ছোট, চিকন ধূসরবর্ণ, ফল এ বীজ অনেক থাকে, ফল ফাটিলে পাখনা বীজ বাতাসে উড়িয়া যায়। মে হইতে আগষ্ট পর্যন্ত ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

C. calisaya Weddell—ইহাও এক প্রকার—কুইনাইন গাছ, ইহাকে yellow cinchona বলে (Bot. Mag., t. 6052, Bently. Trim., ii t. 141) এই জাতীয় গাছ বড় হয়, ছাল পুরু, খেতাভ। পত্র ৩-৬ ইঞ্চি বিস্তৃত, লম্বা, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ ছোট, বোঁটার দিক ক্রমশঃ সরু, উপরিভাগ উজ্জ্বল সবুজবর্ণ, কখন কখন লালের দাগ দেখা যায়। ফুল C. officinalis এর মত, কিন্তু কিছু বড় হয়, ফুল গোলাপী। বীজকোষ ½ ইঞ্চি লম্বা। ইহা দেখিতে প্রায় অনুরূপ মত। জানুয়ারী হইতে এপ্রিল মাস পর্যন্ত ফুল ও ফলের সময়।

C. Ledgeriana Moens. কেহ কেহ ইহাকে C. calisaya এর একটি variety বলিয়া বিবেচনা করেন। এই গাছ C. calisaya র অনুরূপ। ইহার পত্র অপেক্ষাকৃত ছোট ও সরু। জুলাই মাসে ইহার ফুল ও সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে ফল হয়। এই জাতীয় গাছেই অধিকসংখ্যক ছাল ও বেশীপরিমাণ কুইনাইন থাকে।

C. succirubra Pavon। ইহাকে Red cinchona বলে। এই গাছ ৫০-৮০ ফুট উচ্চ হয়, কিন্তু সাধারণ ২০-৩০ ফুটের অধিক হয় না। কাণ্ড সরল, গাছের ছাল ধূসরবর্ণ, ইহাতে শ্বেতবর্ণের দাগ থাকে, ত্বকের ভাগ লাল হয়। পত্র ৩-৬ ইঞ্চি লম্বা, গোলাকার, ডিম্বাকৃতি, অগ্রভাগ ঈষৎ ছোট, বৃন্তের দিক ক্রমশঃ সরু, পাতলা, গাঢ়

মধুবর্ণ। ফুল অপরাপরগুলির মত। ফল ½—১½ ইঞ্চি লম্বা। বীজ অপরগুলির মত। জুলাই আগষ্ট মাসে ইহার ফুল ও ফল হয়।

C. Cordifolia Mutis। ইহাকে Columbian Bark বলে। এই গাছ মাঝারি, কাণ্ড সরল। শাখা বিস্তৃত। ছাল ধূসরবর্ণ ও কটু, ফাটা-ফাটা। পত্র বৃহৎ বিস্তৃত। বৃন্ত ১-১½ ইঞ্চি লম্বা, লালবর্ণ। পত্র ৩-৮ ইঞ্চি লম্বা, প্রায় গোলাকার, অগ্রভাগ প্রায় সরু, বৃন্তদেশ গোলাকার কিম্বা হৃৎপিণ্ডাকৃতি। ফুল অপরাপর সিন্‌কোনা গাছের ন্যায়। পুষ্পদণ্ড শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট, অতিশয় ঘেঁসাঘেঁসিভাবে ফুল হয়, দেখিতে লালবর্ণ। ফল ডিম্বাকৃতি, লম্বা। বীজ অপরগুলির মত।

Variety ও hybrid লইয়া কুইনাইন গাছ ৩০—৪০ রকমের আছে। দক্ষিণ আমেরিকায় ইহার জন্মস্থান। অতি প্রাচীনকালে কেহ ইহার জ্বরনাশক শক্তির বিষয় অবগত ছিলেন না। ১৬৩৮ খৃঃ Countess Cinchon নাম্নী পেরুদেশীয় শাসন কর্তার স্ত্রী সর্বপ্রথমে ইহা ব্যবহার করিয়া জ্বরনাশক শক্তির পরিচয় পান এবং দক্ষিণ আমেরিকা হইতে ইউরোপে আনয়ন করেন। ইউরোপে ক্রমেই সিন্‌কোনা ছালের আদর বাড়িয়া যায়।

Sir Clements R. Markham সাহেব ভারতের নীলগিরিতে প্রথম কুইনাইন গাছ উৎপাদন করেন। Lady Canning তদানীন্তন কলিকাতা বোটানিক্ গার্ডেনের Superintendent, Dr. Thomas Anderson এর সহিত পরামর্শ করিয়া দার্জ্জিলিং-এ চাষের ব্যবস্থা করেন এবং Lady Canning তাঁহাকে যাভাদেশে ইহার চাষ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য পাঠাইয়া দেন। কিন্তু তিনি ম্যালেরিয়া জ্বরে মৃত্যু-মুখে পতিত হন। ইহার পর Sir George King সাহেবের চেষ্টায় দার্জ্জিলিং এবং উহার নিকটবর্তী স্থানে কুইনাইনের চাষ হয় ও তথায় ঔষধ প্রস্তুতের কারখানা স্থাপিত হওয়ায় ভারতের কুইনাইন একটু সুলভ হইয়াছে। এক্ষণে নীলগিরি, দার্জ্জিলিং এবং আসামের পর্বতেও কুইনাইনের চাষ হইতেছে। এই চাষ মাননীয় Markham, Anderson ও King সাহেবদিগের অবিরত চেষ্টার ফল বলিতে হইবে।

ব্যবহার্য অংশ :—কাণ্ডের ও শিকড়ের ছাল।

মুলপ্রাজ্যেরের ঔষধার্থে ব্যবহার :—Cinchona ছাল হইতে প্রধানতঃ Quinine, sulphate of Cinchonidine এবং C. Febrifuge প্রস্তুত হয়। কুইনাইন অবিরাম জ্বরে ও ম্যালেরিয়া জ্বরে অব্যর্থ মহৌষধ। ইহা Typhoid, Typhus, বসন্ত, প্রবলবাত ও কণ্ঠঃপ্রদাহ রোগের প্রতিষেধক ও নিবারক। ইহা হুপিং, কাশি, নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগে বিশেষ হিতকর। কুইনাইন Sulphuric Acid যোগে সেবন করিলে শীঘ্র ফল পাওয়া যায় এবং অন্যান্য প্রকৃতি তিক্ত ঔষধের সহিত ব্যবহার্য। কোন কোন ক্ষেত্রে কুইনাইন সেবন অপেক্ষা উহার injection লইলে শীঘ্র ফল পাওয়া যায়।

১ আউন্স পরিমাণ মাল্ট লিপীনিকার ডিং ও ৩০ গ্রেন কুইনাইন লইয়া ১ কোয়ার্ট জলের ভাণ্ডিতে উক্ত ডিং ও কুইনাইন ৪ ঘণ্টা রাখিয়া তৎপরে উহা ছাঁকিয়া প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে দিনে ২ বার মাত্রায় ৩/৪ দিন সেবন করিলে দারুণ ম্যালেরিয়া জ্বর আরাম হয়। ইহা পরীক্ষিত ঔষধ (Ind. For., LXI, No. 12, p. 794)

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ছাল—কুইনাইন তৈরী হয়। ম্যালেরিয়া জ্বরে বিশেষ উপকারী

Fig.—Woodville, Med. Bot., iii, t. 200 (1793), Bentl. & Train, Med. Pl., ii. 140 ; Bot. Mag., t. 5364.

Ref.—F. B. I., iii. 35 ; Lamarck, Ill., t. 164, Trans. Linn. Soc. London, iii, t. 12, Baillon Dict. Bot., ii, 49(1879), iii, 673 (1891)

304. Cinchona officinalis Linn. (কুইনাইন)

Genus ADINA SALISB.

305. A. Cordifolia Hook. (ধূলিকদম্ব, কেলিকদম্ব)

ভাষানুসারী নাম :—ধূলিকদম্ব, কেলিকদম্ব—সংস্কৃত ; ধূলিকদম্ব—বাংলা ; হলদুকদম্বী—হিন্দি , মঞ্জকদম্বী—তামিল , পসুপুকদম্ব—তেলেগু , হল—কদম—বোম্বাই।

> ধূলিকদম্বঃ ক্রমুকপ্রসূনঃ পরাগপুষ্পো বলভদ্রসংজ্ঞকঃ।
> বসন্তপুষ্পো মকরন্দবাসো ভৃঙ্গপ্রিয়ো রেণুকদম্বকোঽষ্টধা॥
> ধূলিকদম্বঃ কটুর্বর্ণ্যো বিষশোফহরো হিমঃ।
> কষায়ঃ পিত্তদাহঘ্নো বীর্যবৃদ্ধিকরঃ পরঃ॥

রাজনিঘণ্টুঃ। প্রভদ্রাদিবর্গঃ।

নাম পর্যায় :—ধূলিকদম্ব, ক্রমুকপ্রসূন, পরাগপুষ্পী, বলভদ্রসংজ্ঞক, বসন্তপুষ্পী, মকরন্দবাস, ভৃঙ্গপ্রিয় এবং রেণুকদম্বক—এই আটটি নাম

গুণপর্যায় :—ধূলিকদম্ব—কটুরস, বর্ণ্য, বিষ এবং শোথ নাশক, শীতবীর্য, বিপাকে কষায় তিক্ত রস। পিত্ত বর্দ্ধক, এবং বিশেষরূপে বীর্যবর্দ্ধক।

অবস্থান :—ভারতের পশ্চিমপ্রদেশ, বঙ্গদেশ, হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া জেলায় জঙ্গলে ও রাস্তার ধারে জন্মে।

বর্ণনা :—বড় গাছ ২০-৩০ ফুট উচ্চ। কাঠ শক্ত। পত্র শরৎকালে পড়িয়া যায়। চারকোণ ডাল শক্ত। পত্রের বোঁটা ২-৩ ইঞ্চি। ফুলের মাথার ব্যাস ১/২-১ ইঞ্চি, বোঁটা শক্ত, ১-২ ইঞ্চি। ফুল পীতবর্ণ ও সুগন্ধ। ফল দেখিতে কদম্বের মত। বীজাধার ১/৮ ইঞ্চি, ৪টি বীজ থাকে। ফুল বসন্তকালে ফুটে ; বর্ষাকালে ফল ধরে। এই গাছ সাধারণতঃ কদম গাছ অপেক্ষা ছোট, ঝোপের মত। ইহাতে বহু শাখা প্রশাখা জন্মে।

ব্যবহার্য অংশ :—ছাল, শিকড়, পত্র।

লোকপ্রয়োগের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার ছাল তিক্তরস, বলকারক, জ্বর ও ব্রণ নাশক। ইহা জ্বর, অগ্নিমান্দ্য ও প্রদাহ রোগে হিতকর (R N Khory, ii, 325)। ইহার ছোট ছাল, গোলমরিচের সহিত চূর্ণ করিয়া নাসিকারন্ধ্রে প্রবেশ করাইলে মাথাধরা আরাম হয় (A. Campbell)। কেলিকদম্বের রস ক্ষতের পোকা নাশ করে (Dymock)।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

ছাল—জ্বর, প্রতিষেধক।
ছালের রস—ক্ষতের পোকা নাশ করে।

Fig.—Roxb., Cor. Pl., i, t, 53 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t. 490.

Ref.—F.B.I., iii, 24 ; Roxb., F. I., i., 514 , B.P., i. 552 ; Watt, i, Pt. i, 266 ; Prain, H.H., 221.

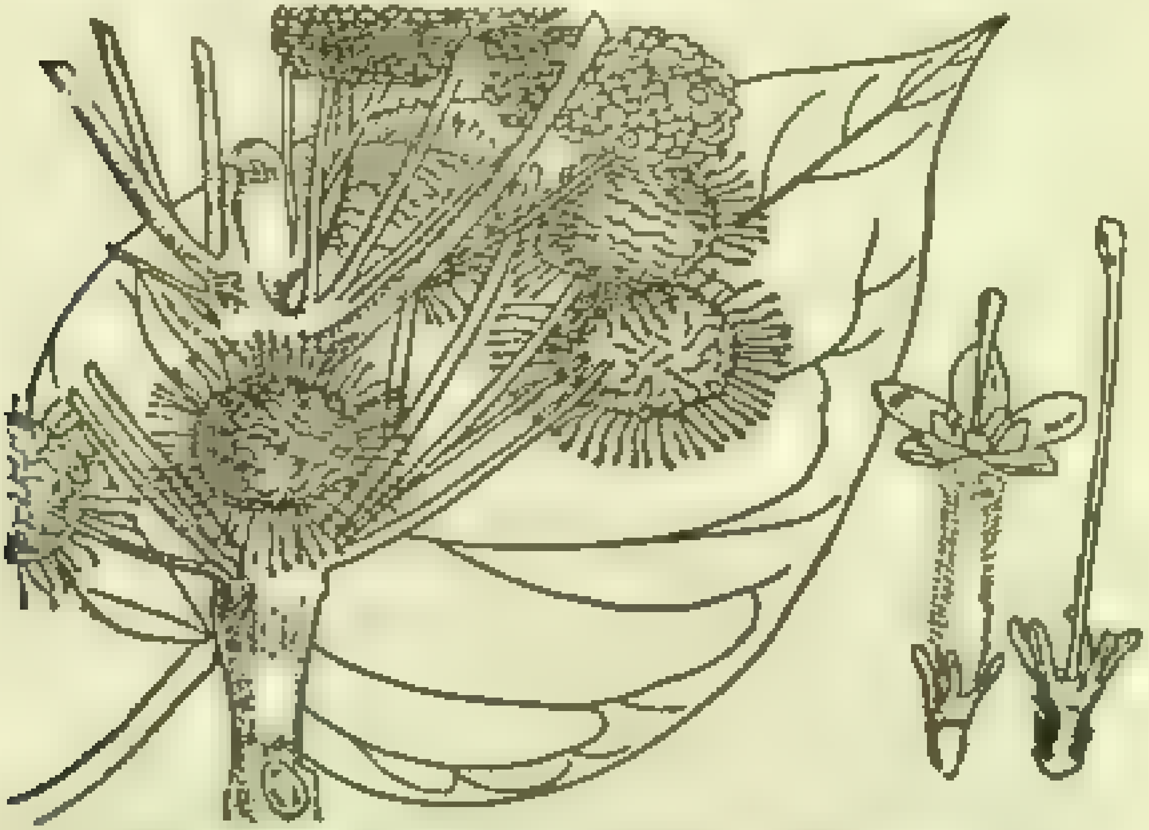

305 Adina cordifolia Hook. (ধুলিকদম, কেলিকদম)

Genus IXORA Linn.

306. I. parviflora Vahl. (পাহাড়িরঙ্গন)

ভাষানুসারী নাম :—পিণ্ডিতক, নেবারি—সংস্কৃত ; পাহাড়িরঙ্গন—বাংলা , কোটাগান্ধাল—হিন্দি ; কুরতুস্পা—তামিল ; কোরিভিপালা—তেলেগু।

প্রাপ্তিস্থান :—বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে দেখা যায়। হুগলী জেলার গোঘাট অঞ্চলে পতিত জমিতে এবং অন্যান্য জেলার জঙ্গলের ধারে দেখা যায়।

বর্ণনা :—কণ্টকহীন ছোট গুল্ম। পত্র ৩ ইঞ্চির মত লম্বা ও উজ্জ্বল। গোড়ার দিক

গোলাকার অথবা হৃৎপিণ্ডাকার। ২-৩ ইঞ্চি লম্বা। ফুল শ্বেত অথবা ঘোর লালবর্ণ ও লোমযুক্ত। পুষ্পনল ½-¾ ইঞ্চি ; পুংকেশর ছোট ; স্ত্রীকেশর কোমল, লোমযুক্ত। ফল ছোট। চৈত্র মাস হইতে আষাঢ় মাস পর্যন্ত ফুল ও ফল হইয়া থাকে।

ব্যবহার্য অংশ :—ফল।

মূলপ্রবাহেদের ঔষধার্থে ব্যবহার :—সাঁওতালেরা ইহার শিকড় কিংবা ফল, স্ত্রীলোকদিগের রক্তপ্রদরে খাওয়াইয়া দেয় (A. Camapbell)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয়—

মূল ও ফল— স্ত্রীলোকদিগের মূত্র ঘোর বর্ণ হইলে ইহা ব্যবহারে উপকার পাওয়া যায়।

Fig—Bedd., Fl. Sylv., t. 222 ; Wight. I.C., t. 711 ; Kirtikar &Basu, Ind. Med. Pl., t. 503.

Ref.—F.B.I., iii, 142 ; Roxb., Fl., i. 383 ; B.P., i., 511 ; Dymock, ii, 214.

306 Ixora parviflora Vahl (বাজালবন)

307. I. Coccinea Linn. (রঙ্গন)

ভাষানুসারী নাম—বন্ধুক, রক্তক—সংস্কৃত; রঙ্গন—বাংলা ; চেত্তি—তামিল ; কোরাজন্—তেলেগু ; চেচি—মালয়।

উৎপত্তিস্থান :—পশ্চিম ভারতে চাষ হয়। বঙ্গদেশের প্রত্যেক জেলায় দেখা যায়। চট্টগ্রামের জঙ্গলে বিস্তর জন্মে।

বর্ণনা :—গুল্মজাতীয় গাছ। শাখাগুলি নরম ও ছোট। পত্র ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, ডিম্বাকৃতি। ফুল বড় থোকায় থাকে। বহির্বাস দাঁতযুক্ত, লম্বা কিম্বা নরম। পুষ্পনল ১-১½ ইঞ্চি, সরল। ফল ½ ইঞ্চি, বাহিরের খোসা। ইহার অনেক জাতি আছে। বাগানে চাষ হয়। ফুল বড় অথবা ছোট, পীত ও লালবর্ণ। Dr. Brandis বলেন, এই গাছ দাক্ষিণাত্যে বিশেষতঃ পশ্চিমঘাট পার্বত্য প্রদেশে নদীর কিনারায় বহু পরিমাণে জন্মে। ইহা অনেক ভারতীয় বাগানে বাহারের জন্য রোপণ করে, গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য অংশ :—ফুল।

মুলপ্রয়োগের ঔষধার্থে ব্যবহার :—ইহার ২ তোলা পরিমাণ ফুল দুগ্ধে ভাজিয়া ৫ রতি পরিমাণ জীরা ও নাগেশ্বর ফুলের সহিত মিশাইয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা চিনি ও মিছরীর সহিত সেবন করিলে রক্তামাশয় আরাম হয় (Dymock)। এই বটিকা প্রদর ও অর্শোবিষা রোগে হিতকর ; ইহা ঘোল, ছানার জল ও ছাগ দুগ্ধের সহিত দেয়।

শিকড়ের ছেঁচা জলে গুলিয়া নেকড়ায় লাগাইয়া ঘায়ে পুলটিস্ দিলে ক্ষত আরাম হয়। গলার ঘায়ে শিকড় জলে সিদ্ধ করিয়া কুলকুচির জন্য ব্যবহার করিলে ঘা আরাম হয়। ইহার শিকড় ৩০-৬০ গ্রেণ পরিমাণ সেবন করিলে জ্বর কমে, শিশুজ্বর্ণ দিয়া খাইলে রক্ত আমাশয় আরাম হয়। ইহা ইপিকাক্ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং অর্শ ও অর্শোবিষা রোগে হিতকর।

Glossary সংক্ষিপ্ত গুণ পরিচয়—

ফুল—রক্ত আমাশয় এবং স্ত্রীলোকের প্রদররোগে ব্যবহৃত হয়।

Fig.—Rheede, Hort. Mal., ii, t, 13 ; Lamk., III, 1, t. 66, Fig. 1 ; Kirtikar & Basu, Ind, Med., Pl., t, 504

Ref.—F B.I., iii, 142 ; Roxb., F L, 1, 383 , B P , i, 571 ; Dymock, ii, 214 ; Prain., H.H., 123.

307. I. coccinea Linn. (রঙ্গন)

Genus—OLDENLANDIA Linn.

308: Oldenlandia corymbosa Linn. (ক্ষেতপাপড়া)

ভাষানুযায়ী নাম :—পর্পট, ক্ষেত্রপর্পটি—সংস্কৃত ; ক্ষেৎপাপ্ড়া—বাংলা , পিত্তপাপ্ড়া—হিন্দী ; পিতপটী, পিত্তপাপড়া—মহারাষ্ট্র , পীৎপাপড়ো, ধরমদিয়ো—গুজরাট , পর্পাটক কর্ণাট ; ক্ষেত্রীচেলা বেদ্দু, পর্পাটকমু—তেলেগু ; পর্পাদগম—তামিল ; পর্পাট—মালায়াম ।

পর্পটস্তিক্তকো রেণুস্তারি বরকো রুজঃ ।
শীতঃ শীতপ্রিয়ঃ পাংশুঃ কবচী বর্মকণ্টকঃ ॥
কৃশাঙ্গঃ পর্পটিকঃ সুতিক্তো রক্তপুষ্পকঃ ।
পিত্তারিঃ কটুপত্রশ্চ কল্পতোঽষ্টাদশাভিধঃ ॥
পর্পটঃ শীতলস্তিক্তঃ পিত্তশ্লেষ্মজ্বরাপহঃ ।
রক্তদাহারুচিগ্লানি-মদবিভ্রমনাশনঃ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । পর্পটাদিবর্গঃ ।

নামপর্যায় :—পর্পট, চরক, রেণু, তৃষ্ণারি, বরক, রক্ত, শীত, শীতপ্রিয়, পাংশু, কল্পাঙ্গী, বর্মকণ্টক, কৃশশাখ, পর্পটক, প্রতিক্ত, রক্তপুষ্পক, পিত্তারি, কটুপত্র, কবচ—এই আঠারটী নাম।

গুণপর্যায় :—পর্পট —শীতবীর্য্য, তিক্তরস, পিত্তশ্লেষ্মনাশক। রক্তদোষ, দাহ, অরুচি, গ্লানি এবং মদবিভ্রম-নাশক।

জন্মস্থান :—ভারতের সর্ব্বত্র দেখা যায়, এমনকি ৫০০০ ফুট উচ্চ পার্ব্বতীয় প্রদেশেও জন্মে; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলায় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জন্মে।

বর্ণনা :—ঘনসন্নিবদ্ধ বর্ষজীবি ওষধি; গাছগুলি ১ ফুট কিংবা অধিক উচ্চ হয়। শাখাগুলি ১-২ ইঞ্চি লম্বা হয়। পত্র ½-১ ইঞ্চি লম্বা এবং $\frac{1}{16}$-$\frac{1}{8}$ ইঞ্চি বিস্তৃত, কিনারা বক্র। পুষ্পবৃন্তে ৩টী অথবা অধিক ফুল থাকে। পুষ্পাধার শ্বেতবর্ণ এবং ইহার দল ছোট, বীজকোষ বিস্তৃত, গোলাকার, গোড়ার দিকে নত। এই গাছ সময়ে সময়ে বিভিন্ন আকৃতির দেখা যায় এবং O. diffusa হইতে পৃথক বলিয়া বোধ হয় না। গাছগুলি বর্ষাকালে জন্মে এবং শীতের শেষকালে মরিয়া যায়। এই গাছগুলি সংগ্রহ করিতে হইলে ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসই প্রশস্ত, সেই সময় ইহার ফুল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—সমস্ত উদ্ভিদ্; মাত্রা ৫-১০ তোলা।

বৈদ্যকে ক্ষেতপাপড়ার ব্যবহার।

চরক : (১) রক্তপিত্তে পর্পট—ক্ষেতপাপড়ার বমন, কফ, কাথ কিংবা শীতকষায় রক্তপিত্তরোগে প্রশস্ত (চিঃ ৪ অঃ)। (২) অতিসারে পর্পট—মুথা ও পর্পটের কাথ অতিসার রোগীকে পান করাইবে (চিঃ ১০ অঃ)। (৩) মদাত্যয়ে পর্পট—মদ্য পরিত্যাগানুসারে কেবল মুথা ও পর্পটের পানীয়, মদাত্যয় রোগীকে পান করাইবে (চিঃ ১২ অঃ)।

চক্রদত্ত : (১) জ্বরে পাচনার্থ পর্পট—জ্বর রোগীর পক্ষে পর্পটজল প্রশস্ত (জ্বর চিঃ)। (২) পিত্তজ্বরে পর্পট—এক পর্পটই শ্রেষ্ঠ পিত্তনাশক (জ্বর চিঃ)। (৩) বমনে পর্পট—পর্পটের কাথ মধু যোগে সেবন করিলে বমন নিবৃত্তি পায় (ছর্দ্দি চিঃ)।

মুলতানবাসীদের ঔষধার্থে ব্যবহার :—সংস্কৃত লেখকদের মতে ইহা শক্তিকর ঔষধ। বায়ু ও পিত্ত দমন করে বলিয়া অবিরাম জ্বরে, উদরাময়ে এবং আন্ত্রিক দৌর্বল্য থাকিলে বিশেষ হিতকর। সমগ্র গাছের কাথ সন্ন্যাস উপসর্গে পাচন প্রয়োগ হয়।

গোয়াদেশে ইহা কালিঝাঁট (Adiantum lunulatum) এবং পুনর্ণবা মিশাইয়া সাধারণ জ্বরে ব্যবহার হয়।

কঙ্কনদেশে জ্বরে হাতে পায়ের জ্বালা কমাইতে ব্যবহার হয়। ইহার রস, ১ তোলা পরিমাণ দুধ ও চিনির সহিত মিশাইয়া পান করিলে পেটজ্বালা আরাম হয়। ইহার

কাথ অবিরাম জ্বরে ব্যবহার হয় এবং শরীরের উপরিভাগে মাখাইতে হয় (Dymock)। কামলা রোগে, যকৃৎ দোষ এবং ক্রিমি রোগে ইহা ব্যবহৃত হয় (Watt)।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :—

গাছের ক্বাথ—অবিরাম জ্বর, উদরাময় এবং স্নায়বিক দৌর্বল্যে উপকারী।

গাছ—কামলায়, যকৃৎদোষ এবং ক্রিমিরোগে উপকারী।

গাছের রস—মলে হাত-পায়ের জ্বালায় উপকারী।

বক্তব্য :—চরক, তৃষ্ণানিগ্রহণবর্গে পর্পট পাঠ করিয়াছেন। সুশ্রুত অতিসার চিকিৎসায় জলমুস্তকের সহিত পর্পটের উল্লেখ করিয়াছেন।—"মুস্তং পর্পটকং শুণ্ঠী বচাপ্রতিবিষকাঃ" (উঃ ৪০ অঃ)।

গৌড়ীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানে পর্পটকের ব্যবহার দৃষ্ট হয় না।

Fig.—Rheede, Hort, Mal., x, t, 33 ; Wight, I, C., t, 822 ; Kirtikar & Basu, Ind, Med, Pl., 492B,

Ref.—F,B,I., iii, 64 ; Roxb. F,I., i, 624 ; B, P., i, 559 ; Prain, H, H., 222,

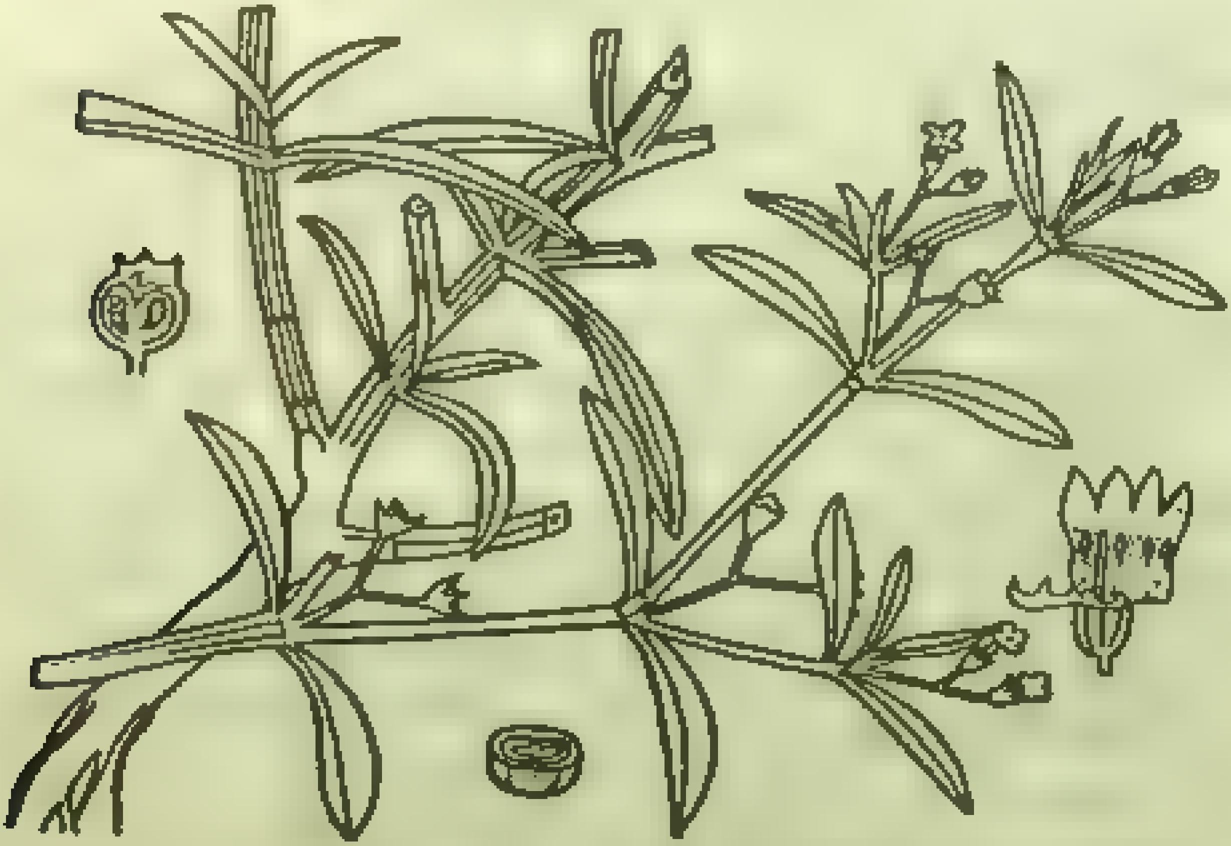

308. Oldenlandia corymbosa Linn. (ক্ষেতপাপড়া)

Genus—PSYCHOTRIA. Linn.

309. P. Ipecacuanha Stokes. (ইপিকাক্)

ভাষানুসারী নাম :—ইপিকাক—বাংলা।

জন্মস্থান :—দক্ষিণ আমেরিকা, ব্রাজিল প্রভৃতি স্থানে জন্মে। ভারতের মধ্যে একমাত্র দার্জিলিং এর Cinchona Plantation-এ চাষ হইতেছে।

বর্ণনা :—ইপিকাক্ গাছের generic নাম সম্বন্ধে নানাদেশীয় উদ্ভিদবেত্তাগণের নানা মত আছে। U. S. Pharmacopoeia মতে ইহা Cephaelis, British মতে Psychotria এবং German মতে Uragoga নামে অভিহিত। এই সকল গোলযোগ নিবারণের জন্য উহার গাছের নাম Cephaelis দেওয়াই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয়। এই গাছ ছোট গুল্মজাতীয়, মূল নরম ও ৪-৬ ইঞ্চি লম্বা, মূলে দুই একটি শাখাপ্রশাখা হয় এবং উহা মাটিতে একটু বক্রভাবে প্রবেশ করে। গাছের কাণ্ড ২-৩ ফুট লম্বা; কখন কখন এক ফুটের কম উচ্চ হয়। গাছের নিম্নভাগে পত্র হয় না; ইহা দেখিতে ধূসরবর্ণ। গাছের উপরিভাগ নরম ও সবুজবর্ণ। পত্র কাণ্ডের বিপরীত দিকে জন্মে। উহা লম্বাকৃতি। পত্রভাগ মসৃণ, ৩-৪ ইঞ্চি লম্বা এবং ১-২ ইঞ্চি চওড়া। উপরিভাগ সবুজবর্ণ ও মসৃণ; নিম্নভাগ নরম ও ফিকে রং বিশিষ্ট। ফুল ছোট, শ্বেতবর্ণ। ফল ডিম্বাকৃতি, ছোট, প্রথমে বেগুনে রং বিশিষ্ট পরে পাকিলে কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং উহাতে দুইটি বীজ থাকে। ইপিকাকের অনেক জাতি আছে। তন্মধ্যে কয়েকটির সাধারণতঃ চাষ হইতেছে; ব্রাজিলের ইপিকাকই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে ফুল ও মে মাসে ফল হয়। ১৮৬৬ খৃঃ Dr. King সাহেব ভারতে ইপিকাকুয়ানার চাষ প্রবর্তিত করেন এবং বহু চেষ্টার ফলে ও অধ্যবসায় পরে এই গাছগুলি দার্জিলিং অঞ্চলে Cinchona বাগানে উত্তমরূপে জন্মিতেছে। বর্মার পাহাড়ে ইহার বেশ চাষ হইয়াছিল। কিন্তু Cinchona চাষের সঙ্গে ইহারও চাষ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ত্রিপুরা, আসাম ও বর্মার পার্বত্য প্রদেশে এবং পূর্ব হিমালয় অঞ্চলে সহজেই ইপিকাকের চাষ হইতে পারে।

Mongpoo নামক স্থানে সরকারের চাষক্ষেত্রে ১৯৩১-৩২ সালে ১২০ হাজার, ১৯৩২-৩৩ সালে ১৩৬ হাজার এবং ১৯৩৩-৩৪ সালে ১৫৭ হাজার ইপিকাকুয়ানা গাছ হইয়াছিল। উক্ত তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে ইহার চাষ ক্রমেই বৃদ্ধি লাভ করিতেছে; কিন্তু চাষে অধিক খরচ হইলে আমেরিকা দেশীয় আমদানি মূলের সহিত প্রতিযোগিতা করা কঠিন হইবে। ইপিকাকুয়ানা আমেরিকার কলম্বিয়া দেশ হইতে আমদানি হয় এবং উহাকে সাধারণতঃ Carthagena Ipecacuanha বলে। ব্রাজিল হইতে যে ইপিকাক্ আইসে উহা তত ভাল নহে, উহার গুণ কিছু কম। আমাদের দেশে অনেকগুলি গাছ আছে যাহা ইপিকাকের সমগুণ বিশিষ্ট। নিম্নে কতকগুলি নাম দেওয়া গেল :—

(1) Naregamia alata Wight & Arnot (Wight, I. C., Pl. Ori. t. 90 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med, Pl., t. 217)। এই গাছ Meliaceae বর্গভুক্ত। ইংরাজীতে ইহাকে Country Ipecacuanha বলে। ইহার কাণ্ডে ও পত্রে ইপিকাকের ন্যায় বমনকারক গুণ আছে, এবং ১২—২০ গ্রেণ মাত্রায় সেবন করিলে তীব্র রক্ত আমাশয় আরাম হয়। অল্প মাত্রায় ইহা সর্দি নিঃসারক, পুরাতন ব্রংকাইটিস্ ঘটিত পীড়া ও হাঁপানি আরাম করে। ইহা ৫—২০ মিনিম মাত্রায় ব্যবহার করিলে সর্দির উপশম করে এবং ১৫—৪০ গ্রেণ মাত্রায় সেবন করিলে বমন উৎপাদন হয়। ইহার রস নারিকেল তৈলের সহিত ব্যবহার করিলে খোস ও পাঁচড়া—আরাম হয়।

(2) Tylophora asthmatica W & A. ইহার বাংলা নাম অনন্তমূল। এই পুস্তকে পরে ইহার গুণ সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে।

(3) Asclepias curassavica Linn. এই গাছ দক্ষিণআমেরিকা ও বঙ্গদেশে সর্বত্র জন্মে (B.P., ii. 689)। ইহার বঙ্গ দেশীয় নাম কুরকী বা কাকতুণ্ডা। আমেরিকা দেশীয় লোকে ইহা রক্ত আমাশয়ের ঔষধ বলিয়া ইহাকে "Blood Flower" বলে।
ইহার শিকড় বা মূল খাইলে প্রথমতঃ বেগ হয়। তৎপরে ইহা পাকস্থলী সঙ্কুচিত করে। ইহার রস বমন কারক। ইহার মূল অর্শ ও গণোরিয়া রোগে হিতকর এবং ইহার শিকড় রক্ত আমাশয় নিবারক।

(4) Calotropis gigantea R. Br. (আকন্দ)। ইহার সম্বন্ধে এই পুস্তকে অন্যত্র দ্রষ্টব্য।

আরও কয়েকটি সমগুণ বিশিষ্ট গাছ আছে। তাহা বাহুল্য বলিয়া লেখা হইল না।

ব্যবহার্য অংশ :—মূল।

মুখ্যপ্রভাবের উপকারার্থে ব্যবহার :—ইহা ঘর্মকর, পাকস্থলীর উত্তেজক, সর্দিনিঃসারক ও বমনকারক। অল্প মাত্রায় ব্যবহার করিলে ফুস্ফুসাদিতে সর্দি নিঃসারিত করিয়া ঘুংড়ি কাশির আরাম করে। ইহা নূতন ও পুরাতন ব্রংকাইটিস্ ঘটিত পীড়ায় হিতকর। গর্ভাবস্থায় বমন অথবা মদ্যপান জনিত বমন রোগে অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর ১—২ মিনিম্ মাত্রায় ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। বিছা ও পোকার কামড়ে ইপিকাক ব্যবহারে বিশেষ ফল দর্শে। কঠিন উদরাময় রোগে ১০ গ্রেণ পরিমাণ ইপিকাক্ দিবসে ৩।৪ বার সেবনে আরাম হয়।

Glossary—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :

মূল—বমনকারক, শ্লেষ্মানিঃসারক এবং প্রচুর ঘর্মকারক। সর্বদা পরিবর্তনশীল আমাশয়ে উপকারী।

Fig—Mart, Fl, Bras., vi & v. t. 52 (1881) ; Kohl, Off, Phl, Pharm., Germ., t, 144 (1895).

Ref—Mart., Fl, Bras, vi & v, (1881) ; Kohl, Off, Phl, Pharm, Germ., (1895).

309. Pschotria ipecacuanha Stokes. (ইপিকাক্)

Genus—OPHIORRHIZA Linn.

310. O. Mungos Linn. (গন্ধ নকুলী)

ভাষানুসারীনাম :—সর্পাক্ষী—সংস্কৃত ; গন্ধ-নকুলী—বাংলা ; নখরাটি—হিন্দী ; সর্পাক্ষী, সর্পাক্ষীচেট্টু—তেলেগু ; কিরিপুরণ্ডম্—তামিল ; শাকিনলুরি—বোম্বে ।

অন্যা মহাসুগন্ধা চ সুবহা গন্ধনাকুলী ।
সর্পাক্ষী ফণিহন্ত্রী চ নকুলাঢ্যাহিভুক্ চ সা ॥
বিষমর্দনিকা চাহি-মর্দিনী বিষমর্দিনী ।
মহাহিলতাহিলতা জ্ঞেয়া সা বসুসাহ্বয়া ॥
নাকুলীযুগলং তিক্তং কটূষ্ণং চ ত্রিদোষজিৎ ।
অনেকবিষবিধ্বংসি কিঞ্চিৎ প্রোক্তং বিভীষকম্ ॥

রাজনিঘণ্টুঃ । মূলকাদিবর্গঃ ।

নামপর্য্যায় :—মহাসুগন্ধা, সুবহা, গন্ধনাকুলী সর্পাক্ষী, ফণিহন্ত্রী, নকুলাঢ্যা, অহিভুক্, বিষমর্দনিকা, অহিমর্দনী, বিষমর্দিনী, মহাহিলতা, অহিলতা—এই বারটী নাম ।

গুণপর্য্যায় :—নাকুলী ও গন্ধনাকুলী তিক্ত ও কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, ত্রিদোষনাশক। নানা প্রকার বিষদোষ নাশক। উহার মধ্যে গন্ধনাকুলী অধিক গুণসম্পন্ন।

জন্মস্থান :—আসামের খাসিয়া পাহাড়, বর্মা, এবং দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমঘাটে জন্মে।

বর্ণনা :—গুল্মজাতীয় গাছ। পত্র ২-৪ ইঞ্চি লম্বা এবং ১-২½ ইঞ্চি চওড়া ও পাতলা, পত্রের অগ্রভাগ বল্লম, বোঁটার দিকে সরু। পুষ্পস্তবকের ব্যাস ১·৩ ইঞ্চি, মস্তক চেপ্টা, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত ও কোমল। পুষ্প শ্বেতবর্ণ। বীজাধারের ব্যাস ⅙-⅛ ইঞ্চি, বীজ ক্ষুদ্র, এক একটী কোষে অনেক থাকে, কোণযুক্ত। বর্ষাকাল হইতে আরম্ভ করিয়া শীতকাল অবধি ফুল ও ফল হয়।

ব্যবহার্য্য অংশ :—শিকড়।

লোকপ্রবাদের উপকারার্থে ব্যবহার :—ইহার শিকড় অতিশয় তিক্ত ও বলকারক। বিষধর সর্প অথবা অপর কোন বিষধর প্রাণী অথবা পাগলা কুকুরে কামড়াইলে ইহার শিকড়ের কাথ সেবনে বিষ বিনষ্ট হয়।

Glossary :—সংক্ষিপ্ত গুণপরিচয় :

মূল—তিক্ত, রসায়ন, বিষধর সর্প, পাগলা কুকুর এবং অন্য জন্তুর দংশনে উপকারী।
Fig :—Gaertn. Fruct., i, t. 55 ; Kirtikar & Basu, Ind. Med. Pl., t., 403.
Ref :—F. B. I., iii, 77 ; Roxb., F. I., i, 700.

310. Ophioarrhiza mungos Linn. (গন্ধনাকুলী)

176-7-04